বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২১

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

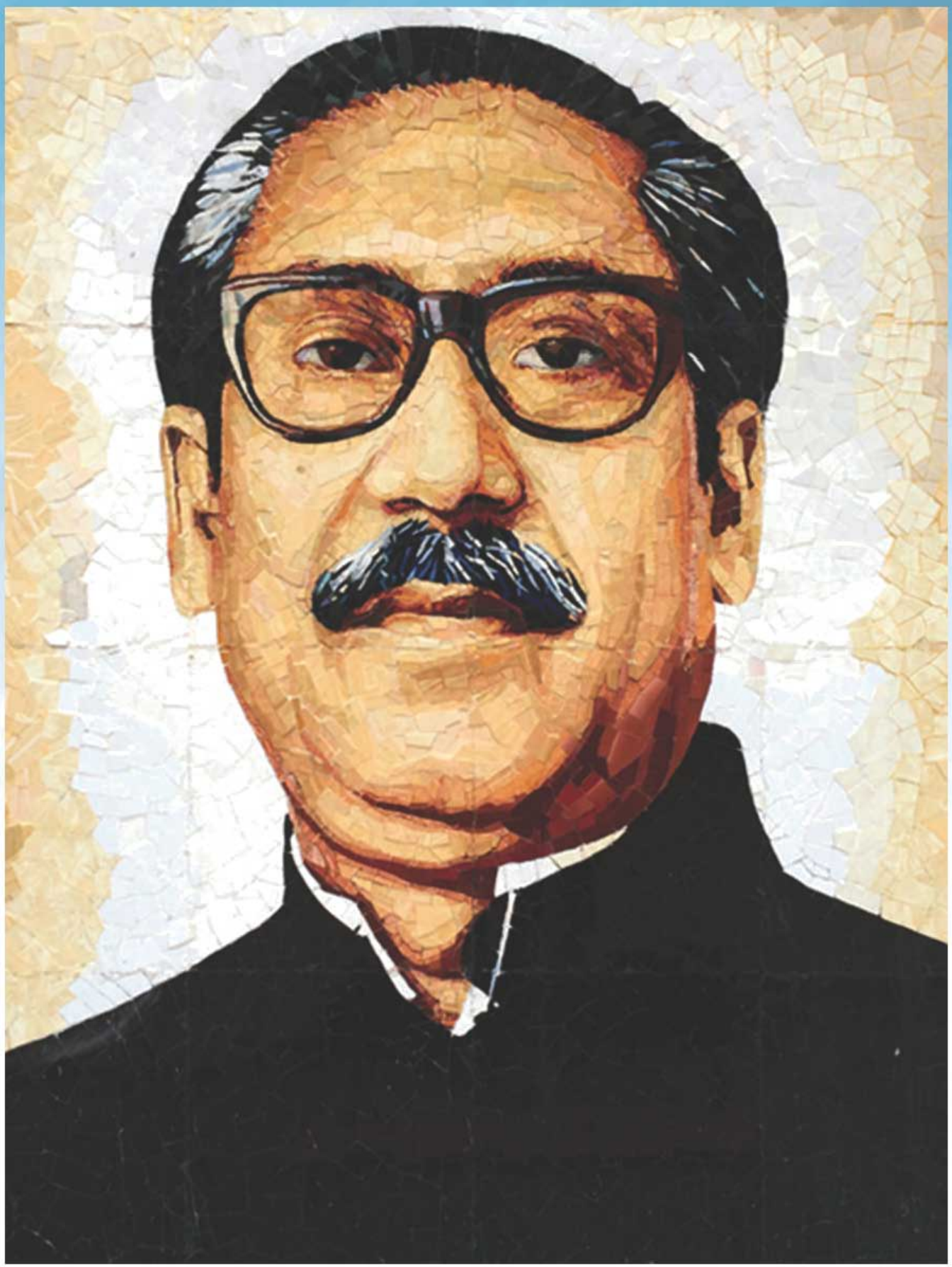

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জাহিদ ফারুক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার মহান নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমরা এ বছরই উদ্‌যাপন করছি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং একই সাথে বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২০-২১ সময়ের বার্ষিক প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহের কার্যক্রম প্রতিবেদন থেকে ধারণা লাভ করা যাবে বলে আশা করছি।

বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নানা ঝুঁকিতে রয়েছে। এদেশের একটি রূঢ় বাস্তবতা হলো বর্ষা মৌসুমে পানির আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতা। এর ফলে কখনো বন্যার কারণে কৃষকের ফসলহানি ঘটে, কখনো সেচের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রকৃতিগতভাবে এদেশের নদ-নদীর তলদেশে পলি জমে ভরাট হওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে অতিরিক্ত পানি প্রবাহের ফলে নদীতীরে ভাঙ্গন ও বন্যা দেখা দেয়। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নে নিরলস ভূমিকা রাখছে।

বর্তমান সরকারের শাসনামলে এসব কার্যক্রমের পরিধি বহুগুণ বেড়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে গুণগত মানও। পরিকল্পনা, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দৃষ্টিভঙ্গিতেও এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাগুলোর কাজেও বেড়েছে গতিশীলতা। টেকসই উন্নয়ন ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত "ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" এর সাথে সামঞ্জস্যরেখে মন্ত্রণালয় চলমান ও ভবিষ্যৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং সঠিক দিক নির্দেশনায় বর্তমান সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এদেশের সামগ্রিক পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন তথা সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। আর এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে নেয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(জাহিদ ফারুক, এমপি)

بسم الله الرحمن الرحيم

এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি
উপমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, খাল খনন, ড্রেজার ক্রয়, সেচ পাম্প স্থাপন, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশন স্থাপনের উদ্যোগ নেন। বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরী তাঁরই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে পানি সম্পদের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নদীর তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম, নদী ড্রেজিং, খাল খননসহ ভবিষ্যতের জন্য আধুনিক ও যুগোপযোগী পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষে নতুন নতুন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কলশ্রুতিতে আগাম নদী ভাঙ্গনের পূর্বাভাস যেমন পাওয়া যাচ্ছে তেমনি বন্যাসহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম তথ্য জানা যাচ্ছে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গুগলের সাথে চুক্তি হচ্ছে। আমরা আশা করতে পারি, বন্যাসহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের নির্ভুল তথ্য মোবাইল ফোনের মেসেজের মাধ্যমে সকলের কাছে নিরাপদ সময় পৌঁছানো সম্ভব হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দূর্নীতিমুক্তভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। নিয়মিত পরিদর্শন, মনিটরিং এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা করে তাৎক্ষনিক নির্দেশনা প্রদান করায় কাজের গতি বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। e-gp প্রক্রিয়ায় টেন্ডার কার্যক্রম সম্পাদন করায় দূর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। শতভাগ ই-নথি বাস্তবায়ন করায় মন্ত্রণালয়ের কোন নথি পেন্ডিং থাকছে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ, বন্যা ব্যবস্থাপনা, নদীর প্রবাহ চলমান রাখা, খাল খননসহ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন প্রযুক্তি সংযোজন করা হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আধুনিক টেকসই ও জলবায়ু সহিষ্ণু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্ত রচনা করবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্য সমূহ তথ্য ব্যাংক হিসেবে কাজ করবে এবং গবেষণা সহ সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়তা করবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি)

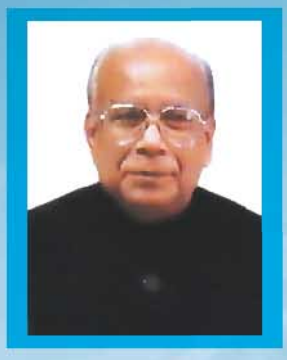

রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

শুভেচ্ছা বাণী

সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বিগত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের উপরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি এ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকান্ড বিষয়ে সম্যক অবহিত। দশম জাতীয় সংসদের মেয়াদে (২০১৪-২০১৮) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি মোট ৩৯টি বৈঠক আয়োজন করে। একাদশ জাতীয় সংসদ জানুয়ারী/২০১৯ থেকে শুরু হয়েছে এবং এ যাবৎ ১৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল বৈঠকের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে বা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এসব নির্দেশনা ও পরামর্শ মাঠ পর্যায়ের চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণে এবং সেগুলোর মানসম্মত বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে কাংখিত উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' নামে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নদী-ভাঙ্গন, নদী-ভরাট, লবাণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে বৃহৎ নদী সমূহের নাব্যতা ও ধারণক্ষমতা পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। উক্ত মহাপরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনসহ আন্তঃঅঞ্চল পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা যেন না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের পানি সম্পদ খাতে চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ৭,৩৬৪.৮৫ কোটি টাকা যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিভিন্ন নদ-নদী ও অন্যান্য জলাধারগুলো সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখার মধ্য দিয়ে সরকারের বাজেট বরাদ্দ এবং আমাদের সবার কর্মপ্রয়াস সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

SDG'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কার্যক্রম, বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন, পানি ইস্যুতে আন্তর্জাতিক বৈঠকে অংশগ্রহণ, সেমিনারসহ বিবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আশা করি এসব কর্মকান্ড ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কবির বিন আনোয়ার
সিনিয়র সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

মুজিব শতবর্ষে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। স্মরণ করি তাঁর পরিবারবর্গ, বিশ্বস্ত সহচরবৃন্দ সহ বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহীদদের।

আজকের বাংলাদেশ জাতির জনকের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়ানো স্বদেশ। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় তাঁর শতবর্ষের দূরদর্শী ডেল্টা প্লান নিয়ে কাজ করছে।

গতানুগতির ধারা থেকে বেরিয়ে এবারের বার্ষিক প্রতিবেদন নতুনভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। আমি এর সাফল্য কামনা করছি।

কবির বিন আনোয়ার পিএএ

প্রকাশনা কমিটি

১।	**আলম আরা বেগম** অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২।	**ফজলুর রশিদ** মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৩।	**মোঃ মাসুক মিয়া** মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৪।	**মোহাম্মদ মুসা** যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	**মোঃ দেলওয়ার হোসেন** মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	সদস্য
৬।	**মোঃ আলিম উদ্দিন** মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
৭।	**এস এম রেজাউল মোস্তফা কামাল** যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮।	**সৈয়দা সালমা জাফরীন** যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯।	**মো: মনিরুল ইসলাম** প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১০।	**মো: মাহমুদুর রহমান** সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	সদস্য
১১।	**মালিক ফিদা এ খান** নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস	সদস্য
১২।	**আবু সালেহ খান** নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম	সদস্য
১৩।	**মোহাঃ ইউসুফ হারুন খান** প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪।	**মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক** যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

প্রকাশক

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রকাশকাল ঃ ১৫ অক্টোবর, ২০২১

মুদ্রণ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সম্পাদনা পরিষদ		
১	**মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক** যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২	**মোঃ মাহমুদ হাসান** উপ-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	**মোঃ নাজমুল ইসলাম ভূইয়া** উপসচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	**এস, এম সরওয়ার কামাল** উপসচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	**ড. আলী মুহম্মদ ওমর ফারুক** উপসচিব ও পরিচালক, বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৬	**মোহাঃ শহীদুল্লাহ কায়সার** সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	**স. ম. আজহারুল ইসলাম** সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	**মোহাম্মদ মাসুদ আলম** মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	সদস্য
৯	**ড. মুনিরুজ্জামান খান** উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১০	**মোঃ আনোয়ার কাদির** নির্বাহী প্রকৌশলী, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	সদস্য
১১	**মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান** পরিচালক, সেন্টার ফোর ইনভারমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফোরমেশন সিস্টেম	সদস্য
১২	**মোঃ সামিউন নবী** ম্যানেজার (বিজনেস), ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং	সদস্য
১৩	**মুহাম্মদ শহিদ শিকদার** প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১৪	**আ. স. ম সুজা** সহকারী সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	**মোহাঃ ইউসুফ হারুন খান** প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১

ভূমিকা ১
কর্ম-পরিধি ১
সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন ২
২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয় ৫
প্রশিক্ষণ ৫
SDGs বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের আইনসমূহ ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১৯

ভূমিকা ১৯
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি ১৯
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০ ১৯
পরিচালনা পরিষদ ১৯
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী ২০
সাংগঠনিক কাঠামো ২০
জনবল ২২
পদ সৃজন ২২
জনবল নিয়োগ ২২
নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান ২৩
মানব সম্পদ উন্নয়ন ২৩
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ২৩
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ২৩
বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন ২৩
২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২৩
২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম ২৪
২০২০-২০২১ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ ২৫
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ২৭
২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়ন সমাপ্তকৃত ৫টি প্রতিশ্রুতি ২৭
২০২০-২০২১ অর্থবছরে সমাপ্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য ২৮
২০২০-২০২১ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প ৩০
২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ ৩৪
বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নিউ ধলেশ্বরী-পুংলি-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্প আওতায় নির্মাণাধীন সেডিমেন্ট বেসিন ৩৬
জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প ৩৭
বন্যা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা ৩৭

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা ৩৯
বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিকা ৪০
সাম্প্রতিক সময়ে সম্পাদিত গবেষণা (উদ্ভাবনী) সমূহ ৪৬
আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪৭
যুগোপযোগী নকশা প্রণয়নের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়ন ৪৮
প্রকৃতি নির্ভর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ৪৯
বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ কৃষি ও পরিবেশ ৪৯
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম ৫০
সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম ৫০
পানি বিজ্ঞান (Hydrolog) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম ৫৪
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ৫৯
ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৬১
যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৬৩
অডিট পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৬৪
শৃংখলা পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৬৫
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ৬৫
জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ৬৭
কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট এর কার্যক্রম ৬৭
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম ৬৮
ইনোভেশন কর্মকান্ড ৭০
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রতিবেদন ৭৩
এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্যের খতিয়ান ৭৫
এক নজরে জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/ কর্মকাণ্ডের বিবরণ ৮০
উপসংহার ৮১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২০-২০২১ সালের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ৮৩

তৃতীয় অধ্যায়: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) **৮৭**

ভূমিকা ৮৭
পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২; জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯; উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপো'র কার্যপরিধি ও দায়িত্বসমূহ ৮৭
জনবল ৮৮
ওয়ারপো'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ ৮৮
বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ৮৯
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ২০২০-২০২১ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ ৮৯
২০২০-২১ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক চলমান প্রকল্প ৯২
বিগত বছরের ওয়ারপোর বিবিধ কার্যক্রমসমূহ ৯৭
ওয়ারপো'র ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র' ১০২

ওয়ারপোতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন ১০৫
উত্তম চর্চা ১১০
উপসংহার ১১৪

চতুর্থ অধ্যায়: নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই) ১১৯
পরিচিতি ১১৯
নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী) ১১৯
নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো ১১৯
নগই পরিচালনা বোর্ড ১২০
নগই'র কর্মকান্ড ও জনবল ১২০
নগই'র পরিদপ্তর ভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ১২০

পঞ্চম অধ্যায়: যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ ১৩১
ভূমিকা ১৩১
গঠন ও জনবল ১৩১
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জনবলের বিবরণ (জুন, ২০২১ অনুযায়ী) ১৩২
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির বিবরণ (টিওএন্ডই) ১৩৩
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী ১৩৩
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ ১৩৪
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ১৪১
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) বিষয়ক কার্যক্রম
প্রশিক্ষণ ১৪১
২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ১৪২

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৪৫
ভূমিকা ১৪৫
অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো ১৪৫
২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ১৪৬
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সদ্য সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ১৪৭
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ১৪৭
হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ১৪৮
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ১৬২
হাওর ও জলাভূমি এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয় ১৬২
ই-সেবা কার্যক্রম ১৬২
বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২১ উদযাপন ১৬২
জলাভূমি সংক্রান্ত প্রচার ও প্রকাশ ১৬৩
উপসংহার ১৬৩

সপ্তম অধ্যায়: ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং ১৭১
ভূমিকা ১৭১
ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা ১৭১

অধিক্ষেত্র ১৭১
ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবল ১৭২
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ১৭৪
প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ১৭৪
সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ ১৭৬
কাজের পরিসর ১৭৬
আইডব্লিউএম কর্তৃক সম্পাদিত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের তালিকা ১৮১
আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা ১৮২
আইডব্লিউএম কর্তৃক গবেষণা ও উন্নয়ন ১৯৬

অষ্টম অধ্যায়: সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস ২০৩

পটভূমি ২০৩
অধিক্ষেত্র ২০৩
কাজের পরিধি ও বিশেষজ্ঞ জনবল ২০৪
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা ২০৪
এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি ও মাঠপর্যায়ে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ ২০৫
আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (ISO) কর্তৃক সনদ অর্জন ২০৭
সিইজিআইএস-এর উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ ২০৮
সিইজিআইএস কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত এবং চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমীক্ষা/গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২০৯
মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ২১৩
সিইজিআইএস ভবন নির্মাণ প্রকল্প ২১৪
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সিইজিআইএস কর্তৃক দেশীয়/আন্তর্জাতিক পরিসরে চলমান/সম্পাদিত সমীক্ষাসমূহ ২১৬

পরিশিষ্ট-১ ২২১

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ৩০-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ ২২১

পরিশিষ্ট-২ ২৪১

২০২০-২০২১ অর্থ বছর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী ২৪১

পরিশিষ্ট-৩ ২৪৭

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ২৪৭

পরিশিষ্ট-৪ ২৫১

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা ২৫১

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

www.mowr.gov.bd

প্রথম অধ্যায়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা, আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব–দ্বীপ উন্নয়ন, ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, খাল, বেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন-পুনঃখনন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদীর তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার বিষয়ে সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

কর্ম-পরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধি নিম্নরূপঃ

১. নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ;
২. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন এবং নদীভাঙ্গন ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
৩. সেচ, বন্যা-পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলী;
৪. নদী অববাহিকা প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা বিষয়ে মৌলিক, প্রধান এবং ফলিত গবেষণা পরিচালনা;
৫. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা;
৬. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্স;
৭. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নদী ড্রেজিং, খাল খনন এবং রক্ষণাবেক্ষণ; খাল খনন কর্মসূচির আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
৮. ভূমি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা বিষয়ক কার্যাবলী;
৯. পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাঁধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলী;
১০. ভূমি পুনরুদ্ধার, মোহনা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যাবলী;
১১. লবণাক্ততা এবং মরুকরণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
১২. হাইড্রোলজিকাল জরিপ এবং উপাত্ত সংগ্রহ;
১৩. যৌথ নদী কমিশন, যৌথ কমিটি, স্থায়ী কমিটি ইত্যাদি এবং অভিন্ন সীমান্ত নদী সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী;
১৪. আর্থিক বিষয়াবলীসহ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সচিবালয়;
১৫. মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ;
১৬. মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধির আওতায় বর্ণিত বিষয়াবলীতে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বিষয়ে লিয়াজোঁ;
১৭. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল বিষয়ক আইন কানুন;
১৮. মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়াবলীর ওপর অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান;
১৯. আদালতে গৃহীত ফি ছাড়া মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়সমূহের উপর প্রযোজ্য ফি আদায়।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো সকল পানি সম্পদ খাতের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য ফ্রেইমওয়ার্ক প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদনঃ

- দুষ্প্রাপ্য পানির এলাকায় জরুরী সময়ে প্রাধিকারভিত্তিতে পানি বণ্টনের ক্ষমতা প্রয়োগ; জনসাধারণকে অবহিত রেখে পানির দুষ্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির অগভীর স্তর অক্ষুণ্ন রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ;
- যে সব এলাকায় প্রতি বৎসর পানির স্বল্পতা দেখা দেয়, সে সব এলাকার খরা মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও জরুরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- চরম খরাকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার বা যে কোন সংস্থাকে খরা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করা এবং পানির উৎস নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা;
- নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রদানের জন্য বেসরকারি ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থাকে পানির অধিকার প্রদান করা;
- নদী/চ্যানেলের প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা।

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছে একজন প্রতিমন্ত্রী এবং একজন উপমন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ে একজন সিনিয়র সচিব রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ যথাঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন; বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS) এর কর্মকান্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করেন। এছাড়াও, প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সিনিয়র সচিব মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করেন।
মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৪টি অনুবিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো: (১) প্রশাসন অনুবিভাগ, (২) উন্নয়ন অনুবিভাগ, (৩) পরিকল্পনা অনুবিভাগ এবং (৪) বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ।

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০১ জন যুগ্ম সচিব, ০১জন উপ সচিব, ০১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব ও ০২ জন সহকারী সচিব কাজ করছেন। এছাড়াও প্রশাসন অধিশাখার অধীন হিসাবরক্ষণ শাখায় ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। এছাড়াও কম্পিউটার সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ০১ জন সিস্টেম এনালিস্ট ও ০১ জন প্রোগ্রামার কর্মরত আছেন।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

উন্নয়ন অনুবিভাগ উন্নয়ন সহযোগী দেশ, সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যোগাযোগ, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করে থাকে। উন্নয়ন অনুবিভাগে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০২ জন যুগ্ম-সচিব, ০৭ জন উপ-সচিব দায়িত্ব পালন করছেন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা অনুবিভাগ সকল প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণের সার্বিক প্রক্রিয়া সম্পাদন, স্থানীয় অর্থায়নে গৃহীত সকল প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এবং এডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের অর্থছাড় করে থাকে। পরিকল্পনা অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন যুগ্মসচিবের নেতৃত্বে ০৫ জন উপসচিব ও ০৩ জন সিনিয়র সহকারী সচিব কাজ করছেন।

বাজেট ও অডিট অধিশাখা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ও সংস্থাসমূহের বাজেট বরাদ্দ ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকে। বাজেট ও অডিট অধিশাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ০১ জন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে ০১ জন উপ-সচিব ও ০১ জন সহকারী সচিব কাজ করছেন।

জনবল

অনুমোদিত জনবল কাঠামো স্থায়ী-অস্থায়ী অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল হলো ১২৬ জন। তন্মধ্যে ১ম থেকে ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা স্থায়ী-অস্থায়ী মোট ৩৮ জন, ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা মোট ২৬ জন, ১১তম থেকে ১৬তম গ্রেডের কর্মচারী স্থায়ী-অস্থায়ী মোট ৩০ জন, এবং ১৭তম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী স্থায়ী-অস্থায়ী মোট ৩২জন রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণ

			অনুমোদিত পদ		
গ্রেড	ক্রমিক নং	পদের নাম	স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট
১ম-৯ম	১.	সিনিয়র সচিব/ সচিব	১	০	১
	২.	অতিরিক্ত সচিব	১	০	১
	৩.	যুগ্ম-সচিব	৩	০	৩
	৪.	উপ-সচিব	৭	০	৭
	৫.	সিস্টেম এনালিস্ট	১	০	১
	৬.	প্রোগ্রামার	১	০	১
	৭.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৯	১	২০
	৯.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
	১০.	সহকারী প্রোগ্রামার	০	১	১
	১১.	সহঃ মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিঃ	০	১	১
মোট (১ম-৯ম গ্রেড)			৩৪	৩	৩৭
১০ম	১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১১	৩	১৪
	২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৭	৩	১০
	৩.	লাইব্রেরিয়ান	১	০	১
	৪.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
মোট (১০ম গ্রেড)			২০	৬	২৬
১১-১৬তম	১.	হিসাবরক্ষক	১	০	১
	২.	ক্যাশিয়ার	১	০	১
	৩.	সাঁট মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ	১১	১	১২
	৪.	কম্পিউটার অপারেটর	০	৪	৪
	৫.	অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ	৭	৪	১১
	৬.	ডুপ্লেকেটিং মেশিন অপারেটর	১	০	১
মোট (১১তম-১৬তম গ্রেড)			২১	৯	৩০
১৭তম-২০তম	১.	ক্যাশ সরকার	১	০	১
	২.	অফিস সহায়ক	২৩	৯	৩২
মোট (১৭তম-২০তম গ্রেড)			২৪	৯	৩৩
সর্বমোট			৯৯	২৭	১২৬

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম (২০১৭-২০১৮)

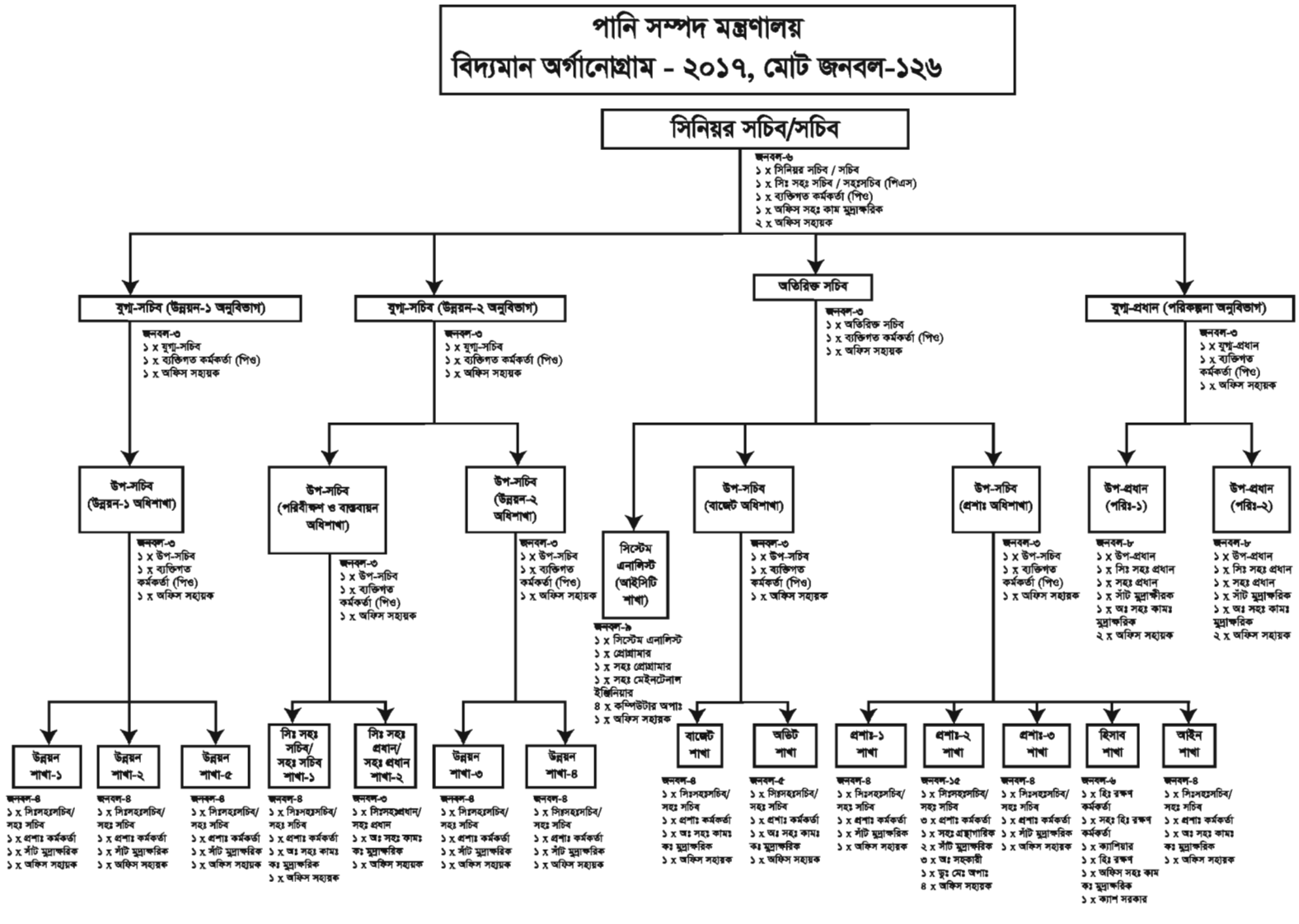

২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	মন্ত্রণালয়	২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		২০২০-২১ অর্থবছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
		পরিচালন	উন্নয়ন	পরিচালন	উন্নয়ন	
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৭৬৪৬২.২৫	৭৩৬৪৮৫.০০	১৭৪৭৭৩.৮০৫৯	৫৯৫৩৯১.০০	
	সর্বমোট	১৭৬৪৬২.২৫	৭৩৬৪৮৫.০০	১৭৪৭৭৩.৮০৫৯	৫৯৫৩৯১.০০	

২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ভৌত অগ্রগতি ৯৫.০৪% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮০.৮৫%।

২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন সন্তোষজনক বিবেচিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

দেশে ঃ ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ ১২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

বিদেশেঃ ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে বিদেশে প্রশিক্ষণঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারি ২০২০-২১ অর্থ-বছরে বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/সিম্পোজিয়াম/শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেননি।

SDGs বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রূপান্তরিত "আমাদের পৃথিবীঃ ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এসডিজি" শিরোনামে গৃহীত প্রস্তাবনা অনুমোদন হয়েছে। জাতিসংঘের উদ্যোগে ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে সংস্থার সদর দপ্তরে তিন দিনের বিশ্ব সম্মেলনে এই লক্ষ্যমাত্রাসমূহ আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহিত হয়েছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানরা এতে অংশ নিয়েছেন। জাতিসংঘের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো ১৫ বছরের এই বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। এসডিজি এর মূল স্লোগান হল হলো "Leaving no one behind"।

SDGএর ১৭টি অভিষ্টের আওতায় মোট ১৬৯টি টার্গেট অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১৬৯টি টার্গেটের মধ্যে ৩টি টার্গেট (৬.৫, ৬.৬, ১৪.২) অর্জনে লীড, ১টি টার্গেট (৬.এ) অর্জনে কো-লীড এবং ২০টি টার্গেট অর্জনে এসোসিয়েট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এসংক্রান্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় SDG Data Tracker সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর সমূহে তথ্য-উপাত্ত প্রদানের পাশাপাশি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বোত সহযোগিতা প্রদান করছে। পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে মানুষের জীবন মান উন্নয়নের মাধ্যমে এসডিজি-৬ অর্জনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও SDG Mapping অনুসারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জন্য নির্ধারিত টার্গেট ৬.৫.১ (Degree of integrated water resources management implementation (0-100) ও ৬.৫.২ (Propotion of transboundary basin area with an operational arrangement for water cooperation) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে SDG Tracker-এ আপলোড করার নিমিত্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-তে দাখিল করা হচ্ছে।

৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)

ময়মনসিংহে জেলার মুক্তাগাছা উপজেলাধীন বানিয়ার খাল পুনঃখনন পরবর্তী কাজের স্থিরচিত্র।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পাগলা নদী পুনঃখনন পরবর্তী কাজের স্থিরচিত্র।

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘ মেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" নামে একটি মহাপরিকল্পনা বাংলাদেশ সরকার গত ০৪-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় (ECNEC) অনুমোদন করেছে। এ মহাপরিকল্পনার আওতায় ২০১৭-২০৩০ অর্থ বছরে ছয়টি হট স্পটে (Hotspot) ৬৫টি এবং ক্রস-কাটিং (Cross Cutting) এর আওতায় ১৫টি অর্থাৎ মোট ৮০ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটি "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" বাস্তবায়ন এর জন্য প্রস্তাবিত Cross-Cutting (CC) প্রকল্প তালিকার CC 1.43: Revitalization of khals all over the country এর প্রথম প্রকল্প। ইহা "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা -২১০০" এর লক্ষ্য -৪ এর অন্তর্গত এবং লক্ষ্য-১, লক্ষ্য-২ ও লক্ষ্য-৬ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

১.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	:	মূল : নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত। ১ম সংশোধিত : নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত।
২.০ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মূল : ২,২৭,৯৫৪.৬১ লক্ষ টাকা (জিওবি)। ১ম সংশোধিত : ২,২৭,১১৩.৬৭ লক্ষ টাকা (জিওবি) ।
৩.০ প্রকল্প এলাকা	:	প্রকল্পটি সারাদেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার অন্তর্গত ৩৭৫টি উপজেলা ও ২টি সিটি করপোরেশনের আওতার মধ্যে অবস্থিত।
৪.০ প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ (১ম সংশোধিত)	:	ছোট নদী-১০০টি, খাল- ৩৯৬ টি ও জলাশয়-১৫টি মোট ৫১১টি যার মোট দৈর্ঘ্য ৪৪৩৮.৫৭৮ কি:মি:।
৫.০ ২০২০-২০২১ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি	:	(ক) ভৌত অগ্রগতি: ২৯৮৭ কি:মি: (পূর্ণ) ও ৩৬০ কিঃমিঃ (আংশিক)- ৭০%, (খ) আর্থিক অগ্রগতি: ১০৬৪৯১.৬৫ লক্ষ টাকা (৪৬.৮৯%)।
৬.০ ২০২১-২০১২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	:	(ক) ভৌত : ১৪৫০ কি:মি (পূর্ণ)- ৩০%, (খ) আর্থিক : ৩২,০০০.০০ লক্ষ টাকা।
৭.০ প্রস্তাবিত "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)" প্রকল্প	:	বাস্তবায়ন কাল (সম্ভাব্য): নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় : ২২৪৩৬৩.৬৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ (সম্ভাব্য): ছোট নদী-১১০টি, খাল- ৫১২টি ও জলাশয়-২৮টি মোট ৬৫০টি, যার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৫২১৭.৪১১ কিঃমিঃ।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের আইনসমূহ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এবং নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর আইন সমূহঃ

জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	অধ্যায়-৩	সকল উৎসের পানির উন্নয়ন, ব্যবহার, সুষম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সকলের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, জনসাধারনের অংশগ্রহণ, টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয় বর্ণিত হয়েছে।
২	অধ্যায়-৪	নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, পানির অধিকার এবং বন্টন, সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি, পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পানি ও কৃষি, পানি ও শিল্প, পানি, মৎস সম্পদ ও বন্য প্রানী, পানি ও নৌ-চলাচল, পানি বিদ্যুৎ ও বিনোদনের জন্য পানি পরিবেশের জন্য পানি, হাওড়-ভাওড়, বিল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা, স্বার্থসংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।
৩	অধ্যায়-৫	প্রাতিষ্ঠানিক নীতি আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন- ২০০০

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৩(২)	বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন, অধিকার রাখা ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং বোর্ডের নামে উহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।
২	৫(১)	বোর্ডের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ- এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং ধারা ৬-এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে বোর্ড সমগ্র বাংলাদেশ অথবা উহার যে কোন অংশে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।
৩	৬(১)	বোর্ডের কার্যাবলীঃ- সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পানি নীতি ও জাতীয় পানি মহাপরিকল্পনার আলোকে এবং এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন এবং তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।
৪	৭	বোর্ডের সাধারণ পরিচালনাঃ- বোর্ডের বিষয়াদি ও কার্যাবলীর সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং বোর্ড যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিষদও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।
৫	৮	পরিষদের গঠনঃ- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, সচিব,পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়, অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
৬	১২(১)	মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকঃ- সংস্থার একজন মহাপরিচালক ও অনধিক পাঁচজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক থাকিবে।
৭	১২(২)	মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
৮	১৪(১)	কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগঃ- বোর্ড উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
৯	১৫(১)	ভবিষ্যত প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনাঃ- জাতীয় পানি নীতির বিধান অনুসারে এবং উপ-আঞ্চলিক ও স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় বোর্ড কেবল ১০০০ হেক্টরের অধিক আয়তন বিশিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করিবে।
১০	১৬(১)	বিদ্যমান প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা হস্তান্তরঃ- অনূর্ধ্ব ১০০০ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট এফসিডি

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
		ও এফসিডিআই প্রকল্পের মালিকানা পর্যায়ক্রমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং যে সমস্ত প্রকল্প উহাদের সুবিধাভোগীদের স্বার্থে গঠিত সংগঠনসমূহের দ্বারা ইতোমধ্যে সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে সেইগুলি সর্বপ্রথম হস্তান্তরিত হইবে।
১১	১৯(১)	বার্ষিক প্রতিবেদনঃ- বোর্ড প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তৎকর্তৃক উক্ত অর্থ বৎসর সংক্রান্ত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে যাহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে গৃহীত উন্নয়ন কৌশল, পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত কর্মসূচী, প্রাক্কলিত ও প্রকৃত আয় ও ব্যয়, সাফল্য নিরূপণের জন্য নির্ধারিত প্রধান নির্ণায়কসমূহের আলোকে অর্জন এবং সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের হাল অবস্থা এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থার উপর বিশ্লেষণ থাকিবে।
১২	২০	বোর্ডের কার্য পরিচালনার জন্য উহার একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ ইত্যাদি উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা হইবে।
১৩	২১	বাজেটঃ- বোর্ড প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট এবং রাজস্ব বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে বোর্ডের কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা আইন- ১৯৯২

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৫	সাধারণ পরিচালনা- সংস্থার সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সংস্থা যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ড সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবে।
২	৬	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী (সভাপতি হইবেন), পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য (সহ-সভাপতি হইবেন), সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় সচিব ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে।
৩	৭	সংস্থার কার্যাবলী- পানি সম্পদ উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার, জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ, পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান, সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং পরামর্শ প্রদান, পানি সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নীত করা, তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচান করা, আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন করা, এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পানি সম্পদ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।
৪	৮(১)	মহা-পরিচালক ও পরিচালক- সংস্থার একজন মহা-পরিচালক ও অনুন্য দুইজন পরিচালক থাকিবে।
৫	৯(১)	কার্যনির্বাহী পরিষদ- সংস্থার একটি কার্য নির্বাহী পরিষদ থাকিবে, যাহা একজন চেয়ারম্যান ও অনূন্য দুইজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
৬	১২(১)	সংস্থা-তহবিল- সংস্থার একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকারের অনুদান, অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত দান ও অনুদান এবং সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ জমা হইবে।
৭	১৪(১)	হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা- সংস্থা যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।
৮	১৫	সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী- সংস্থার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সংস্থা প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
৯	১৭(১)	প্রতিবেদন- প্রতি বৎসর ৩০ জুনের মধ্যে সংস্থা তৎকর্তৃক উহার পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর আইন- ১৯৯০

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৬(১)	পরিচালনা বোর্ড- পরিচালনা বোর্ড সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী (সভাপতি হইবেন), চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর; সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন জাতীয় সংসদ সদস্য; সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
২	৭	ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলী- ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলী হইবে নদী প্রশিক্ষণ, নদীর ভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনে নকশা প্রণয়ন, নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা গানিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা, নদী প্রশিক্ষণ, ও ভাঙ্গন রোধে উপকরণ পরীক্ষা ইত্যাদি।
৩	১০(১)	ইনষ্টিটিউটের তহবিল- ইনষ্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকার কর্তৃক, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ইত্যাদি জমা হইবে।
৪	১৪(১)	মহাপরিচালক- ইনষ্টিটিউটের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন।

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা- ২০১৮

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৩(১)	সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার্য পানি অধিকার-পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের লক্ষ্যে ধারা ৩ এবং এই বিধিমালার অধীন পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির নির্দেশসমূহ বাস্তবায়ন করিবে।
২	৪(১)	জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার- ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উহার কার্যপরিধির আওতাধীন আন্তঃদেশীয় নদী ও অন্যান্য পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করিবে এবং উহা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার (NWRD) এ সংরক্ষণ করিবোর জন্য সরবরাহ করিবে।
৩	৫(১)	জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন- ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত বিষয়াদিসহ জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন এবং উহা, সময় সময়, হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে, সরকারের পক্ষে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে ১ (এক) টি খসড়া প্রণয়ন করিবে।
৪	৮(১)	প্রতিপালন আদেশ জারির পদ্ধতি- ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এবং ধারা ৪২ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নির্বাহী কমিটি এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক ফরম- ১.১ এ প্রতিপালন আদেশ ইস্যু করিতে পারিবে।
৫	৯(১)	অপসারণ আদেশ জারির পদ্ধতি- যদি কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদের উপর এমন কোনো স্থাপনা নির্মাণ বা ভরাট কার্যক্রম গ্রহণ করে যাহা জলস্রোতের স্বভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে বা উহার গতিপথ পরিবর্তন করে, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই বিধিমালা অনুযায়ী, উক্ত ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে উক্ত জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ফরম-২.১ এ অপসারণ আদেশ জারি করিতে পারিবেন।
৬	১০(১)	স্থাপনা বা ভরাট কার্যক্রম অপসারণের বা আদায়ের পদ্ধতি- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত এবং বিধি ৯ এর অধীন জারীকৃত নোটিশে উল্লেখকৃত অপসারণ ব্যয় পরিশোধের জন্য দায়ী হইবে।
৭	৮ম অধ্যায়	প্রকল্প ছাড়পত্র: প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ- (ক) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ক্ষেত্রে, মহাপরিচালক; (খ) জেলা কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক; (গ) উপজেলা কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা; এবং (ঘ) ইউনিয়ন কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
	১৪(১)	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ (ক) জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (খ) উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (গ) ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮	২১(১)	কারিগরি কমিটিসমূহ গঠন প্রত্যেক জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নে কারিগরি কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।
১২	৯ম অধ্যায়	পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা এবং উহার ব্যবস্থাপনা;
১৩	১০ অধ্যায়	ভূগর্ভস্থ পানি সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
১৪	১১ অধ্যায়	জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ;
১৫	১২ অধ্যায়	সুরক্ষা আদেশ;
১৬	১৩ অধ্যায়	প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা আরোপের পদ্ধতি;

১ অক্টোবর ২০২০ তারিখ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সে গণভবন থেকে নবনির্মিত পানি ভবন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার, মহাপরিচালক (বাপাউবো) এ এম আমিনুল হক ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান,এমপি, SDG মুখ্য সমন্বয়ক, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, মন্ত্রণালয় সহ ও তার অধীনস্ত সকল অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ, মাননীয় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ১১০ কিঃ মিঃ ঢাকা সার্কুলার নৌপথ (বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, টঙ্গীখাল, বালু, শীতলক্ষা, ধলেশ্বরী) পরিদর্শন করেন।

২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখ মাননীয় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলায় পদ্মা নদীর ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন।

গোপালগঞ্জ জেলায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলমান কাজ পরিদর্শন করেন মাননীয় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি।

চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং -৬২(পতেঙ্গা), পোল্ডার নং -৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং৬৩/১বি (আনোয়ারা -পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন মাননীয় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার মহোদয় ক্ষতিগ্রস্ত সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্ট পরিদর্শন করেন।

২৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ,পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার মহোদয় নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলার সোমেশ্বরী নদীর ভাংগন এলাকা পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে বিজিবি'র টহল সুবিধায় নির্মিত বাঁধ, কক্সবাজার।

শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প ।

কাটাখালী খাল, সিরাজগঞ্জ।

গড়াই নদী ড্রেজিং, কুষ্টিয়া।

মাতিয়ান হাওর, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।

পোল্ডার নং-৪৮, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

ফানাই নদী পূনঃ খনন কাজ, মৌলভীবাজার।

যমুনা নদীর ভাংগন এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্বল জায়গা সমুহে শক্তিশালী করনের চলমান জরুরী কাজ, কামারজানিতে, গাইবান্ধা।

তিতাস নদী খনন ড্রেজিং কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে দিঘীরপাড় বাজার ও ডহুরী গ্রাম রক্ষার্থে জরুরী অস্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ, টংগিবাড়ী ও লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।

খুরুশকুল "আশ্রয়ন-২ প্রকল্প" কক্সবাজার।

বাকখালী, কক্সবাজার।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের
আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

www.bwdb.gov.bd

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টি জনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ, খরা, সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, দেশের শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর, কৃষিযোগ্য জমি সীমান্ত বরাবর প্রবাহমান নদীসমূহ ভাঙ্গনের কবল থেকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যায় দেশের জানমাল এবং অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন সরকারের আমন্ত্রণে জনাব জে, এ, ক্রুগের নেতৃত্বে ক্রুগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রুগ মিশনের সমীক্ষার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ এর মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সেচ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে ইপিওয়াপদার পানি উইং এ আত্মীকরণসহ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কারিগরি ও অ-কারিগরি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে, ১৯৭২ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠন করেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসরণে সমন্বিত ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১১ জুলাই, ২০০০ এ "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" জারি করা হয়। অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতি অনুসরণপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদ সেক্টরের অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনস্ত ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করে আসছে। পানি সেক্টরের মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৯টি জোনে (উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জোনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছেন।

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ অনুসারে বোর্ডের সার্বিক নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৪ (চার) জন সচিবসহ সরকারি/বেসরকারি সেক্টরের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি এবং মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিসহ ১২ (বারো) জন সদস্য সমন্বয়ে এ পরিচালনা পরিষদ গঠিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী

১. নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;

২. সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;

৩. ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;

৪. নদীতীর সংরক্ষণ এবং নদী ভাঙ্গন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ সংরক্ষণ;

৫. উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;

৬. লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমন;

৭. সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

(খ) অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলি

i) বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;

ii) পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;

iii) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;

iv) বোর্ডের কার্যাবলির উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;

v) বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

সাংগঠনিক কাঠামো

প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পানি সেক্টরের সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দপ্তরসমূহের বিস্তারিত নিম্নের সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

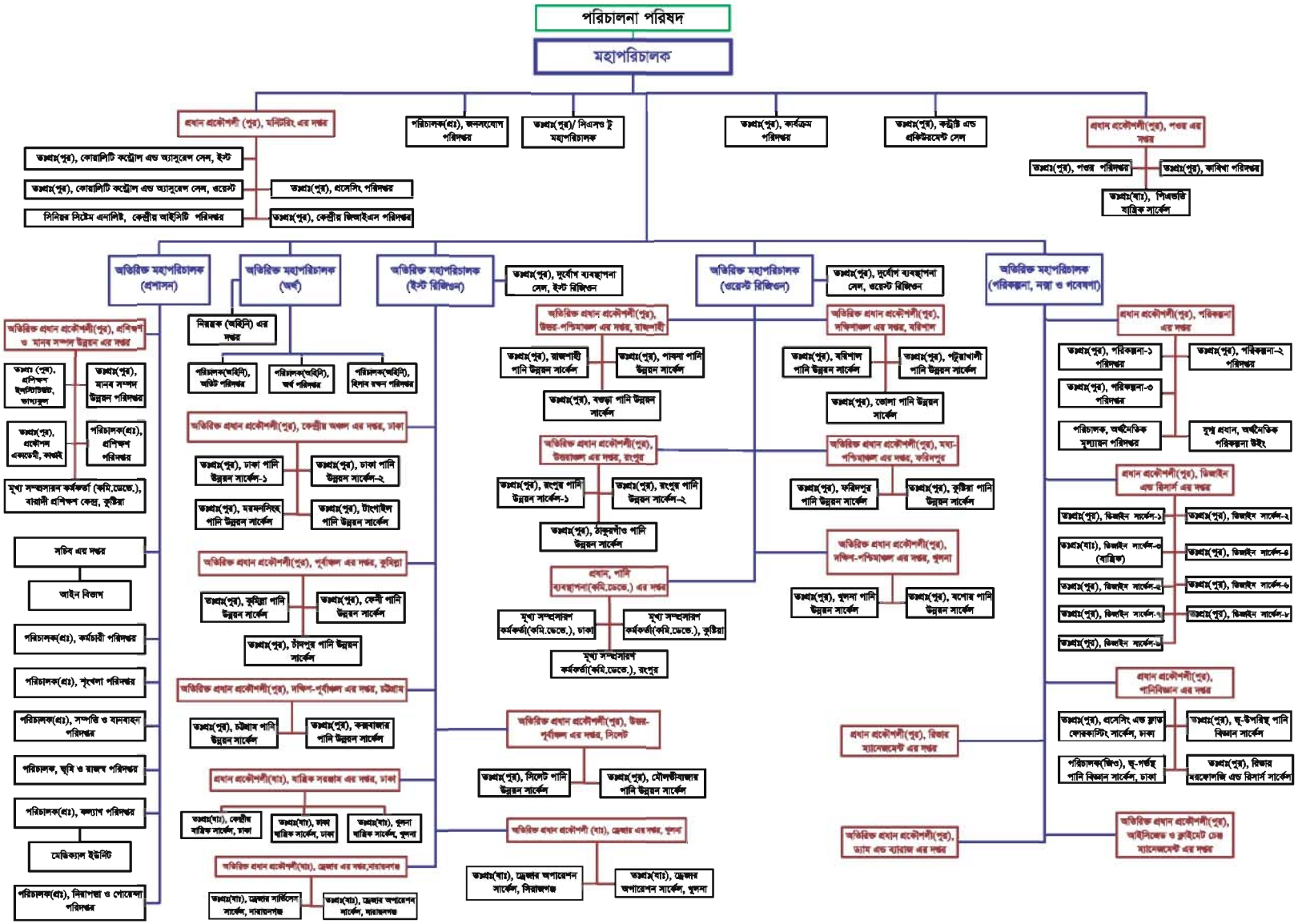

জনবল

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৫৯ মোতাবেক তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে সৃষ্টি হয়। শুরুতে এর অনুমোদিত জনবল ছিল ২৪,৩৬৮ জন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় সংস্থাটির জনবল হ্রাস করা হয়। ১৯৮৫ সালে সংস্থার জনবল এনাম কমিটির মাধ্যমে হ্রাস করে ১৮০৩২ এ আনা হয়। পুনরায় ১৯৯৮ সালে এর জনবল ১৮০৩২ থেকে কমিয়ে ৮৯৩৫ জন করা হয়। পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৬৪ ক্যাটাগরীর ১২৬৩৮ জন জনবল সম্বলিত Need Based Set-Up এর মধ্যে দুই ধাপে চূড়ান্ত ভেটিংকৃত মোট ১৫১ ক্যাটাগরীর ১১৮৭২ টি পদ সৃজনে সরকারী আদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩ ক্যাটাগরীর ৭৬৬ টি পদের গেজেট প্রকাশের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পদ সৃজন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশের বৃহৎ নদীসমূহে ড্রেজিং, নদী ব্যবস্থাপনা এবং গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী মধ্য-মেয়াদী বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের পরিধিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে জনবল হ্রাস ও বর্তমানে বাপাউবোর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে মোতাবেক ২০১০ সালে সর্বমোট ১৫০৬৭ পদের জন্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে Need Based জনবল কাঠামোর প্রস্তাবনা দেয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা পূর্বক ৬৪৫৯টি নতুন পদ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর ও ড্রেজার পরিদপ্তর নতুনভাবে অন্তর্ভূক্তকরণ পূর্বক) অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজন এবং বাপাউবো'র অনুমোদিত ৮৯৩৫টি পদ হতে ১৮০০টি পদ বিলুপ্তিসহ সর্বমোট ১৩৫৯৪ পদ এর সম্মতি প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থ মন্ত্রণালয় মোট ১২৬৩৮টি পদের সুপারিশ করে। এছাড়াও ৫৯৫টি আর্মড গার্ড (আনসার) এর পদ অঙ্গীভূতকরণের (Embodiment) মাধ্যমে পূরণ করার সুপারিশ থাকায় মোট পদ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩২৩৩টি। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	এনাম সেট-আপ ১৯৮৪ অনুসারে জনবল	গেজেট' ৯৮ অনুসারে জনবল	প্রক্রিয়াধীন Need Based সেট-আপ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	
				জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়
১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর বাদে)	১৪১২৫	৮৯৩৫	১২০২৮	১১৮৬৩
২।	যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর	২১৪৫	-	৪২৫	৩৭৬
৩।	ড্রেজার পরিদপ্তর	১৪০৫	-	১১৪১	৯৯৪
৪।	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৯০	-	-	-
৫।	যৌথ নদী কমিশন	১৬৭	-	-	-
	মোট	**১৮০৩২**	**৮৯৩৫**	**১৩৫৯৪**	**১৩২৩৩**

জনবল নিয়োগ

পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গতিশীল রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়মিতভাবে জনবল নিয়োগের কাজ চলমান আছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে নিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	গ্রেড	সেট-আপভুক্ত পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত সংখ্যা	২০২০-২০২১ সালে সরাসরি নিয়োগকৃত পদসংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	ডিসেম্বর, ২১ এর মধ্যে সরাসরি নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন পদসংখ্যা (আউটসোর্সিং ব্যতীত)
১	১ হতে ৯	১৪২৭	১০৫১	৭১	৩৭৬	২২
২	১০ হতে ১২	১১৯৮	৭৯৬	৩৬	৪০২	১৩৯
৩	১৩ হতে ১৬	৪২৩২	২৬৮০	০	১৫৫২	২৫৯
৪	১৭ হতে ২০	৫৭৮১	২০৪৪	০	৩৭৩৭	-
	মোট	**১২৬৩৮**	**৬৫৭১**	**১০৭**	**৬০৬৭**	**৪২০**

আউটসোর্সিং এর পদসমূহ সাকুল্য বেতন ভিত্তিক বিধায় গ্রেড ভিত্তিক বিভাজনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বর্তমানে ২২৬৪ টি পদ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	নিয়োগ প্রদানের বিষয়টি মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর হতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।
৪৬ জন	৬ জন	৫২ জন	-	-	-	

মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত মানের উৎকর্ষ সাধনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। পানি সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত নিম্নরূপ ঃ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১।	২০২০-২১	৫৪	১৬৯০	৭০৩২৮

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	দেশের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
		NIL		

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সরকারের উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০০৯-২০২০ বছরসমূহে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ, নেদারল্যান্ড সরকার, জাইকা, সিডা, ওপেক, চীন প্রভৃতি উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে ঋণ বা অনুদান সহায়তা পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী/ দাতা সংস্থাসমূহ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সংক্রান্ত কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে বিগত বছরসমূহে এ সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। এছাড়াও, বর্তমান উন্নয়ন বান্ধব সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন মাইলফলক অতিক্রম করায় নিজ অর্থায়নে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করেছে। এহেন প্রেক্ষাপটে বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্ত প্রকল্পের বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে আসে। বিগত কয়েক বছরে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সমাপ্তকৃত প্রকল্পগুলো হতে ঈপ্সিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় ও প্রাকৃতিক দূর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষায় ও টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ-বছর হতে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সীমিত ব্যয়ের প্রকল্প গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

২০২০-২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প ছিল ১০১টি। এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৫৯২৯.১৯ কোটি টাকা। তন্মাধ্যে, ১টি প্রকল্প জুন, ২০২০ নাগাদ সমাপ্ত হয়। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে ১৬টি নতুন অনুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়ে মোট প্রকল্প সংখ্যা দাড়ায় ১১৭টি। তন্মধ্যে ১১১টিই বিনিয়োগ প্রকল্প (১০৩টি জিওবি ও ৮টি বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট) ও ৬টি জিওবি অর্থায়নে সমীক্ষা প্রকল্প। আরএডিপিতে বরাদ্দ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়ায় ৭৩১১.৩২ কোটি টাকা। জিওবি খাতে ১৫% বরাদ্দের অর্থ ছাড় স্থগিত থাকায় ছাড়যোগ্য বরাদ্দ দাড়ায় ৬৩৩৫.৫১ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯৫.০৩% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮০.৭৪% (বরাদ্দের বিপরীতে)। ছাড়যোগ্য বরাদ্দ বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৩.১৮% (বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট-১)। ৩৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ-বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	অগ্রগতি (অর্থছাড়ের %)
স্থানীয়	৬৪৫২.৫৭	৫৪৫২.৯০	৫৩১৫.০৩	৮২.৩৭%	৯৭.৪৭%
প্রকল্প সাহায্য	৮৫৮.৭৫	৬৬৪.৮৬	৫৮৮.৪০	৬৮.৫২%	৮৮.৫০%
মোট	**৭৩১১.৩২**	**৬১১৭.৭৭**	**৫৯০৩.৪৩**	**৮০.৭৪%**	**৯৬.৫০%**

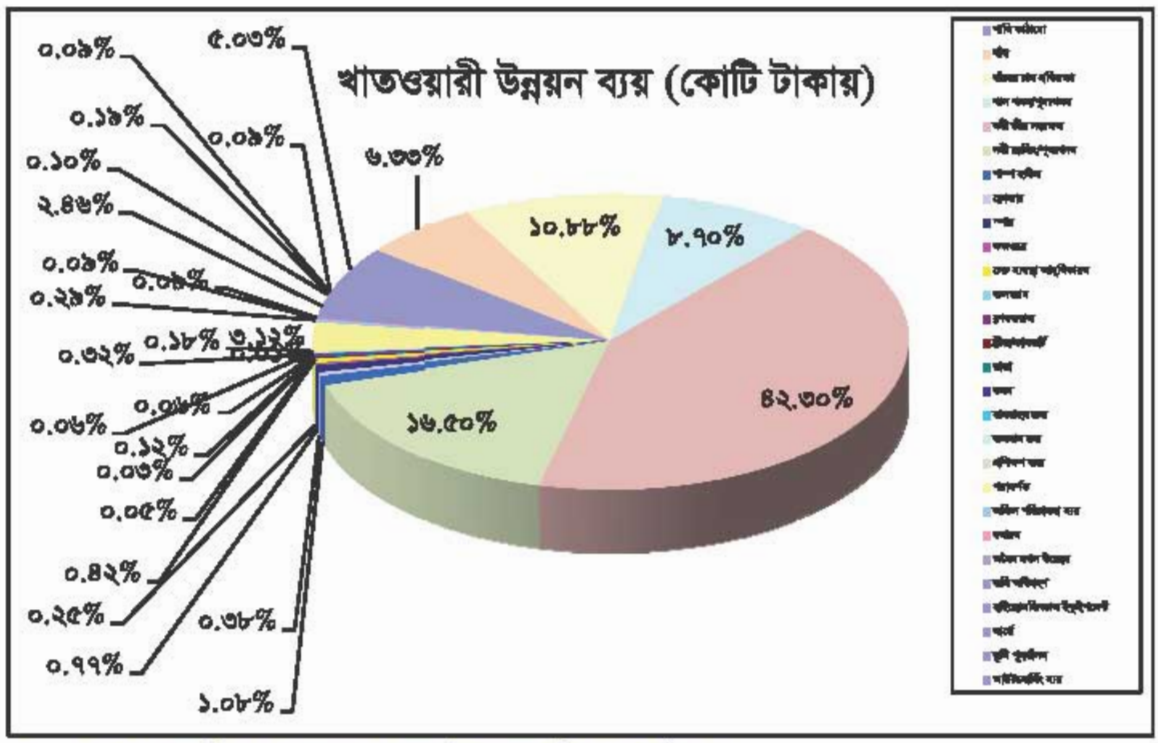

২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০২০-২১ অর্থ বছরের আবর্তক ব্যয়ের আওতাধীন পরিচালন ব্যয় বাবদ বাজেট বরাদ্দ ১৭৭৯,০৮,৪৬,০০০/- টাকা এবং ব্যয় ১৭০৪,৭০,৩৭,৮৫৬.৩২/- টাকা। পরিচালন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপঃ

লক্ষ টাকা

ক্রমিক	অর্থনৈতিক কোড	মৌখ খাত	বরাদ্দ	ব্যয়
		ও এন্ড এম ঃ		
১	৩২৫৮১৩৭	বাঁধ	৮৯,১২২.০০	৮৯,০১৫.২৬
২	৩২৫৮১০৬	আবাসিক ভবন	২,৫০০.০০	২,৪০৬.৫০
৩	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৪,৪৫৪.৪৯	৪,১৩৭.১৪
৪	৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	১,৪০০.০০	১,২৭২.৪৯
৫	৩৮২১১০৩	পৌর কর	৪৫৯.০০	৪০০.৪০
		উপমোট (ক)	৯৭,৯৩৫.৪৯	৯৭,২৩১.৭৯
৬	৩২৫৭১০৪	জরিপ	১,৯৪৫.৫৪	১,৮৭৭.৮৩
		উপমোট (খ)	১,৯৪৫.৫৪	১,৮৭৭.৮৩
		সংস্থাপন ঃ		
৭	৩৬৩১১০১১	বেতন ও ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৩৪,৬৭৪.৩৮	৩০,৯৩৪.১৪
৮	৩৬৩১১০৩	পন্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	১০,৭৫৯.৯৪	৮,৩১৩.৪১
৯	৩৬৩১১০৪	পেনশন ও অবসর সুবিধা বাবদ সহায়তা (নিজস্ব আয় সহ)	৩০,৫০০.০০	৩০,২১৭.৫৫
১০	৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান বাবদ সহায়তা	৬৫.০০	২৫.৭৬
১১	৩৬৩২	মূলধন অনুদান বাবদ সহায়তা	২,০২৮.১১	১,৮৬৯.৯০
		উপমোট (গ)	৭৮,০২৭.৪৩	৭১,৩৬০.৭৬
		সর্বমোট (ক+খ+গ)	১৭৭,৯০৮.৪৬	১৭০,৪৭০,৩৮

২০২০-২১ অর্থ বছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ

২০২০-২১ অর্থ-বছরে ৩৩টি ২০২০-২১ অর্থ-বছরে আরএডিপি বরাদ্দ হতে ৮২৭.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে সর্বোচ্চ ৩৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি আর্থিক
১	২	৩	৪
	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		
১	টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরবর্তী গাছ-কুমুল্লী বারপানিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়াসহ বাবুপুর-লাউহাটি প্রকল্প এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	১২৪৮৯.০৫	১০৩৬৩.৫১
২	জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়ক রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	২০০৭৬.৭৪	২০০৭৯.৯৩
৩	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও শুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী বেলগাছা এলাকাটি যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	২৫৩৬৬.০৩	২৩৬৪৭.০৪
৪	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন হাইজদা বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৪৬৯৯.৪১	৩৯৬৪.৯৬
৫	কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলাধীন সাহেবের চর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৪৮৬০.৭৫	৪৭২০.০০
৬	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	২১৫৩৪.৫৩	১৫৯৮৬.১৮
	উপমোট (কেন্দ্রীয় অঞ্চল)- ৬টি প্রকল্প	**৮৯০২৬.৫১**	**৭৮৭৬১.৬২**
	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		
৭	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১)	২৪৫১৮.৯০	২৩৭৩১.৪৪
৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	২৯৮৫.৭০	২৯৫৬.২২
৯	ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর উপজেলাধীন ফেনী নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে নাঙ্গল মোড়া ও জগৎ জীবনপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৪৬৮১.৪০	৪৫০৯.৭৭
	উপমোট (পূর্বাঞ্চল)- ৩টি প্রকল্প	**৩২১৮৬.০০**	**৩১১৯৭.৪৩**
	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		
১০	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন পুইছড়ি ইউনিয়নের পোল্ডার নং-৬৪/২এ (পুইছড়ি পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১১২৮.৯৬	৯১০.১৪
১১	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১৯৫৪৩.৯৫	১৪৫০০.৭৭
১২	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	৩৬৩১১.৮১	৩২০২২.৮৮
	উপমোট (দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)- ৩টি প্রকল্প	**৫৬৯৮৪.৭২**	**৪৭৪৩৩.৭৯**

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি আর্থিক
১	২	৩	৪
	উত্তরাঞ্চল, রংপুর		
১৩	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, পীরগাছা ও রংপুর সদর উপজেলায় যমুনেশ্বরী, ঘাঘট ও করতোয়া নদীর তীর সংরক্ষণ ও নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১৫০০৮.৩০	১২৬৭৫.২৪
১৪	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৬২৯৬.৮০	৬২৪৭.২৭
১৫	দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে আত্রাই নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৫৫৬৮.৮৪	৫২৭৬.৩৯
	উপমোট (উত্তরাঞ্চল)- ৩টি প্রকল্প	**২৬৮৭৩.৯৪**	**২৪১৯৮.৯০**
	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		
১৬	নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এলাকা আত্রাই ও নাগর নদীর ভাংগন হইতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর,২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৪৮০৬.৫১	৪১৩৭.০২
	উপমোট (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)- ১টি প্রকল্প	**৪৮০৬.৫১**	**৪১৩৭.০২**
	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		
১৭	সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৫১৯৪.৪৩	৪২৮৮.৯০
১৮	রাজৈর কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (আগষ্ট, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৯৯৯৪.৪৩	৯১০৮.৭৯
	উপমোট (পশ্চিমাঞ্চল)- ২টি প্রকল্প	**১৫১৮৮.৮৬**	**১৩৩৯৭.৬৯**
	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		
১৯	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৫৫০৬৩.৯০	৫৩২৭০.৬১
২০	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	৩৪৩৯০.৬২	৩৩১৬২.০০
২১	বরগুনা জেলার উপকুলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৬১১৭.৯২	৫৯৭০.৬৪
২২	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৬০৯৩৮.০৯	৬০২০১.০০
	উপমোট (দক্ষিণাঞ্চল)- ৪টি প্রকল্প	**১৫৬৫১০.৫৩**	**১৫২৬০৪.২৫**
	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা		
২৩	বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলায় বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এলিফ্যান্ট ব্রান্ড সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ও তৎসংলগ্ন এলাকা পশুর নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন থেকে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৯০৭.১৮	৪৪৪.৫৫
২৪	ভৈরব ও রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	২৯৯৫.৫১	২৯২৬.৮৪
২৫	সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-৩ এর নাংলা নামক স্থানে ইছামতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	১৭০০.৭৯	১৫৮৭.৩০
২৬	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২১)	৩০০১৩.২৯	২৮৮৯৪.৮১

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি আর্থিক
১	২	৩	৪
২৭	যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আপার ভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পার্শ্ববর্তী খালগুলির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৫৩৮০.৮৮	৪৩৪৮.৭১
	উপমোট (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)- ৫টি প্রকল্প	**৪০৯৯৭.৬৫**	**৩৮২০২.২১**
	বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ		
২৮	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program (২য় সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১)	৮৬৭৪৪.৪৪	৮০০৯৮.৫৫
	উপমোট (বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ)- ১টি প্রকল্প	**৮৬৭৪৪.৪৪**	**৮০০৯৮.৫৫**
	বিশেষ প্রকল্পসমূহ		
২৯	সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীর বেসিন রেস্টোরেশনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে মে, ২০২১)	৪৯৫.০০	৪৮৪.১১
৩০	কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (হালদা নদী সহ) প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৪৯৭.০০	৪৮১.৫৮
৩১	Feasibility study for collection of detail information of land acquisitionand land availability on "Dhaka Circular Route: Eastern Bypass" Project (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১)	৪৮৯.০০	৪৪৮.৫৯
৩২	Feasibility study for Re-excavation of Shuvadya Khal along with development and protection of its both banks at Keraniganj Upazila in Dhaka District (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১)	৩২২.৫০	২৯৭.৭৩
৩৩	Feasibility study for Re-excavation of New Dakatia River in Cumilla and Chandpur District (আগস্ট, ২০২০ হতে জুন, ২০২১)	৩২১.০০	২৯৭.৪২

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন

বাস্তবায়ন স্ট্যাটাস	মোট বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতি সংখ্যা	জুন, ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়িত	২০২০-২১ বাস্তবায়ন সমাপ্তকৃত	জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়িত
সমাপ্তকৃত	৫০	৩২	৫	৩৭
বাস্তবায়নাধীন		১২		৮
ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন		৪		৪
সমীক্ষা শেষে ডিপিপি প্রণয়ন হবে এরূপ		২		১

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়ন সমাপ্তকৃত ৫টি প্রতিশ্রুতিঃ

ক্রমিক	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত প্রকল্প
১	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা (০৩/০৪/২০১১, কক্সবাজার জেলা সফরকালে)	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প
২	যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা (৩০/০৬/২০১২, ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়)	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণ প্রকল্প
৩	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা (০৬/০৫/২০১০, বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)	বরগুনা জেলায় উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন প্রকল্প

ক্রমিক	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত প্রকল্প
৪	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা (১২/৫/২০১০, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প
৫	যমুনা নদীর ভাঙনরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা (ব্রহ্মপুত্র-যমুনা) (১২/১১/২০১৫, বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জনসভায়)	যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গনকবরসহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (প্রকল্পভুক্ত ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত)

২০২০-২১ অর্থ-বছরে সমাপ্তকৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য

➢ কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল : অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১

প্রকল্প এলাকা : কক্সবাজার

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৯৫.৪৪ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় : ১৪৫.০১ কোটি টাকা

অবকাঠামো :

বাঁকখালী নদী ড্রেজিং	-	২৬.০০০	কিমিঃ
নদী তীর সংরক্ষণ	-	৪.৬৫০	কিমিঃ
বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ	-	৩.০০০	কিমিঃ
ড্রেনেজ/পানি সংরক্ষণ খাল পুনঃখনন	-	১২.০০	কিমিঃ
১-ভেন্ট পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ	-	২	টি
খাল পুনঃখনন	-	১.৫০০	কিমিঃ

প্রকল্পের সুফল :

- প্রকল্প এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতার অবসান হয়েছে।
- বাঁকখালী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নৌ চলাচলের পথ সুগম হয়েছে।
- তীর সংরক্ষণমূলক কাজের দ্বারা এলাকার ঘরবাড়ি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে ধ্বংসের হাত হ'তে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।
- বাঁধ নির্মানের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কৃষি জমির ফসলাদি বন্যার প্রকোপে নষ্ট হওয়া হ'তে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।
- দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে সাগরে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত অসংখ্য জেলে নৌকা/ট্রলার-এর নিরাপদ অবস্থানের জন্য নদীতে সহজে প্রবেশের সুবিধা বৃদ্ধি এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ পোতাশ্রয় হিসেবে বাঁকখালী নদী ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।

নদী সংরক্ষণ মুক্তারকুল, কক্সবাজার

নদী ড্রেজিং, পেশকার পাড়া, কক্সবাজার

➢ দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১

প্রকল্প এলাকা ঃ দিনাজপুর

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৬২.৯৭ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ৬২.৪৭ কোটি টাকা

অবকাঠামো ঃ

ভূমি অধিগ্রহণ	-	৪.৬৮	একর
সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ	-	১	টি
নদী তীর সংরক্ষণ	-	৩০০	মিঃ
এপ্রোচ রোড নির্মাণ	-	৫০০	মিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- প্রকল্প এলাকার গ্রস ৪২০০ হেক্টর আবাদী জমির মধ্যে দিনাজপুর সদর উপজেলার প্রায় ৩৬০০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনায় শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রকল্প এলাকায় Ground Water Table এর উচ্চতা বৃদ্ধি করে সুপেয় পানি এবং গভীর নলকূপ গুলোতে সেচের পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- পানির উচ্চতার তারতম্য হ্রাস করে আর্সেনিকের আবির্ভাব/প্রাদুর্ভাব প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে।
- ব্রীজ নির্মাণের মাধ্যমে বিরল উপজেলার সাথে দিনাজপুর সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে (দিনাজপুরের সাথে বিরল উপজেলার প্রায় ১৬ কিলোমিটার রাস্তার দৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে)।
- নদী ও শাখা খালে দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

➢ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল ঃ অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১

প্রকল্প এলাকা ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২৯.৮৬ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ২৯.৫৬ কোটি টাকা

অবকাঠামো ঃ

বাঁধ নির্মান ও স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ	-	৩.৪৮৩	কিঃমিঃ
বাঁধ মেরামত	-	৬৩০	মিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- প্রকল্প এলাকা সরাইল উপজেলাধীন জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি গ্রামে অবস্থিত। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় গ্রাম দুটি আকাশী-শাপলা ও দীঘা হাওরের বিশাল জলরাশির প্রচন্ড ঢেউয়ের আঘাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে।
- বাঁধটি নির্মানের ফলে বেমালিয়া নদীর ঢেউ হইতে এলাকার ঘরবাড়ি, বসতভিটা, রাস্তাঘাট, সরকারি-বেসরকারি স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির হাটবাজার আবাদি জমি, পাকা রাস্তা সেতু ইত্যাদি স্থায়ীভাবে রক্ষা পাচ্ছে।
- আমন ও রবিশস্যসমূহকে পানির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে।
- হাওড়ের ফসল আহরনের/সংগ্রহের সহযোগিতা করা সম্ভব হচ্ছে।
- প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ সুরক্ষা ও কৃষি পণ্যে ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে।
- কৃষি ও অকৃষি খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে।
- যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

সরাইল উপজেলার অরুয়াইকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

- **নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**

বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১
প্রকল্প এলাকা : ভোলা
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬০৯.৩৮ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় : ৬০২.০১ কোটি টাকা
অবকাঠামো : নদী তীর সংরক্ষণ ও বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ - ৬.৫০০ কিঃমিঃ
প্রকল্পের সুফল :

- প্রকল্প এলাকারনদী ভাঙন রোধও লবনাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করা সম্ভব হয়েছে।
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।
- টেকসই পদ্ধতিতে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সরাসরিভাবে উন্নয়ন সাধন হয়েছে।

নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙন হতে তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প, ভোলা

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

- **বাঙালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।**

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল : নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২
প্রকল্প এলাকা : গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ
প্রকল্প ব্যয় : ২৩৩৫.৬০ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি : ১১.৬০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- ২১৭.০০০ কিঃ মিঃ নদী পুনঃখননের মাধ্যমে উল্লিখিত নদী সিস্টেম পুনরুজ্জীবিত করা ও নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে;
- নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে;
- ভূ-উপরিস্থ সেচ সুবিধা বৃদ্ধি;

- ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর পুনর্ভরণ;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি পাবে;
- পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- মৎস সম্পদের উন্নয়ন;
- পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.৬০০ কিঃমিঃ (আং-৪৫%)
- ১৯.৫৭০ কিঃমিঃ (আং-১৫%)
- নদী ড্রেজিং- ৭.০০ কিঃমিঃ

➢ হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সম্মুখে কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প।

বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২২
প্রকল্প এলাকা ঃ হবিগঞ্জ
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৫৭৩.৪৮ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ১০.৫০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- বিবিয়ানা পাওয়ার প্লান্ট সংলগ্ন কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরে ৭.৪০ কিমিঃ স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৩টি পাওয়ার প্লান্ট, বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ, কৃষিজমি ও সরকারী-বেসরকারী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ নদী ভাংগনের কবল হতে রক্ষা করা।
- বিবিয়ানা পাওয়ার প্লান্ট এর কার্যক্রম সচল রাখা।
- ১৭৬ কিমিঃ নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী সমূহের মধ্যে প্রবাহ সংযোগ স্থাপন, পানি নিষ্কাশন তরান্বিত করা এবং নৌ-যোগাযোগ স্থাপনা।
- নদীর গতি পথ পরিবর্তন প্রতিরোধ করা।
- সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অব্যহত রাখা।
- পরিবেশের বিরুপ প্রভাব হতে প্রকল্প এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- নদী তীর সংরক্ষণ- ১.০০০ কিঃমিঃ

➢ কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উঁচুকরণ, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প।

বাস্তবায়নকাল ঃ অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২
প্রকল্প এলাকা ঃ কিশোরগঞ্জ
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৩০৪.৯৫ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৭৮.৮৩%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- নির্মিতব্য সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উচুকরণ।
- হাওরের ঢেওয়ের আঘাত হতে নির্মিতব্য সেনা স্থাপনা রক্ষা করা।
- নদী ভাঙ্গন হতে সামরিক এবং বেসামরিক অবকাঠামো রক্ষা করা।
- নদী ড্রেজিং করে নদীর নব্যতা এবং নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন করা।
- অবকাঠামো নির্মাণের সময় ভূমিহীন, দরিদ্র, অসহায় মানুষ, নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে করে প্রকল্প এলাকায় ভালো পরিবেশ বজায় থাকে।
- এলাকায় স্থানীয় লোকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- ভূমি সমতল উঁচুকরণ- ০.৪১ হেক্টর
- ডাইক নির্মাণ- ১.৭০০ কিঃমিঃ
- নদী তীর সংরক্ষণ-০.৮৫০ কিঃমিঃ

➢ **মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।**

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২
প্রকল্প এলাকা ঃ চাঁদপুর
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৯০.৪৮ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৫৪.২৫%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- চাঁদপুর সদর উপজেলার হরিণা-ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকা এবং হাইমচর উপজেলার কাটাখাল-চরভৈরবী এলাকা নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষা;
- চাঁদপুর সেচ প্রকল্পে'র মূল বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা;
- প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

-নদী তীর সংরক্ষণ-০.৪৫০ কিঃমিঃ

➢ **চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।**

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২
প্রকল্প এলাকা ঃ চট্টগ্রাম
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২১৯.৩১ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৬৫.১০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- পোল্ডার নং-৭২ এর বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহ মেরামত ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে বন্যা ঝড়-জলোচ্ছ্বাস ও লবনাক্ততা প্রতিরোধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলাকরণ।
- ১৮০০ হেক্টর প্রকল্প এলাকার অব্যহত সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে জানমালের নিরাপত্তা প্রধানসহ আর্থসামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন করা।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ৫.০০০ কিঃমিঃ

➢ **জয়পুরহাট জেলার তুলশীগঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও হারাবতি নদী পুনঃখনন প্রকল্প।**

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]

বাস্তবায়নকাল ঃ মার্চ, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২১
প্রকল্প এলাকা ঃ জয়পুরহাট
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১২৩.৪৭ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৮২.৫%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রায় ৫৭০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- নদী গুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বৎসর ব্যাপি সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা;
- নদী গুলোর পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বন্যা ঝুঁকি কমিয়ে আনা;
- পুনঃখননের মাধ্যমে উল্লিখিত নদীগুলো পুনরুজ্জীবিত করা;
- নদী গুলোতে নাব্যতা বৃদ্ধির দ্বারা নৌ চলাচলের মাধ্যমে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

- পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন;
- অতীতে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করা।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদী পুনঃখনন-৩৫.০০০ কিঃমিঃ
- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৪.৫০০ কিঃমিঃ

ছোট যমুনা নদীর পুনঃ খনন কাজ, জয়পুরহাট

➢ কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২
প্রকল্প এলাকা ঃ বরিশাল
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৩৭০.৯৯ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৬৫.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্প এলাকার ভাঙ্গন রোধ করা এবং সরকারি বেসরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বেলতলা সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, বেলতলা ফেরীঘাট এলাকা, ডক ইয়ার্ড, বাজার, প্রাথমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভিটেমাটি, চাষাবাদযোগ্য ভূমি, সড়ক এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা।
- প্রকল্প এলাকায় ৪.৭০ কিঃমিঃ (এন্ড টারমিনেশন সহ) নদীতীর সংরক্ষন এবং ৫.৬০ কিঃমিঃ কীর্তনখোলা নদী ড্রেজিং কাজ।
- নদীভাঙ্গন হতে আনুমানিক প্রায় ১০৬৮১৫.১১ লাখ টাকা মূল্যের সম্পত্তি রক্ষা।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদী তীর সংরক্ষণ-১.৩০০ কিঃমিঃ

➢ Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (২য় সংশোধিত)।

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২
প্রকল্প এলাকা ঃ ফেনী
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৫৮০.১৪ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৬২.০৯%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- মুহুরী সেচ প্রকল্পের পুনঃসংস্কারপূর্বক সেচ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও পুনর্বাসন করা।
- প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বোত্তম সেচ সুবিধা নিশ্চিত করতঃ প্রকল্পের টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী
- উন্নয়ন করা।

- ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমে (ডিজিটাল) পানির লস কমিয়ে ইকোনমিক সেচ ব্যবস্থা চালু করা।
- সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা ও বর্ষা মৌসুমে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।
- উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি এবং মৎস্য চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ দেশের খাদ্য ঘাটতি দূরকরা।
- প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ এলাকার জনগণের আর্থসামাজিক ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।
- কৃষি ও সেচ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম (৮৫০ টি স্কীম)- ৮১ টি স্কীম (৫%), ৭৬৯ টি স্কীম (৩০%)
- ১ টি বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন নির্মাণ ও বিদ্যুতায়ন বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ

২০২০-২১ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

➢ কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪
প্রকল্প এলাকা ঃ যশোর
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৫৩১.০৭ কোটি টাকা
অনুমোদন তারিখ ঃ ১৮-০৮-২০২০
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- কপোতাক্ষ নদ, আপার ভৈরব নদী ও এর সাথে সংযুক্ত ৩২ টি খাল খননের মাধ্যমে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- সীমিত আকারে সেচ সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।
- মৎস্য চাষ, যোগাযোগ এবং নৌ-চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা।
- বনায়নের মাধ্যমে জলাবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা নিশ্চিতকরণ।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

- নদী তীর প্রতিরক্ষাকাজ	- ২.০০ কিঃমিঃ
- কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন	- ৭৯.০০ কিঃমিঃ
- শালিখা শাখা নদী পুনঃখনন	- ৩০.০০ কিঃমিঃ
- আপার ভৈরব নদী পুনঃখনন	- ৬২.০০ কিঃমিঃ
- কপোতাক্ষ নদ সিএস ম্যাপ অনুযায়ী খনন	- ২.৪০ কিঃমিঃ
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেরামত	- ৭০.০০ কিঃমিঃ
- নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত	- ১৮টি
- খাল পুনঃখনন	- ১০৮.৩০ কিঃমিঃ
- স্লুইস মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ	- ১৪টি
- ক্লোজার নির্মাণ	- ৪টি।

➢ ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।

বাস্তবায়নকাল ঃ আগস্ট, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩
প্রকল্প এলাকা ঃ মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৩৭.৫৬ কোটি টাকা
অনুমোদন তারিখ ঃ ২৯-০৯-২০২০
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ৫৬.৩৫০ কিঃ মিঃ ভৈরব নদ পুনঃখনন কাজটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা, প্রবাহ ও নাব্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রস ১৭,৫০০ হেক্টর এবং নীট ১২,২০০ হেক্টর আবাদী জমিতে শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব।
- জলাধার সৃষ্টির মাধ্যমে বর্ষার পানিকে মজুত রেখে শুষ্ক মৌসুমে সেচের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল শস্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং গৃহস্থালী কাজে পানি ব্যবহার করা।
- পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে বন্যার প্রভাব কমিয়ে আনা, ফসল ও স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করা।
- প্রকল্প এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং নৌ চলাচলের সুযোগ সৃস্টি করা।
- প্রকল্প এলাকায় ভু-গর্ভস্থ পানিরস্তর Optimum Level এ রাখা এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করে জীবনযাত্রার মান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

- জমি অধিগ্রহণ	- ০.৩২৪ হেক্টর
- ভৈরব নদ পুনঃখনন	- ৫৬.৩৫ কিঃমিঃ
- পুনঃখননকৃত মাটির ফাইন ড্রেসিং ও টার্ফিং	- ১১২.৭০ কিঃমিঃ
- ওয়্যার নির্মাণ	- ৩টি
- ওয়াকওয়ে	- ৩০.০০ কিঃমিঃ
- সারফেস ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ	- ৩০টি
- ভবন নির্মাণ	- ১টি
- আরসিসি ঘাট নির্মাণ	- ১৩টি

➢ তিস্তা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এলাকার পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প।

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫
প্রকল্প এলাকা ঃ নীলফামারী, দিনাজপুর ও রংপুর।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৪৫২.৩৩ কোটি টাকা
অনুমোদন তারিখ ঃ ০৪-০৫-২০২১
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ১.০৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে সেচের পানি সরবরাহ করার মাধ্যমে ফসলে নিবিড়তা ২৩১% থেকে ২৬৮% এ উন্নীত করা,
- প্রতিবছরে অতিরিক্ত প্রায় ১.০০ লক্ষ মেঃ টন ধান উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ৫.২৭ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে (যার বর্তমান মোট বাজার মূল্য প্রায় ১০০০.০ কোটি টাকা), কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা (প্রায় ৮৬ লক্ষ জন-দিন),
- প্রায় ২৫০ কিঃমিঃ ডাইক ভারী যানবাহন ছাড়া প্রায় সকল প্রকার হালকা যানবাহন চলাচলের উপযোগী করা। এছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ৭৫০ কিঃমিঃ ডাইকের উপর দিয়ে রিক্সা, ভ্যান, সাইকেল ইত্যাদি যানবাহন চলাচল করতে পারবে,
- প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ, ভু-গর্ভস্থ পানির স্তরের অধিকতর উন্নতি, জীব-বৈচিত্র রক্ষা ও প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত (৩০ লক্ষাধিক) জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত করা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

- সেচ খালের ডাইক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ	- ৭৬৬.৩১ কিঃমিঃ
- সেচ পাইপ স্থাপন	- ৭২ কিঃমিঃ
- স্লোপ প্রটেকশন	- ১০.৮ কিঃমিঃ
- স্লোপ প্রটেকশন মেরামত	- ১.০৬ কিঃমিঃ
- বাইপাস সেচ খাল নির্মাণ	- ৭.১৩ কিঃমিঃ
- কালভার্ট নির্মাণ	- ২৭ টি
- সেতু নির্মাণ	- ৪ টি

- ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	- ১১.৮৯ হেক্টর
- জলাধার পুনঃখনন	- ২৭০ হেক্টর
- চ্যানেল পুনঃখনন	- ৯.৫০ কিমিঃ
- পরিদর্শন রাস্তা নির্মাণ	- ৬.০০ কিমিঃ
- পরিদর্শন রাস্তা মেরামত	- ৫২.২৮ কিমিঃ
- নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ	- ৫৭ টি
- নিষ্কাশন কাঠামো মেরামত	- ৩টি
- রেগুলেটর নির্মাণ	- ২০ টি
- রেগুলেটর মেরামত	- ০৬ টি
- অনাবাসিক ভবন মেরামত	- ১৮ টি
- বৃক্ষরোপন	- ৮৭২৪৩ টি

বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নিউ ধলেশ্বরী-পুংলি-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্প আওতায় নির্মাণাধীন সেডিমেন্ট বেসিন

নিউ ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ নদী খননের মাধ্যমে; শুষ্ক মৌসুমে যমুনা নদী হতে পানি সরবরাহ নিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে পানির দূষণ সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনা এবং নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) শীর্ষক প্রকল্পটি এপ্রিল, ২০১০ সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মূল অনুমোদিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল৯৪৪০৯.০৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকল্পটির কাজ যথাসময়ে বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। পুংলী নদীর ৫৫.৯১ কিলোমিটার এক্সকাভেটরের সাহায্যে নদী খনন করা হয়। যমুনা নদী অত্যন্ত পলি বাহিত নদী বিধায় প্রকল্পের অফটেকে নিউ ধলেশ্বরী ও পুংলী নদীতে আগের বছর যা খনন করা হয় পরের বর্ষায় তা পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যায়।

প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের নিউ ধলেশ্বরী নদীর অফটেকে ১টি ২২ ভেন্ট রেগুলেটর ও ১টি স্লিসপাশ রেগুলেটর নির্মানের সংস্থান ছিল। প্রকল্পের অফটেকে যে হারে পলি জমা হয় তাতে উক্ত রেগুলেটর নির্মাণ করা হলে তা পরিচালন করা সম্ভব হবে না বলে প্রকল্পের কারিগরি কমিটি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি ও বিশেষজ্ঞগনের সাথে বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় আলোচনা হয় এবং রেগুলেটর নির্মাণ না করার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়।

নির্মানাধীন সেডিমেন্ট বেসিনের অবস্থান

বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ পূর্নাঙ্গ ভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ০২/০৭/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও চায়না কোম্পানি AVIC-ENG and CHWE এর সাথে Non binding MoU স্বাক্ষরিত হয়। চায়না কোম্পানি AVIC-ENG and CHWE প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করে চূড়ান্ত রির্পোট দাখিল করে। চায়না কোম্পানি AVIC-ENG and CHWE প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় প্রকল্পের অফটেকে ৪টি অপশন প্রস্তাব করে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত কারিগরি কমিটি ১ম পর্যায়ে প্রকল্পের অফটেকে সেডিমেন্ট বেসিন নির্মান এর সুপারিশ করেন।

প্রকল্পের অফটেক এলাকায় ব্যপক হারে পলিভরাট, বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ব্রিজসমূহের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এবং প্রকল্পটির স্থায়ীত্ব রক্ষার্থে বিশেষজ্ঞগণের মতামত, গঠিত কমিটির সুপারিশ, AVIC-ENG

and CHWE কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষার আলোকে বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পের কারিগরি ধারণাতে কিছু পরিবর্তন এনে অফটেক ২২ ভেন্ট রেগুলেটর এর পরিবর্তে অফটেকে সেডিমেন্ট বেসিন নির্মান এবং ব্রিজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট কাজের সংস্থান রেখে ডিপিপি সংশোধন করা হয়। বিগত ১৪/০৬/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপির প্রাক্কলিত ব্যয় দাড়ায় ১১২৫৫৯.৩৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০১০ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত।

পরবর্তীতে প্রকল্পের সেডিমেন্ট বেসিন নির্মাণের এর জমি অধিগ্রহণ কাজে বিভিন্ন জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রীতার সম্মুখীন হতে হয়। পরিশেষে বিগত ১০/০৭/২০১৯ তারিখে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের পর ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সালে জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয় এবং জুন, ২০২১ সালে সেডিমেন্ট বেসিন নির্মান কাজ সমাপ্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমুদ্র ও নদী অববাহিকার পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোসমূহ বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং নদী তীর ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প গ্রহণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে নদী তীরসহ বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষা এবং টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাপাউবোর ১৩৪টি প্রকল্পের জন্য অনুমোদন আদেশ জারি করা হয় যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৯৩.৭১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে, জুন, ২০২১ পর্যন্ত ১০১০.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২১ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং ৮২.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান আছে। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোল্ডার/বাঁধ নির্মাণ/মেরামত, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ এবং নদী/খাল পুনঃখনন ইত্যাদি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩)।

বন্যা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা

বাৎসরিক বন্যা মৌসুমঃ

- ২০২০ সালের বর্ষা মৌসুমে ব্রহ্মপুত্র বেসিনে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। আসাম এবং সংলগ্ন অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত সংঘটিত হবার ফলে উজানে ও দেশের ভিতরে ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পেয়ে কুড়িগ্রামের চিলমারী, জামালপুরের বাহাদুরাবাদ, বগুড়ার সারিয়াকান্দি, গাইবান্ধার ফুলছড়ি ও সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে বিপদসীমা অতিক্রম করে যমুনা অববাহিকার এই অঞ্চলগুলোতে মৌসুমী বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এবং ক্রমেই তা উত্তরবঙ্গের অন্যান্য নদী সিস্টেমসমূহেও সম্প্রসারিত হয়। উত্তরবঙ্গের বড়-মাঝারি নদী তীরবর্তী জেলাসমূহ ২০২০ সালের মৌসুমী বন্যায় ৫ পর্যায়ে আক্রান্ত হয়।
- ২০২০ সালের বন্যায় সারাদেশে (হাওর অঞ্চল ব্যাতীত) বাপাউবো'র বাঁধের ৯৩৯টি স্থানে মোট ১৬১.২৪৮ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য ভাঙ্গন কবলিত হয়। তন্মধ্যে, ৫৬৮টি প্যাকেজে ক্ষতিগ্রস্ত ৭২.৮১৬ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে বাঁধ আপদকালীন জরুরী কাজ গ্রহণের মাধ্যমে মেরামত করা হয়।
- ২০২০ সালের বন্যায় সারাদেশে বাপাউবো'র বাস্তবায়িত ১২৮৭ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ১৬০টি স্থানে মোট ১০.০৬০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তন্মধ্যে, ১৯৪টি প্যাকেজে ক্ষতিগ্রস্ত ৭.৬১৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ভাঙ্গন কবলিত স্থান আপদকালীন জরুরী কাজ গ্রহণের মাধ্যমে মেরামত করে ভাঙ্গন মোকাবেলা করা হয়।
- এছাড়াও, নদী তীরে অনেক জায়গা-ই রয়েছে যেখানে অতীতে কখনো নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়নি। এরূপ উন্মুক্ত নদী তীরের ৭২৫টি স্থানে মোট ১৯৩.৬৫১ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী তীর ভাঙ্গন কবলিত হয়। তন্মধ্যে, ৮১৭টি প্যাকেজে ক্ষতিগ্রস্ত ৭৫.২৮৩ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে আপদকালীন জরুরী কাজ গ্রহণের মাধ্যমে নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিহত করা হয়।

হাওর এলাকায় আগাম বন্যা মোকাবেলাঃ

- বাপাউবো'র পরিচালন বাজেট হতে কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালে ১০৯০টি পিআইসি দ্বারা সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলে প্রায় ১৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৮১৯ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ মেরামত করা হয়।
- ১০ মে, ২০২১ নাগাদ হাওর এলাকায় শতভাগ ফসল কাটা সম্পন্ন হয়। এতে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন বোরো ফসল পাহাড়ী ঢল ও অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পেয়েছে।

উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় "ইয়াস"ঃ

(ক) পূর্ব প্রস্তুতিঃ

- গত ২৩ মে, ২০২১ তারিখে গভীর বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ পরিলক্ষিত হয়, যা ২৪ মে, ২০২১ তারিখ রাতে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয় এবং তা থেকে মে, ২০২১ মাসের ২৫-২৬ তারিখের মধ্যে একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়ার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র গত ২৩ মে, ২০২১ তারিখে বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ পরিলক্ষিত হবার পর থেকেই আবহাওয়া অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবিধি বিষয়ে নিয়মিত পূর্বাভাস প্রদান করে আসছে।
- উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় "ইয়াস" ২৬ মে, ২০২১ তারিখেই গভীর নিম্নচাপ থেকে সাইক্লোনে রূপান্তরিত হয় এবং এটি সুপার সাইক্লোনে রূপান্তরিত হয়।
- ২৩ মে, ২০২১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সভাপতিত্বে উপকূলীয় জেলাসমূহের জেলা প্রশাসক এবং বাপাউবো'র সংশ্লিষ্ট মাঠ দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং সভার মাধ্যমে আসন্ন ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণ করা হয়।
- আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য দূর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের (যেমন- মানুষকে সতর্ক করা, বেড়িবাঁধ মেরামত ও পাহারা, ধান কাটা তরান্বিত করা, আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করা, স্বাস্থ্যসেবা, ত্রাণ সহায়তা প্রস্তুতি প্রভৃতি) জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এ কর্মরত প্রধান প্রকৌশলীগণকে পত্র প্রদান করা হয়।
- উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় "ইয়াস" বাংলাদেশে আঘাত হানে ২৬ মে, ২০২১ তারিখ অপরাহ্নে। আম্পানের কারণে ২৫ তারিখ সকাল থেকেই সমুদ্র উত্তাল থাকায় স্বাভাবিক জোয়ার অপেক্ষা পানি সমতল অনেক বৃদ্ধি পায় এবং ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশে অতিক্রমকালীন অবস্থায় উপকূলীয় এলাকায় স্বাভাবিক অপেক্ষা প্রায় ১২-১৫ ফুট উঁচু জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়।

(খ) ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী গৃহিত পদক্ষেপঃ

- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় গত ৩০ মে হতে ০১ জুন, ২০২১ তারিখে যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা, বরগুণা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলায় উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে বাপাউবো'র ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধসমূহে পরিদর্শন করেন এবং তা দ্রুত মেরামতের নিমিত্ত জেলা প্রশাসনসমূহের সাথে সভা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।
- সিনিয়র সচিব মহোদয় গত ০২-০৬ জুন, ২০২১ তারিখে কক্সবাজার জেলায় উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে বাপাউবো'র ক্ষতিগস্ত বাঁধসমূহের মেরামত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং মেরামত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সাথে সভা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।
- ২৭ মে, ২০২১ তারিখে আম্পান দুর্বল স্থল নিম্নচাপে পরিণত হবার পরপরই বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সরেজমিনে কিছু এলাকা পরিদর্শন করে প্রাথমিক ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ করেন। ক্ষয়-ক্ষতির প্রাথমিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(গ) ঘূর্ণিঝড় ইয়াস ক্ষয়-ক্ষতির প্রাথমিক তথ্য ও গৃহিত পদক্ষেপঃ

- উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে খুলনা বিভাগ,বরিশাল বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগব্যাপী মোট ১২৪১টি স্থানে বাঁধ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ও অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার সম্ভাব্য পুনর্বাসন ব্যয় ৬৩৪.৯৫ কোটি টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও নদী তীরের দৈর্ঘ্য ৪৪৫.১৫১ কিঃমিঃ।
- তন্মধ্যে, ৪৮৯টি স্থানে ১৩১.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১০৩.৬৪ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে বাপাউবো কর্তৃক বাঁধ ও নদী তীর সংরক্ষণ কাজের মেরামত কাজ চলমান আছে।
- অবশিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত স্থানসমূহের জন্য ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হচ্ছে যা উন্নয়ন বাজেট হতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে খুব দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে।
- তবে বাঁধের ব্রীচ ক্লোজিং এবং সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের মেরামত কাজ যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪১২.৮৬৬ কিঃমিঃ এবং সম্ভাব্য ব্যয় ৩৫৫.৩৩ কোটি টাকা। আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই এ কাজ সমাপ্ত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। পরিচালন খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া গেলে যথাসময়ে কাজ সমাপ্তি নিয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে।

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা

পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাপাউবো বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদী ড্রেজিং, ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদীর নাব্যতা ও বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Vision (Sustainable water security for better livelihood acknowledging the effects of climate change) এবং mission (ensure fulfilling the requirements of water for the people and sustainable development through balanced and integrated management of water resources) বাস্তবায়নে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে গৃহীতব্য কার্যক্রম বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। এ প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়ের বর্তমান রূপকল্প, উদ্দেশ্য, National Water Policy, 1999; BWDB Act, 2000; অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১; National Water Management Plan, 2004; Coastal Zone Policy, 2005; Coastal Zone Strategy, 2006; Bangladesh Water Act, 2013; অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৪; কাবিটা নীতিমালা, ২০১৭; Bangladesh Water Rule, 2018; Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009;Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021;Perspective Plan of Bangladesh 2021-2041 (Vision-2041); National Sustainable Development Strategy 2010-21; Eight Five-Year Plan 2021-25; Bangladesh Delta Plan, 2100 ইত্যাদি পর্যালোচনা করে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা, মোহনা, সমুদ্র ও নদী হতে ভূমি উদ্ধার, নদী তীর সংরক্ষণ ও নদী ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্যাটাগরীতে শ্রেণীবিভক্ত করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তালিকার স্বল্প মেয়াদ ভুক্ত কার্যক্রম সমূহ আগামী আট বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদের আওতাধীন কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে ১৫ বছর ও ২৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমসমূহ পর্যাবৃত্তে পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা হবে। যে সমস্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি অথবা দীর্ঘ দিন আগে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো নতুন করে সমীক্ষা করা সমীচীন।

উল্লেখ্য, প্রণীত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও টেশসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ-২০৩০ এর সাথে সামঞ্জস্যতা নিরুপণ করা হয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর ছয়টি অভীষ্ঠসমূহ হলো(১) বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পির্কিত বিপর্যয় হতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা,(২) পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও পানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, (৩) সমন্বিত ও টেকসই নদী ও মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা,(৪) জলাভূমি ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তাঁদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, (৫) অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকরী প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা, (৬) ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাপাউবো কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হলো এবং বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৪ এ সংযুক্ত। উল্লেখ্য কিছু প্রকল্প স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

Type of Project	Total No Projects	Priority (Term-wise)			Included in BDP IP
		Short (8yrs)	Medium (15yrs)	Long (25yrs)	
River Management Project (Dredging, Bank Protection, Connectivity with Floodplain)	160	146	24	6	4
Land Reclamation and Development Projects	20	16	11	2	10
Integrated Development Project	45	34	19	6	10
Irrigation Project (New & Rehabilitation)	28	26	3	1	5
Climate Change Adaptation and Ecosystem Restoration Project	24	21	10	4	5
Rehabilitation of Coastal Polders	28	24	5	1	1

Type of Project	Total No Projects	Priority (Term-wise)			Included in BDP IP
		Short (8yrs)	Medium (15yrs)	Long (25yrs)	
Haor Rehabilitation Projects	20	17	15	4	5
Others Projects	25	23	3	1	4
Total	**350**	**307**	**90**	**25**	**44**

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি অর্থনীতির বিভিন্ন খাতসহ জাতীয় পর্যায়ের অভীষ্ট এবং লক্ষ্য অর্জনে প্রধান বাধা ও অনিশ্চয়তা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ সকল অনিশ্চয়তার কারণে বিশ্বের সকল ব-দ্বীপ অঞ্চলে অভিযোজন ভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের বিবেচনায় সার্বিকভাবে কৃষি ও শিল্প অর্থনীতি, মৎস্য, বনায়ন, জনস্বাস্থ্য, পানি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ খাতকে সমন্বিত করে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে দেশের প্রথম শতবর্ষ মহাপরিকল্পনা "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" বা বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ অনুমোদন করেছেন। এটি মূলত একটি অভিযোজন ভিত্তিক কারিগরি এবং অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা, যা উন্নয়ন ফলাফলের ওপর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিবেচনা করে No Regret পলিসিতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ তে অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অঞ্চলভিত্তিক পানি বিজ্ঞান এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু, টেকসই ও সমন্বিত ব্যবস্থা প্রধান ভূমিকা পালন করছে। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর সামগ্রীক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পানি সম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণ। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ তে বিনিয়োগ অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণেই সীমিত না রেখে তাতে গবেষণা, জ্ঞান এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা উত্তরনেও সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর মূল উদ্দেশ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র নির্মূল ও মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া। এ লক্ষ্য অর্জনে 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' এ জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গণ, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং ঘুর্নিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কে চ্যালেঞ্জ ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর ৬টি অভীষ্ট অর্জনে flexible and adaptive approach অনুসরণ করে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' এর উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্ন-বর্ণিত বিষয়সমূহ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।

Flood Risk Management Strategy

- *Protecting Economic Strongholds and Critical Infrastructure* (indicative flood protection levels for economic strongholds and vital infrastructure are: 1/100 and 1/250 up to 2030; 1/250 - 1/1000 up to 2050, and 1/1000 - 1/2500 by 2100)
- *Equipping the FCD Schemes for the Future*
- *Safeguarding Livelihoods of Vulnerable Communities*

Fresh Water Strategy

- *Ensure Water Availability by Balancing Supply and Demand for Sustainable and Inclusive Growth*
- *Maintaining Water Quality for Health, Livelihoods and Ecosystems*

Coastal Zone Strategy

- *Increase drainage capacity and reduce flood risk at coastal zone*
- *Balancing water supply and demand for sustainable growth*
- *Reclaim New Land in the Coastal Zone*

River Systems and Estuaries Strategy

- *Provide adequate room for the river and infrastructure to reduce flood risk*
- *Improvement of the conveyance capacity as well as stabilize the rivers*
- *Provide fresh water of sufficient quantity and quality.*
- *Maintain ecological balance and values (assets) of the rivers*
- *Allow safe and reliable waterway transport in the river system*

Urban Area Strategy

- *Increase drainage capacity and reduce flood risk at urban area*
- *Enhance urban water security and water use efficiency*
- *Managing river systems and estuaries in newly developed areas*
- *Conserve and preserve urban wetlands and ecosystems and promote their wise-use*
- *Develop effective urban institutions and governance*
- *Integrated and sustainable use of urban land and water resources*

Haor and Flash Flood Areas Strategy

- *Protect agriculture and vulnerable communities from flood*
- *River Management*
- *Sustainable Haor Ecosystem and Biodiversity Management*
- *Institutional Development*
- *Integrated Water/Land Resource Management*

Water Strategy for Chittagong Hill Tracts

- *Protect of economic zones and towns from flood and storm surge*
- *Ensure water security and sustainable sanitation*
- *Ensure integrated river management*
- *Maintain Ecological Balance and Values (assets) at CHT*
- *Increase institutional capacity for integrated water resources management*
- *Develop multi-purpose resources management system for sustainable growth*

শতবর্ষ এই ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরা প্রবণ অঞ্চল, হাওর ও আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা অঞ্চল এবং নগরাঞ্চল- এ রকম মোট ৬টি হটস্পট নির্ধারণ করে সেখানে ৩৩ ধরণের চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের টেকসই উন্নয়নে সরকার প্রায় ৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৩,১৪,৫০০ কোটি টাকা) বিনিয়োগ করবে, যার প্রায় ৮০% বাস্তবায়ন করবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জিডিপি'র ২.৫০% বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। তন্মধ্যে ২% অর্থায়ন সরকারি খাত হতে এবং ০.৫০% অর্থায়ন বেসরকারি খাতে হতে নির্বাহ করা হবে।

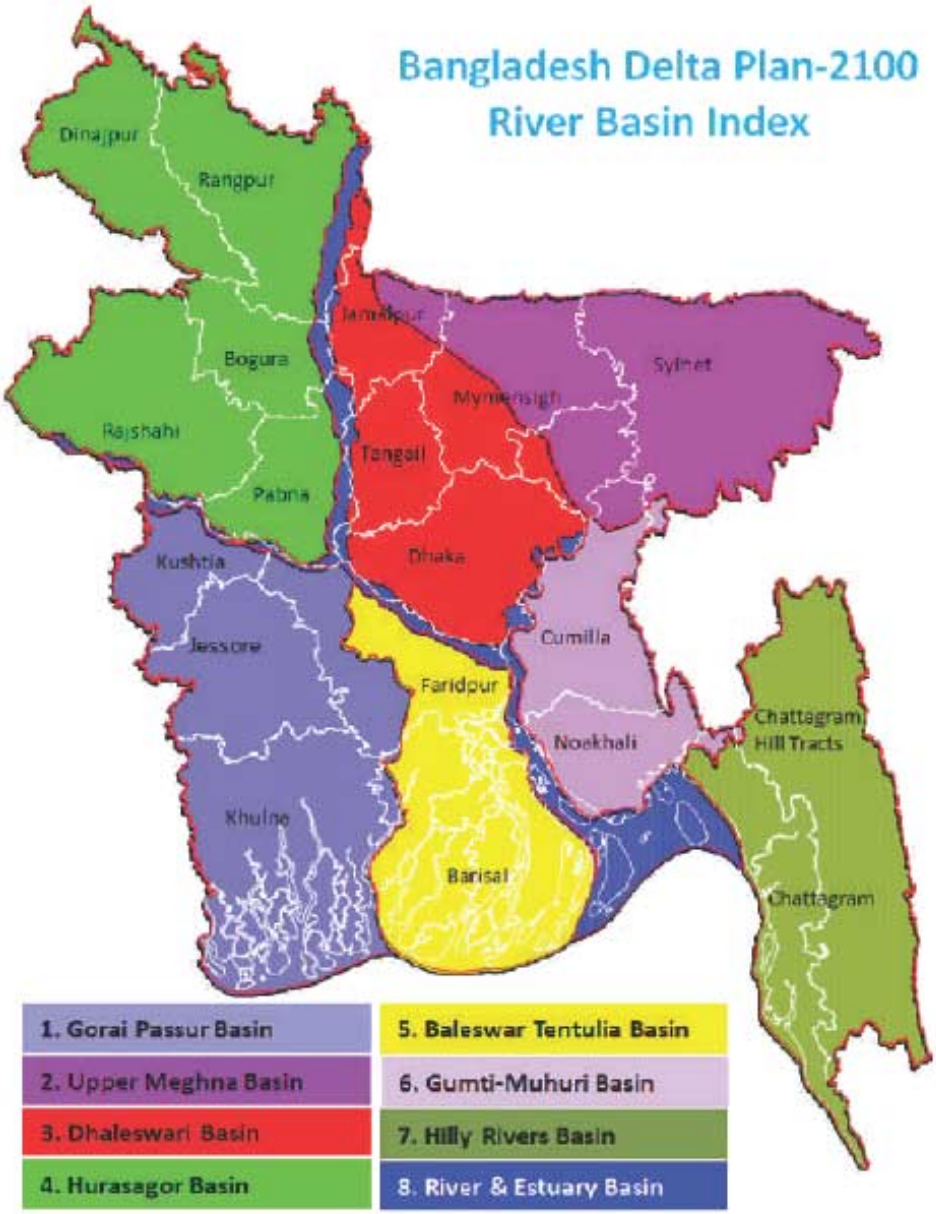

এই মহাপরিকল্পনার বিনিয়োগ অগ্রাধিকার হিসাবে Investment Plan-এ মোট ৮০টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে তন্মধ্যে ৬৫টি ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্প এবং ১৫টি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণা বিষয়ক প্রকল্প। এই প্রকল্পগুলো বাংলাদেশের ৮টি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলকে ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করে ৬টি "হটস্পট" ও ক্রসকাটিং-এ বিভক্ত করা হয়েছে। হটস্পট সমূহ হলো- (১) উপকূলীয় অঞ্চল, (২) বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল, (৩) হাওর এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহ, (৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম, (৫) নদী অঞ্চল এবং মোহনা, এবং (৬) নগর এলাকাসমূহ। চিহ্নিত ৮০টি কার্যক্রমের মধ্যে বাপাউবো ৫৯টি (৪৬টি সরাসরি এবং ১৩টি ক্রসকাটিং) প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে বাপাউবো ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। বর্তমানে বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৩১টি এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, বাপাউবো'র চলমান এবং সমাপ্ত অন্যান্য এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ পরোক্ষভাবে ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, নদ-নদী ও খাল খনন, পোল্ডার পুনর্বাসন, নদীর তীর সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার, হাইড্রলিক তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, বনায়ন ইত্যাদি যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিঘোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হচ্ছে।

ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর Investment Plan-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২০২০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
১	Char Development and Settlement Project (Project Code: CZ 1.3)	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-(ব্রীজিং) (অতিরিক্ত অর্থায়ন)	২৬৩৬৭.৪৯	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩
২	Study on Integrated Management of Drainage Congestion for Greater Noakhali (Project Code: CZ 1.4)	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)।	৩২৪৯৮.৮৫	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২
		নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন প্রকল্প।	৭১৮৬.৫৭	অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩
৩	Improvement of Drainage Congestion & Flood Control for Chittagong City Corporation Area (Project Code: UA 10.1)	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলামগ্নতা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প।	১৬২০৭৩.৫০	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২
৪	Drainage Improvement of Dhaka-Narayangonj-Demra (DND) Project Phase-2 (Project Code: UA 1.3)	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত)।	১২৯৯৯১.১৭	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩
৫	Revitalization & Restoration of Hurasagar and Atrai Rivers (Project Code: DP 1.3)	বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/ পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	২৩৩৫৬০.০০	নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২
		নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ।	১৭৯৪৭.০৫	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২
৬	Revitalization of Khals all over the Country (Project Code: CC 1.43)	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।	২২৭১১৩.৬৭	নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১
		Feasibility study for Re-excavation of Shuvadya khal along with Development & Protection of it's both Banks at Keraniganj Upazilla in Dhaka District.	৩২২.৫০	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১
৭	Development of Water Management Infrastructure in Bhola Island (Project Code: CZ 1.26)	নিম্নোক্ত ৫টি প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রমটি আংশিক বাস্তবায়িত হচ্ছে।		
		ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলাধীন দৌলতখান পৌরসভা ও চকিঘাট এবং অন্যান্য অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	৫২২৫৬.৩২	জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪
		মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ধলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প।	৪৩২৫৫.৪২	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২

ক্র: নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২০২০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
		ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেতুঁলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প।	৫২৩৩৬.১৫	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২
		ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৫৫০৬৩.৯০	জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১
		মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩৪৩৯০.৬২	ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১
৮	Rationalization of Polders in Gorai - Passur Basin (CZ 1.40)	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District. (১ম সংশোধিত)	৩২৮০০০.০০	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০২২
৯	Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Chittagong Coastal Plain (Project Code: CH 1.11)	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	১৬৫৭৪২.৫৩	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২
১০	Expansion and Modernization of Network and Tools for Groundwater Monitoring including Establishment of a National Coordination Mechanism (Project Code: CC 1.45)	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSRP) Component-B: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (২য় সংশোধিত)	৩৪০৬৫.০০	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২
১১	River Bank Improvement Program (Project Code: MR 1.1)	নিম্নোক্ত ৬টি প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রমটি আংশিক বাস্তবায়িত হচ্ছে।		
		কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প।	৩০২৬০.০০	জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২
		যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প।	২৯৯৩৬.৬৭	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১
		যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৪৬৪৬০.০০	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০
		কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ারচর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেম্বারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪৮০৪২.০০	মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২
		গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প	৪০১৭৯.৪৩	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২০২০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
		যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলাধীন কাতলামারী ও সাঘাটা উপজেলাধীন গোবিন্দি এবং হলদিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প	৭৯৮৫৩.০৪	জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৩
১২	Rationalization of Polders in Chittagong Coastal Plain (Project Code: CH 1.10)	নিম্নোক্ত ৫টি প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রমটি আংশিক বাস্তবায়িত হচ্ছে।		
		চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	৫৭৭২৩.৯২	মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২
		চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পূনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	২৯৩৬০.৬৯	জুলাই,২০১৫ হতে জুন, ২০২২
		চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং- ৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২১৯৩০.৮৩	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২
		কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	১৪১৬৫.০০	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১
		কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপরীর দ্বীপের পোল্ডার-৬৮ এর বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	১২১৮৪.০০	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১
১৩	Development of Catchment and Sub-catchment Management Plans (Project Code: CH 26.2)	নিম্নোক্ত সমীক্ষা প্রকল্পদ্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।		
		সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীর বেসিন রেস্টোরেশনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।	৪৯৫.০০	সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে মে, ২০২১
		কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (হালদা নদী সহ) প্রকল্প	৪৯৭.০০	সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১
১৪	Flow Control and Water Storage Structures for Water Availability in the Dry season (Project Code: CH 26.5)	নিম্নোক্ত ২টি সমীক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।		
		সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীর বেসিন রেস্টোরেশনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।	৪৯৫.০০	সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে মে, ২০২১
		কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (হালদা নদী সহ) প্রকল্প	৪৯৭.০০	সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১
১৫	Development of Climate Smart Integrated Coastal Resources Database (Project Code: CZ 4.1)	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (১ম সংশোধনী) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় "Long Term Monitoring, Research and Analysis of Bangladesh Coastal	সমীক্ষার চুক্তিমূল্য- ১১৮৬৬.০০ লক্ষ টাকা	সমীক্ষার মেয়াদকালঃ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে ১৫ এপ্রিল, ২০২১

ক্রঃ নং	ডেল্টা প্ল্যান- ২০২০ এ প্রস্তাবিত প্রকল্প (Sl. no as per BDP Investment Plan)	প্রকল্প/ প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মেয়াদকাল
		Zone" শীর্ষক সমীক্ষার তা বাস্তবায়িত হচ্ছে।		
১৬	Dhaka Integrated Flood Control Embankment cum Eastern Bypass Road Multipurpose Project. (Project Code: UA 1.2)	Feasibility study for collection of detail information of land acquisition and land availability on "Dhaka Circular Route: Eastern Bypass" Project.	৪৮৯.০০	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১

সাম্প্রতিক সময়ে সম্পাদিত গবেষণা (উদ্ভাবনী) সমূহ

আম্ফান ও এর পরবর্তী সময়ে উপকূলীয় এলাকায় দ্রুততার সাথে Breach closing/Closure নির্মাণ কাজে জিওটিউব ও জিওব্যাগের সমন্বিত ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর ফলে নির্মান কাজ দ্রুত ও অধিকতর sustainable হয়েছে। জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলা অধিক কার্যকর করতে বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জিওটিউব এর ব্যবহার শুরু করা হচ্ছে। এছাড়া সমুদ্র উপকূলে wave breaker হিসেবে উভেন/নন-উভেন জিওটিউবের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজে core section তৈরীতে উপযুক্ত dredged earth ব্যবহার শুরু করা হয়েছে।

এতে যেমন নদীর তলদেশের পলি অপসারিত হচ্ছে, তেমনি এর ফলে কৃষি জমি/নদীকূল হতে মাটি আহরণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় Geotube ও dredged materials এর সমন্বয়ে confined dyke নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন করা হচ্ছে। বাঁধের নদীকূলের slope-এ geotextile filter mat/vertiver ঘাস ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে বাঁধের ভূমিক্ষয় রোধ করা গেছে। Geocell দিয়ে বাঁধের slope ও hill slope এর প্রতিরক্ষা কাজের ডিজাইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিরক্ষা কাজে plastic sheet pile পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বল্প খরচে পরীক্ষামূলকভাবে grout mattressing (jute) এর মাধ্যমে বাঁধের slope প্রতিরক্ষার কাজে নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেডিও-টিভি ভাষণে ঘোষণা করেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের বন সম্পদ, ফসলের চাষ, গো-সম্পদ, হাস-মুরগীর চাষ, দুগ্ধ খামার, সর্বোপরি মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। দেরিতে হলেও সে বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর খিলক্ষেত থানাস্থ মস্তুল মৌজায় একটি আন্তর্জাতিকমানের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রত্যয়ে "আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৭৮৭.৩৪ কোটি টাকা।

আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে রয়েছে ৩ টি প্রধান অঙ্গ। ক. হাইড্রোলজিক ইনস্টিটিউট, খ. ড্রেজিং টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, গ. টাইডাল ফ্লুম। হাইড্রোলজিক ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে বিভিন্ন ডিপ্লে-মা এবং হায়ার ডিপ্লে-মা কোর্সের মাধ্যমে পড়ানো হবে পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা বিষয়ক শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং হাইড্রোলজি বিষয়ক শিক্ষা, পরিবেশ শিক্ষা এবং ভূতত্ত্ব বিভাগ বিষয়ক শিক্ষা, উপকূলীয় সেডিমেন্টেশন এবং নদী সংস্থান বিদ্যা বিষয়ক শিক্ষাসহ প্রভৃতি বিষয়। আবার অন্যদিকে ড্রেজিং টেকনোলজি ইনস্টিটিউট এবং টাইডাল ফ্লুম অর্থাৎ টার্বুলেন্স সিমুলেশন ওয়েভপুলের মাধ্যমে ইরোশন এবং ইনোভেশন সিমুলেশন ল্যাব, টাইডাল এবং মুনসুন স্টাডি এরিয়া ল্যাব চালানো হবে যাতে বাংলাদেশ ১০০ বছরের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা সফল করতে পারে। ড্রেজিং টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে মেকানিক্যাল এবং ড্রেজিং বিষয়ক শিক্ষা বিস্তারিত পড়ানো হবে। শুধু তাই নয় আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে বায়োডাইভারসিটি এরিয়াল্যাব, স্যালিনিটি এবং সিল্টেশন সিমুলেশন এরিয়া ল্যাব, অ্যাকুয়াকালচার স্টাডি এরিয়া ল্যাব, ডেভেলপমেন্ট স্কিম মডেল স্টাডি এরিয়া ল্যাব এবং ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং ল্যাব ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হবে যাতে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে একটি উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা যায়।

চিত্রঃ আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন (০৩ মার্চ, ২০২১)

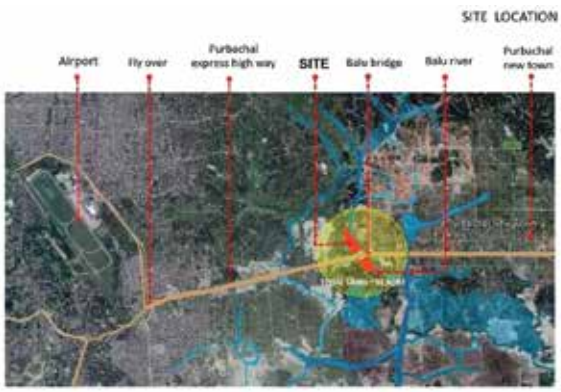

প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যসমূহ:

- ✓ দেশের সর্ববৃহৎ এবং একমাত্র হাইড্রোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা।
- ✓ দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের ও অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার ব্যবস্থা রাখা।
- ✓ পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত শিক্ষা, জ্ঞান, পরামর্শ ও নির্দেশিকার মাধ্যমে পানি ও পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার সুবিশাল পরিসর সৃষ্টি।
- ✓ পানি বিজ্ঞান অনুসন্ধান শাখা দ্বারা হাইড্রোলজি, হাইড্রোজিওলজি এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমন পানি সেচ ব্যবস্থা, ভূমি পুনরুদ্ধার ও ভূমি উন্নয়নে ফলিত শিক্ষা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি।
- ✓ হাইড্রোলজিক্যাল তথ্য বিভাগ সৃষ্টির মাধ্যমে পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য সংরক্ষিত করার ব্যবস্থাকরণ। পানি সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সৃষ্টি করে দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন।
- ✓ ইনস্টিটিউটে Physical and Mathematical Modeling ও সিমুলেশন এলাকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নদী ভাঙ্গন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণার দ্বার উন্মোচন করা।
- ✓ ইনস্টিটিউটে হাইড্রোলজিক্যাল শিক্ষা, বাঁধ সংক্রান্ত শিক্ষা, ভেজিটেশন সংক্রান্ত শিক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত শিক্ষা, অ্যাকুয়াকালচার ইত্যাদির সমন্বয় সাধন করার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের চর্চা করা।

যুগোপযোগী নকশা প্রণয়নের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়ন

নদী ভাঙ্গন রোধে বোল্ডার, হার্ডরক, সিসি ব্লকের পাশাপাশি প্রযোজ্যক্ষেত্রে জিওব্যাগ, জিওটিউব ও জিওম্যাট ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে tettrapod, খাসি নদীর ক্ষেত্রে articulated ব্লক, ঘাস ও উদ্ভিদ জন্মানো নিশ্চিত করতে hollow ব্লক, wave attack এবং current attack এর তীব্রতা কমাতে নদীর স্লোপে বিভিন্ন সাইজ ও আকৃতির ব্লক ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন মাঝারী হতে ছোট নদীর জন্য ৩৫০মিমি হতে ৪৫০মিমি সাইজ এর ব্লক, বড় নদীর জন্য ৩৫০মিমি হতে ৬০০মিমি সাইজ এর ব্লক এবং সমুদ্র উপকূলের জন্য ১০০০মিমি হতে ৬০০মিমি সাইজ এর ব্লক ব্যবহার করা হচ্ছে।

Hydraulic structure এর অপারেশন সহজ করার নিমিত্তে hydraulic structure সমূহ electrically operation এর পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

সাজেকভ্যালি, দীঘিনালা, শিবকছড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে HED (Hydraulically Elevated Dam) নির্মাণকাজের DPP প্রক্রিয়াধীন আছে। উপযুক্ত স্থানে dredging এর মাধ্যমে bank shifting রোধসহ river thalwage এর গতিপথ পরিবর্তন করা হচ্ছে। অধিকতর উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিকরণের লক্ষ্যে jetty, navigation point ইত্যাদির সংস্থান রাখা হচ্ছে।

Integrated Water Resources Management পরিকল্পনার আওতায় community development এর concept বিবেচনায় রেখে উপকূলীয় এলাকায় বাঁধের সাথে বাজার, নৌকাঘাট, recreational area, toilet ইত্যাদির সংস্থান রেখে নকশা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

প্রকৃতি নির্ভর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, নদী/খালের তীরে এবং বাঁধে পরিকল্পিত বনায়ন থাকলে নদী/খালের পাড়ের মাটির গড়ন এবং মাটির বাঁধের স্থায়িত্ব অনেক মজবুত হয়। এমতাবস্থায়, প্রতিরক্ষা কাজের ব্যয় সাশ্রয় করে নদী/খালের তীরে ও বাঁধের ঢালে পরিকল্পিত বনায়ন করে পাড় ও বাঁধসমূহকে প্রাকৃতিক উপায়ে মজবুত করে পানির ঢেউয়ের আঘাত সহনীয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে সকল বাঁধ নির্মাণ/পুনর্বাসন/মেরামতধর্মী প্রকল্পে এবং নদী/খাল খননধর্মী প্রকল্পে আবশ্যিক ভাবে পরিকল্পিত বনায়ন করার সংস্থান রাখা হচ্ছে। মুজিববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৬ জুলাই, ২০২০ তারিখে "জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ২০২০" এর উদ্বোধনকালে দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২৫% এ উন্নীত করার সদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে দেশে বনায়ন ও সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে ১ কোটি গাছের চারা রোপণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই অনুশাসন প্রতিপালনের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্ত সংস্থাসমূহ দেশব্যাপী অফিস প্রাঙ্গন, চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ছাড়াও স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের বাঁধ ও অন্যান্য ফাঁকা জায়গাসমূহে অধিক সংখ্যক বনজ, ফলজ ও ভেষজ গাছ পরিকল্পিত উপায়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রায় ১১ লক্ষ বৃক্ষরোপণ করা হয়।

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে Drainage খাল ডিজাইনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পাশাপাশি ঐ পানি দ্বারা irrigation-কে বিবেচনায় নিয়ে ডিজাইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া খাল, বিল ও নিচু এলাকায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখার মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর এর recharge নিশ্চিত করা যাচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় খাবার পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দীঘিখনন এবং pond sand filter প্লান্ট নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

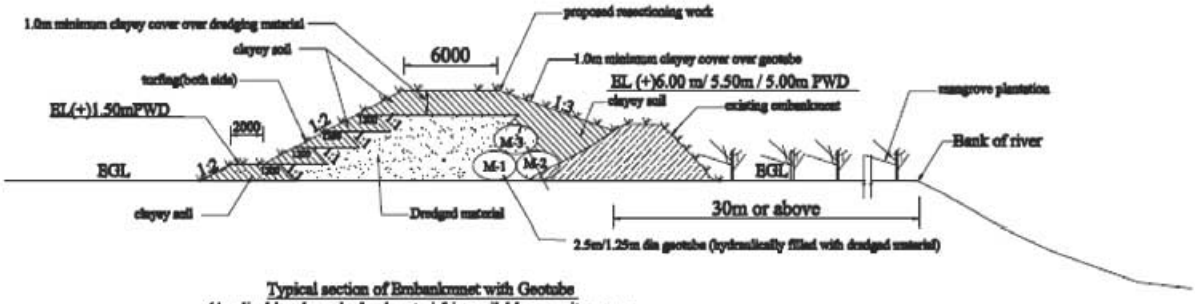

Typical section of Embankmnet with Geotube
(Applicable where dredged material is available near site or use of dredged material is feseable as per site condition)

বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ কৃষি ও পরিবেশ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা হিসাবে "পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশের কৃষি ও পরিবেশ" প্রকাশ করা হয়। প্রকাশনাটিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ৫২টি সেচ প্রকল্পের বিশদ তথ্যাদি স্থান পায়।

সংকলনটিতে অন্তর্ভূক্ত "কৃষি ও পানি সম্পদ উন্নয়ন এক মহামানবের প্রজ্ঞা ও দর্শন" অংশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের সময় কৃষি উৎপাদন বাড়াতে পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জরুরী পদক্ষেপ হিসাবে অভিন্ন নদীর পানি বন্টন, বন্যা নিয়ন্ত্রন, বাঁধ নির্মান, ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ প্রদান ও নদী খননের মতো বিষয়গুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নে উদ্যোগী হন।

এছাড়াও এ সংকলনে অন্তর্ভূক্ত "পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধু কন্যার দূরদর্শিতা" অংশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁর ভিশন ২০২১ এবং ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে জাতির সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও অগ্রগমনের রূপরেখা। এজন্য পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের ওপর জোর দেয়া হয়।

এ সংকলনে সিনিয়র সচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় "ডেল্টা প্লান-২১০০,বাংলাদেশের কৃষি ও সেচ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাঃ প্রাসঙ্গীক ভাবনা" শীর্ষক প্রণীত অংশে তিনি বদ্বীপ-২১০০ পরিকল্পনার আওতায় দেশের সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের কৃষিজ উৎপাদনের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন।

বাপাউবোর ভিশন অনুযায়ী দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন সাধন; বন্যা, খরা, জলবদ্ধতা, আন্তর্জাতিক নদীর প্রবাহ, লবণাক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরুপ প্রভাব মোকাবেলা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার

মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, বন ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন সাধন করা এবং বাপাউবোর মিশন অনুযায়ী জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পানি পরিকল্পনা, অংশগ্রহনমূলক পানি ব্যবস্থাপনা গাইড লাইন এবং বাপাউবোর্ড আইন অনুসারে দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সহ মাঝারী এবং বড় (১০০১ হেঃবা তদুর্ধ) প্রকল্প সমূহে স্থানীয় সংগঠনের সমন্বয়ে যৌথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশেষ কওে (ক) সমাজের সকল স্তর, শ্রেনী ও পেশা্র লোকজনের অংশগ্রহন ও জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করা, (খ) দারিদ্রতা হ্রাস; গ) খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান; ঘ) পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করা বাপাউবোর্ড এর কর্মকান্ডের আওতাভূক্ত। এরই আলোকে বাপাউবোর্ড সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে জনগনের অংশগ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন সহ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করতঃ জনগণের অর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে ৫৪৫টি প্রকল্প হচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও সেচধর্মী প্রকল্প। এসব প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৬৭.০৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষাবাদের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১.১১ কোটি মেট্রিকটন উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে এবং বাপাউবোর্ডের প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি ৯.৯৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে (৩টি ফসল মৌসুমে) সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে যা জাতীয় সেচকৃত এলাকার ১৩.০৮%। বাপাউবো'র বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে ৫২টি সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানিতে সেচ প্রদানে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে আসছে যা মাটির উর্বরতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখছে। এসব সেচ প্রকল্পে ব্যারেজ বা পাম্পের সাহায্যে ড্যাম থেকে/উৎস থেকে গ্রাভিটি ফ্লো পদ্ধতিতে (Gravity flow) সেচখালের মাধ্যমে কৃষকের জমিতে সরবরাহ করা হয়। এ ৫২টি সেচ প্রকল্পের আওতাভূক্ত এলাকা হচ্ছে ১১,১১,৯২৬ হেক্টর, সেচযোগ্য এলাকা ৪,৯৯,৯০৮ হেক্টর এবং সেচকৃত এলাকায় ৪,০৪,৫১২ হেক্টর। এ ৫২টি প্রকল্পের খুটিনাটি, তথ্য উপাত্ত, সাফল্য অর্জন নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ এই সংকলনটি যা বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তথ্যের উৎস হিসাবে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম

প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা দপ্তর এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

২০২০-২১ সালের ফসল ও সেচ কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০২০-২১ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি শস্য মৌসুমে ২৪.৯১ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল ও ১০.৯৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন ২০২১, পর্যন্ত ২৪.২০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল চাষাবাদ ও ১০.০২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহে প্রধান ফসল হিসাবে ধান, গম ও ভূট্টা আবাদ হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রকল্পসমূহে তৈল ও ডাল জাতীয় ফসল সহ শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজি আবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে আসছে। পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা থাকায় শস্যবহুমূখীকরণের পাশাপাশি শস্যের নিবিড়তাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পুর্নবাসনকৃত ৬টি প্রকল্প সেচধর্মী প্রকল্প হিসাবে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে । উক্ত ৬ টি সেচধর্মী প্রকল্পের মধ্যে জিকে সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এ ২(দুই) টি প্রকল্পের তথ্যাদি সেচধর্মী প্রকল্পের তালিকায় পূর্ব হতেই অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪(চার) টি সেচধর্মী প্রকল্পের (পাবনা জেলার গাজনার বিল, কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল, শিবপুর এফসিডিআই ও নওগাঁ জেলার জবাইবিল এফসিডিআই) ফসল ও সেচের তথ্যাদি মাঠ পর্যায় হতে সংগ্রহ করতঃ পরবর্তীতে অর্ন্তভূক্ত করা হবে।

২০২০-২০২১ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ

(হেক্টর)

ক্রঃ নং	জোন	প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা	সেচযোগ্য এলাকা	ফসল		সেচ		নীট সেচকৃত জমি	
					লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৯	১৮১২৬৮	১২২৯৬২	৩৭৩০৯৬	৩৭৮৭৬৭	২২৬৭৪১	১৬৬৩৯৬	১১৪২৫২	১২২৮০১
২।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	১১	২১৯৭৫২	১২৯৫৪১	২৮৩৩৯২	২৯৪৯৩৮	১৮৫৪৯৯	২০০০৩৭	৮৮২৬৮	৯৫৩৪২
৩।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৭	২৩০৪৭৭	১১৭১৪৬	২৯১১৫২	২৭৭৯৭৩	১১৭৮১৪	১০০৪২৫	৭৭৫০১	৭০৫৮৬
৪।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৪	১৫৬৭৩৫	১০৪৪৩৭	২৮৮৬৮৭	২৭২৮৮০	১৭৬৩০৭	১৫২৮৯৪	১০০১৬৫	৯৬৯১৫

ক্রঃ নং	জোন	প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা	সেচযোগ্য এলাকা	ফসল		সেচ		নীট সেচকৃত জমি	
					লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৬	৪৮৩০১১	১৫৪৬৬৪	৪৭৭৮১০	৪৭৭৯৯৫	১০১২৭০	১০১৮১৫	৮৪৫২০	৮৫১১৫
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৫১	২৪৬৪৪৮	১৭১৮২৭	৩৫৬০৩৭	৩৪৮০২৬	১৬৯৫৫৫	১৬৯১২০	১৬৯০৩৫	১৬৯১২০
৭।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৮	১৮২৫০৮	৭৯০৯৪	১৭৬৯৬৬	১৫২৩২৫	৫৫১৪৩	৫৪১২০	৫৫১৪৩	৫৪১২০
৮।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট	৩	১১৬৪৯২	৪৭২৪৬	১২২৮৯৫	৯৮০২০	২৬২৫০	২৩৭৪৮	২৬২৫০	২৩৭৪৮
৯।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	১৮	৭৬১৮১	৪৬৭৭৭	১২১০৬৮	১২০০৭১	৩৪৭৬০	৩৩৯৬০	৩৪৭৬০	৩৩৯৬০
	সর্বমোট	**১২৭**	**১৮৯২৮৭২**	**৯৭৩৬৯৪**	২৪৯১১০৩	২৪২০৯৯৫	১০৯৩৩৩৯	১০০২৫১৫	৭৪৯৮৯৪	৭৫১৭০৭

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় অগ্রগতি

বাপাউবোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প সমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেচ প্রকল্প সমূহে আধুনিক কৃষি ও শস্য উৎপাদনে গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (পানি ব্যবস্থাপনা দল, পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন, পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন) এর মাধ্যমে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতঃ কৃষকের জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। সেচের পানি সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সাপেক্ষে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কৃষি জমির উপর সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যকরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এতদুদ্দেশ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৩ সালে 'সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা, ২০০৩ (৩১ মে ২০০৫ পর্যন্ত সংশোধিত) [(এস, আর, ও নং-২৮৪ আইন/২০০৩) (এস, আর, ও নং-১২৮/আইন/২০০৫)]' নামে একটি প্রবিধানমালা জারী করা হয়। উক্ত প্রবিধানমালা অনুযায়ী বাপাউবো'র সেচ প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান, বৈশিষ্ট্য এবং ফসল ভিত্তিক সেচের পানির চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফসলের বিভিন্ন মৌসুমে (খরিফ-২, রবি ও খরিফ-১) ১৩ টি সেচ প্রকল্পে সেচ সার্ভিস চার্জ এর হার অনুমোদন করা হয়। তদানুযায়ী সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় করা হচ্ছে। এ প্রবিধানে সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে সরকার কর্তৃক বিপুল অর্থে সমাপ্ত প্রকল্পের নিজস্ব মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাপাউবো'র সেচ প্রকল্পসমূহে ২০০১-২০০২ হতে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যের পরিমাণ ৮৬১.৯০২ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৪৪.১৮৩ লক্ষ টাকা। নিম্নের সারণীতে বর্তমানে জুন, ২০২১ ইং সময় পর্যন্ত ১৩ টি সেচ প্রকল্পে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থ বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য এবং আদায়ের তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হলো।

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন, ২০২১ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	ক্রমপুঞ্জিত আদায়	মন্তব্য
১।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা।	মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৮.০০০	৩২.৭১০	৮.৫১০	১০.৪০০	১৮.৯১০	
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৪.৫০০	৫৮.৪৭০	৩.২১০	৩.৮৭১	৭.০৮১	
		সুন্দলপুর সেচ প্রকল্প	০.২৫০	০.২৫০	০.১৯২	০.০০০	০.১৯২	
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম।	মুহুরী সেচ প্রকল্প	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
		কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প	২.০০০	২.০০০	১.১২০	১.৭০০	২.৮২০	
		হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প	০.১০০	০.১০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৩।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল,	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	২.৪০০	২৭.৮১০	২.৮৭০	১.৪৭৬	৪.৩৪৬	

ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১৯-২০	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০২০-২১	ক্রমপুঞ্জিত আদায়	মন্তব্য
	রাজশাহী।							
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর।	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৭.০০০	৪৩৯.৬৬০	১৭.৩৫২	২২.০৬২	৩৯.৪১৪	বুড়ি তিস্তা প্রকল্পে মামলা চলমান থাকায় সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।
		টাঙ্গন বাঁধ প্রকল্প	০.১০০	০.১০০	০.১২০	০.১২১	০.২৪১	
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন. এন. আই. পি. (ব্লক এ-১)	৪.৯০৮	৪.৫৭২	০.৩২৭	০.০০০	০.৩২৭	
৬।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর।	জি-কে সেচ প্রকল্প	৮.৩৬০	২৯৫.৭৩০	১.২৭৪	৪.৪২৩	৫.৬৯৭	
৭।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট।	মনু নদী সেচ প্রকল্প	০.৫০০	০.৫০০	০.২৬১	০.১৩০	০.৩৯১	
	মোট	**১৩ টি প্রকল্প**	**৪৮.১১৮**	**৮৬১.৯০২**	**৩৫.২৩৫**	**৪৪.১৮৩**	**৭৯.৪১৭**	

২০১৯-২০২০ সাল		২০২০-২০২১ সাল	
মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি	মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি
৪৮.১১৮	৩৫.২৩৫	৮৬১.৯০২	৪৪.১৮৩

মন্তব্যঃ ২০২০-২১ অর্থ বছরের বকেয়া সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে ২০২১-২০২২ সালের জুন মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ।

পানি ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচ্ছে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) নামে তিন স্তরভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন করা হচ্ছে। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ বাপাউবো এর বিভিন্ন প্রকল্পে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাসহ সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবদান রাখছে। বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহকে সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংগঠনের সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সংগঠন সমূহকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই অবস্থায় নেয়ার জন্য বাপাউবো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪" এর আলোকে বাপাউবোর্ডের অধীন ১৫৩টি বাস্তবায়িত প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম ও পোল্ডার সমূহে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন ও আইনগত অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলমান।

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন-নিবন্ধনের তথ্যাদি (জুন-২০২১ পর্যন্ত)

প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা (হেক্টর)	পানি ব্যবস্থাপনা দল		পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন		পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন	
		গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন
১৫৩	২১৯১০৮৫	৩১৬৫	২৮৪৩	২৬৫	২০৯	৩	৩

মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার বাগাউবো, রংপুরে কার্যক্রম

দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষে দেশের বৃহত্তম তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প ও বুড়ি তিস্তা সেচ প্রকল্প এলাকার সেচ ও কৃষি উন্নয়নের জন্য ১৯৬০ সালে মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার স্থাপন করা হয়। তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্পের চাষীগণের মান্ধাতা আমলের কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক ধ্যান ধারণা পরিবর্তন করে প্রকল্প এলাকার মাটি ও আবহাওয়া উপযোগী শস্য নির্বাচন ও শস্য বিন্যাস নির্ধারণ এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক চাষাবাদের লাভজনক ফলাফল প্রকল্প এলাকার চাষীদের মধ্যে জনপ্রিয় ও সম্প্রসারণ করা এই খামারের মূল উদ্দেশ্য। খামার টি মূলতঃ একটি ফলিত গবেষণা ও প্রর্দশনী খামার। প্রতিষ্ঠা লগ্ন হইতেই খামারটি অত্র প্রকল্পের সেচ ও কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামারটি রংপুর জেলা শহর হতে উত্তর দিকে ২০ কিলোমিটার দুরে পঞ্চাচড়া উপজেলাধীন লক্ষীটারী ইউনিয়নে অবস্থিত। তিস্তা নদীর ভাঙ্গনে খামারটির কিয়দংশ নদীতে বিলীন হওয়ায় বর্তমানে খামারটির আয়তন ৯.০০(নয়) একর, যাহা দুইটি ব্লকে বিভক্ত, ১ নং ব্লকে ৬.০০(ছয়) একর জমি ও ২ নং ব্লকে ৩.০০(তিন) একর জমি রয়েছে। খামারের ৯.০০(নয়) একর জমির মধ্যে বর্তমানে ৮.০০(আট) একর জমিতে খামারের পরীক্ষা নিরীক্ষার আওতায় চাষাবাদ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক চাষাবাদ কার্যক্রম ও প্রাপ্ত ফলাফল এবং প্রয়োগকৃত চাষাবাদ কলাকৌশল সম্পর্কে প্রকল্প এলাকার ৩৬০ জন কৃষক/ উপকারভোগীদের মাঝে সম্প্রসারণ/ উদ্বুদ্ধকরণ ও হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। চাষী সমাবেশ, শস্য কর্তন, সভা, সেমিনার, মাঠ দিবস, লিফলেট ইত্যাদি এবং সর্বপরি বোর্ডের নিজস্ব সম্প্রসারণ উইং এর মাধ্যমেও খামারের পরীক্ষামূলক চাষাবাদের কলাকৌশল/ ফলাফল প্রকল্পের কৃষক/ উপকারভোগীদের নিকট পৌছানো হচ্ছে। প্রতি বছর খামারে উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব খাতে অর্থ জমা দেওয়া হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫,১৩,৪৯০ টাকা রাজস্ব জমা দেওয়া হইয়াছে। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প উপযোগী আধুনিক চাষাবাদ কলাকৌশল ও উন্নত জাতের ফসল খামারে চাষাবাদের জন্য স্থানীয় DAE, BRRI, BARI, BJRI, BADC, SRDI ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ সহযোগিতায় অত্র খামার বিভিন্ন পরীক্ষা কার্যক্রম চলে আসছে। তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্পে বর্তমানে অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার কমাইয়া নতুন প্রযুক্তিতে ফসলের নিবীড়তা বৃদ্ধি সহ ফলন বৃদ্ধি, উফশী ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, সেচ এলাকা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম অত্র খামারের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরে খামারে খরিফ-২ মৌসুমের পরীক্ষামূলক আমন চাষের শস্যকর্তন ও মাঠ দিবস কার্যক্রমে উপস্থিত বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন) জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা জনাব মাহফুজ আহমদ, প্রধান কৃষিতত্ত্ববিদ, উপ-সচিব, (পশ্চিম রিজিয়ন) সহ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পওর সার্কেল-১ ও ২, মুখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলীগণ, উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপ-প্রধান কৃষিতত্ত্ববিদসহ প্রমুখ কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্বল্প সেচে অধিক ফলনশীল ফসলের জাত পরীক্ষা কার্যক্রম

পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

পানি সম্পদ সেক্টরের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরযোগ্য পানি বিজ্ঞান উপাত্তের প্রাপ্যতা অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞান এর আওতায় ৪ টি সার্কেল- ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল, ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর, রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল এবং প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেলসমূহের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী পানি বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের সাহায্যে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকের অধিককাল পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরসমূহ সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত নিম্নবর্ণিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি বিজ্ঞান উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করছে।

ক্রমিক	উপাত্তের নাম	স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১.	টাইডাল/নন-টাইডালপানিসমতল	৩৫৭ টি	দিনে ৭ বারটাইডাল/দিনে ৫ বারনন-টাইডাল
২.	টাইডাল/নন-টাইডালপ্রবাহ	১২৬ টি	দৈনিক/সাপ্তহিক/পাক্ষিক
৩.	ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ	১৮ টি	মাসিক
৪.	লবণাক্ততা	১০০ টি (স্থির) ৬৬ টি (গতিশীল)	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৫.	পলল/পলিপ্রবাহ	২০ টি	সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৬.	বারিপাত	২৭৪ টি	দৈনিক
৭.	আবহাওয়া	৩ টি	দৈনিক (১টিবন্ধ)
৮.	বাষ্পায়ন	৩৯ টি	দৈনিক
৯.	মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন	১৮৪৬	বাৎসরিক/দ্বি-বাৎসরিক/ত্রি-বাৎসরিক/চতুর্থ-বাৎসরিক/পঞ্চম-বাৎসরিক
১০.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১২৭২	সাপ্তাহিক
১১.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক)	২০	দৈনিক
১২.	এক্যুইফারপাম্প টেস্ট	১	
১৩.	এক্যুইফার অনুসন্ধান	১২	
১৪.	পর্যবেক্ষণ কূপ পূনঃখনন ও উন্নয়ন	১২৫	

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও পাবনায় অবস্থিত ৪টি পরিমাপ বিভাগের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞানের সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভাগসমূহের আওতায় ১৩টি উপ-বিভাগ এবং ৩৯টি শাখা দপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি সমতল, প্রবাহ পরিমাপ, পলল/পলি নমুনা, পানিতে লবণাক্ততার পরিমান, বারিপাত, বাষ্পায়ন এবং আবহাওয়াতত্ত্ব বিষয়ক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বর্ণিত পরিমাপ বিভাগগুলোর মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ১৪০টি নদীতে ৩৫৭টি (হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলসহ) পানি সমতল গেজ ষ্টেশন, ৮৬টি নদীর ১২৬টি প্রবাহ পরিমাপ ষ্টেশনের মাধ্যমে ৪১০০টি প্রবাহ পরিমাপ কাজ, ২০টি পলল/পলি নমুনা সংগ্রহ ষ্টেশন, ১৮টি পানির গুণাগুণ পরিমাপ ষ্টেশন, ১০০টি স্থির এবং ৬৬টি গতিশীল ষ্টেশনের মাধ্যমে পানির লবণাক্ততা পরিমাপ, ২৭৪টি বারিপাত পরিমাপ ষ্টেশন, ৩৯টি বাষ্পায়ন কাম বারিপাত ষ্টেশন এবং ৩টি (১টি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ আছে) আবহাওয়াতত্ত্ব ষ্টেশনের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া গঙ্গা সমীক্ষা জরীপ কাজের আওতায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধুমতি, নবগঙ্গা ও রূপসা-পশুর নদীতে ৩টি ষ্টেশনে নভেম্বর হতে জুন পর্যন্ত ৮ মাস প্রতি মাসে ০২ (দুই) দিন প্রতি ঘন্টা অন্তর (সকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা হতে রাত ৮ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত) ৩৮টি টাইডাল প্রবাহ পরিমাপ করা হয়। কুমিল্লা ও ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহের ১০০টি স্থির ষ্টেশনের মাধ্যমে নভেম্বর হতে জুন পর্যন্ত ৮ মাস, প্রতিমাসে ০৪ (চার) দিন, দিনে ০২ বার এবং ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় ৬৬টি গতিশীল ষ্টেশনে (বড়দিয়া থেকে খুলনার হিরণ পয়েন্ট পর্যন্ত) জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারী মাসে লবণাক্ততা পরিমাপ করা হয। শুষ্ক মৌসুমে যৌথ নদী কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী গঙ্গা নদীতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে ৬ মাস ও তিস্তা নদীর ডালিয়াতে ৮ মাস দৈনিক প্রবাহ পরিমাপ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। গঙ্গা নদীর হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ পর্যবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক জানুয়ারি হতে মে পর্যন্ত ৫ মাস যৌথভাবে প্রবাহ পরিমাপ করা হয়।

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতাধীন মোট ৩৫৭টি (হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলসহ) পানি সমতল ষ্টেশনের মধ্যে ১০১টি পানি সমতল ষ্টেশনে সকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত মোট ৫ (পাঁচ) বারের সংগৃহীত উপাত্ত দৈনিক ০২

(দুই) বার (সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকা ও বিকাল ৩ঃ০০ ঘটিকা) এবং ৭২টি বারিপাত ষ্টেশনের ২৪ ঘন্টায় বারিপাতের পরিমাণ সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকার সময় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হয়। উক্ত কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব বহন করে বিধায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে সঠিকভাবে বন্যা তথ্য ও উপাত্ত প্রেরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনিটরিং করতে হয়।

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের মাধ্যমে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশী সময় ধরে ভূ-গর্ভস্থ পানির অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের রয়েছে দেশব্যপী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক। দেশব্যাপী ১২৭২ টি অগভীর পর্যবেক্ষণ কূপের সমন্বয়ে গড়ে উঠা নেটওয়ার্ক থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রায় পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে উক্ত পর্যবেক্ষণ কূপসমূহ হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় নতুন পর্যবেক্ষণ কূপ স্থাপন করে নিয়মিত ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক এর অন্তর্ভূক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরসমূহের পানি ধারণ ও পরিবাহী গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য Aquifer Pump Test ও Slug Test সহ বিভিন্ন সমীক্ষা কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানির ক্রমবর্ধমান উত্তোলন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহারের বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ পানিসম্পদের সম্পূরক (Conjunctive) উন্নয়নে সমীক্ষা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ জরুরী। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় দেশব্যাপী স্থাপিত পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত পানীয়, গৃহস্থালী, শিল্প-কারখানা ও কৃষিজ সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির যথাযথ, সম্পূরক ও টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গুরুত্বের সাথে কাজে লাগানো যেতে পারে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর উন্নয়ন বিবেচনায় ২০১১-২০১২ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর অর্থায়নে উপকূলীয় ১৯টি জেলায় সর্বোচ্চ ৩৫০ মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন গভীরতায় ৬৭৪ টি পর্যবেক্ষণ কূপ এবং বোর্ডের Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSRP), কম্পোনেন্ট-বি: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHEWS) প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ সালে দেশব্যাপী ৬৯টি স্থানে সর্বোচ্চ ৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত Clustered Well (প্রতিটি স্থানে ৪টি করে কূপ) স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ৬৯টি স্থানসহ ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপে ডাটা লগার এবং টেলিমেট্রি স্থাপন করতঃ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপাত্ত সংগ্রহের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপ হতে বর্ষা ও শুকনো মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা সংগ্রহ করতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক মান (আর্সেনিকের পরিমাণ, লবণাক্ততা ইত্যাদি) নির্ণয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর অর্থায়নে স্থাপিত সকল কূপ হতে স্থায়ীভাবে উপাত্ত সংগ্রহের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় পানির গুনাগুণ পরীক্ষার জন্য ইতোমধ্যে স্থাপিত ল্যাবরেটরীকে আরও কার্যকরী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে BWCSRP, কম্পোনেন্ট-বি: SHEWS প্রকল্পের মাধ্যমে একটি Ion-Chromatography সহ মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে এবং Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS) সংগ্রহের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দেশব্যাপী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২২২২ টি পর্যবেক্ষণ কূপ বিদ্যমান থাকলেও বর্তমানে পুরাতন ও অগভীর ১২৭২ টি কূপ হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। তবে, ২২২২ টি পর্যবেক্ষণ কূপের মধ্যে ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপে ডাটা লগার ও টেলিমেট্রি স্থাপন করতঃ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপাত্ত সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে এবং অবশিষ্ট কূপসমূহ হতেও স্থায়ীভাবে উপাত্ত সংগ্রহের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

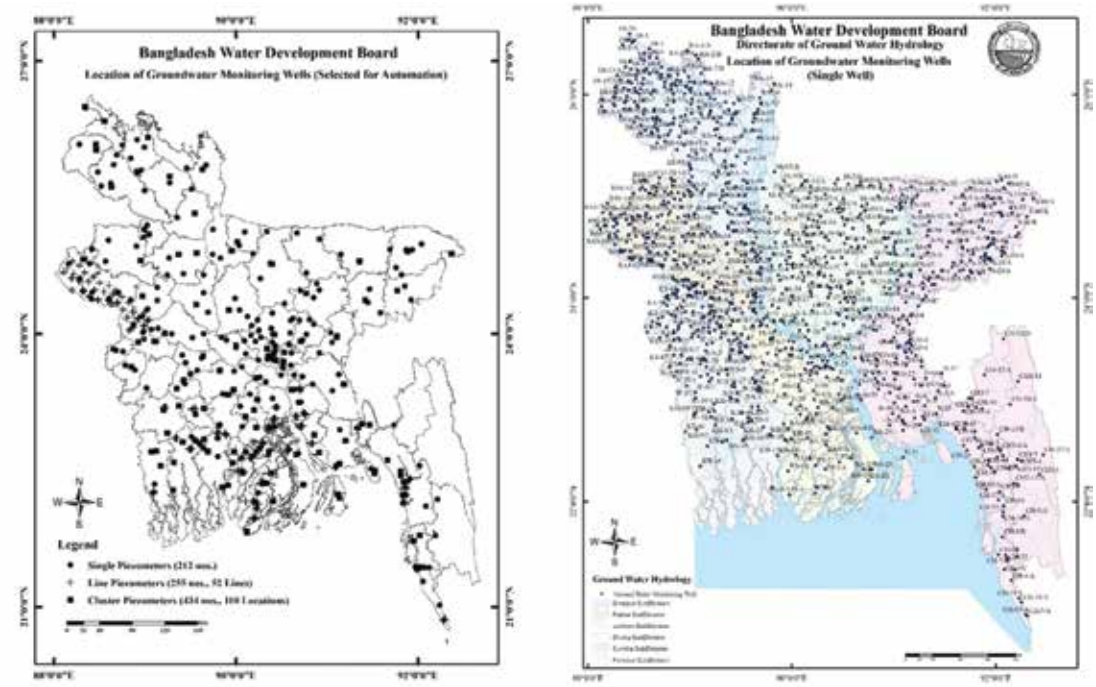

ছবি ১: বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ৫০ বৎসরেরও অধিক পুরাতন অগভীর পর্যবেক্ষণ কূপ এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট এর অর্থায়নে ও BWCSRP, কম্পোনেন্ট-বি: SHEWS প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ও অটোমেশনের জন্য নির্ধারিত গভীর ও অগভীর পর্যবেক্ষণ কূপ (Clustered Well) এর অবস্থানের মানচিত্র।

ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন, সমীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিবিধ দপ্তরের আওতাধীনে গৃহীত হাইড্রোলিক/ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচার নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা অনুসন্ধান কার্যক্রম এ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয় ২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাপাউবো বোর্ড বিভিন্ন মাঠ দপ্তর হতে প্রাপ্ত সর্বমোট ২১টি চাহিদাপত্রের বিপরীতে প্রায় ১২,১০০ ফুট সাব-সয়েল খনন কাজ সম্পাদন করা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভূত জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিবিধ প্রতিষ্ঠানকেও ডিপোজিট কার্যক্রমের আওতায় এ পরিদপ্তর প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা প্রদান করে থাকে।

রিভার মর্ফলজি এণ্ড রিসার্চ সার্কেল

রিভার মর্ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীনে কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ মরফলজি বিভাগ এবং ঢাকা ম্যাপিং সেল (বিভাগ) কর্তৃক দেশব্যাপী বর্তমানে বিদ্যমান মোট ৪০৫ টি নদীর মধ্যে প্রধান প্রধান এবং ঢাকার চতুর্দিকের সকল নদীসহ গুরুত্বপূর্ণ ১৬২টি নদীর ১৮৪৬টি ক্রস সেকশনে পর্যায়ক্রমে ব্যাথিমেট্রিক সার্ভে (প্রস্থচ্ছেদ জরীপ) সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১১ টি নদী, দুই বছর পর পর ১৫টি নদী, তিন বছর পর পর ৪০টি নদী, চার বছর পর পর ৪৬টি নদী এবং পাঁচ বছর পর পর ৫০টি নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপ করা হয়। নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর ইরোশন/ডিপোজিশন, নদীর ব্যাঙ্ক লাইন শিফটিং ও নদীর থলওয়েগ ও গতিপথ নির্ণয়ক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ সকল জরীপ উপাত্তসমূহ জিওরেফারেন্সিং, ভেলিডেশন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সংরক্ষণ এবং ডিজাইন, প্ল্যানিং ও রিসার্চ এর চাহিদা মোতাবেক সরবরাহের জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, ৭২, গ্রীনরোড, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। রিভার মর্ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীন তিনটি বিভাগ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট ৫৭টি নদীর ৭৯৬টি প্রস্থচ্ছেদ জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের গৃহীত কার্যক্রম

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	নদীর সংখ্যা	প্যাকেজ সংখ্যা	ক্রস সেকশনের সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমান (লক্ষ টাকায়)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	ম্যাপিং সেল (বিভাগ), বাপাউবো,ঢাকা।	১৯টি	১৫টি	২৯৪	৮৯.৮৪	৮৯.২০	
২	মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, কুষ্টিয়া।	২০টি	১৬টি	২৭৩	৯১.৫০	৯১.৫০	

ক্রম নং	বিভাগের নাম	নদীর সংখ্যা	প্যাকেজ সংখ্যা	ক্রস সেকশনের সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমান (লক্ষ টাকায়)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
৩	মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো,ময়মনসিংহ।	১৮টি	১২টি	২২৯	১০৫.০০	১০৫.০০	
	সর্বমোট	৫৭টি	৪৩টি	৭৯৬	২৮৬.৩৪	২৮৫.৭০	

প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল

প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেলের অধীনে সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র এবং নির্মান ও যন্ত্রায়ন বিভাগ নামের পাঁচটি দপ্তর রয়েছে।

অত্র সার্কেলাধীন ম্যানেজমেন্ট এন্ড সার্ভিসেস ব্রাঞ্চ এর কার্যক্রমঃ

পানি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তসমূহ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঠিকতা যাচাইকরণসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়ঃ

১. Data Base Server ঃ বাপাউবো এর হাইড্রোলজিক্যাল দপ্তরসমূহ কর্তৃক সংগৃহীত সকল তথ্য-উপাত্ত সমূহ এই server এ যথাযথ সংরক্ষন, প্রক্রিয়াকরন, সঠিকতা যাচাইকরণ সম্পন্ন করা হয়।

ডাটা কালেকশন Platform বক্স (ডিসিপি)

২. Data Application Server ঃ প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, গ্রীন রোড, ঢাকা এর আওতাধীন তিনটি ব্রাঞ্চ (১) সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ,(২) রিভার মরফলোজী প্রসেসিং ব্রাঞ্চ এবং (৩) গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ এর পানি বিজ্ঞানের সকল উপাত্ত সমূহ Application Server Software এর মাধ্যমে ম্যানুয়াল ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন করা হয়।

৩. Data Backup Server ঃ Data base server এর সকল তথ্য-উপাত্তসমূহ (ডাটার) Back up রাখা হয়।

৪. Web Serverঃ ব্যবহারকারীগণ www.hydrolgogy.bwdb.gov.bd ওয়েবসাইট visit করে পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত উপাত্তসমূহ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা, ডাটার সময় কাল, ডাটার মূল্য ও অন্যান্য বিষয়ে সম্যক ধারনা নিয়ে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে অথবা অন-লাইনের মাধ্যমে ডাটার জন্য আবেদন করতে পারছেন ।

৫. পানি বিজ্ঞানের উপাত্ত সমূহের/ডাটার মূল্য সময়োপযোগী করে সরকারের অনুমোদনক্রমে নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বিগত ১১/০১/২০২১ খ্রিঃ থেকে নির্ধারিত নতুন মূল্যে ডাটা ব্যবহারকারী (user) দের সরববরাহ করা হচ্ছে।

৬. হাইড্রোলজি ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে অটোমেশন পদ্ধতিতে পানি বিজ্ঞানের উপাত্ত সমূহ গ্রহন, প্রদান এবং অর্থ আহরণের কাজটি Online Payment Gateway সেবার মাধ্যমে বিগত ০৮/০২/২০২১ খ্রিঃ হতে চলমান রয়েছে।

বিগত ২০২০-২১ অর্থ বছরে পানি বিজ্ঞান সম্পকিত তথ্য-উপাত্তসমূহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা/প্রকল্প, বেসরকারি সংস্থা, দেশী/বিদেশী প্রকল্প, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান, এনজিও (NGO) সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে (আনুমানিক ২২০ প্রতিষ্ঠান) কে ম্যানুয়াল এবং অনলাইনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এই সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাপাউবোর ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ৭৭,৫৯,০৮৮/- টাকা এবং অনলাইন পদ্ধতিতে ৪,৩০,৪৬০/- টাকা সহ সর্বমোট ৮১,৮৯,৫৪৮/- (একাশি লক্ষ উননব্বই হাজার পাঁচ শত আটচল্লিশ) টাকা রাজস্ব আয় হয়।

অত্র সার্কেলের অধীনস্থ নিম্নোক্ত তিনটি প্রসেসিং ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ডাটা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

ক) সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত পানি সমতল, প্রবাহ, ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ, লবণাক্ততা, পলি প্রবাহ, বারিপাত, আবহাওয়া এবং বাষ্পায়ন উপাত্ত সমূহের ডাটা সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগৃহীত সকল হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্তগুলোর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে "RAINFALL IN BANGLADESH YEAR:2019 & 2020" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

খ) গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বিস্তৃত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১২৭২ টি পর্যবেক্ষণ কূপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তসহ ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ (শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে), এক্যুইফার বৈশিষ্ট্য, বোরহোল লিথলজি ডাটা গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রক্রিয়াজাতকরন, বিশ্লেষণ ও ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে **"Ground Water Table Hydrograph of 26 districts for the year 2009 to 2019"** এবং **"An assessment of changes of ground water quality in Dinajpur, Pabna and Jessore Sub-division of BWDB's ground water network using available data of 2002 and 2012 to 2016"** শিরোনামে দুইটি প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এ সকল তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট উপাত্ত যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ সকল তথ্য বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকল্পের কাজে/দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অথবা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করে থাকে এবং দেশী বিদেশী অনেক সংস্থা, গবেষণামূলক কাজে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষামূলক কাজে উক্ত তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে। তদুপরি সংগ্রহকৃত সকল তথ্য/উপাত্ত সমূহ দেশের পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ) রিভার মরফলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

রিভার মরফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত মরফলজিক্যাল ক্রস সেকশন (Bathymetric Survey) উপাত্ত এর ডাটা রিভার মরফলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগ্রহকৃত উক্ত হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্ত এর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়।

ঘ) নির্মান ও যন্ত্রায়ন বিভাগঃ

নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা এর ২০২০-২১ অর্থ বছরের কার্যক্রম সমূহ

১। কারেন্ট মিটার ক্যালিব্রেশন ল্যাব কর্তৃক ৩০টি কারেন্ট মিটার ক্যালিব্রেশন এবং সার্ভিসিং।

২। বিভিন্ন সাইজের ২৪৬টি পিভিসি ওয়াটার লেভেল স্টাফ গেজ ক্রয় এবং সরবরাহ।

৩। ৮১টি রেইন গেজ ও ২০টি ইভাপোরেশন প্যান ক্রয় এবং সরবরাহ।

৪। ২০টি অটো লেভেল মেশিন, ২০টি লেভেলিং স্টাফ, ২৮টি হ্যান্ড জিপিএস, ৮টি ফিস ফাইন্ডার এবং ৬টি পারানী ব্লু-টুথ ডিভাইস ক্রয় এবং সরবরাহ।

৫। কারেন্ট মিটার এর জন্য বিভিন্ন ওজনের ১৪টি সাউন্ডিং ওয়েট এবং ২১টি রেভ্যুলেশন কাউন্টার ক্রয় এবং সরবরাহ।

৬। পুরাতন এইচএফ রেডিও সমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ২টি নতুন এইচএফ রেডিও ক্রয়।

৭। বিভিন্ন ক্যাটামারান সার্ভে বোট ও স্পীড বোটের ফাইবার বডি ও আউটবোর্ড মোটর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌযানের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয় ও সরবরাহ।

৮। পানি বিজ্ঞান অঙ্গনের বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, বৈদ্যুতিক লাইন এবং ডেটা সেন্টার এর বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৯। শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ অঙ্গনে এলইডি স্ট্রীট লাইট স্থাপন।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) বন্যা বিষয়ক জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিয়োজিত। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে (মে–অক্টোবর) 'বন্যা তথ্য কেন্দ্র' সাপ্তাহিক এবং সকল ছুটির দিনসহ প্রতিদিন খোলা থাকে এবং দেশের অভ্যন্তর ও উজানের বৃষ্টিপাত, নদ-নদী সমূহের পানি সমতল বুলেটিন আকারে প্রকাশসহ গাণিতিক মডেল ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়ন ও প্রচার করে থাকে।

গাণিতিক মডেল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য বন্যা পূর্বাভাস প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক টেলিফোন, ফ্যাক্স, লবি ডিসপ্লে, ই-মেইল, SMS, ভয়েস মেসেজ, বাংলা ও ইংরেজীতে ওয়েব সাইট (www.ffwc.gov.bd), Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন (১০৯০ নাম্বারে কল করে ৫ চেপে বিনামূল্যে বাংলায় বন্যা বার্তা শোনা যায়) ইত্যাদির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম, NGO, উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় প্রশাসন, জেলা-উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইত্যাদি পর্যায়ে নিয়মিত বিতরণ/প্রেরণ করা হয়।

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে ২৯টি প্রধান নদ-নদীর ৫৪টি স্থানে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক ৫ (পাঁচ) দিনের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রণয়ন করা হচ্ছে। স্টেশনভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার পাশাপাশি ৫ দিনের বন্যা পূর্বাভাসের পানি সমতল পূর্বাভাস প্রোফাইল নির্ণয়পূর্বক চারটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ এবং সড়কের দৈর্ঘ্য বরাবর স্থাপনাভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থাও সীমিত পরিসরে চালু রয়েছে।

২০০৫-০৭ খ্রিঃ মেয়াদে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা USAID-র সহায়তায় ১৮টি স্থানে গাণিতিক মডেলভিত্তিক ১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক আগাম বন্যা পূর্বাভাস পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় এবং ২০১৪ খ্রিঃ হতে আঞ্চলিক দুর্যোগ সতর্কীকরণ সহযোগিতা সংস্থা RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় এ পদ্ধতি ৩৮টি স্থানে সম্প্রসারণ করা হয়, যা বর্তমান অবধি একটি মধ্যমেয়াদী বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা হিসেবে সক্রিয় আছে। ১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক আগাম বন্যা পূর্বাভাস ১৫ দিনে উন্নীত করার বিষয়ে গবেষণা চলমান রয়েছে। বর্তমানে প্রধান নদ-নদীসমূহের ৩টি পয়েন্টে পরীক্ষামূলক ১৫ দিনের পানিপ্রবাহ পূর্বাভাস ব্যবস্থা চালু আছে। এছাড়া RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় আগামীতে শুষ্ক মৌসুমে খরা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

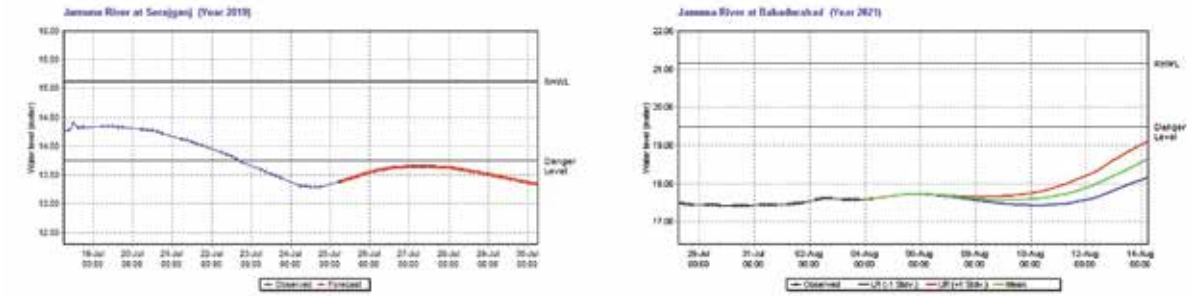

জুন/২০১৫ হতে ভয়েস কলের পরিবর্তে মোবাইল ফোনে SMS ভিত্তিক ডিজিটাল তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে গেজ পয়েন্ট হতে গেজ পাঠকগণ নির্দিষ্ট ফরমেটে SMS করে FFWC-তে নিয়মিত তথ্য প্রেরণ করেন এবং বন্যা তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ায় ভুল কম হচ্ছে, সময় কম লাগছে, খরচ হ্রাস পেয়েছে এবং সর্বোপরি তথ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাঠ পর্যায় হতে পেজ পাঠক কর্তৃক SMS-এর মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং কম্পিউটারে সংক্রিয় ভাবে উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ সফটওয়্যার

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অববাহিকায় এপ্রিল-মে মাসের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা IFAD এর অনুদান সহায়তাপুষ্ট স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অধীনে বাস্তবায়নাধীন 'Haor Infrastructure Livelihood Improvement Project (HILIP)' প্রকল্পের 'Climate Adaptation and Livelihood Protection (CALIP)' component এর আওতায় 'Development of Early Warning System of Flash Flood in the North Eastern Region of Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম জুন, ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদ-নদীসমূহের মোট ২৫ টি স্থানে ৩(তিন) দিনের সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে যা প্রচারের সুবিধার্থে একটি পৃথক ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে ।

আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার জন্য ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা
(http://geo.iwmbd.com:2000/flashflood/)

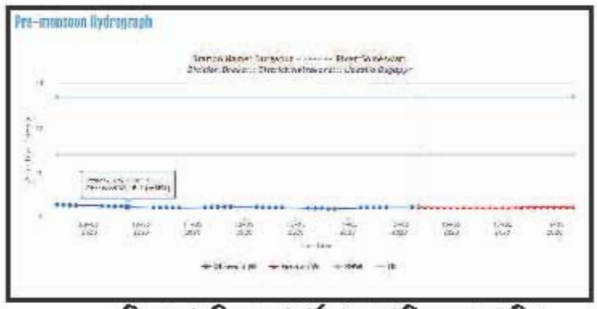

৩ দিনের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাসের পানিসমতল লেখচিত্র
স্টেশন: সোমেশ্বরী নদীর দুর্গাপুর পয়েন্ট

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সরবরাহকৃত তথ্য ও সার্বিক দিক-নির্দেশনায় যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক University of Washington (UW) এ কর্মরত প্রফেসর ডঃ ফয়সাল হোসেনের নেতৃত্বে একটি গবেষণা দল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য একটি আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা তৈরি করেছে যা ৩ দিনের আগাম আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। উক্ত আগাম পূর্বাভাসটি http://depts.washington.edu/saswe/flashflood ওয়েবসাইটে প্রচার করা হচ্ছে। ২০২০ সালের আকস্মিক বন্যা মৌসুমে ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং বাস্তবিক তথ্যের প্রেক্ষিতে ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের পূর্বাভাসের সঠিকতা যাচাই করা হচ্ছে।

ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের সুবিধা- গাণিতিকভাবে কার্যকর, তুলনামূলক পূর্বাভাস, উজানের তথ্যের উপর নির্ভরশীল নয়, সরল ওয়েবসাইট ইত্যাদি।

চিত্রঃ যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক University of Washington এর আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস ওয়েব সাইট

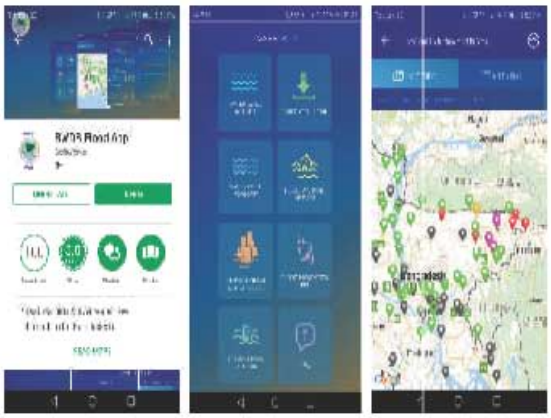

BWDB Flood App এর ডাউনলোড পেজ, ড্যাশবোর্ড এবং স্টেশন মানচিত্র (বাম থেকে ডান)

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের স্টেশনভিত্তিক বন্যা পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস ব্যবস্থাকে নিকটবর্তী সময়ের স্যাটেলাইট উপাত্তের মাধ্যমে নিখুঁততর স্থানভিত্তিক প্লাবন মানচিত্রে রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১৯ সালের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা Google এর সাথে বাপাউবো'র একটি সমঝোতা স্মারক চুক্তি সাক্ষরিত হয়। চুক্তির আওতায় Google বাপাউবো'র বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র দপ্তরের নদ-নদীর পানি সমতল তথ্য ও পূর্বাভাসকৃত তথ্য ব্যবহার করে নিজস্ব ওয়েবভিত্তিক মডেল এবং উন্নততর Digital Elevation Map (DEM) এর মাধ্যমে Real time বন্যা প্লাবন মানচিত্র প্রস্তুত করা এবং Google Alert Service এর মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে এই ওয়েবভিত্তিক সেবা চলমান আছে এবং বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের ১০৯টি স্টেশন এলাকার আওতাভুক্ত ৫৫টি জেলার ৯৯টি উপজেলার বন্যাপ্রবণ এলাকার জনগণের নিকট স্মার্ট ফোনের "পুশ নোটিফিকেশন" এর মাধ্যমে বন্যার তথ্য ও পূর্বাভাস প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও গুগল ম্যাপ এবং গুগল ফিডে আপাম বন্যা সম্পর্কিত সতর্কতামূলক বার্তা পাওয়া যাচ্ছে এবং গুগল ম্যাপ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্থানের বন্যা সতর্কতার ভিত্তিতে প্লাবনের দৃশ্যপট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা তুলনামূলক কম বিধায় বন্যা পূর্বাভাস প্রান্তিক জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে এসএমএস পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ বিধায় এসএমএস পদ্ধতিতে পূর্বাভাস প্রেরণের বিষয়ে কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর নিকট কেবল সংশ্লিষ্ট স্থানের যথাযথ বন্যা সতর্কবার্তাসহ নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্রের নাম পৌঁছে যাবে যার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার আরেকটি নতুন মাইলফলক রচিত হবে।

মোবাইলে প্রেরিত পুশ নোটিফিকেশন

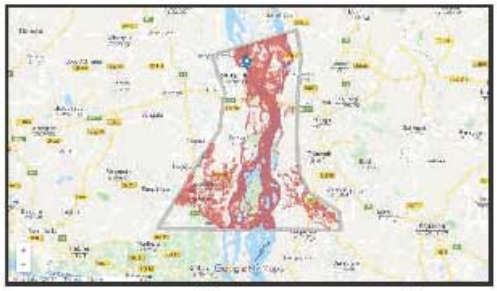

Google এর সিরাজগঞ্জের প্লাবন মানচিত্র

ড্রেজার পরিদপ্তরসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্তর্গত ২টি ড্রেজার পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে মোট ৪১টি (৯টি ২৬", ২টি ২০", ১৬টি ১৮", ১৩টি ১২" এবং ১টি ৬" ডিসচার্জ পাইপডায়াল) বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন কাটার সাকশন ড্রেজার রয়েছে এবং ওয়ার্ক বোট ২২টি (সচল ২২টি), টাগবোট ১৫টি (সচল ৭টি, মেরামতধীন ৮টি), হাউজবোট ৩২টি (সচল ২১টি, মেরামতাধীন ৩টি, মেরামত অযোগ্য ৮টি) রয়েছে। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইসে একটি বৃহদাকার ওয়ার্কশপ রয়েছে যার আধুনিকায়ন প্রয়োজন।

বর্তমানে সচল ও কার্যক্রম ড্রেজার গুলোর বাৎসরিক ড্রেজিং ক্ষমতা প্রায় ২৫৪.৫০ লক্ষ ঘনমিটার। ড্রেজার পরিদপ্তরসমূহ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজিং কাজ ছাড়াও বোর্ডের অনুমতিক্রমে অন্যান্য সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর মধ্যে গড়াই নদী ড্রেজিং কুষ্টিয়ায়, জিকে পাম্প হাউজের ইনটেক ক্যানেল ড্রেজিং, বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলায় সন্ধ্যা নদীর বামতীরে হক সাহেবের হাট খোলার চর ড্রেজিং, বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় তেঁতুলিয়া নদীর চর অপসারণকল্পে ড্রেজিং, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় বর্ষি বাওড় এলাকায় ড্রেজিং, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি এবং খুলনা জেলার করয়া উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে/ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালী করার জন্য ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং/ফিলিং কাজ, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় নিউ ধলেশ্বরী

নদীর সিল্ট বেসিন নির্মান ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার আওতাধীন শিমলা ও পাচঠাকুরী এলাকায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে ডানতীর রক্ষার্থে জরুরী চর অপসারন কাজ, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় তুরাগ নদী খনন ইত্যাদি কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে। ড্রেজার দপ্তর কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রায় ১১০.৩৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন করা হয়। ড্রেজার কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রায় ৩৮.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ৫০.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন হয়েছে। বিগত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ড্রেজার, বাপাউবো, নারায়নগঞ্জ/খুলনা প্রায় ১০০.৮০ লক্ষ ঘন মিটার ড্রেজিং সম্পাদন হয়েছে।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ খননের মাধ্যমে নদ-নদীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে সুষ্ঠ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী ড্রেজিংকল্পে "Procurement of Dredger & Ancillary Equipment for River Dredging of Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন সাইজের ৯টি ড্রেজার ও অন্যান্য সহযোগী জলযান/যন্ত্র পানি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে ৭টি ২৬" ও ২টি ২০" ডিসচার্জ ডায়ার ড্রেজার ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং শেষ হওয়ার পর নিয়মিত মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং (অর্থাৎ নদীর নাব্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে) বাস্তবায়ন করার জন্য উপরোক্ত ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হচ্ছে, যা দ্বারা সকল মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং সম্পাদিত হবে।

চলমান ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর ড্রেজিং কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডের দিকনির্দেশনা মোতাবেক ড্রেজার এর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ নিয়মিত বিশেষ তদারকিসহ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বাপাউবো'র ড্রেজারদ্বারা খননকৃত মাটির হিসাব বিবরণী

নং	প্রকল্পের নাম	নিয়োজিত ড্রেজার সমূহ	২০২০-২১ অর্থ বছরের খননকৃত মাটির বিবরনী	
			খননকৃত মাটির পরিমান (লক্ষ ঘঃমিঃ)	মোট দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)
১।	বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলায় সন্ধ্যা নদীর বামতীরে হক সাহেবের হাট খোলার চর ড্রেজিং কাজ।	১। সিএসডি ধানসিঁড়ি-২০"	৬.২০	১.৪৩
২।	বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় তেঁতুলিয়া নদীর চর অপসারণকল্পে ড্রেজিং কাজ।	১। সিএসডি জলঢাকা-১, ২৬"	১০.৯৮	২.০০
৩।	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় বর্ণি বাওড় এলাকায় ২.৫০০ কিঃ মিঃ ড্রেজিং কাজ।	১। সিএসডি মহানন্দা-১৮"	২.৬২	২.০০
৪।	সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি এবং খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে/ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্থ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের বেড চওড়া ও শক্তিশালী করার জন্য ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং/ফিলিং কাজ।	১। সিএসডি আবুধাবী-১৮"	২.৪০	-
৫।	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	১) সিএসডি পদ্মা - ২৬" ২) সিএসডি গড়াই - ২৬" ৩) সিএসডি তুরাগ - ২৬" ৪) সিএসডি বাঙ্গালী - ২৬" ৫) সিএসডি মধুমতি - ২৬"	৬৯.০৬	১৮.৭০
৬।	জিকে ইনটেক ক্যানেল ড্রেজিং প্রকল্প	১) এসডি বিষখালী - ২০" ২) এসডি নবগঙ্গা - ১৮"	২.৫৪	১.৪০
৭।	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় নিউ ধলেশ্বরী নদীর সিল্ট বেসিন নির্মান ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ।	১। সি এস ডি মেঘনা-২৬"	১৫.৬২	৩.০০
৮।	সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার আওতাধীন শিমলা ও পাচঠাকুরী এলাকায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে ডানতীর রক্ষার্থে জরুরী চর অপসারন কাজ।	১। সি এস ডি রুপসা-২৬"	০.৪৮	৩.০০
৯।	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় তুরাগ নদী খনন কাজ (কিঃমিঃ ১২৩.১০০ হইতে কিঃমিঃ ১২৫.১০০ এবং কিঃমিঃ ১৩০.৮৫০ হইতে কিঃমিঃ ১৩৮.৫৫০ বা ৯.৭০ কিঃমিঃ)।	১। এস ডি শীতলক্ষ্যা-১৮"	০.৪৫	৯.৭০

যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম

যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর বিভিন্ন ধরণের যান্ত্রিক/বৈদুতিক কাজ সম্পাদন করে দেশের সার্বিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর বাপাউবো'র সকল যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক প্রকৌশল কর্মকান্ডের সহযোগি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান সময়ের প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপঃ

- পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রন ও সেচ অবকাঠামোগুলোর গেট ও হোয়েস্টিং ডিভাইস তৈরি ও স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাম্প হাউজগুলোর পুর্নবাসন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ইত্যাদি।
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যেসব যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম কেনা হয়, প্রকল্প শেষে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর হতে সে সকল যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়। যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর সেসব যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ করে বাপাউবো'র প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করে থাকে।
- এছাড়াও, দপ্তরটি তার নিয়ন্ত্রণাধীন জলযান ও সরঞ্জামাদি বাপাউবো'র বিভিন্ন প্রকল্প, বিভিন্ন সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজে ভাড়ায় নিয়োজিত করে রাজস্ব আয় করে থাকে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৯টি জোনে বিদ্যমান সকল হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারের সকল গেট ও হোয়েস্টিং ডিভাইস এর যাবতীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বা প্রতিস্থাপন কাজ যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করার জন্য বোর্ডের নির্দেশনা রয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে নির্মাণাধীন সকল হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারের সকল গেট ও হোয়েস্টিং ডিভাইস এর ফেব্রিকেশন ও স্থাপন কাজ যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর এর বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক ৬৯৭ টি গেট ও হোয়েস্টিং মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ/প্রতিস্থাপন এর কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রায় ২৮৯৭টি গেট ও হোয়েস্টিং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ/প্রতিস্থাপন এর জন্য প্রায় ৬৫৩৬.০০ লক্ষ টাকা লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করে বাজেটে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

গত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর এর বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন খাতে আয়ের বিপরীত র‍্যাক দপ্তরে জমা বাবদ প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী মতে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক নং	খাত	আয় (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১।	যন্ত্রপাতি ভাড়া বাবদ প্রাপ্তি	২২৯.৭৩	০.০০
২।	জলযান ভাড়া বাবদ প্রাপ্তি	৭০.৮৮	০.০০
৩।	ফেব্রিকেশন কাজ বাবদ প্রাপ্তি	৪.৪৬	০.০০
৪।	বিবিধ আয় বাবদ প্রাপ্তি	২৭.৭১	০.০০
	মোট	**৩৩২.৭৮**	**০.০০**

যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরঞ্জামের বিস্তারিত বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	সরঞ্জামের বিবরণ	পরিচালনাকারী বিভাগের নাম	মোট সংখ্যা	সরঞ্জামের বর্তমান অবস্থা	
				সচল	মেরামত যোগ্য
১	এমফিবিয়ান এস্কাভেটর- ১০টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	৪	৩	১
		স্টোর বিভাগ	৬	৩	৩
২	লং বুম এস্কাভেটর- ১১টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	১০	৭	৩
		স্টোর বিভাগ	১	-	১
৩	শর্ট বুম এস্কাভেটর- ১টি	ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	১	১	-
৪	ক্রেন- ১১টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	৬	৩	৩
		স্টোর বিভাগ	৩	-	৩
		ওয়ার্কশপ বিভাগ	২	২	-
৫	বুলডোজার- ১টি	ঢাকা যান্ত্রিক পানি উন্নয়ন বিভাগ	১	১	-
৬	জেনারেটর, ওয়েল্ডিং জেনারেটর-৯টি	ওয়ার্কশপ বিভাগ	৬	৩	৩
		ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	১	১	-
		স্টোর বিভাগ	১	-	১
		বগুড়া যান্ত্রিক বিভাগ	১	১	-

ক্রঃ নং	সরঞ্জামের বিবরণ	পরিচালনাকারী বিভাগের নাম	মোট সংখ্যা	সরঞ্জামের বর্তমান অবস্থা	
				সচল	মেরামত যোগ্য
৭	রোড রোলার-১টি	ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	১	-	১
৮	বার্জ (১০০টন, ২০০টন, ৩০০টন)-১২টি	খুলনা যান্ত্রিক বিভাগ	১	-	১
		ওয়ার্কশপ বিভাগ	১১	৯	২
৯	এ্যাংকর বার্জ (৫টন)- ২টি	ওয়ার্কশপ বিভাগ	২	-	২
১০	টাগ- ২টি	ওয়ার্কশপ বিভাগ	২	-	২
		মোট (সংখ্যা)	৬০	৩৪	২৬

*এছাড়াও অকেজো সরঞ্জাম রয়েছে যেগুলোর নিলাম কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

বিগত ২০২০-২১ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

দপ্তর/বিভাগের নাম	গেট (নতুন)	হোয়েস্ট (নতুন)	গেট (মেরামত)	হোয়েস্ট (মেরামত)
ওয়ার্কশপ বিভাগ	৬১	৪৭	০৬	-
বগুড়া যান্ত্রিক বিভাগ	৪৬	২৪	২৬	৪৫
চট্টগ্রাম যান্ত্রিক বিভাগ	৬৫	২০	০৭	৩৪
খুলনা যান্ত্রিক বিভাগ	৫১	১৪	০৯	-
ভেড়ামারা যান্ত্রিক বিভাগ	০৯	১২৯	১০০	০৪
মোট (সংখ্যা)	**২৩২**	**২৩৪**	**১৪৮**	**৮৩**

চলমান প্রকল্পে যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রমঃ

নিম্নবর্ণিত প্রকল্পের আওতায় গেট ও হোয়েস্ট নির্মাণ ও স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।

- ব্লুগোল্ড প্রোগ্রাম (পটুয়াখালী, বরগুনা, সাতক্ষীরা ও খুলনা);
- দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (নড়াইল, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী ও ফরিদপুর);
- জিকে সেচ প্রকল্পের সকল অবকাঠামোর গেট ও হোয়েস্ট তৈরী ও স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।
- এছাড়াও, ৯টি জোনের আওতাধীন সকল অবকাঠামোর গেইট ও হোয়েস্ট এর বার্ষিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।

অডিট পরিদপ্তরের কার্যক্রম

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই, ২০২০ থেকে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত) ঃ

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		মন্তব্য
				সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৩৪৪	১৯,২৩৭.১৩	২৪৯	৩২১	৭৩২.৭১	০	-	কলাম ৫ এ বর্ণিত নিষ্পত্তিকৃত আপত্তিসমূহ ২০২০-২০২১ আর্থিক বছরসহ পূর্ববর্তী বছরসমূহের এবং ২। জুন'২১ মাসে প্রাপ্ত আপত্তির ব্রডশীট জবাবসমূহ মাঠ পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
মোট ঃ	**৩৪৪**	**১৯,২৩৭.১৩**	**২৪৯**	**৩২১**	**৭৩২.৭১**	**০**	**-**	

অডিট রিপোর্টে গুরুতর/ বড় রকমের কোন জালিয়াতি/ অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেসসমূহের তালিকা ঃ
অডিট রিপোর্টে গুরুতর/ বড় রকমের কোন জালিয়াতি/ অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়েনি।

শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বৎসরে (২০২০-২১) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুত/বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
৭৫	০৩	২০	১৫	৩৮	৩৭

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা-সংক্রান্ত কার্যক্রম (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত):

সারণী- ১: দায়েরকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলা সম্পর্কিত তথ্যাদি (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত):

সরকারী সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয় বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ- এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
৩২	৬২	১৫৫	২৪৯	৫৪

সারণী- ২: বাপাউবো তথা সরকারের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা থেকে আর্থিক ও প্রশাসনিক অর্জন সম্পর্কিত তথ্যাদি (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত):

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
১।	জুলাই ২০২০	০৪	০২	০২	১টি আপীল মোকদ্দমার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় জনাব মো: সাইফুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা- এর দপ্তরে বদলী করার প্রশাসনিক ও আইনগত বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	-	-
২।	আগস্ট ২০২০	০২	০২	০০	০১টি রিট পিটিশনের আদেশ বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সহকারী পরিচালক (অর্থ/হিসাব/নিরীক্ষা) পদে সরাসরি নিয়োগের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে।	-	-
৩।	সেপ্টেম্বর ২০২০	০১	০১	০০	১টি আপীল মোকদ্দমার রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের প্রশাসনিক ও আইনগত বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	-	-
৪।	অক্টোবর ২০২০	০৪	০৩	০১	০১টি রিট পিটিশনের রায় বোর্ডের পক্ষে হওয়ায় ঢাকা জেলার রামচন্দ্রপুর মৌজার নালিশী ১৫.৭৭ শতাংশ জমির মালিকানা ও দখলীসত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	-	-
৫।	নভেম্বর ২০২০	০৩	০৩	০০	২টি দেওয়ানী মোকদ্দমার রায় পক্ষে হওয়ায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় নালিশীর ভূমির রেকর্ডীয় সত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	-	-
৬।	ডিসেম্বর ২০২০	০৮	০৮	০০	- ২টি আপীল মোকদ্দমার আদেশ পক্ষে হওয়ায় পটুয়াখালী জেলায় (১.৯৫+ ১.৩০) ৩.২৫ একর জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। - ১টি রিট পিটিশনের রায় পক্ষে হওয়ায় কক্সবাজার জেলায় ২২.৪৬ একর জমির মালিকানাসত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। - ৫টি রিট পিটিশনের রায় পক্ষে হওয়ায় যশোর	-	-

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
					পওর বিভাগের প্রকল্পকাজ সম্পন্নে আইনগত বাধা দূর হয়েছে।		
৭।	জানুয়ারি ২০২১	০৭	০৫	০২	- ৩টি আপীল মোকদ্দমার আদেশ পক্ষে হওয়ায় নড়াইল পওর বিভাগের আওতায় চলমান নবগঙ্গা পুনঃখনন প্রকল্পের নালিশী ভূমিতে খননকার্য সম্পন্নে আইনগত বাধা দূর হয়েছে। - ১টি আপীল মোকদ্দমায় লীভ মঞ্জুর হওয়ায় বরগুনা জেলায় নালিশী ৪৮শতাংশ জমির মালিকানা প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি হয়েছে।	-	-
৮।	ফেব্রুয়ারি ২০২১	০৫	০২	০৩	ডিএনডি প্রকল্পে উচ্ছেদ কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত মহাপরিচালক মহোদয়ের বিরুদ্ধে আনীত কনটেম্পট পিটিশন খারিজ হয়ে যাওয়ায় বোর্ডের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রয়েছে।	-	-
৯।	মার্চ ২০২১	০২	০২	০০	১টি রিট পিটিশনের রায় পক্ষে হওয়ায় কক্সবাজার পওর বিভাগের আওতায় ১.২০ একর জমিতে প্রকল্পকাজ সম্পন্নে আইনগত বাধা দূর হয়েছে।	-	-
১০।	এপ্রিল ২০২১	০২	০২	০০	২টি আপীল মোকদ্দমার আদেশ পক্ষে হওয়ায় ঢাকা পওর বিভাগ- ১ এর আওতায় চলমান ডিএনডি প্রকল্পের নালিশী ভূমিতে প্রকল্পকাজ সম্পন্নে আইনগত বাধা দূর হয়েছে।	-	-
১১।	মে ২০২১	১১	১১	০০	- ১০টি আপীল মোকদ্দমার আদেশ পক্ষে হওয়ায় নড়াইল পওর বিভাগের আওতায় চলমান নবগঙ্গা পুনঃখনন প্রকল্পের নালিশী ভূমিতে খননকার্য সম্পন্নে আইনগত বাধা দূর হয়েছে। - ০১টি আপীল মোকদ্দমার আদেশ পক্ষে হওয়ায় খুলনা পওর বিভাগ- ১ এর আওতায় ৫৩শতাংশ ভূমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদে আইনগত বাধা দূর হয়েছে।	-	-
১২।	জুন ২০২১	০৫	০৫	০০	-		লক্ষীপুর পওর বিভাগের প্রকল্পকাজের সাথে সম্পৃক্ত ০২টি রিট পিটিশন এবং তা থেকে উদ্ভূত ২টি আপীল মোকদ্দমার রায় পক্ষে হওয়ায় বাদীর নিকট থেকে ২,৩৫,৩৭,২৪৫/- আদায়ের আইনগত বৈধতা পাওয়া গিয়েছে।
	মোট:	৫৪	৪৬	০৮	-	-	-

উপরিউক্ত সারণী- ১ থেকে দেখা যায় যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত ২৪৯টি মামলা সারাদেশের বিভিন্ন আদালতে দায়ের হয় এবং ৫৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। এ অর্থবছরে মামলা দায়েরের তুলনায় নিষ্পত্তির হার ২১.৬৯%। অন্যদিকে সারণী- ২ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত ৫৪টি মামলার মধ্যে ৪৬টি মামলার রায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে এবং ৮টি মামলার রায় বিপক্ষে হয়েছে। সুতরাং ৮৫.১৯% মামলায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় (৮৫.১৯%-৮৫.০০%) ০.১৯% বেশি। এ মামলাগুলোর রায় বোর্ডের পক্ষে আনীত হওয়ায় ২,৩৫,৩৭,২৪৫/- (দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার দুইশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র) টাকা বাদীর নিকট থেকে আদায়ের

আইনগত বৈধতা পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মামলার রায় বোর্ডের বিপক্ষে হওয়ার কারণে কোন টাকা কোন বাদীর অনুকূলে পরিশোধ করতে হয়নি।

জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম

২০২০-২০২১ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের ১৪৩৪.১৭ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২০১৯-২০ সালের জের (Carried over)	= ৬৪৮.৪৯ হেঃ
২০২০-২১ সালের কার্যক্রম	= ১৪৩৪.১৭ হেঃ
মোট	= ২০৮২.৬৬ হেঃ

(ক) জুন' ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	১১৪১.৪০	৭৯.৫২%
২।	ডিএলএসি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	৮৩৫.৪৯	৫৮.০০%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৮৩৫.৪৯	৫৮.০০%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	৭৯৪.১৬	৫৫.৩৭%
৫।	তহবিল প্রদান	৭৯৪.১৬	৫৫.৩৭%
৬।	দখল প্রাপ্ত	৪৯৯.০০	৩৪.৭৯

(খ) জুন' ২০২১ পর্যন্ত পেণ্ডিং কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	জেলা প্রশাসক	৬৪২.৩৯	৪৪.৮০%
২।	পানি উন্নয়ন বোর্ড	২৯২.৭৭	২০.৪১%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয়	০.০০	০.০০%
	মোট	**৯৩৫.১৭**	

কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল এর কার্যক্রম

সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার তথা Value for Money নিশ্চিত করা সম্ভব। যে কোন প্রকল্পের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পাবলিক ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা অপরিহার্য। এর ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জিত হয়। বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়ন প্রতিবেদন-২০২০ অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশে বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৮৫% পাবলিক ক্রয়ে ব্যয় হয়েছে যা বার্ষিক বাজেটের ৪৫% এবং জিডিপির ৮%। জনসাধারণের অর্থ কার্যকরভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য সঠিক ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা আবশ্যক।
কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট সেল (সিপিসি), মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন একটি দপ্তর। বাপাউবো'র সরকারি ক্রয়ে দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট সেল (সিপিসি) Focal Point হিসেবে কাজ করে থাকে। কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট সেল (সিপিসি), বাপাউবো, ঢাকা এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ (পিপিএ-২০০৬), পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ (পিপিআর-২০০৮) এবং বাপাউবো'র আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৬ এর আলোকে বাপাউবো'র ক্রয়কারী দপ্তরসমূহের ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদান করা;
- পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ এবং ই-জিপি গাইডলাইন-২০১১ এর আলোকে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে সরকারি ক্রয়ের বিধি বিধান সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এবং ই-জিপি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সমন্বয় করা;
- পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮, ই-জিপি গাইডলাইনস-২০১১ এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক সংশোধিত পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী বোর্ডে ক্রয় পরিকল্পনা/নীতি গ্রহণ ও আইন/বিধি-বিধানের আলোকে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা।

e-GP কার্যক্রমঃ

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত Additional Financing of Public Procurement Reform Project II (PPRIIAF) প্রকল্পের আওতায় এবং Dohatec পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহয়তায় কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবোতে e-GP Cell ও e-GP Helpdesk স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত e-GP Cell ও e-GP Helpdesk বাপাউবোর Procuring Entity এবং ঠিকাদারগণকে e-Tendering সংক্রান্ত বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এছাড়াও Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project এর আওতায় বাপাউবো একটি PSPSOs হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং e-GP এর মাধ্যমে e-contract management বাস্তবায়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে (বাপাউবো) ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে সকল পওর এবং পানি উন্নয়ন বিভাগে সকল উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) এবং সীমিত দরপত্র (LTM) e-GP পদ্ধতিতে আহবান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাপাউবোতে মোট ২৯৮৯ টি দরপত্র ই-জিপি সিস্টেমে আহ্বান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২২৬৭টি OTM, ৭০৪টি LTM, ১২টি RFQ এবং ৬টি OSTEM পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়। নিচের লেখচিত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছর হতে ২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত বাপাউবো এর e-GP কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ দেখানো হলোঃ

Total No. of Tenders processed by e-GP per Financial Year

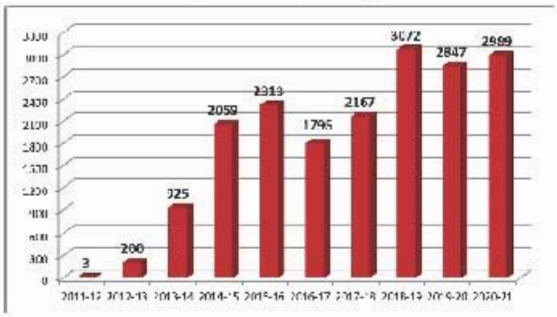

Tender invited in LTM & OTM in e-GP per Financial Year

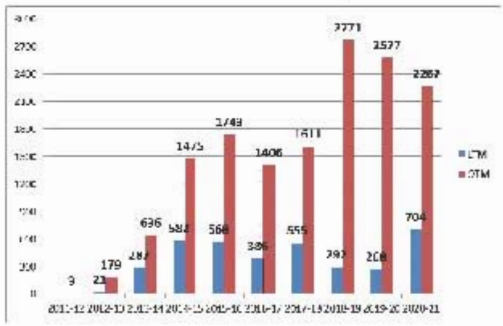

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপরেখার সুশাসন, স্বচ্ছতা ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। Personnel Management Information System (PMIS), On-line Recuitment Management System (ORMS), Online Payment Gateway and SMS Gateway Service System, Geographic Information System (GIS) Based Digital Land Information System, Finger Print Based Online Attendance System, Online Hydrological Data Sale System, APR Monitoring System, Online Training Management System, Online GAD System, Electronic Government Procurement (eGP), Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS), MODFLOW-Hydro Geo Analyst System, RIVER Morphology System, GIS based MIS of Completed Project (SIMS), Development of Smart Project Monitoring and Management Information System (SPMMIS) বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management system এর কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতকে আরো সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বোর্ডের কর্মকান্ড অধিকতর গতিশীল হয়েছে এবং অনেক সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা হয়েছেঃ

- ২০২০-২১ এর অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়সহ ঢাকা শহরের সকল অফিসে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- পূর্বাঞ্চল এর আওতাধীন ২১ টি শহরে বাপাউবোর সকল দপ্তরে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- পশ্চিমাঞ্চল এর আওতাধীন ৪২ টি শহরে বাপাউবোর সকল দপ্তরে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- পানি ভবনে অবস্থিত ডাটাসেন্টারের জন্য কম্পিউটার সার্ভার এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

- ২১২টি কম্পিউটার, ৪০টি ফটোকপিয়ার, ৫০টি প্রিন্টার সংগ্রহ করা হয়েছে।
- পানি ভবনে ব্যবহারের জন্য ১২০০ আইপি ফোনের অত্যাধুনিক সফট্ সুইচ ভিত্তিক সিস্টেম বিটিসিএলের সহযোগিতায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম স্থাপন হয়েছে।
- সমগ্র বাংলাদেশে বাপাউবো দপ্তরসমূহে ল্যান এর কাজ চলমান আছে।
- Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management system বাপাউবো এর উপর সফ্টওয়ার তৈরী করা হয়েছে।
- 'Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management System' এর পাইলটিং করা হয়েছে।
- 'Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management System' এর পাইলটিং কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।
- সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবন বিষয়ে নলেজ শেয়ারিং সেমিনার করা হয়েছে।
- বাপাউবো-এর ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ শোকেসিং করা হয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের আয়োজনে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২১ এ সফলভাবে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
- বাপাউবো এর উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে প্রকাশনা করা হয়েছে।
- সংসদীয় আসন অনুযায়ী বাপাউবোর কার্যক্রমের প্রতিবেদন ভিত্তিক একটি মোবাইল ও ডেস্কটপ এ্যাপস নিয়মিত ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হয়েছে।

ওয়েব সার্ভার, মেইল সার্ভার, পেমেন্ট গেটওয়ে, এসএমএস গেটওয়ে সার্ভার

অনলাইন স্ট্রিমিং সুবিধা সংবলিত আইসিটি ল্যাব

অনলাইন নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা

পানি ভবনে রয়েছে ১০০ ইঞ্চি ইন্টারেক্টিভ ডিসপ্লে সংবলিত আধুনিক কনফারেন্স কক্ষ।

পানি ভবনে ৪০০টি আইপি টেলিফোন সংযোগ রয়েছে যা উন্নত সফটসুইচ প্রযুক্তির, কেন্দ্রীয় আইপিভিত্তিক অডিও ব্যবস্থা ও বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থাপনা করা হয়।

এছাড়াও সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রশাসনিক, মানব সম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য আদান-প্রদান, গবেষণা, পরিকল্পনা, জমি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও টেন্ডার প্রকাশ ইত্যাদি কাজে বহুদিন যাবৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে দেশের কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণ এ থেকে উপকার পেয়ে আসছে। বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ এর মাধ্যমে দেশ তথা জাতি বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। আগামীতে ডিজাইন, প্রকিউরমেন্ট, পরিকল্পনা, প্রসেসিং, জমি সংক্রান্ত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বোর্ড তথা দেশকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা সুলভে ও দ্রুততার সাথে দেয়া সম্ভব হবে।

ইনোভেশন কর্মকাণ্ড

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২০-২০২১ সালের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়িত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাস্পরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। বাপাউবোর অভ্যন্তরীণ সেবাসমূহকে অধিকতর সহজ, সময়োপযোগী জনবান্ধব ও ডিজিটালাইজ করার জন্য সেবা গ্রহীতা ও সেবা দাতাদের সাথে পর্যায়ক্রমে আলোচনাকরণ এবং তা থেকে শুরত্বের বিবেচনায় সেবা সহজিকরণ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপাউবোর ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project (SIP) এর ডাটাবেইজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাপাউবোর সার্ভিসসমূহকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের জন্যে ২০২১ সাল পর্যন্ত একটি ই-সার্ভিস রোড ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ওয়েব পোর্টাল

পেমেন্ট গেটওয়ে অপশন

পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল হতে আগ্রহী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান এর আবেদনের প্রেক্ষিতে পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন জটিলতায় এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ হওয়াতে প্রয়োজনীয়

তথ্য সঠিক সময়ের মাঝে হাতে পাওয়া আবেদনকারীদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। এই পেক্ষাপটে বাপাউবো কর্তৃক পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহ অটোমেশন পদ্ধতিতে প্রদান এবং Online Payment Gateway Service System এর মাধ্যমে ফি পরিশোধ এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সহজ করা হয়েছে। গত ০৮/০২/২০২১ তারিখে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিস্টেমটি ব্যবহার উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে দেশজুড়ে পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহ প্রদান সেবাটি পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছেন।

WMO-Registration & Irrigation Management System' শীর্ষক সফটওয়্যার

WMO-Registration & Irrigation Management System' শীর্ষক সফটওয়্যারে উপকারভোগীদের সেবা

পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে WMO নিবন্ধন ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়। কিন্তু বিদ্যমান সেবাদান প্রক্রিয়া প্রায় ৩২টি ধাপে ৬৫ জন জনবলের সম্পৃক্ততায় দীর্ঘ ২০৬ দিনে সম্পন্ন হয়। এই বিদ্যমান পদ্ধতিকে উদ্ভাবনরে মাধ্যমে সেবাদান প্রক্রিয়া প্রায় ২৫টি ধাপে ৪২ জনের সম্পৃক্ততায় মাত্র ১০ দিনে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এর ফলে উপকারভোগীগণ সহজে দ্রুত WMO নিবন্ধন ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা ভোগ করতে পারবেন। দেশজুড়ে বাপাউবো এর সেচ কার্যক্রমের সুবিধাভোগী সকল কৃষক সেবাটি গ্রহণ করে থাকে। আপাতত তিস্তা সেচ প্রকল্প ও মুহুরী সেচ প্রকল্পে প্রকল্পটির পাইলটিং এর প্রক্রিয়া শেষ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতাভুক্ত কৃষকবৃন্দ ইতোমধ্যে সেবাটির মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন।

তিস্তা সেচ প্রকল্পে ডিজিটাল পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালুকরণ সংক্রান্ত নলেজ শেয়ারিং সেমিনার ও প্রকল্প পরিদর্শন

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ তিস্তা সেচ প্রকল্প

Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management System' শীর্ষক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

ডালিয়ায় অবসর সভাকক্ষে দিনব্যাপী নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

ডালিয়ায় অবসর সভাকক্ষে দিনব্যাপী নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব

দেশের সর্ববৃহৎ তিস্তা সেচ প্রকল্পে ডিজিটাল পানি ব্যবস্থাপনায় রূপান্তরের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। তিস্তার সঙ্গে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ফেনীর মুহুরী সেচ প্রকল্পকেও ডিজিটাল পানি ব্যবস্থাপনায় যুক্ত করা হয়েছে। গত ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে শুক্রবার ডালিয়ায় অবসর সভাকক্ষে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) ও চীফ ইনভেশন অফিসার মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক। দিনব্যাপী কর্মশালায় তিস্তা সেচ

প্রকল্পের এসওয়ানটি ও এসসিক্স-টি পানি ব্যবস্থাপনা এ্যাসোসিয়েশনের (ডব্লিউএমএ) প্রকল্পের ৫০ জন সুবিধাভোগী কৃষক ও কৃষক প্রতিনিধিকে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার ডিজিটাল পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মাহফুজ আহমদ, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিস্টেম এনালিস্ট ইনোভেশন অফিসার আরিফ ইকরামুল আজিম, বোর্ডের মুখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল হাকিমসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, এটুআই ও নীলফামারী জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রংপুর পওর সার্কেল (২) এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর) মাহবুবর রহমান।

মুহুরী সেচ প্রকল্পে ডিজিটাল পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিষয়ক দিনব্যাপী নলেজ শেয়ারিং সেমিনার আয়োজন এবং প্রকল্প পরিদর্শন

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফেনীর মুহুরী সেচ প্রকল্প

ফেনীর মিডটাউন কনভেনশন হলে মুহুরী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কৃষক ও কৃষক-প্রতিনিধিদের নিয়ে

Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management System' শীর্ষক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

WMO Registration & Irrigation Management System বিষয়ে একটি দিনব্যাপী নলেজ শেয়ারিং সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে (রবিবার) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে ফেনীর মিডটাউন কনভেনশন হলে মুহুরী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কৃষক ও কৃষক-প্রতিনিধিদের নিয়ে WMO Registration & Irrigation Management System বিষয়ে একটি দিনব্যাপী নলেজ শেয়ারিং সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) ও চীফ ইনভেশন অফিসার মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক। কর্মশালায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেনীর জেলা প্রশাসক মো. ওয়াহিদুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর মো: মনিরুল ইসলাম এবং প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা মাহফুজ আহমদ (প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা)। ফেনী পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো: নাসির উদ্দীনের সভাপতিত্বে আয়োজিত সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের সিস্টেম এনালিস্ট ও ইনোভেশন অফিসার আরিফ ইকরামুল আজিম, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম এনালিস্ট মোহা. শহীদুল্লাহ কায়সার, প্রোগ্রামার মোহা. ইউসুফ হারুন খান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ইনোভেশন টিমের সদস্য ও প্রোগ্রামার মুহাম্মদ শহিদ শিকদার। এছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ এবং ফেনী জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ফেনী জেলার সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রকল্পের সুবিধাভোগী কৃষক ও কৃষক প্রতিনিধিরা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

রংপুরে উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ক কর্মশালা সেমিনার অনুষ্ঠিত

প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়, রংপুর পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর-এ কনফারেন্স রুমে এ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি আজাদুর রহমান মল্লিক

প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়, রংপুর পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর-এ কনফারেন্স রুমে এ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ সংক্রান্ত উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব

গত ১৫ জুন, ২০২১ তারিখে পানি ভবনে জুম প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারপূর্বক উদ্ভাবনী কর্মকান্ড প্রদর্শনী আয়োজিত হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফল ভিত্তিক (results-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণের নিমিত্তে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাক্রমে ২০১৫ সালের শুরুতে বাপাউবো প্রথমবারের মতো এপিএ প্রণয়ন করে। বাপাউবো পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান ও একমাত্র ভৌত কাজ বাস্তবায়নধর্মী সংস্থা বিধায় বাপাউবো'র

এপিএ-কে উপজীব্য করেই সে সময় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রথমবারের মতো এপিএ প্রণয়ন করে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে মহাপরিচালক, বাপাউবো ২৬/০৪/২০১৫ তারিখে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের এপিএ স্বাক্ষর করেন।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছর হতে বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের জোনাল অফিস ও ঢাকাস্থ স্বতন্ত্র প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরসমূহকে এপিএ চুক্তির আওতায় আনা হয়।২০১৯-২০ অর্থ-বছর হতে বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের সার্কেল অফিসগুলোকে এপিএ চুক্তির আওতায় আনা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ-বছর হতে বাপাউবো'র কেন্দ্রীয় এপিএ APAMS(APA Monitoring System) সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। ২০২০-২১ অর্থ-বছরে APAMS সফটওয়ারের মাধ্যমে বাপাউবো'র ৯টি জোন ও ৭টি জোনের (উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল ব্যাতীত) অন্তর্ভুক্ত সার্কেল ও বিভাগীয় দপ্তরসমূহকে এপিএ চুক্তির আওতায় আনা হয়।

২০২০-২১ অর্থ-বছরের এপিএ স্বাক্ষরকারী বাপাউবো'র মাঠ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তরসমূহেরমূল্যায়ন অতিসম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। মূল্যায়নান্তে শীর্ষ স্থান অর্জনকারী চূড়ান্তকৃত নম্বর নিম্নরূপঃ

জোন পর্যায় (APAMS)

ক্রম	জোন	চূড়ান্তকৃত নম্বর		
		কৌশলগত উদ্দেশ্য (৭৫)	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (২৫)	মোট
১	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৬৮.৯৭	২৪.৫০	৯৩.৪৭
২	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট	৭৩.০০	১৯.০৭	৯২.০৭
৩	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৭১.৩২	১৮.৯৮	৯০.৩০
৪	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৬৯.৮৩	২০.৪৪	৯০.২৭
৫	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৭৫.০০	১৩.৪৮	৮৮.৪৮
৬	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৭১.৮৯	১৬.৫৩	৮৮.৪২
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৭৫.০০	১৩.৩৭	৮৮.৩৭
৮	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৬৬.৯৬	১৮.৭৫	৮৫.৭১
৯	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৫৭.৩৩	১৩.৫০	৭০.৮৩

প্রকল্প পর্যায় (অফলাইন)

ক্রম	প্রকল্প	চূড়ান্তকৃত নম্বর		
		কৌশলগত উদ্দেশ্য (৭৫)	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (২৫)	মোট
১	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (২য় সংশোধিত)	৭৫.০০	১.৮১	৭৬.৮১
২	ব্লু-গোল্ডপ্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধিত)	৭৫.০০	১.২৬	৭৬.২৬
৩	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	৭০.৭০	১.৯৪	৭২.৬৪
৪	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	৬৫.২৪	১.৭৩	৬৬.৯৭
৫	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District(১ম সংশোধিত)	৬০.৯১	১.০২	৬১.৯৩
৬	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	৪৯.৭৬	১.৭৬	৫১.৫২

সার্কেল পর্যায় (APAMS)- শীর্ষ ১০

ক্রম	সার্কেল	চূড়ান্তকৃত নম্বর		
		কৌশলগত উদ্দেশ্য (৭৫)	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (২৫)	মোট
১	কক্সবাজার পানি উন্নয়ন সার্কেল	৭৫.০০	১৬.৯৫	৯১.৯৫
২	পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন সার্কেল	৭৫.০০	১৫.৯৫	৯০.৯৫
৩	ভোলা পওর সার্কেল	৭৫.০০	১৪.৬৪	৮৯.৯৪
৪	রাজশাহী পওর সার্কেল	৭৪.২৫	১৩.৬৯	৮৭.৯৪
৫	খুলনা পওর সার্কেল	৭৪.৯৯	১২.৪৮	৮৭.৪৭
৬	পাবনা পওর সার্কেল	৭৫.০০	১১.৯৫	৮৬.৯৫
৭	বগুড়া পওর সার্কেল	৭২.০০	১৩.৬৩	৮৫.৬৩
৮	বরিশাল পওর সার্কেল	৭১.০০	১০.৯২	৮১.৯২
৯	কুমিল্লা পওর সার্কেল	৭৩.০০	৫.৯৮	৭৮.৯৮
১০	কুষ্টিয়া পওর সার্কেল	৭০.০০	৫.৯৬	৭৫.৬৯

বিভাগ পর্যায় (APAMS)- শীর্ষ ১০

ক্রম	বিভাগ	চূড়ান্তকৃত নম্বর		
		কৌশলগত উদ্দেশ্য (৭৫)	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (২৫)	মোট
১	কক্সবাজার পওর বিভাগ	৭৫.০০	১৬.৮২	৯১.৮২
২	নেত্রকোনা পওর বিভাগ	৭৫.০০	১৫.৭৭	৯০.৭৭
৩	কুমিল্লা পওর বিভাগ	৭৫.০০	১৫.৪৬	৯০.৪৬
৪	ভোলা পওর বিভাগ-২	৭৩.০০	১৩.৭৫	৮৬.৭৫
৫	নাটোর পওর বিভাগ	৭৩.০০	১৩.২২	৮৬.২২
৬	ঢাকা পওর বিভাগ-১	৭৩.০৭	১২.৫০	৮৫.৫৭
৭	জয়পুরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ	৭২.০০	১১.৯৯	৮৩.৯৯
৮	নোয়াখালী পওর বিভাগ	৭১.৮৩	১২.০০	৮৩.৮৩
৯	টাঙ্গাইল পওর বিভাগ	৭০.০০	১১.৯২	৮১.৯২
১০	নরসিংদী পওর বিভাগ	৫৮.০০	২০.০০	৭৮.০০

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে মহাপরিচালক, বাপাউবো গত ২৪ জুন, ২০২১ তারিখে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে ২০২১-২২ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। মহাপরিচালক, বাপাউবো গত ২৪ জুন, ২০২১ তারিখে ৯টি জোনের প্রধান প্রকৌশলী ও ৬টি পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের ৯টি জোন, ২২টি সার্কেল ও ৭০টি বিভাগীয় দপ্তরকে (সর্বমোট ১০১টি মাঠ দপ্তর) APAMS সফটওয়ারের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থ-বছরের এপিএ চুক্তির আওতায় আনার মাধ্যমে বাপাউবো দেশের প্রথম সংস্থা হিসেবে মাঠ পর্যায়ে শতভাগ এপিএ এর ডিজিটালাইজেশন সম্পন্ন করেছে।

এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্য

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূচনালগ্ন থেকেই দেশের পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা এবং প্রণীত নীতিমালার আলোকে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ করে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, নদী খনন/ড্রেজিং প্রভৃতি কর্মসূচী সম্বলিত এ যাবৎ ৯১০টি ছোট বড় প্রকল্প (সেচধর্মী- ১৩২টি, এফসিডি/এফসিডিআই- ৫২৩টি, নদী তীর সংরক্ষণধর্মী- ১৩৮টি, ভূমি পুনরুদ্ধারধর্মী- ৬টি, সমীক্ষাধর্মী- ১১০টি ও ভবন নির্মাণধর্মী- ১টি) বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্প, মুগুরী সেচ প্রকল্প, বরিশাল সেচ প্রকল্প প্রভৃতি প্রকল্পের সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ করে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অপরদিকে, দেশের নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরগুলোতে নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভোলা,

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নরসিংদী, নওগাঁসহ মোট ৩১টি জেলা শহরকে নদী ভাংগন হতে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি শহরে এরূপ কার্যক্রম চলমান আছে। সাম্প্রতিককালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ড্রেজিং করে সারা বছর নদীতে পানির প্রবাহ ধরে রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিসরে নদী ড্রেজিংয়েরকর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আলোকে নদী ড্রেজিং প্রকল্প গৃহিত ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান, ২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নদী বেসিন ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশকে ৭টি নদী বেসিনে বিভক্ত করে সমীক্ষা সম্পাদন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীনও রয়েছে। ড্রেজিং কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার ক্রয় করা হচ্ছে। বিভিন্ন দাতা সংস্থা/উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে অংশীদারীত্বমূলক সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ধারণার আলোকে বর্তমানে প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে এবং এরূপ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকাসমূহে সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের বাম্পার ফলন অর্জনের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাপাউবো কর্তৃক বিগত ৬২ বছরে দেশের প্রায় ১১০ লক্ষ হেক্টর বন্যা মুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকার মধ্যে প্রায় ৬৫.১২ লক্ষ হেক্টর এলাকা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন অথবা সেচ সুবিধার আওতাভূক্ত করা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের আওতায় ৫৮১০ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১৬,৪৪৩ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এ সকল সুবিধাদি দ্বারা বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় বিগত অর্থ-বছরে প্রায় ১১১.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) উৎপাদিত হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ-বছরের আরম্ভ হয় প্রবল উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ক্ষয়-ক্ষতি এবং তৎপরবর্তীতে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা বেসিনে বন্যা ও নদী ভাঙ্গন পরিস্থিতি দিয়ে। বহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর পানি সবকয়টি স্টেশনে বিপদসীমা অতিক্রম করে জামালপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় বন্যা ভয়াবহ আকার ধারন করে, যা উত্তর-মধ্যাঞ্চলের বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল সহ মানিকগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। উত্তরবঙ্গের বড়-মাঝারি নদী তীরবর্তী জেলাসমূহ ২০২০ সালের মৌসুমী বন্যায় ৫ পর্যায়ে আক্রান্ত হয়। ২০১৯ সালের বন্যা মৌসুম হতেই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কার্যক্রমের অধিকতর সমন্বয়, মনিটরিং ও তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে ডিজিটাল ম্যাসেজিং প্লাটফর্ম Whatsapp তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাপাউবো (সদর দপ্তর ও মাঠ দপ্তর) এবং জেলা প্রশাসন এর কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি ম্যাসেজিং গ্রুপ গঠন করা হয়। এই গ্রুপে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কাজের মনিটরিং এবং কাজ বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা অধিকতর গতিশীলতার সাথে নিশ্চিত হয়। পরিচালন বাজেটের আওতায় আপদকালীন জরুরী কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়, বাপাউবো, স্থানীয় প্রশাসনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২০ সালের বন্যা মৌসুমের সফল মোকবেলা সম্ভব হয়।পরিচালন বাজেট হতে কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালে ১০৯০টি পিআইসি দ্বারা সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলে প্রায় ৮১৯ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ মেরামত করা হয়। অর্থ-বছরের শেষে ঘূর্ণিঝড় "ইয়াস" সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে মোকাবেলা করা হয়।

কোভিড-১৯ রোগের প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের সিংহভাগ প্রকল্পেরই ৪র্থ কিস্তির অর্থছাড় না হওয়ায় ২০২০-২১ অর্থ-বছর আরম্ভ হয় বিগত বছরের প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা বকেয়া দেনা নিয়ে। তৎপ্রেক্ষিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ছিল। বছরব্যাপী প্রকল্পের অর্থছাড়ের অগ্রাধিকার ক্রম, মোটের উপর ১৫% জিওবি অর্থছাড় স্থগিত রেখে প্রকল্পভিত্তিক ছাড়যোগ্য বরাদ্দ নির্ধারণ প্রভৃতি কারণে বছরব্যাপী প্রকল্পসমূহে অর্থ চাহিদা রয়ে যায়। ২০২০-২১ অর্থ-বছরের প্রারম্ভ এবং ১৩ এপ্রিল, ২০২১ তারিখের পর হতে কিছু সময় সরকারী আরোপিত বিধি-নিষেধের কারণে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিত করে নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধি পালন করে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনাক্রমে কাজ চলমান রাখা সম্ভব হয়। অর্থ-বছরে ৩৩টি প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হয়, যার মধ্যে ৪টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। দেশের পানি সম্পদ খাতে সরকারের ক্রমবর্ধিত বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে জনগুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাপাউবো'র নতুন ২৭টি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০১/১০/২০২১ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নতুন সদর দপ্তর "পানি ভবন" এর উদ্বোধন। ঢাকার পান্থপথ ও গ্রীণরোডের সংযোগস্থলে নির্মিত এই দৃষ্টিনন্দন ভবন বাংলাদেশের প্রথম কর্পোরেট ধাচের সরকারী ভবন, যা নির্মিত হয়েছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাপাউবো'র যৌথ উদ্যোগে। বাংলাদেশের সরকারী অফিসগুলোর মধ্যে এটি সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত ও আধুনিক মানসম্পন্ন পরিবেশ বান্ধব ভবন। অফিসের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মচাঞ্চল্য অক্ষুন্ন রাখতে নিশ্চিত করা হয়েছে সমান পরিবেশ। এই ভবন নির্মাণের ফলে ঢাকার বিভিন্ন স্থানের অফিসগুলো একত্রিত হওয়াতে বাচবে কর্মঘন্টা, রোধ হবে সরকারী অর্থের অপচয় ও বৃদ্ধি পাবে কর্মতৎপরতা। এই ভবন থেকে সারা বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অফিস ব্যবস্থাপনায় সংযুক্ত থাকছে অত্যাধুনিক দ্রুতগতির প্রযুক্তি। সব মিলিয়ে পানি ভবন হতে যাচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আধুনিক প্রকৌশল বিদ্যার মিথোস্ক্রিয়ায় ১টি চমৎকার কর্ম-পরিবেশের মানদন্ড ও

দেশের পানি সম্পদের উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র। পানি ভবন কম্পাউন্ডের অদূরেই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চালু করা হয়েছে বাপাউবো মেডিকেল সেন্টার। সেখানে ১০টি আইসিইউ সুবিধা সম্পন্ন বেডের ব্যবস্থা থাকায় বাপাউবা সহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হলে স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসা সেবা নিতে পারছেন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেডিও-টিভি ভাষণে ঘোষণা করেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের বন সম্পদ, ফসলের চাষ, গো-সম্পদ, হাস-মুরগীর চাষ, দুগ্ধ খামার, সর্বোপরি মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। দেরিতে হলেও সে বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর খিলক্ষেত থানাস্থ মস্তুল মৌজায় একটি আন্তর্জাতিক মানের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রত্যয়ে "আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ০৩/০৩/২০২১ তারিখে ইনস্টিটিউটটির কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন হয়।

জামালপুর জেলার ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ি উপজেলায় নদী তীর সংরক্ষণধর্মী ২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হওয়ায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে প্রায় ২২,০০০ হেক্টর এলাকাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পসমূহের আওতায় সম্পাদিত ড্রেজিং কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা করে যমুনা নদীস্থ প্রায় ১০০ হেক্টর চর এলাকার ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। এতে উক্ত চর এলাকাসমূহে কৃষিকাজ সহ জনবসতি বৃদ্ধি সহ চরসমূহ স্থায়ীত্ব পেয়েছে। নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় হাইজদা হাওরের অতীব ঝুঁকিপূর্ণ ৫.৩০ কিঃমিঃ বাঁধ সিসি ব্লক দ্বারা ঢাল প্রতিরক্ষা করতঃ শক্তিশালীকরণের ফলে কংশ ও ধনু নদীতে সৃষ্ট আগাম বন্যা হতে হাইজদা হাওরের প্রায় ৮,০০০ হেক্টর এলাকায় আবাদকৃত ফসল রক্ষা পাচ্ছে। লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ৬.৮৭৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে উপকূলীয় পোল্ডার নং-৫৯/২ ও ৫৯/২ (সম্প্রসারণ) বাঁধ মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষা পেয়েছে। এতে প্রায় ১৫,০০০ হেক্টর এলাকা নদী ভাঙ্গন হতে সুরক্ষিত হয়েছে। দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার গৌরীপুর নামক স্থানে পুনর্ভবা নদীর উপর ১টি সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো (৪-ভেন্ট রেগুলেটর ও ওয়্যার) নির্মাণের ফলে প্রায় ৩,৬০০ হেক্টর জমি ভূ-পরিস্থ সম্পূরক সেচ সুবিধার আওতায় এসেছে। এ পানি কাঠামো নির্মাণের ফলে প্রকল্প এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল বৃদ্ধি পেয়ে ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে সেচ প্রদানের জন্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়েছে। মাদারীপুর এবং গোপালগঞ্জ জেলায় "রাজৈর-কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ৯,৬০০ হেক্টর এলাকায় প্রকল্পভুক্ত কৃষি সহায়ক সুবিধার আওতায় এসে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আওতায় খুলনা জেলার তেরখাদা, রূপসা ও দিঘলিয়া উপজেলা এবং নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলায় বিস্তৃত ভূতিয়ার বিল এলাকায় ৪৯.২৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে আঠারোবাকি নদী এবং ২৯.১৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে চিত্রা নদী পুনঃখননসহ উক্ত এলাকায় বিরাজমান খালের নেটওয়ার্ক পুনঃখনন ও পানি নিস্কাশন কাঠামো নির্মাণের ফলে প্রায় ১০,১২১ হেক্টর এলাকায় পানি নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উক্ত এলাকার জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়েছে। যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলায় প্রবাহিত আপার ভদ্রা, বুড়িভদ্রা ও হরিহর নদী সামগ্রিকভাবে প্রায় ৪২.৯৫ দৈর্ঘ্যে পুনঃখননের ফলে উক্ত অববাহিকার প্রায় ৪,০০০ হেক্টর এলাকায় পানি নিস্কাশন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ায় জলাবদ্ধতা সমস্যার প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে। বঙ্গোপসাগরের উচ্চ জোয়ার, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস এবং উপকূলীয় জোয়ার-ভাটা সৃষ্ট ঢেউয়ের আঘাতে দীর্ঘদিন যাবত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কক্সবাজার জেলাস্থ ৭টি উপকূলীয় পোল্ডারভুক্ত ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধসমূহ পুনর্বাসন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার আওতায় সাঙ্গু-মাতামুহুরী এবং কর্ণফুলী- হালদা নদী বেসিনের সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় তিতাস নদী, টাঙ্গাইল জেলায় যমুনা নদী, ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ কুমার ও মরা কুমার নদ, যশোর জেলায় ভৈরব নদী, কক্সবাজার জেলায় বাঁকখালী নদী, নরসিংদী জেলায় আড়িয়াল খাঁ, হাড়িদোয়া, পাহাড়িয়া, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা শাখা নদী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মহানন্দা নদী, ফরিদপুর ও শরীয়তপুর জেলায় পদ্মা নদী, কুষ্টিয়া জেলায় গড়াই নদী প্রভৃতি ড্রেজিং করা হয়।এছাড়া, বাংলাদেশের প্রথম শতবর্ষমেয়াদী মহাপরিকল্পনা "বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০" এর আওতায় গৃহিত প্রকল্প "৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" এর আওতায় দেশব্যাপী ২৯৮৭ কিঃমিঃ এরও বেশি ছোট নদী/খাল/জলাশয় পুনঃখনন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।এর ফলে উক্ত এলাকার নদী ও খালগুলো নাব্যতা ফিরে পাওয়ার পাশাপাশি তা সেচ কাজে সহায়ক হয়েছে। নদী/খাল পুনঃখননের ফলে তাদের নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে বন্যার ঝুঁকি ও প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় সেনা স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে নির্ধারিত এলাকার ভূমি উন্নয়ন, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাইকার ঋণ সহায়তায় হাওর এলাকায় পুরাতন ১৫টি উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং নতুন এলাকাকে বন্যা ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে ১৪টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করে হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) কর্তৃক নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর-কে বন্যামুক্ত করার লক্ষ্যে দেশের প্রথম সুপার ডাইক নির্মাণাধীন আছে, যা উপর দিয়ে নির্মিতব্য মোটরেবল পেভমেন্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পর্যটনের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যত ঘূর্ণিঝড়ে জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ মোকাবেলায় ৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের উপকূলীয় পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন করা হচ্ছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ প্রকল্পসমূহ আধুনিকায়নের নিমিত্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ঋণ সহায়তায় ফেনী জেলায় অবস্থিত মুহুরী সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন ও আধুনিকায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সারাদেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে যার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০২০-২১ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
১	স্লুইস ও রেগুলেটর নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (সংখ্যা)	৬৮	২৭
২	অন্যান্য পানি কাঠামো (বোটপাস/সাইফুন/একুইডাক্ট/ ইনলেট/ পাইপ স্লুইস ইত্যাদি) নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (সংখ্যা)	১২৬	৩২
৩	স্লুইস ও রেগুলেটর মেরামত (সংখ্যা)	১০১	২২
৪	স্লুইস ও রেগুলেটর রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত (সংখ্যা)	৩১৩	৩২
৫	অন্যান্য পানি কাঠামো (বোটপাস/সাইফুন/একুইডাক্ট/ ইনলেট/ পাইপ স্লুইস ইত্যাদি) মেরামত (সংখ্যা)	২১৮	৮
৬	বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (কিলোমিটার)		
	উপকূলীয় বাঁধ	২২.৫৮	৩.৪৭
	ডুবন্ত বাঁধ	৪৮.০০	৩.০০
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১৯.৩৮	৬.৫১
৭	উপকূলীয় বাঁধ (বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত/উন্নীতকরণ (কিলোমিটার)	২০৪.৩১	৩৫.৬৩
	ডুবন্ত বাঁধ (বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত/উন্নীতকরণ)	৮১৯.২১২ (১০৯০ পিআইসি) ৮.২৫ (প্রকল্পের আওতায়)	-
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১৩৯.৩৩	৬৫.৭৯
	সেচ খালের ডাইক	৩৭০.৩১	-
৮	বাঁধের ব্রীজ ক্লোজিং দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	৮.৬৬	-
৯	বাঁধের রেইনকাট, ঘোগস ইত্যাদি মেরামত (কিলোমিটার)	৪৬.৩১	-
১০	বাঁধের ঢাল স্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার)	৩৭.৩৭	৪.৩২
১১	বাঁধের ঢাল অস্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার)	৫১.৯৮	০.১৯
১২	নিষ্কাশন খাল খনন (কিলোমিটার)	-	-
	নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১৫১১.১৩	৪৫৪.৩৭
	সেচ খাল খনন (কিলোমিটার)	-	-
	সেচ খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১৮৫.২৬	০.৭৫
১৩	খাল হতে কচুরীপানা/আবর্জনা অপসারণ (কিলোমিটার)	২৫৮.৫৬	-
১৪	খালের ঢাল প্রতিরক্ষা(কিলোমিটার)	০.৯৯	০.১৫
১৫	জমি অধিগ্রহণ (হেক্টর)	২৯.৫৩	৯৯.৩২

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০২০-২১ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
১৬	নদী তীর স্থায়ী সংরক্ষণ (কিলোমিটার)	৯২.০০	১১৩.৭২
১৭	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত/ শক্তিশালীকরণ (কিলোমিটার)	৬.৮০	৩.৪০
১৮	নদী তীর অস্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার)(জরুরী আপদকালীন প্রতিরক্ষাসহ)	১৮৮.৮০	১০.৫৯
১৯	নদ-নদী ড্রেজিং ও পুনঃখনন (লক্ষ ঘনমিটার মাটি)		
	ড্রেজার দ্বারা নদী ড্রেজিং (কিলোমিটার)	২৪৬.২০	১০৬.৭৯
	রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং (কিলোমিটার)	১৪.৫০	-
	এক্সকাভেটর দ্বারা নদী পুনঃখনন (কিলোমিটার)	৭১২.২৩	৮৭.৫৫
	লুপকাট খনন (কিলোমিটার)	-	-
২০	ড্রেজার সরবরাহ গ্রহণ (সংখ্যা)	-	১
২১	পাম্প হাউস নির্মাণ (সংখ্যা)	-	২ (শিমরাইল, আদমজীনগর)
২২	পাম্প সরবরাহ প্রাপ্তি (সংখ্যা)	-	-
২৩	ক্লোজার নির্মাণ (সংখ্যা)		
	হাওর অঞ্চল (অস্থায়ী)	২০৮	-
	উপকূলীয় অঞ্চল	৬	১
	অন্যান্য	৩	-
২৪	ক্রসড্যাম নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
২৫	ক্রসবার নির্মাণ (সংখ্যা)	-	
২৬	স্পার নির্মাণ (সংখ্যা)	-	
২৭	গ্রোয়েন নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
২৮	গ্রোয়েন পুনর্বাসন/মেরামত (সংখ্যা)	২	১
২৯	স্পার পুনর্বাসন/মেরামত (সংখ্যা)	৪	৩
৩০	কজওয়ে নির্মাণ (সংখ্যা)	১৩	৪
৩১	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ (সংখ্যা)	৫	১১
৩২	রাস্তা নির্মাণ (কিলোমিটার)	৩.০০	১৫.০০
৩৩	ফ্লাডওয়াল নির্মাণ (কিলোমিটার)	১.০০	-
৩৪	ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	৬	১৪
৩৫	ভূমি উন্নয়ন (লক্ষ ঘনমিটার মাটি/হেক্টর এলাকা)	১৯.৫৩/০.৪১	
৩৬	জীপ ক্রয় (সংখ্যা)	১	
	মোটর সাইকেল ক্রয় (সংখ্যা)	২১	
৩৭	জলযান ক্রয় (সংখ্যা)	৩	
৩৮	বনায়ন (গাছ সংখ্যা)	১০,২১,৯৭১	
৩৯	সম্পাদিত সমীক্ষা (সংখ্যা)	৯	১
৪০	ভূমি পুনরুদ্ধার (বর্গ কিলোমিটার)	-	
৪১	সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেক্টর)	১২,৩০০ [৯,৬০০ (মাদারীপুরঃ রাজৈর কোটালীপাড়া) + ২,৭০০ (দিনাজপুরঃ গৌরীপুর)]	
৪২	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেক্টর)	১৫,৬০০ [৯,৬০০ (মাদারীপুরঃ রাজৈর কোটালীপাড়া + ৬,০০০ (কক্সবাজারঃ বাঁকখালী)]	

এক নজরে জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/কর্মকাণ্ডের বিবরণ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	৯১০	টি
সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা	৬৫.১২	লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা (১৩৭টি সেচধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়িত)	১৬.৪৭	লক্ষ হেক্টর
ব্যারেজ (তিস্তা, মনু, বুড়ি তিস্তা ও ট্যাংগন)	৪	টি
ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার	১০৪৫.৮১	বর্গ কিলোমিটার
নদী ভাঙ্গন হতে সংরক্ষিত জেলা শহর	৩১	টি
নদী ভাঙ্গন রোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজ	১৩৭৯	কিলোমিটার
স্পার নির্মাণ	২৫১	টি
ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ	১৮.২২৪	কিলোমিটার
সমাপ্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	১৬,৪৪৩	কিলোমিটার
ক) উপকূলীয় বাঁধ (১৩৯টি পোল্ডার) খ) ডুবন্ত বাঁধ (৯৯টি হাওর/হাওর উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে) গ) অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৫,৮১০ ২,৬৭৩ ৭,৯৬০	কিলোমিটার কিলোমিটার কিলোমিটার
সেচ খালের ডাইক	৩,৬১২	কিলোমিটার
বাপাউবো'র বাঁধের উপর সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	১,৩২৩	কিলোমিটার
বাপাউবো'র বাঁধের উপর এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	৪,১৮৩	কিলোমিটার
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১,০৮৮	কিলোমিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫,৩৫৫	কিলোমিটার
নিষ্কাশন খালের দৈর্ঘ্য	৪৫০২	কিলোমিটার
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৫,৬৮২	টি
পাম্প হাউজের সংখ্যা	২৩	টি
স্লোজার	১,৪২২	টি
ব্রীজ/কালভার্ট	৫,৭৪২	টি
রাবার ড্যাম (পেকুয়া, মহামায়া, পালাকাটা, কণ্ডয়া, বাগণ্ডজারা)	৫	টি
ড্রেজার সংখ্যা	৪১	সেট
নদী পুনঃখনন	২,০৩২	কিলোমিটার
নদী ড্রেজিং	১,০৬৯	কিলোমিটার

উপসংহার

গত এক দশকে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় অর্জিত সাফল্য বাংলাদেশকে আরো বেশি উন্নত লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। সরকারের ভিশন-২০২১ এর বাস্তবায়ন অভিযাত্রায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং ২০২৪ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। সরকারের রূপকল্প-২০৪১ এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের "সোনার বাংলা" গড়ার রোডম্যাপ সরকার গ্রহণ করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে উন্নয়নবান্ধব জনমুখী সরকার সামাজিক সুরক্ষা বলয় সুদৃঢ়করণ ও এর ব্যাপ্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে, যা প্রতিনিয়তই বর্ধিত হচ্ছে। একটি নদী বিধৌত ও সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ হওয়ায় বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশ রোধে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সংরক্ষিত নদী তীর, নাব্য নদী/খাল ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগুলো এর সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ অঙ্গ হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

রাস্তা, ব্রীজ ও অন্যান্য স্থাপনার চেয়ে সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরিতে বাঁধ ও সংরক্ষিত নদী তীর অনেক বেশি গুরুত্বপুর্ণ। খাদ্য নিরাপত্তায়ও রয়েছে এর অন্যতম ভূমিকা। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বেশির ভাগ জনপদেরই যোগাযোগ অবকাঠামোসহ দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধের ফলে। রাস্তায় একটি গর্ত থাকলে বা কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাতে চলাচল করা যায় অথবা বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু একটি পোল্ডার/বাঁধ/নদী তীরের একটি নাজুক অংশই তৎসংলগ্ন জনপদের বন্যার বা নদী ভাঙ্গনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যাতে ক্ষতিগস্ত হয় মানুষ, গৃহপালিত পশু, কৃষকের ফসল এবং সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের অন্যান্য অবকাঠামোও। একইসাথে খাদ্য উৎপাদন কমে যাওয়াসহ সামাজিক বিপর্যয়েরও সৃষ্টি হয়। সরকারকে ত্রাণ তৎপরতা চালাতে হয়। সংশ্লিষ্ট জনপদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির হয়ে পড়ে; যা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ষাটের দশকের প্রথম থেকেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনাসহ ছোট-বড় ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদ-নদী এ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। সুতরাং এসব নদীর পানি প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা অতি গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টিজনিত কারণে নদীর দু'কূল উপচিয়ে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি জমি বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে এবং কোন কোন বছর খরাজনিত কারণে স্বল্প পানি প্রবাহের কারণে সেচ কার্যে পানির অভাব কৃষিকার্যে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। এছাড়াও নদী ভাঙ্গন হতে শহর রক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা রক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশ যেখানে ৯৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হতো, সেখানে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে চালের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৬৬.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলানায় অতিরিক্ত প্রায় ১১১.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হয়েছে। সুতরাং একটি সুষম টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ খাতে সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনসহ কাঙ্খিত মাত্রায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হচ্ছে সে দেশের জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) এবং তার বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, ক্রস-ড্যাম, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ, ডুবন্ত বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ তীর সংরক্ষণমূলক কাজ, নদ-নদী ড্রেজিং ও খাল খনন/ পুনঃখনন, ব-দ্বীপ উন্নয়ন এবং ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জিডিপিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহ যেমন কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্মিত বাঁধের উপর এলজিইডি ও সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তাও দেশের অর্থনীতিতে পরোক্ষভাবে অবদান রাখে।বাপাউবো'র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কেবল বাঁধের অভ্যন্তরে বন্যার পানির প্রবেশকেই বাঁধা দেয় না, বরং বাঁধের অভ্যন্তরের এলাকাকে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত মানবিক দুর্যোগ থেকেও রক্ষা করে। বন্যার পানি লোকালয়ে প্রবেশ করলে তা জন-জীবন এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। সে প্রেক্ষিতে বাপাউবো বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বাঁধের অভ্যন্তরের এলাকাকে

মানবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে, যার সুফল কোন অর্থনৈতিক সূচকে নির্ণয়যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয় না। নদ-নদীর পানি সমতল সম্পর্কিত তথ্য এবং বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ইতোমধ্যে জাতীয় নীতি-নির্ধারণী মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ও দূর্যোগের পূর্বাভাস সম্পর্কিত এ ধরণের সেবাকেও কোন নির্ণয় সূচকে সরাসরি পরিমাপ করা যায় না।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন এর সকল পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল প্রকল্পই দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য, দেশের জন্য। এমতাস্থায়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বিষয়ে প্রকল্প সুবিধাভোগী, প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণকেও সচেতন ও যত্নশীল হতে হবে। সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ম্যাণ্ডেটভুক্ত কার্যক্রম হলেও স্থানীয় জনগণ, বোর্ডের প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একার পক্ষে সম্ভব নয়। জলবায়ু পরিবর্তন সহ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশের চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা টেকসইভাবে সমুন্নত রাখতে কৃষি, পানি ও পরিবেশ খাতকে সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা ও ভিশন বাস্তবায়নের জন্য সরকার ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করেছে। ডেল্টা প্ল্যানের বিনিয়োগ পরিকল্পনাভুক্ত প্রকল্পসমূহের সিংহভাগই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়ন করবে। সে লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যকে উপদেষ্টা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করে প্রত্যেক জেলায় জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি তত্ত্বধায়নে প্রত্যেক জেলায় ছোট নদী ও খাল পুনঃখনন কর্মসূচি এবং নদী, খালে বা তাদের তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কাজ চলমান রয়েছে। বাপাউবো'র কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকল্পে সদর দপ্তর হতে জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ নিয়মিত গণশুনানী আয়োজন, প্রকল্প সুবিধা ভোগীদের সাথে আলোচনা, প্রকল্প এলাকায় দৃশ্যমান জায়গায় বাস্তবায়নাধীন কাজের তথ্য ও দায়িত্বশীলদের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে কমিউনিটি মনিটরিং নিশ্চিত করা হয়েছে। এভাবেই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম আরো বেগবান এবং সফল বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল স্তরের জনগণ, সুধী সমাজ, নীতি-নির্ধারকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২০-২০২১ সালের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড

১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখ, পানি ভবনের মাল্টিপারপাস হল রুমে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী এ. এম. আমিনুল হক ও মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

১৫ জুন ২০২১ তারিখ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ব্যবস্থাপনায়, ঢাকার পানি ভবন অঙ্গনে, মন্ত্রণালয় এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড চিকিৎসা কেন্দ্র" উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার,বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ কে এম ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরীসহ বোর্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

১৮ মার্চ ২০২১ তারিখ, পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

২৬ মার্চ ২০২১ তারিখ, মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ কে এম ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরী।

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম রাজবাড়ী শহর রক্ষা বাঁধে চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

সাতক্ষীরা জেলায় শ্যামনগর উপজেলা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কাবির বিন আনোয়ার ঘূর্নিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা ও জরুরী কাজ পরিদর্শন করেন।

মুন্সীগঞ্জ জেলার টংগিবাড়ী ও লৌহজং উপজেলায় পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে দিঘীরপাড় বাজার ও ডহুরী গ্রাম রক্ষার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আপদকালীন জরুরী অস্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ।

গাইবান্ধা জেলার কামারজানিতে যমুনা নদীর ভাংগন এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্বল জায়গা সমূহে শক্তিশালীকরনের চলমান জরুরী কাজ।

এই করোনাকালীন মহামারি ও বৈশাখের প্রখর রোদেও থেমে নেই বাপাউবোর কর্মকর্তা ও কর্মচারী মাঠ পর্যায়ের কাজ।

মিঠাপুকুর, পীরগাছা ও রংপুর সদর উপজেলায় যমুনেশ্বরী, ঘাঘট ও করতোয়া নদীর তীর সংরক্ষণ ও পুনঃখনন প্রকল্পের কাজ।

যশোরের ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাম্পিং কার্যক্রমের মাধ্যমে ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলাধীন ঘাঘট নদীর বাঁধ।

WARPO
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

www.warpo.gov.bd

তৃতীয় অধ্যায়: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

ভূমিকা

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নদ-নদীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বর্ষা মৌসুমে পর্যায়ক্রমিক বন্যা, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন ও শুকনো মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা, নদনদী ভরাট, খরা, লবণাক্ততা, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া ও ভূপরিস্থ পানির মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির বহুমাত্রিক চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের বাইরে থেকে আগত নদনদীর প্রবাহের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই সরকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সালে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) সৃষ্টি করে। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত মাস্টার প্ল্যান অরগানাইজেশন বা এমপিও এর উত্তরসূরী। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্লাড এ্যাকশনপ্ল্যান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্ল্যাড প্ল্যান কোঅর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপো'র সাথে একিভূত করা হয়। ২০০৫ সালে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি এবং ২০০৬ সালে উপকূলীয় কৌশলের দ্বারা ওয়ারপোকে উপকূলীয় এলাকার সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে ওয়ারপোকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ভিশন ও মিশন

ভিশন বা রূপকল্প

বাংলাদেশের পানি সম্পদের সমন্বিত ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

মিশন বা অভিলক্ষ্য

পানি সম্পদ খাতে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও পর্যায়ক্রমিক হালনাগাদকরণ, জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ, ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে ভূমিকা পালন এবং বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ বাস্তবায়নে সমন্বয়ক হিসাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের টেকসই ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২; জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯; উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপো'র কার্যপরিধি ও দায়িত্বসমূহ

১. পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
২. পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা;
৩. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করা;
৪. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত যে কোন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা;
৫. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;
৬. পানি সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নত করা;
৭. পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা;
৮. পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;
৯. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি) কে প্রশাসনিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
১০. পানি সম্পদ, সংশ্লিষ্ট ভূমি ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতি, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসিকে পরামর্শ প্রদান;

১১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি) এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রস্তুত এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে তা হালনাগাদকরণ;
১২. জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য ভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) ব্যবস্থাপনা ও হালনাগাদকরণ;
১৩. বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপিএর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;
১৪. জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি পূরণের জন্য ইসিএনডব্লিউআরসি'র চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা;
১৫. বাস্তবায়নের পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (Program Co-ordination Unit-PCU) প্রতিষ্ঠা করা। সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখাশোনা করা;
১৬. আইসিজেডএম প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (পিসিইউ) এর মাধ্যমে বিভিন্ন সার্ভিস মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, পরিকল্পনা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
১৭. সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন করা, যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ সংস্থা'র পক্ষে আইসিজেডএম কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং পিসিইউ এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করবেন;
১৮. স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে কাজে লাগানো। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা এবং জাতীয় পর্যায়ে পিসিইউ ও খাতভিত্তিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা;
১৯. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ ও এর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মপন্থা বাস্তবায়নে ও প্রয়োগে সহায়তা প্রদান;
২০. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ ও এর নির্বাহী কমিটির নির্দেশনার আলোকে সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত সকল প্রকার প্রস্তাব প্রস্তুত;
২১. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্থান বা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা;
২২. পানি আইন সম্পর্কিত বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
২৩. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ ও এর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সময় সময় অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;
২৪. জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন;
২৫. পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ইস্যুকরণ;
২৬. ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য অনাপত্তি প্রদান।

জনবল

অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী ৪৪ জন কর্মকর্তা ও ৪৩ জন কর্মচারিসহ ওয়ারপো'র মোট জনবল হলো ৮৭, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারি	অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারির সংখ্যা	শূণ্য পদ
গ্রেড ১-৯	৪২	৩৩	০৯
গ্রেড ১০	২	২	-
গ্রেড ১১-২০	৪৩	৩৯	০৪
সর্বমোট:	**৮৭**	**৭৪**	**১৩**

শূণ্য পদগুলির মধ্যে ৪ টি ১- ৯ম গ্রেড ও ৪ টি ১৩, ১৪, ১৬ ও ২০ গ্রেড ভুক্ত কর্মচারী, যার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান। এছাড়া, পদোন্নতির জন্য ৫টি ৬ষ্ঠ গ্রেডের পদ সংরক্ষিত আছে।

ওয়ারপো'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ

জেলা পর্যায়ে ওয়ারপো'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে। জেলা পর্যায়ে চাহিদাকৃত ১০টি ক্যাটাগরিতে ৬৯৩ জন জনবলের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৬৩ জেলায় ৭টি ক্যাটাগরিতে ৪৪১ জন জনবলের পদ সৃজনের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। এছাড়া আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ অনুসারে অবশিষ্ট ৩টি ক্যাটাগরিতে ২৫২ জন জনবলের আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণের বিষয়ে মতামত প্রদান করেছে।

পরবর্তীতে, অর্থ মন্ত্রণালয় ০৭ টি বিভাগীয় শহরে ০৭ টি কার্যালয়ের জন্য ৫৬ টি পদ সৃজনের ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করে। বর্তমানে, বিষয়টি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রক্রীয়াধীন রয়েছে। সকল জেলায় ওয়ারপো'র জনবল কাঠামো অনুমোদন প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বিগত ২৪-০৮-২০২০ তারিখের মাসিক সমন্বয় সভায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জেলা কার্যালয়ে ওয়ারপো'র জেলা অফিস স্থাপনে ২/৩টি কক্ষ প্রদানের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সে আলোকে ওয়ারপো'র ৭টি বিভাগীয় শহরে জেলা কার্যালয় স্থাপনের জন্য ৪২.০২.০০০০.০০৩.১৮.০৩৬.১৯-২১০; তারিখ ২১/০৯/২০২০ মারফত পত্র প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, ইতোমধ্যে রাজশাহীতে ওয়ারপো'র জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং বরিশাল জেলায় ওয়ারপো কার্যালয় স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

সরকারের উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের সহায়তায় ওয়ারপো'র কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

২০২০-২০২১ সালের উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট (লক্ষ্য টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ	উৎস
১.	নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা (Study on Developing Operational Shadow Prices for Water to Support Informed Policy and Investment Decision making Process)	৩৭০.০০	জিওবি
২.	পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ (Study on Online Processing and Tracking of Water Resources Project Clearance and No Objection Certificate)	৪৪২.০০	জিওবি
৩.	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ ("Operationalizing Integrated Water Resources Management (IWRM) in compliance with the Bangladesh Water Rules, 2018")	১৯৬.০০	জিওবি
৪.	বেতন ভাতাদি	৬৭৩.০০	জিওবি
৫.	অন্যান্য	৪৭৮.০০	জিওবি
	উপমোট (৪+৫)	১১৫১.০০	জিওবি
	সর্বমোট	**২১৫৯.০০**	

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ২০২০-২০২১ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার' (এনডব্লিউআরডি)

উপাত্ত সরবরাহ (Data Dissemination)

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ অনুসারে পানি সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রচার, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুসারে 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)' তৈরী, রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করার দায়িত্ব ওয়ারপোর উপর ন্যস্ত। এ লক্ষ্যে ২০০১ সালে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ারপোতে 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এর অধীনে ২০০৫ সালে 'সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি)' সংযুক্ত হয়েছে।

পানি সম্পদ ও পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট (ভূপরিস্থ পানি, ভূগর্ভস্থ পানি, পরিবেশ, জলবায়ু, মৃত্তিকা ও কৃষি, বন, মৎস্য এবং আর্থ-সামাজিক সংক্রান্ত) বিষয়ে অদ্যাবধি এনডব্লিউআরডিতে ৫৫৭ টি এবং আইসিআরডিতে ৫৬৩ টি উপাত্ত সংযোজন করা হয়েছে। সারাদেশের প্রায় ৫০ টি সংস্থার এবং ওয়ারপোর নিজস্ব তথ্য-উপাত্ত এই উপাত্তভান্ডারে সংরক্ষিত আছে। এই উপাত্তভান্ডার এনডব্লিউএমপি হালনাগাদকরণ এবং পানি সম্পদ সম্পর্কিত ডিজিটাল উপাত্ত ও তথ্যের একটি কেন্দ্রীয় গুরত্বপূর্ণ উৎস। বিভিন্ন দেশী বিদেশী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প কর্তৃক পানি সম্পদ পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি এর উপাত্ত ব্যবহৃত হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দি ইউনিভার্সিটি অব কলোরাডো, বোল্ডার, যুক্তরাষ্ট্র, ওয়ারপো, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়সহ মোট ০৬ টি প্রতিষ্ঠানকে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি হতে মোট ০৬ (ছয়) বার উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে। এতে মোট ৩৩৪৫.০০ (তিন হাজার তিনশত পাঁচচল্লিশ) টাকা আয় হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহ

এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি এর বিদ্যমান উপাত্তসমূহ হালনাগাদকরণ এবং নতুন নতুন উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, এবং মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ হতে ডিজিটাল/ হার্ডকপি উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) ক্রয় কার্যক্রম

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কম্পিউটার ও তথ্য শাখায় ইজিপি এর আওতায় ০১ (এক) টি ক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়েছে।

ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে ওয়ারপো'র দায়িত্ব পালন

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) ২০০১ অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচির শুধুমাত্র কারিগরী বিষয় পর্যালোচনা করে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিকে সহায়তা করে। এছাড়া জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (১৬ নং ধারা) অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করবে। তাছাড়া ওয়ারপো জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি) এর নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে পানি সেক্টরের সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় আনয়নে সচেষ্ট থাকে। ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রমের মাধ্যমে ওয়ারপো পানি সম্পদ সেক্টরে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক প্রভাব, প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি পরিহার, বিভিন্ন টুলস, টেকনিক ও মডেলিং এর ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। সর্বোপরি বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করে এনডব্লিউআরসিএর নির্বাহী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করে। ২০০৭ সালে এ কার্যক্রম শুরুর পর হতে এ যাবৎ (জুন ২০২১ পর্যন্ত) এই কর্মসূচীর আওতায় ওয়ারপো, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর মোট ৩২১ টি প্রকল্প প্রস্তাবের ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিগত অর্থবছর (২০২০-২০২১, জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত) সময়ে ওয়ারপো, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৪৫ (পাঁচচল্লিশ) টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের কারিগরী দিক পর্যালোচনা এবং পুনরাবৃত্তি পরিহারের জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অতীব প্রয়োজন। ওয়ারপো তার ক্ষুদ্র জনবল নিয়ে স্বল্প পরিসরে এ কার্যক্রম শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, ওয়ারপোতে বিদ্যমান "ক্লিয়ারিং হাউজ" প্রক্রিয়া একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা যা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুমোদনের ফলে সাম্প্রতিক যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছাড়পত্র প্রদানের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত হয়েছে। সুতরাং আইন অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে ওয়ারপো ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রম আরও বলিষ্ঠ ও শক্তিশালীভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে লোকবল বৃদ্ধিসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নেওয়া বর্তমান সময়ের দাবি। ২০২০-২১ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক ছাড়কৃত প্রকল্প সমূহের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:

- Surface Water for Summit Meghnaghat-II Power Company Limited, 583MW/534MW Dual Fuel (Gas/HSD) Combined Cycle Power Plant at Meghnaghat Power Hub, Narayanganj;
- সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং ১৫ পুনর্বাসন;
- সাতক্ষীরা পওর বিভাগ ২ এর আওতাধীন খুলনা জেলার পোল্ডার নং ১৪/১ এর পুনর্বাসন;
- খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার উপকূলীয় পোল্ডার নং ৩১ এর পুনর্বাসন;
- মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন;
- নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ক্ষতিগ্রস্হ পোল্ডার নং ৭৩/১ (এ+বি) ও পোল্ডার নং ৭৩/২ এর পুনর্বাসন এবং মেঘনা নদীর (হাতিয়া চ্যানেল) ডান তীর প্রতিরক্ষা;
- মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন শিবপুর ও ধনিয়া এলাকা রক্ষা;
- শরীয়তপুর জেলার কীর্তিনাশা নদীর ডান ও বাম তীর রক্ষা;
- ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন ব্যারেজ, বুড়ি বাধ ও ভুলি- বাঁধ সেচ প্রকল্পসমূহ পুনর্বাসন; নদী তীর সংরক্ষন ও সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ;
- টাঙ্গাইল জেলার সদর, দেলদুয়ার এবং মিজাপুর উপজেলাধীন লৌহজং নদী পুনঃখনন ও সৌন্দর্যবর্ধন;
- নড়াইল জেলার ঝুঁকিপূর্ণ স্থাননসমূহ নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে স্থায়ী নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন;

- সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং ৫ পুনর্বাসন;
- পানগুছি নদীর ভাঙ্গন হতে বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ উপজেলা সদর এবং সংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ এবং বিষখালী নদী পূনঃখনন;
- ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলাধীন দৌলতখান পৌরসভা ও চকিঘাট এবং অন্যান্য অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা;
- টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলাধীন ঝিনাই নদীর তীর সংরক্ষণ;
- বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং ৩৫/১, ৩৫/৩ এবং মোংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেল এর ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন;
- টাঙ্গাইল জেলার টাঙ্গাইল সদর ও নাগরপুর উপজেলায় এবং সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ;
- রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার নদী তীর সংরক্ষণ, ছোট নদী, খাল-বিল পূনঃখনন ও জলাবদ্ধতা নিরসন
- অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প টেকসইকরণ;
- লালমনিরহাট জেলার লালমনিরহাট সদর উপজেলাধীন ধরলা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রন ও তীর সংরক্ষণ;
- দিনাজপুর জেলার বিরল ও বোচাগঞ্জ উপজেলাধীন ঢেপা, পুনভবা ও টাঙ্গন নদীর বিভিন্ন স্থানে অব্যাহত ভাঙ্গন প্রতিরোধকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ;
- ময়মনসিংহ জেলার অভ্যন্তরস্থ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বাম ও ডান তীরের ভাঙ্গন কবলিত বিভিন্ন স্থানেসমূহ রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ;
- শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলায় পদ্মা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে মাঝিরঘাট জিরো পয়েন্ট এলাকা রক্ষা
- কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দুধকুমার নদী ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন;
- বান্দরবান জেলায় সাংঙ্গু এবং মাতামুহুরী নদীর তীর সংরক্ষণ;
- কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলার যমুনেশ্বরী, চিকলী ও চাড়ালকাটা নদী তীর সংরক্ষণ (২য় পর্যায়);
- ফরিদপুর জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ স্মৃতি যাদুঘর সংযোগ বাস্তবায়ন রাস্তাসহ অন্যান্য এলাকা সংরক্ষণ ও ড্রেজিং;
- চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ এবং সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং তার শাখা নদী সমূহের (চাদখালী ও ডলু) তীর সংরক্ষণ;
- Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (Project-2);
- তিস্তা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এলাকার উন্নয়ন;
- ধরলা নদীর ভাঙ্গন হতে লালমনিরহাট জেলার সদর ও পাটগ্রাম উপজেলা রক্ষা;
- তজমুদ্দিন ও লালমোহন উপজেলায় মেঘনা নদীতীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (১ম পর্যায়);
- খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার উপকুলীয় এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য দিঘী খনন;
- বাপাউবো পানি বিজ্ঞানকে আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণকরণ;
- লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ;
- খুলনা, বাগেরহাট, নড়াইল, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়খালী ও লক্ষীপুর জেলার উপকূলীয় এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য দিঘী খনন;
- ব্যাম্বো ব্যান্ডিলিং এর মাধ্যমে জামালপুর জেলার ব্রহ্মপুএ নদ ও যমুনার শাখা নদীর তীর ভাঙ্গন রোধ;
- ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় গ্রামীণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা, ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রদান, হাইড্রলিক অবকাঠামো নির্মাণ ও ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ এই চার ধরনের ১৪৫ টি নতুন উন্নয়ন উপপ্রকল্প ও ১৪৫টি Existing উপপ্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি বাস্তবায়ন;
- ফেনী জেলাধীন মুহুরী-কঞ্চুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন;
- মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন গড়াই নদীশাসন;
- হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম (HED) নির্মাণ;
- নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলার হাতিয়া ও রামগতি উপজেলায় বয়ার চরে মেঘনা নদীর বামতীরে অব্যাহত ভাঙ্গণ হতে রক্ষাথে প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন;

- ব্যাপো ব্যাভিলিং এর মাধ্যমে জামালপুর জেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ, দশানী নদী, জিনজিরাম নদী, আলাইখাল ও যমুনার শাখা নদীর তীর ভাঙ্গন রোধ;
- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ভাঙ্গন প্রতিরক্ষা এবং টেকসই ও পরিবেশবান্ধব সৌন্দর্য বর্ধন;
- মুজিব নগর ইউনিয়নের অধিক ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ রক্ষা এবং পর্যটন সুযোগসহ মণপুরা উপজেলার নদী ভাঙ্গন রোধ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ;

২০২০-২১ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক চলমান প্রকল্প

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

১) "Study on Developing Operational Shadow Prices for Water to Support Informed Policy and Investment Decision making Process" শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০২১ খ্রিঃ এ শেষ হয়। নীতি ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য এই সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পের বরাদ্দ ৪৮৯.৯৩ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

পানির কার্যকর ছায়া মূল্য (Shadow Price) নির্ধারণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন আন্তঃ খাতে অর্থনৈতিকভাবে পানির সুষম ব্যবহার ও বণ্টন নিশ্চিতপূর্বক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

(ক) বাংলাদেশে পানির ছায়া মূল্য নির্ধারনের জন্য একটি কাঠামো প্রণয়ন;
(খ) পানির মূল্য নির্ধারনের কাঠামো যাচাইকরণে কার্যকরী গবেষণার মাধ্যমে কৃষি, শিল্প, নগর অঞ্চলে পানি ব্যবহার এবং ইকোসিস্টেম সেক্টর এর পানির ছায়া মূল্য প্রণয়ন;
(গ) বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে পানির মূল্য নির্ধারনের উত্তম পন্থা সনাক্তকরণ;
(ঘ) সরকারি এবং বেসরকারী বিনিয়োগে পানির মূল্য সংযোজনের বিষয়কে মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা;
(ঙ) পানির মূল্য বিষয়ে সচেতনা সৃষ্টি।

প্রকল্পের অধীন ৪টি সেক্টরের (কৃষি, শিল্প, নগরঅঞ্চলে পানি ব্যবহার ও ইকোসিস্টেম) জন্য পানি ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য একটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা ব্যবহার করে কৃষি, নগর অঞ্চলে পানি ব্যবহার, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ফুড ও বেভারেজ, পোশাক শিল্প ও নির্মাণ শিল্পের ব্যবহৃত পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে ৭টি কেসস্ট্যাডি, ১০ কর্মশালা এবং ৮টি ট্রেনিং প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা হয়েছে। পানির মূল্য বিষয়ে সচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায়র মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের কতিপয় স্থিরচিত্র

চিত্রঃ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা তে অনুষ্ঠিত Study on Developing Operational Shadow Prices for Water শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত কর্মশালা

চিত্রঃ কনস্ট্রাকশন সেক্টরের উপর অনুষ্ঠিত Study on Developing Operational Shadow Prices for Water শীর্ষক প্রকল্পের কর্মশালা

২) "পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০২১ খ্রিঃ এ শেষ হয়। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারী ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। প্রকল্পের বরাদ্দ ৪৯৬.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো

- বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বাস্তবায়নে বিশেষ করে পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ইস্যুকরণ এবং ফোর্স-মোড (force mode) ভূপর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি পত্র প্রদান।
- জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) এর তথ্য প্রদান সহজ ও উন্নততর করা যা বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
- প্রকল্পটি সামগ্রিক ও সমন্বিত ভাবে পানি সম্পদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণে ওয়ারপোর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রাখবে।

প্রকল্পটির গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

১. পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্রের ওয়েব-পোর্টাল তৈরি হয়েছে।
২. অনলাইন ইনভেন্টরী টুল ও ডাটা প্রসেসিং প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে।
৩. অনলাইন ডাটা ডিসেমিনেশন টুলস প্রণয়ন ও এনডব্লিউআরডি টুলস সমূহ হালনাগাদকরণ করা হয়েছে।
৪. ডাটা ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে।
৫. ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য অনাপত্তি পত্রের ওয়েব পোর্টাল প্রণয়ন সম্পন্ন।
৬. মোট ৬ টি ১০ দিনের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের মধ্যে ৬ টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
৭. যানবাহন ভাড়া এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ক্রয়ের কাজ সম্পন্ন (ই-জিপিঃ ওটিএম)।
৮. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে ২৪ (চব্বিশ) টি ব্যাচের প্রশিক্ষণের আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে।
৯. প্রকল্পের আওতায় ArcGIS সফটওয়্যার ও ডাটা ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের কতিপয় স্থিরচিত্র

চিত্রঃ "পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের কতিপয় স্থিরচিত্র।

৩) বাংলাদেশ সরকার ও Swiss Agency for Development Cooperation (SDC) এর অর্থায়নে ৩ টি জেলা রাজশাহী, নওগাঁ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জে "Operationalizing Integrated Water Resources Management (IWRM) in compliance with the Bangladesh Water Rules, 2018" শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প চলমান আছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জানুয়ারী, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত এবং প্রকল্পের ব্যয় মোট ১৫৩৪.০০ লক্ষ টাকা। Participatory Rural Appraisal (PRA) Hydrological investigation & Modelling এর মাধ্যমে ৩ টি জেলাতে মৌজা ভিত্তিক ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির উৎস চিহ্নিতকরণ, খাতওয়ারী পানির চাহিদা নিরূপণ, ভূগর্ভস্থ পানির নিরাপদ আহরণ সীমা নির্ধারণ, জলাধার সংরক্ষণ এবং পানির অবস্থা, প্রাপ্যতা ও পর্যাপ্ততার ম্যাপ তৈরি করা সম্ভব হবে।

চিত্রঃ "Operationalizing Integrated Water Resources Management (IWRM) in compliance with the Bangladesh Water Rules, 2018" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের কতিপয় স্থিরচিত্র।

গবেষণা কার্যক্রম

(১) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি সম্পদ কৌশল বিভাগের সাথে "Research on River bank erosion dynamics using Numerical Modeling and Deep learing Technique" শীর্ষক প্রকল্পটির মেয়াদকাল ২৭ জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ২৭ জুলাই, ২০২০। পরবর্তীতে, প্রকল্পটির মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে গবেষণা প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

গবেষণা প্রকল্পটির আওতায় হাইড্রোডিনামিক এবং মরফোলজিক্যাল মডেল তৈরি করা হয়েছে। এই মডেলের মাধ্যমে নদীর পাড় ভাঙনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ অন্তে করে Deep learing Techniques ব্যবহার করে Erosion Prediction Tool তৈরি করা হয়েছে।

(২) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত সক্রিয় বদ্বীপ (Active Delta) অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবছর উজান হতে বিপুল পরিমাণে পলি এই নদীগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। তাই বাংলাদেশের জন্য পলি ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পলি ব্যবস্থাপনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং বিষয়। পলি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রচলিত অন্যতম একটি কৌশল হচ্ছে ড্রেজিং যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা কার্যকরী ও টেকসই হয় না। বাংলাদেশের জন্য কার্যকরী পলি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে পলি ব্যবস্থাপনার জন্য সম্ভাব্য কার্যকরী সমাধান নির্ধারণ করা প্রয়োজন যা সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থার উন্নতির সাথে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদী নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং জলাবদ্ধতার সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে। এ প্রেক্ষিতে ওয়ারপো আইডব্লিউএকএম, বুয়েট এর সাথে Research on Sediment Distribution and Management in South-west Region of Bangladesh শীর্ষক যৌথ গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছে। প্রকল্পটি জুন, ২০১৯ খ্রিঃ এ শুরু হয় যা ডিসেম্বর, ২০২১ এ সমাপ্ত হবে। ইতিমধ্যে প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ডেল্টা মডেল প্রস্তুত করা হয়েছে। মডেল ব্যবহার করে পলি বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন অপশন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ আউটপুট হিসেবে পলি ব্যবস্থাপনা ম্যনুয়েল প্রস্তুত করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ডেল্টা মডেল ব্যবহার করেঃ (ক) পায়রা পোর্ট এলাকায় পলি জমা (Sedimentation) সমস্যার বিশ্লেষণ ও (খ) সন্দীপ-উড়ির চর ক্রসড্যাম এর প্রভাব বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে।

চিত্রঃ Research on Sediment Distribution and Management in South-west Region of Bangladesh শীর্ষক যৌথ গবেষণা প্রকল্পের স্থিরচিত্র।

(৩) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান (IDM), খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) কর্তৃক "Research on Water Security Assessment in South-West Coastal Region of Bangladesh" শীর্ষক যৌথ গবেষণা প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

চিত্রঃ "Research on Water Security Assessment in South-West Coastal Region of Bangladesh" শীর্ষক যৌথ গবেষণা প্রকল্পের স্থিরচিত্র।

প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্প

(১) 'বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর কার্যকর প্রয়োগে সমগ্র দেশের ৫৪ টি জেলায় পানি সম্পদের প্রাপ্যতা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি ধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরূপণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে, মৌজা ভিত্তিক ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির উৎস চিহ্নিতকরণ, খাতওয়ারী পানির চাহিদা নিরূপণ, ভূ-গর্ভস্থ পানির নিরাপদ আহরণ সীমা নির্ধারণ, জলাধার সংরক্ষণ এবং পানির অবস্থা, প্রাপ্যতা ও পর্যাপ্ততার ম্যাপ তৈরি করা সম্ভব হবে।

(২) 'ওয়ারপো ভবনের ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পটির অনুমোদন পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনাধীন আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ওয়ারপো ভবনের ১০ তলা সম্পন্ন হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ওয়ারপো'র বর্ধিত জনবলের অফিস কক্ষ বরাদ্দ করা সম্ভব হবে।

বিগত বছরের ওয়ারপোর বিবিধ কার্যক্রমসমূহ

সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (SDG) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ওয়ারপোর কার্যক্রম

এসডিজি ৬.৪ এ পানি সম্পদ খাতের পানির প্রাপ্যতা (Water Availability) বিষয়ে একটি সমীক্ষা প্রকল্পের কাজ চলামান রয়েছে। এছাড়া, ওয়ারপোতে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং "Assessment of Environmental Flow in the major rivers in Bangladesh" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের কাজও হাতে নেয়া হয়েছে।

ওয়ারপোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২১ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষরিত কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ (১.প্রস্তাবিত প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান। ২. জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য উপাত্ত হালনাগাদ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম) ওয়ারপো শতকরা পঁচাশি ভাগ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়ন

প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবকে হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে কৃষি, পানিসম্পদ, ভূমি, শিল্প, বনায়ন, মৎস্য সম্পদ প্রভৃতিকে গুরুত্ব প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য একটি সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদী (৫০ থেকে ১০০ বছর) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পানি কেন্দ্রিক উক্ত মহাপরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদী অর্থাৎ ৫০ ও ১০০ বছরের বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব অর্থনীতির দৃশ্যকল্পের ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদের কৌশল প্রণয়নের যে নতুন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় স্থাপিত হয়েছে, ওয়ারপো প্রস্তাবিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়নে তা অনুসরণ করা হচ্ছে। জিইডি এবং ওয়ারপো ভবিষ্যৎ দৃশ্যকল্প পরিকল্পনায় উভয়েই একে অপরের সাথে সহযোগিতা করবে। জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনায় বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এ বর্নিত কৌশলগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। অধিকন্তু,বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর investment Plan এ বর্নিত ওয়ারপো সংশিষ্ট প্রকল্পগুলো বাছাইপূর্বক অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়নের প্রস্তাব বর্তমানে চলমান রয়েছে। বিশেষ করে "Development of Climate Smart Integrated Coastal Resources Database (CSICRD)" প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তরের কাজ ওয়ারপো হাতে নিয়েছে।

শিল্প খাতে পানি নীতি (Industrial water Use Policy in Bangladesh)

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন অভিলক্ষ্য অর্জনে শিল্পায়ন, দারিদ্র দূরীকরণ, পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে ওয়ারপো 'শিল্পখাতে পানি ব্যবহার নীতি' (Industrial Water Use Policy) প্রণয়ন করেছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ১৯/০১/২০২০ তারিখে এ নীতির ইংরেজি খসড়াটি অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে, শিল্পখাতে পানি নীতি এর বাংলা অনুবাদ পরবর্তী প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্য ৩০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

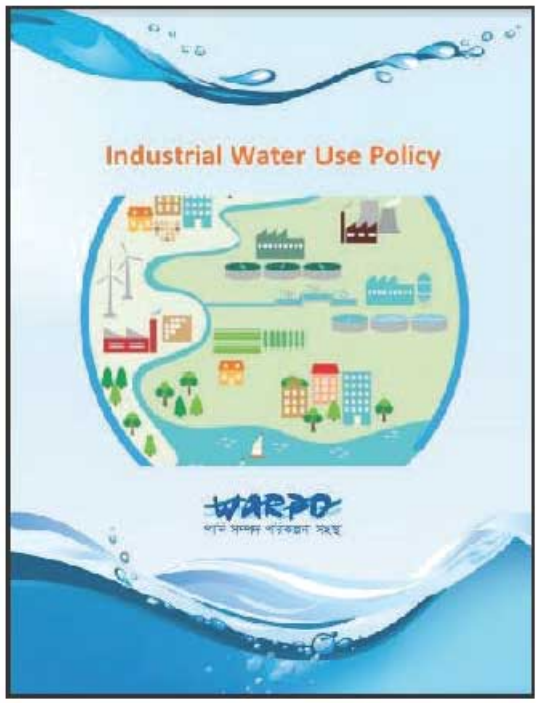

চিত্র: শিল্পখাতে পানি ব্যবহার নীতি

বিগত বছরে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার কার্যক্রম

স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণের বাস্তবিক বিবরণী (জুলাই ২০২০- জুন ২০২১ অর্থবছরে)

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষনের বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮ সংশোধন এবং মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর তফসিলভুক্ত করণ কর্মশালা: ওয়ারপো ভবন	২১ অক্টোবর ২০২০	ওয়ারপো	৪৭
২.	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা: খুলনা	১৫ নভেম্বর ২০২০	ওয়ারপো	৬০
৩.	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা: বান্দরবন	১৩ ডিসেম্বর ২০২১	ওয়ারপো	৩৫
৪.	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা: পটুয়াখালী	২৪ জানুয়ারী ২০২১	ওয়ারপো	৩৯
৫.	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৮ মার্চ ২০২১	ওয়ারপো	৩০
৬.	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা: পিরোজপুর	১৭ জুন ২০২১	ওয়ারপো	৩৫
৭.	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা: ময়মনসিংহে	৩১ মার্চ ২০২১	ওয়ারপো	৪১
৮.	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি	১৫ জুন ২০২১	ওয়ারপো	৩৯

	বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা: মুন্সিগঞ্জ			
৯.	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা: টাঙ্গাইল	২৯ জুন ২০২১	ওয়ারপো	৪৫
১০.	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা: বরিশাল	১২ জুলাই ২০২০	ওয়ারপো	৬০
১১.	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা: গাজীপুর	২৭ জুলাই ২০২০	ওয়ারপো	৪৩
১২.	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা: সিরাজগঞ্জ	৫ অক্টোবর ২০২০	ওয়ারপো	৩০
১৩.	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা: শরিয়তপুর	৭ অক্টোবর ২০২০	ওয়ারপো	৩৫
১৪.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত পানির ছায়ামূল্য (কৃষি সেক্টর) ভেলিডেশন কর্মশালা	৯ মে ২০২১	ওয়ারপো	৪৩
১৫.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত পানির ছায়ামূল্য (ফুড এন্ড বেভারেজ সেক্টর) ভেলিডেশন কর্মশালা	২৯ এপ্রিল ২০২১	ওয়ারপো	৪০
১৬.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত পানির ছায়ামূল্য (পাওয়ার সেক্টর) ভেলিডেশন কর্মশালা	০৭ এপ্রিল ২০২১	ওয়ারপো	৪৫
১৭.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত পানির ছায়ামূল্য (নগর অঞ্চলে পানি ব্যবহার সেক্টর) ভেলিডেশন কর্মশালা	১২ এপ্রিল ২০২১	ওয়ারপো	৫৩
১৮.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত পানির ছায়ামূল্য (ইকোসিস্টেম সেক্টর) ভেলিডেশন কর্মশালস	৯ মে ২০২১	ওয়ারপো	৪৭
১৯.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত পানির ছায়ামূল্য (কনস্ট্রাকশন সেক্টর) ভেলিডেশন কর্মশালা	২৯ মার্চ ২০২১	ওয়ারপো	৪৩
২০.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত পানির ছায়ামূল্য (এ্যাপারেল সেক্টর) ভেলিডেশন কর্মশালা	৬ জুন ২০২১	ওয়ারপো	৩৯

২১.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত পানির ছায়ামূল্য ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব বিষয়ক কর্মশালা: পরিকল্পনা কমিশম	৮ জুন ২০২১	ওয়ারপো	৪০
২২.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের চূড়ান্ত কর্মশালা	২৩ জুন ২০২১	ওয়ারপো	৫৭
২৩.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় "পানির যথাযথ মূল্যায়ন ও ছায়ামূল্য নির্ধারণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১ জুন ২০২১	ওয়ারপো	২০
২৪.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় "পানির যথাযথ মূল্যায়ন ও ছায়ামূল্য নির্ধারণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭ জুন ২০২১	ওয়ারপো	২০
২৫.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় "পানির যথাযথ মূল্যায়ন ও ছায়ামূল্য নির্ধারণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৮ জুন ২০২১	ওয়ারপো	২০
২৬.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় "পানির যথাযথ মূল্যায়ন ও ছায়ামূল্য নির্ধারণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৮ জুন ২০২১	ওয়ারপো	২০
২৭.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় "পানির যথাযথ মূল্যায়ন ও ছায়ামূল্য নির্ধারণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৯ জুন ২০২১	ওয়ারপো	২০
২৮.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় "পানির যথাযথ মূল্যায়ন ও ছায়ামূল্য নির্ধারণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৯ জুন ২০২১	ওয়ারপো	২০
২৯.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় "পানির যথাযথ মূল্যায়ন ও ছায়ামূল্য নির্ধারণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০ জুন ২০২১	ওয়ারপো	২০
৩০.	"নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় "পানির যথাযথ মূল্যায়ন ও ছায়ামূল্য নির্ধারণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০ জুন ২০২১	ওয়ারপো	২০
৩১.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ১১-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের জুলাই/২০২০ মাসের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৩০ আগষ্ট ২০২০	ওয়ারপো	৪০
৩২.	২০২০-২১ অর্থবছরের পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার কর্মচারীদের এপিএ প্রশিক্ষণ	২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০	ওয়ারপো	৪০

৩৩.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ১১-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৫ অক্টোবর ২০২০	ওয়ারপো	৪০
৩৪.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ১১-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০৫ নভেম্বর ২০২০	ওয়ারপো	৪০
৩৫.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২৪ ডিসেম্বর ২০২০	ওয়ারপো	৩৫
৩৬.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ১১-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০৯ ডিসেম্বর ২০২০	ওয়ারপো	৪০
৩৭.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ১১-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১২ জানুয়ারী ২০২১	ওয়ারপো	৪০
৩৮.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ১১-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১	ওয়ারপো	৪০
৩৯.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ১১-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২১ মার্চ ২০২১	ওয়ারপো	৪০
৪০.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ১১-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০৮ এপ্রিল ২০২১	ওয়ারপো	৪০
৪১.	Training on Clearing House Tool and its application for WARPO Officilas বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৯ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর ২০২০		০৮
৪২.	"পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি পত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের Training on database (Oracle/SQL) related to NWRD portal for WARPO Officials বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০ সেপ্টেম্বর - ০১ অক্টোবর ২০২০	ওয়ারপো	০৮
৪৩.	Training on NWRD portal and all online tools (data Dissemination Tool), Knowledgebase of NWRD portal for WARPO Officials বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩-১৪ জানুয়ারী ২০২১	ওয়ারপো	০৮
৪৪.	ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি পত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রণীত সফ্টওয়ারে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	০৩ মার্চ ২০২১-১২ এপ্রিল ২০২১	ওয়ারপো	২৫০
৪৫.	Training on ArcGIS & Remote Sensing for WARPO Officials বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৫-১৬ জানুয়ারী ২০২০	ওয়ারপো	১৪
৪৬.	"পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি পত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের ইনটেরিম কর্মশালা	০২ মার্চ ২০২১	ওয়ারপো	৮০
৪৭.	"পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি পত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের চুড়ান্ত কর্মশালা (Final Workshop)	২৪ জুন ২০২১	ওয়ারপো	৭৫

চিত্র: বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা: বরিশাল

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

২০২০-২১ অর্থবছরে ওয়ারপোর কোন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা বা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেনি।

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	ট্রেনিং/কর্মশালা/কনফারেন্স/সেমিনার/মিটিং এর নাম	মেয়াদ	দেশের নাম এবং সংগঠন সংস্থা
১.				
মোট কোর্স: ০ টি, অংশগ্রহনকারী: ০ জন।				

২০২০- ২০২১ অর্থবছরে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আরিফ আবেদিন চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ৩১ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত Hohai University, China তে চলমান মাস্টার্স প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মিজ মায়মুনা কাজী জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তায় আগষ্ট ১৫, ২০১৯ হতে এপ্রিল ১৫, ২০২৩ পর্যন্ত জাপানের University of Tokyo তে চলমান PhD প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করছেন।

ওয়ারপো'র ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র'

পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট খাতের এ যাবৎ কালে প্রকাশিত সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডার নিয়ে গঠিত 'ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র' সম্প্রতি নিজস্ব স্থায়ী ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে দ্রুততম সময়ে বিভিন্ন ব্যাক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল বই, রিপোর্ট, জার্নাল ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তির কার্যকর সেবা প্রদান করছে ওয়ারপো'র 'ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র'।

১. হার্ড কপি
২. ডিজিটাল কপি
৩. তথ্য ব্যবহারকারীর জন্য কার্যকর সহযোগী পরিবেশ
৪. সহায়ক রিডিং স্পেস
৫. জার্নাল
৬. ফটোকপি
৭. হেল্প ডেস্ক/ইনফরমেশান সেবা ইত্যাদি এর মাধ্যমে নিত্য নতুন বই, রিপোর্ট, জার্নালের তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল এবং বই এর সমৃদ্ধ সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদকৃত ওয়ারপো লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র প্রতিনিয়ত ডিজিটাল সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান। ইতোমধ্যে সবচেয়ে দুর্লভ এবং মূল্যবান ডকুমেন্ট সমূহ ডিজিটাল ফর্মেটে রুপান্তরের মাধ্যমে লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের ডিজিটাল শাখা ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পানি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৪৮টি নতুন বই ওয়ারপোতে সংযোজিত হয়েছে এবং পরিবেশ ও পানি খাতের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা'র প্রতিনিধি ওয়ারপো'র লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র ব্যবহার করেছেন এবং

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ প্রাত্যাহিক দাপ্তরিক কাজ ও বিশেষ পরিকল্পনা কাজে প্রতিনিয়ত লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকেন।

বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ওয়ারপো লাইব্রেরীতে নতুন সংযোজিত উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট, বই, নিউজলেটার ও জার্ণালসমূহ

১. Integrated Assessment for the Bangladesh Delta Plan 2100: Analysis of selected interventions, BUET, 2019;
২. Industrial Water Use Policy (Draft), WARPO;
৩. Glossary of Water and Water-Related Terms, WARPO, 2020;
৪. জেলা সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন ২০২০, ওয়ারপো;
৫. উপজেলা সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন ২০২০, ওয়ারপো;
৬. ইউনিয়ন সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন ২০২০, ওয়ারপো;
৭. Investigation of geotechnical reasons for bank failure on Daulatdia and Paturia side of Padma River of Bangladesh, RRI, June 2020.
৮. Draft report Post Project Evaluation and Impact Assessment of 10 BWDB Projects, Gorai River Restoration Project (phase I & II), BWDB/CEGIS, January 2020.
৯. Draft report Post Project Evaluation and Impact Assessment of 10 BWDB Projects, Capital (Pilot) Dredging of River System in Bangladesh Project, BWDB/CEGIS, December 2019.
১০. Draft report Post Project Evaluation and Impact Assessment of 10 BWDB Projects, Manu River Project, BWDB/CEGIS, December 2019.
১১. Draft report Post Project Evaluation and Impact Assessment of 10 BWDB Projects, Bhairab River Re-excavation Project, Meherpur, BWDB/CEGIS, December 2019.
১২. Draft report Post Project Evaluation and Impact Assessment of 10 BWDB Projects, Dampara Water Management Project, Netrokona, BWDB/CEGIS, January 2020.
১৩. Development Project Proforma/Proposal (DPP), Improvement of Irrigation & Drainage System at Purbodhola Upazila in Netrokona District, BWDB, January 2020.
১৪. Development Project Proforma/Proposal (DPP), Rehabilitation of Tangoan Barrage, Buri Bundh & Bhulli Bundh Irrigation Projects; River Bank Protection and Construction of Combind Water Control Structure in Thakurgaon District, BWDB, Refined November 2019.
১৫. Revised Development Project Proforma/Proposal (RDPP), Coastal Embankment Improvement Project, Phase-1, (CEIP-1) in Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Jhalakathi, Barguna and Patuakhali District, First Revised DPP, BWDB, Recast February 2020.
১৬. Revised Development Project Proposal (RDPP), Dhaka-Narayanganj-Demra (DND) Area Drainage Improvement Project (Phase-II), 1st Revised, BWDB, Recast, February 2020.
১৭. Development Project Proforma/Proposal (DPP), Rehabilitation of Chandpur Town Protection Project, BWDB, January 2020.
১৮. Development Project Proforma/Proposal (DPP), Project of Rehabilitation of Damaged Polder No. 73/1 (A+B) and Polder No. 73/2 and Protection of Right Bank of Meghna River (Hatiya Chanel) in Upozila Hatiya, District Noakhali, BWDB, Refined February 2020.
১৯. চাকরির বিধনাবলী, তিয়াত্তরতম সংস্করণ, মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, জুলাই, ২০২০;
২০. Draft report Post Project Evaluation and Impact Assessment of 10 BWDB Projects, Mahamaya Chhara Irrigation Extension Project, BWDB/CEGIS, January 2020;
২১. Draft report Post Project Evaluation and Impact Assessment of 10 BWDB Projects, Water Logging Mitigation Project for Kobadak River (phase I), BWDB/CEGIS, January 2020;
২২. Draft report Post Project Evaluation and Impact Assessment of 10 BWDB Projects, River Bank Protection Project at the left bank of Jamuna River from Bahadurabad Ghat to Futani Bazar, Harindhora to Hargila and Pingna Bazar in Jamalpur District, BWDB/CEGIS, January 2020;
২৩. Draft report Post Project Evaluation and Impact Assessment of 10 BWDB Projects, New Dakatia-Old Dakatia and Little Feni River Basin Development Project, BWDB/CEGIS, January 2020;
২৪. Inception report, Study on Developing Operational Shadow Prices for Water to Support Informed Policy and Investment Decision Making Processes, WARPO/CEGIS, December 2019;

২৫. Interim report, Study on Developing Operational Shadow Prices for Water to Support Informed Policy and Investment Decision Making Processes, WARPO/CEGIS, September 2020;
২৬. জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি, ২০২০, সেপ্টেম্বর ২০২০;
২৭. The CEGIS Newsletter, issue 64, April-June 2020;
২৮. Development Project Proforma/Proposal (DPP) of "Protection work at the bank of Meghna river at Borokheri, Banglabazar and kader Ponditer Hat areas in Ramgoti and Kamal Nagar Upazila under Lakshmipur Dristrict" BWDB, Revised November 2019;
২৯. Development Project Proforma/Proposal (DPP) for Protection of Daulatkhan Pouroshova, Chokighat and other very vulnerable area from the erosion of the Meghna River in Bhola Dristrict, BWDB, February 2020;
৩০. Development Project Proforma/Proposal (DPP) of River Bank Protection Project along the bank of Jhinai River at Gopalpur Upazila of Tangail Dristrict, BWDB, February 2020;
৩১. Development Project Proforma/Proposal (DPP) of River Bank Protection Project along the left of Jamuna River at Tangail Sadar and Nagorpur Upazila of Tangail Dristrict at Chowhali Upazila of Sirajgonj District, BWDB, March 2020;
৩২. Development Project Proforma/Proposal (DPP) of Management and Improvement of Dudhkumar River Flowing through the Kurigram Dristrict, BWDB, June 2020;
৩৩. Development Project Proforma/Proposal (DPP) of River Bank Protection work at vulnerable parts in polder no. 35/1, 35/3 and Mongla-Ghasiakhali Channel in Bagerhat Dristrict, BWDB, June 2020;
৩৪. Revised Development Project Proposal (DPP), Protection of the both bank of Halda River by bank protective work at different locations in Hathazari & Rauzan Upazila in Chittagong District, 2nd Revised, BWDB, Recast August 2020;
৩৫. Development Project Proforma/Proposal (DPP) Procurement of 35 nos. Dredger with Ancillary Equipment and Accessories for Capital Dredging and Sustainable River Management of Bangladesh, BWDB, Recast August 2020;
৩৬. Development Project Proforma/Proposal (DPP), Bank Protection of Sangu and Matamuhuri River in Bandarban Dristrict, BWDB, August 2020;
৩৭. Development Project Proforma/Proposal (DPP), Bank Protection of Jamuneswary, Chcikly & Charalkata River in Kishoregonj, Taragonj & Badargonj Upazila (phase 2) BWDB, September 2020;
৩৮. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯, অক্টোবর ২০১৯;
৩৯. CEGIS Newsletter, year 19, issue 65, July-September 2020;
৪০. 8th Five Year Plan, July 2020 – June 2025, Planning Commission, December 2020.
৪১. Development Project Proforma/Proposal (DPP), Command Area Development of Teesta Irrigation Project, BWDB, January 2020;
৪২. Development Project Proforma/Proposal (DPP), Integrated Development Project to increase command area of Electric Block and Low Lift Pump Irrigation Projects in Dinajpur, Takurgaon and Panchagarh District, BWDB, January 2021;
৪৩. Feasibility study for the development and management of Karnafuli River Basin (with Halda River), Inception report, IWM, February 2020;
৪৪. Feasibility study for the development and management of Karnafuli River Basin (with Halda River), Draft final report, Main report, IWM, January 2021;
৪৫. Detailed feasibility study for Flood Control, Drainage, Irrigation and Dredging of Bakkhali River of Cox's Bazar District (Phase I), Inception report, IWM, January 2020;
৪৬. Feasibility Study for Restoration of Sangu and Matamuhuri River Basin, draft final report, Main report, IWM, February 2021;
৪৭. Feasibility Study for Restoration of Sangu and Matamuhuri River Basin, draft final report, Appendix B Literature Review, Appendix C Survey and data, Appendix D Fisheries Agriculture Forest Economic analysis, IWM, February 2021;
৪৮. Feasibility Study for Restoration of Sangu and Matamuhuri River Basin, draft final report, appendix E- Ecological Survey and Biodiversity, IWM, February 2021.

ওয়ারপোতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-এর গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। বিগত ১৫/০৩/২০২০ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার বঙ্গবন্ধু কর্ণার এর উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু কর্ণার ওয়ারপোর লাইব্রেরীতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। মুজিব বর্ষ ডিসেম্বর ২০২১ সাল বৃদ্ধি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্ণার ওয়ারপোর লাইব্রেরীতে স্থায়ীভাবে স্থাপন করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু কর্ণারে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর জীবনী সম্পৃক্ত ২০৫ টি নতুন বই সংরক্ষণ করা হয়েছে।

চিত্র: বঙ্গবন্ধু কর্ণার, ওয়ারপো লাইব্রেরী

বঙ্গবন্ধু কর্ণারে রক্ষিত বইয়ের তালিকা (২০২০-২১ অর্থবছর)

বইয়ের নাম ও লেখকের নাম

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১	শেখ মুজিব আমার পিতা	শেখ হাসিনা
২	The Unfinished Memories	Sheikh Mujibur Rahman
৩	অমার দেখা নয়াচীন	শেখ মুজিবুর রহমান
৪	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব	শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম
৫	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষন (১-৪)	ড. এ এইচ খান
৬	স্বাধীনতার মহানায়ক	এম আর এ তাহা
৭	বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা	মোতাহার হোসেন
৮	প্রসঙ্গ বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ বাংলাদেশ	মমতাজ উদদীন আহমদ
৯	বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব	সুজাত মনসুর
১০	বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু শেখ মুজিব	শামিম আরা স্মৃতি
১১	বাঙ্গালী ও বঙ্গবন্ধু	মোনায়েম সরকার
১২	মাদার অফ হিউম্যানিটি শেখ হাসিনা	ড. এস এম আনোয়ারা
১৩	মানবতার জননী শেখ হাসিনা	জাহিদুল কবির চৌধুরী
১৪	বাংলার অমৃত সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী
১৫	ফাদার অব দ্যা ন্যাশন	ড. এ এইচ খান
১৬	বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ	খাবীরুজ্জামান
১৭	বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	শেখ আবদুস সালাম
১৮	জনকের জীবনগাথা	কাজী সাইফুল
১৯	বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রতি	মোঃ মনিবুর রহমান
২০	বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী	মোঃ মনিবুর রহমান

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
২১	বাঙ্গালির অবিসংবাদিত মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	মো: আনোয়ার খান
২২	বিশ্ব নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	মো: আজিজ খান
২৩	হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতীর পিতা শেখ মুজিবুর রহমান	মো: জিল্লুর রহমান
২৪	জয় বঙ্গবন্ধু জয়তু শেখ হাসিনা	আনিস আহামেদ
২৫	হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী	শহীদুল হক খান
২৬	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	অধ্যাপক ড. এস এম আনোয়ারা
২৭	বাঙ্গালীর হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু	শামসুজ্জামান শামস
২৮	নিঃসঙ্গ কারাগারে শেখ হাসিনার ৩৩১ দিন	বেবী মওদুদ
২৯	বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ	হাবিবুর রহমান খান
৩০	মুজিব ট্রাজেডি	মোঃ মনজুরুলহক
৩১	বঙ্গবন্ধুর মুক্তির সংগ্রাম ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	মো: আজিজ খান
৩২	বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন	জুলফিকার নিউটন
৩৩	বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা	ড. আনু মাহমদ সম্পাদিত
৩৪	বঙ্গবন্ধু এবং শেখ পরিবারের ইতিহাস	খালেক বিন জয়েন উদ্দিন
৩৫	সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	আসলাম সানী
৩৬	ঐতিহাসিক মুজিব নগর সরকার ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রাম	মো: আনোয়ার খান
৩৭	জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	খালেক বিন জয়েন উদ্দিন
৩৮	বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষন রাষ্ট্রতত্ব ও বাঙ্গালীর স্বশাসন	ড: আব্দুল ওয়াহাব
৩৯	দেশ রত্ন শেখ হাসিনা	বেবী মওদুদ
৪০	বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা	বেবী মওদুদ
৪১	বিশ্বনন্দিত শেখ হাসিনা	জুলফিকার নিউটন
৪২	বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব	অধ্যাপক ড. এস এম আনোয়ারা
৪৩	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১ ও ২)	ড: রতন লাল চক্রবর্তী
৪৪	জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু	মোস্তাক হোসেন
৪৫	চিরঞ্জীব শেখ মুজিব	খায়রুল আলম মনির
৪৬	বঙ্গবন্ধু মননে সৃজনে	ড: বাকী বিল্লাহ বিকুল
৪৭	বঙ্গবন্ধু ও বাঙ্গালীর স্বপ্ন	নূহ উল আলম লেলিন
৪৮	স্বাধীনতার অগ্রদূত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	মহসীন চৌধুরী
৪৯	বাঙ্গালীর মুক্তিসংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু	মহসীন চৌধুরী
৫০	রক্তাক্ত ১৫ আগস্ট	ড. আনু মাহমুদ সম্পাদিত
৫১	বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন	ড: আনু মাহমুদ
৫২	সার্বভৌমত্ব শেখ মুজিব	ফজলুল হক সরকার
৫৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবার	বেবী মওদুদ
৫৪	অন্য আলোয় জাতির জনক	র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী
৫৫	ইতিহাসের পটভূমিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব	মফিদা আকবর
৫৬	একজন মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে	আনোয়ারুল আলম
৫৭	বাংলাদেশ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১	সাখাওয়াত হোসেন
৫৮	মুক্তিযুদ্ধ কিছু কথা কিছু স্মৃতি	সামাদ সিকদার
৫৯	একাত্তরের বদ্ধভূমি	মো: জয়নাল আবেদিন
৬০	একাত্তরের কালবেলায়	শহীদ আখন্দ
৬১	মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি	জয়নাল আবেদীন
৬২	উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান	খাবীরুজ্জামান
৬৩	মার্চ থেকে ডিসেম্বর	গোলাম কবির
৬৪	বত্রিশ অথবা বাঙ্গালীর ঠিকানা	সুজাত মনসুর
৬৫	বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব	ড: আনু মাহমুদ
৬৬	মুক্তিযুদ্ধের ১০ নাটক	কুমার প্রীতীশ
৬৭	লাহোর টু গোপালগঞ্জ	আহমেদ রিয়াজ
৬৮	জনক তুমি বাংলাদেশ	ইসহাক কাজল
৬৯	মুক্তিযুদ্ধ ৭১ যাপিত জীবন	বাছেত খান
৭০	বঙ্গবন্ধুর ভাষণ	ড: আনু মাহমুদ

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
৭১	বঙ্গবন্ধুর কিশোর জীবন	অনিন্দ শুভ্র
৭২	মুজিব মানেই মুক্তি	সুজাত মনসুর
৭৩	সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৭৪	ভাষা আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ ও শেখ মুজিব	শহীদুল হক খান
৭৫	জনগণমনমঙ্গল অধিনায়ক জয় হোক	লুৎফর চৌধুরী
৭৬	বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ	আসমা জামান
৭৭	স্বাধীনতার চার দশক	শামসুজ্জামান শামস
৭৮	৬ দফা বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা	গোলাম কাদের
৭৯	একুশের কিশোর গল্প	শামসুজ্জামান শামস
৮০	জাতির জনকের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা	মিঞা মুজিবুর রহমান
৮১	বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত ভাষণ	সম্পাদনা কামরুজ্জামান লিটন
৮২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বহুমাত্রিক মূল্যায়ন	ড: মমতাজ উদ্দীন পাটোয়ারী
৮৩	জাতির জনক	মিঞা মুজিবুর রহমান
৮৪	বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ	জুলফিকার নিউটন
৮৫	রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	এম আর মাহবুব
৮৬	বঙ্গবন্ধু হত্যার ফাসির রায় জেগে ওঠো বাংলাদেশ	শহিদুল হক খান
৮৭	গেরিলা নারী	হাবিবুর রহমান খান
৮৮	মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সাহিত্য ও গ্রন্থপঞ্জি	সাহিদা বেগম
৮৯	ভাষার জন্য ভালোবাসা	শহিদুল হক খান
৯০	বঙ্গবন্ধু রাজনীতিক রাষ্ট্রনায়ক	ড. আনু মাহমুদ সম্পাদিত
৯১	মুক্তিযুদ্ধের কিশোর গল্প	শামসুজ্জামান শামস
৯২	বায়ান্ন থেকে একাত্তর	শামসুজ্জামান শামস
৯৩	বঙ্গবন্ধু হত্যার রায়: জাতির কলঙ্ক মোচন	ড. আনু মাহমুদ সম্পাদিত
৯৪	মুক্তিযুদ্ধের সমাজতত্ত্ব	শাহেদ মন্তাজ
৯৫	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়	হুমায়ুন কবির
৯৬	শেখ মুজিবের সাইকেল	মোসাদ্দেক আহমেদ
৯৭	একুশে ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালীর অহংকার	মাহমদুল হক জাহাঙ্গীর
৯৮	বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ	আনোয়ার হোসেন
৯৯	শতগল্পে বঙ্গবন্ধু	সিতাংশু কুমার মুর চৌধুরী
১০০	বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ	মহসীন চৌধুরী
১০১	হাজার কবিতায় বঙ্গবন্ধু	মিলন সব্যসাচী
১০২	শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী	কালাম ফয়েজী
১০৩	বাংলাদেশের অভ্যুদ্রয়ের প্রেক্ষাপট	শেখ হাফিজুর রহমান
১০৪	বাংলাদেশের অভ্যুদ্রয় ও বঙ্গবন্ধু	মোজাম্মেল হক
১০৫	বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষন	ড. আনু মাহমুদ
১০৬	মুজিব গাথা	আরিফ নজরুল
১০৭	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ গল্প	মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান
১০৮	একাত্তরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা	বাছেত খান
১০৯	সুরে ও স্বরে বঙ্গবন্ধু	ফজলুল হক সরকার
১১০	জনক আমার স্বাধীনতা	ফজলুল হক সরকার
১১১	জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বরণীয় বাণী	মো. আনোয়ার খান
১১২	বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ছড়া কবিতা	খালেক বিন জয়েন উদ্দিন
১১৩	শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষা সংগ্রাম	তরিকুল ইসলাম মাসুম
১১৪	হায় বঙ্গবন্ধু এ-কি করলাম	অধ্যক্ষ গোলসান আরা বেগম
১১৫	এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	গাজীউল হক
১১৬	মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস	আবু সাইদ কামাল
১১৭	বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় বাঙ্গালীর কলঙ্ক মোচন	নূহ-উল-আলম লেনিন
১১৮	মুক্তিযুদ্ধের কিশোর গল্প	আবু সাইদ কামাল
১১৯	মুক্তিযুদ্ধের গল্প	মহীবুল আজিজ
১২০	বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড মার্কিন দলিল থেকে	ড. আনু মাহমুদ সম্পাদিত

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১২১	কেমন করে স্বাধীন হলাম	আলম তালুকদার
১২২	মুক্তিযুদ্ধের কিশোর গল্প	সারওয়ার উল আলম
১২৩	কালোঘোড়া	ইমদাদুল হক মিলন
১২৪	মুক্তিযুদ্ধের কবিতা	জাফরুল আহসান
১২৫	মুক্তিযুদ্ধের কিশোর গল্প	মফিদা আকবর
১২৬	সোনার ছেলের সোনার দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ	সিদ্দিক হোসেন চৌধুরী
১২৭	মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস (সত্য, অসত্য ও অর্ধসত্য)	বিনয় মিত্র
১২৮	জেগে ওঠার দিনগুলি	কাজী সাইফুল ইসলাম
১২৯	মুক্তিযুদ্ধে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী	আইয়ুব হোসেন
১৩০	স্বাধীনতার দিনগুলো	প্রকৌশলী এস এম খাবীরুজ্জামান
১৩১	একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম	শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম
১৩২	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর	রফিকুর রশীদ
১৩৩	রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলা বেতার	কামাল লোহানী
১৩৪	মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা	মেজর এম এ কাইয়ুম চৌধুর
১৩৫	রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা	এম আর মাহবুব
১৩৬	যেভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ পেলাম	এ. কে. এম. মোজাম্মেল হক
১৩৭	মুক্তিযুদ্ধের গল্প	ফারুক আহমেদ মেহেদী
১৩৮	Poet of Politics	জি. মাওলা
১৩৯	মুক্তিযুদ্ধের সেরা গল্প	হুমায়ুন কবির ঢালী
১৪০	নির্বাচিত মুক্তিযুদ্ধের গল্প	মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
১৪১	একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের গল্প	মফিদা আকবর
১৪২	বঙ্গবন্ধু অসহযোগ মুক্তিযুদ্ধ	ড. আনু মাহমুদ সম্পাদিত
১৪৩	Bangladesh Document (1 – 4)	
১৪৪	এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম	গোলাম কাদের
১৪৫	৭১ রণাঙ্গনে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা	মোঃ হাকিম বালি
১৪৬	রক্ত যখন দিয়েছি	মমতাজ উদদীন আহমদ
১৪৭	মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত গল্প	শফিক আফতাব
১৪৮	বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ	আসমা পারভীন
১৪৯	মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস	ফারুক নেওয়াজ
১৫০	গল্পগুলো মুক্তিযুদ্ধের	সৈয়দ মাজহারুল
১৫১	সূর্য ওঠার গল্প	আনোয়ারা সৈয়দ হক
১৫২	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আগরতলা ত্রিপুরা-দলিলপত্র	সম্পাদনা সুকুমার বিশ্বাস
১৫৩	একাত্তরের যুদ্ধশিশু	রানা জামান
১৫৪	যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা	কম্যান্ডো মোঃ খলিরুর রহমান
১৫৫	ছোটদের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	মফিদা আকবর
১৫৬	মুক্তিযুদ্ধের ৪০ বছর	মুস্তফা নুর-উল ইসলাম
১৫৭	গণপরিষদ ও সংসদে বঙ্গবন্ধু	ড. আনু মাহমুদ সম্পাদিত
১৫৮	বীরঙ্গনার আত্মকথন	ডঃ শেখ আবদুস সালাম
১৫৯	মুক্তিযোদ্ধা মানিক	বেবী মওদুদ
১৬০	মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র	আজিজুর রহমান আজিজ
১৬১	বাংলাদেশ গড়লেন যারা	সিরাজ উদ্দীন আহমেদ
১৬২	১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা	মুনসুর আলী
১৬৩	ইতিহাস কথা বলে	সৈয়দ নূর আহমদ
১৬৪	সোনার কবজ	আরিফ নজরুল
১৬৫	সাগরতলে মুক্তিযুদ্ধ	খলিলুর রহমান
১৬৬	সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও বাংলার ইতিহাস (স্বাধিকার খন্ড-১)	হাসানুর রশীদ
১৬৭	সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও বাংলার ইতিহাস (স্বাধিকার খন্ড-২)	হাসানুর রশীদ
১৬৮	প্রাথমিক শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নদর্শন	মো. মুজাহিদুল ইসলাম
১৬৯	বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের চা শিল্প	রাজু দেশোয়ারা
১৭০	বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি	আতিউর রহমান

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১৭১	বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারা	হাসানুর রশীদ
১৭২	সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর সরকার গঠন	হাসানুর রশীদ
১৭৩	বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন	হাসানুর রশীদ
১৭৪	সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার ও মামলা	হাসানুর রশীদ
১৭৫	সংবাদপত্রে ৬ দফা	হাসানুর রশীদ
১৭৬	৭ মার্চের ভাষন: রেসকোর্স থেকে ইউনেস্কো	হাসানুর রশীদ
১৭৭	গণতন্ত্র থেকে বাকশাল:বঙ্গবন্ধুর ৫টি ভাষন	হাসানুর রশীদ
১৭৮	সংবাদপত্রে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা	হাসানুর রশীদ
১৭৯	ষাটের দশকে দৈনিক আজাদের পাতায় বঙ্গবন্ধু	হাসানুর রশীদ
১৮০	ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি	হাসানুর রশীদ
১৮১	বাংলাদেশের উন্নয়ন: বঙ্গবন্ধু ও জননেত্রী	হাসানুর রশীদ
১৮২	আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু	হাসানুর রশীদ
১৮৩	বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক জীবনের ক্যামেরাবন্দি কিছু মুহূর্ত	হাসানুর রশীদ
১৮৪	বঙ্গবন্ধু: প্রাসঙ্গিকতা মার্চের আন্দোলন	হাসানুর রশীদ
১৮৫	বঙ্গবন্ধু তথ্যকোষ	হাসানুর রশীদ সম্পাদিত ও সংকলিত
১৮৬	বঙ্গবন্ধু ও বিশ্বনেতৃবৃন্দ	হাসানুর রশীদ
১৮৭	বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনার ঐতিহাসিক দলিল	হাসানুর রশীদ সম্পাদিত
১৮৮	বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের ক্যামেরাবন্দি কিছু মুহূর্ত	হাসানুর রশীদ
১৮৯	বঙ্গবন্ধুর কয়েকটি সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন	হাসানুর রশীদ সম্পাদিত
১৯০	১৫ আগষ্টে হারানো মুখগুলো	হাসানুর রশীদ
১৯১	বাকশাল বঙ্গবন্ধুর সমাজতান্ত্রিক দর্শন	হাসানুর রশীদ
১৯২	স্বজনদের চোখে আগষ্টের কান্না	হাসানুর রশীদ
১৯৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাণী চিরন্তণী	মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান
১৯৪	পুথিতে বঙ্গবন্ধু	আকা বাবুল
১৯৫	অস্ট্রাল থেকে বাঙালি ও বঙ্গবন্ধু	আকা বাবুল
১৯৬	ফিরে দেখা বঙ্গবন্ধু	মাতুব্বর তোফায়েল হোসেন
১৯৭	চিরন্তণ মহিমান্বিত বঙ্গবন্ধু	মো. নুরুল আলম
১৯৮	বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ও পঁচাত্তরের নেপথ্য অপশক্তি	হাসানুর রশীদ
১৯৯	প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের জননী শেখ হাসিনা	মো. মুজাহিদুল ইসলাম
২০০	জননেত্রী শেখ হাসিনার জীবন ও রাজনীতি	হাসানুর রশীদ
২০১	৯ম জাতীয় সংসদ বক্তৃতা সমগ্র (২০০৯-২০১১), ১ম খন্ড	শেখ হাসিনা
২০২	৯ম জাতীয় সংসদ বক্তৃতা সমগ্র (২০১১-২০১৩), ২য় খন্ড	শেখ হাসিনা
২০৩	স্বপ্ন জয়ের ইচ্ছা, রাষ্ট্রপতির ভাষণ সংকলন (২০১৩-২০১৮), প্রথম খন্ড	মো. আবদুল হামিদ
২০৪	স্বপ্ন জয়ের ইচ্ছা, রাষ্ট্রপতির ভাষণ সংকলন (২০১৩-২০১৮), দ্বিতীয় খন্ড	মো. আবদুল হামিদ
২০৫	Peace and Harmony: Seventy-one selected poems dedicated to Sheikh Hasina	Edi: Ahmed Reza Trans: Anis Mohammad

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকীতে দেশব্যাপী ১ কোটি বৃক্ষরোপণের অংশ হিসেবে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) প্রাঙ্গনে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় উপমন্ত্রী, মাননীয় সিনিয়র সচিব এবং ওয়ারপোর মহাপরিচালক মহোদয়ের উপস্থিতিতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা হয়।

চিত্রঃ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ।

উত্তম চর্চা

ওয়ারপোতে অনুশীলনকৃত উত্তম চর্চা সমূহের শিরোনাম

১. বয়োজেষ্ঠ/ প্রতিবন্ধীবান্ধব সিঁড়ি
২. বায়োমেট্রিক Fingerprint পদ্ধতির মাধ্যমে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থান পর্যবেক্ষণ
৩. Close Circuit Camera পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ
৪. সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির (Renewable energy) ব্যবহার উৎসাহিতকরণ
৫. পরিবেশবান্ধব অফিস কক্ষ
৬. ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র
৭. মহিলা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক ওয়াশ রুম
৮. হালনাগাদ ওয়েবসাইট এবং পানি সম্পদ খাতে তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি)
৯. আধুনিক ও সমৃদ্ধ আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব

শিরোনাম: বয়স্কজ্যেষ্ঠ/ প্রতিবন্ধী বান্ধব শিরোনাম

বয়োজ্যেষ্ঠ বা সিনিয়র সিটিজেন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি রাষ্ট্রের প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্রুতি পূরণ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নৈতিক দায়িত্ব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) বয়স্কজ্যেষ্ঠ/প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবাধ প্রবেশের অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সহজে ওয়ারপো ভবনে প্রবেশের জন্য ওয়ারপো'র দাপ্তরিক ভবনের প্রধান প্রবেশ দ্বারে সাধারণ সিঁড়ির পাশাপাশি বয়স্ক/প্রতিবন্ধী সহায়ক বিশেষ র‍্যাম্পের ব্যবস্থা রয়েছে। এতে করে ওয়ারপো ভবনে প্রতিবন্ধী ও বয়স্কজ্যেষ্ঠদের অন্যের সহযোগীতা ছাড়া সহজ প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র)

শিরোনাম: বায়োমেট্রিক Fingerprint পদ্ধতির মাধ্যমে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থান পর্যবেক্ষণ

প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার অন্যতম অনুসঙ্গ যথাসময়ে অফিসে আসা এবং নির্দিষ্ট সময়ে অফিস ত্যাগ। ওয়ারপোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা আনায়নপূর্বক সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো ভবনের নিচ তলায় প্রধান প্রবেশদ্বারে Biometric Fingerprint Machine স্থাপন এর মাধ্যমে যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অফিসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রতিদিন অফিসে প্রবেশ ও দাপ্তরিক কাজ শেষে ভবন ত্যাগ করার পূর্বে Fingerprint machine এ এ্যান্ট্রি করেন। এতে করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থান পর্যবেক্ষণ করা সহজতর হয়েছে এবং সুন্দর ও সুশৃঙ্খল কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র)

শিরোনাম: Close Circuit Camera পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) পানি সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিবেশগত ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দেশের একমাত্র Apex Planning Organization হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে দেশের পানি সেক্টরের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেস (এনডব্লিউআরডি)। এছাড়াও রয়েছে পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ও ইন্সট্রুমেন্ট এবং অফিসে ব্যবহৃত মূল্যবান উপকরণাদি। অফিসভবন এবং এর আনুসঙ্গিক নিরাপত্তা জোরদারকরণের অংশ হিসাবে সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বা সিসি ক্যামেরার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ওয়ারপো ভবনের প্রবেশ পথে এবং প্রত্যেক লেবেলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক Close Circuit Camera স্থাপন করা আছে। এতে করে ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ডিজিটাল মনিটরিং পদ্ধতি প্রবর্তন হয়েছে যাতে করে যদি কোন অবৈধ কার্যক্রম, চুরি ডাকাতি হলে অপরাধী শনাক্তকরনের কাজ সহজতর হবে, সর্বোপরি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র)

শিরোনাম: সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির (Renewable Energy) ব্যবহার উৎসাহিতকরণ

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব নিরসণের লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর সর্বোচ্চ ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানী যেমন "সোলার প্যানেল" স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিদ্যুৎ চাহিদার যোগান দেওয়া। ওয়ারপোর দাপ্তরিক কার্যক্রম (ই-নথি ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন, ই-মেইল, ইত্যাদি) বিদ্যুতের ওপর দারুনভাবে নির্ভরশীল। এছাড়াও, অফিস কক্ষে বিদ্যুৎ সংযোগ দ্বারা ফ্যান, লাইট, কম্পিউটার ইত্যাদি চলে। ওয়ারপো'র দাপ্তরিক কাজের জন্য যে বিদ্যুৎ প্রয়োজন তার একটি অংশের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে ওয়ারপো ভবনে উপযুক্ত স্থানে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। Solar Panel এর মাধ্যমে ওয়ারপো থেকে সৌরবিদ্যুৎ দ্বারা যে পরিমান বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তা ওয়ারপো ভবনে ব্যবহারের পাশাপাশি সরাসরি National Grid এ সরবরাহ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ এর বিকল্প হিসাবে গ্রীণ এনার্জি তথা সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয় এর পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র)

শিরোনাম: পরিবেশবান্ধব (Environmental Friendly) অফিস কক্ষ

ওয়ারপো ভবন স্থাপত্যগতভাবে একটি পরিবেশ বান্ধব ভবন। ভবনের বিভিন্ন কক্ষের দরজা জানালাসমূহ যথেষ্ট সুপরিসর এবং কাঁচ দ্বারা নির্মিত। অফিস কক্ষসমূহে বড় বড় জানালা থাকায় সহজে আলো ও বাতাস প্রবেশ করতে পারে। ফলে অহেতুক লাইট ও এসির ব্যবহার ন্যূনতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। পরিবেশের উপাদান সমুহ যেমন আলো, বাতাস, Aesthetics ইত্যাদিও সর্বোচ্চ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুতের অপচয় যথেষ্ট হ্রাস করার পাশাপাশি আর্থিক সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সর্বোপরি ওয়ারপোতে একটি দূষণমুক্ত প্রকৃতিবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র)

শিরোনাম: ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্যকেন্দ্র

ওয়ারপো'র একটি সমৃদ্ধ ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র আছে। এতে পানি সম্পদ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত সম্বলিত বই, রিপোর্ট, জার্নাল সহ পানি খাতের মূল্যবান ডকুমেন্ট হার্ডকপি/ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রয়েছে। লাইব্রেরীর তথ্যাদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন স্থানে থেকে ব্যবহার যোগ্য। বিভিন্ন ব্যক্তি, সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই লাইব্রেরী থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকে। পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত এই লাইব্রেরী দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান বিভিন্ন স্ট্যাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্ণাল ও বইয়ে সমৃদ্ধ এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র)

শিরোনামঃ মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আলাদা ওয়াশরুম

ওয়ারপোতে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আলাদা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা আছে। যার ফলে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রাইভেসি ও হাইজিন ব্যবস্থাপনা সহজ হয় এবং কর্মস্থলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। যার ফলে মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সুন্দরভাবে দাপ্তরিক কর্মসম্পাদন করতে পারে।

শিরোনামঃ হালনাগাদ ওয়েবসাইট এবং পানি সম্পদ খাতে তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি)

হালনাগাদ ওয়েবসাইট ও জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত-ভান্ডার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা ওয়ারপোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ''জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা'' প্রকল্পের আওতায় ওয়ান স্টপ উপাত্ত সরবরাহের কেন্দ্র হিসাবে ওয়ারপোতে ''জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)'' এবং "সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রকল্পের আওতায় 'সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি)' স্থাপিত হয়েছে। মাল্টিডিসিপ্লিনারি এই উপাত্ত-ভান্ডার ভূপরিস্থ পানি, ভূগর্ভস্থ পানি, মৃত্তিকা ও কৃষি, মৎস্য, বন, আর্থসামাজিক, আবহাওয়া ও পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি হিসাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। এ যাবৎ এনডব্লিউআরডিতে এবং আইসিআরডিতে পৃথকভাবে ৫৫০ এর অধিক জিআইএস, টাইমসিরিজ ও টেবুলার উপাত্ত (data layer) ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষন করা হয়েছে। গবেষণা, উচ্চশিক্ষা ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই উপাত্ত-ভান্ডার হতে সেবা গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছেন।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র)

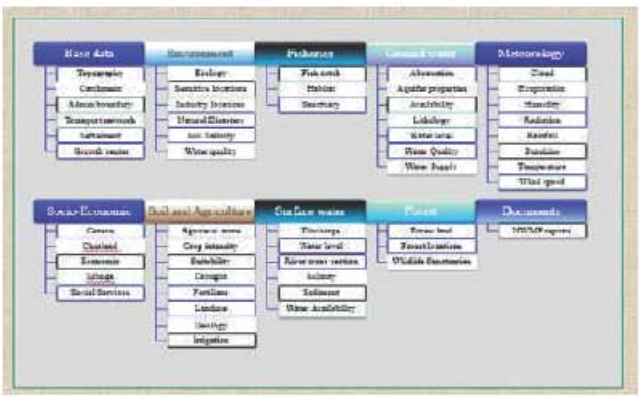

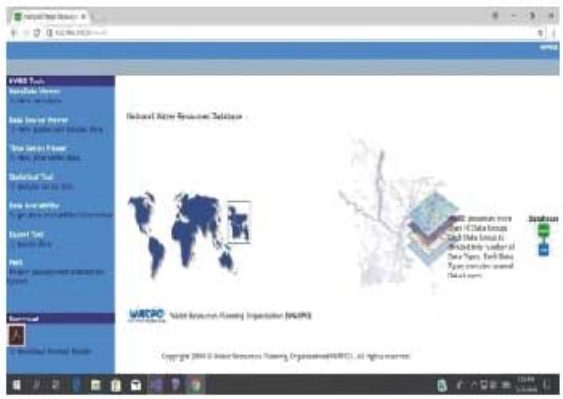

শিরোনামঃ আধুনিক ও সমৃদ্ধ আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব

বর্তমানে আইসিটি দৈনন্দিন জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে এবং আশা করা হয় যে, এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। আইসিটি সাক্ষরতা মানুষের কর্ম, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে একটি অপরিহার্য কার্যকরী প্রয়োজন হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। আইসিটি প্রশিক্ষণ আইসিটি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য কর্মীদের দক্ষতা, ক্ষমতা এবং জ্ঞান বাড়ানোর একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মচারীদের মধ্যে নিত্যনতুন চিন্তাধারা তৈরি করে এবং কর্মদক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে কর্মচারীদের গুণগত মানের কর্ম সম্পাদনে সহায়তা করে। ওয়ারপো তথা পানি সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে আইসিটি জ্ঞান বাড়ানোর

লক্ষ্যে ওয়ারপো আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব এর মাধ্যমে পানি সম্পদ সেক্টরে জিআইএস, রিমোর্টসেন্সিং, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ইপ্রকিউরমেন্টসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওয়ারপোসহ পানি সম্পদের স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র)

উপসংহার

দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো তার সৃষ্টি লগ্ন থেকেই পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০১, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩; বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮; জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০; শিল্পখাতে পানি ব্যবহার নীতি ২০২০ ইত্যাদি প্রণয়নের মাধ্যমে দেশে পানি খাতে সমন্বয়, শৃংখলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগামী দিনে পানির বিকেন্দ্রীকরণসহ পানির প্রাপ্যতা, চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষে ওয়ারপো'র সুদুরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর কার্যাবলীর কতিপয় স্থিরচিত্র

চিত্র: জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯

বাংলাদেশ গেজেট

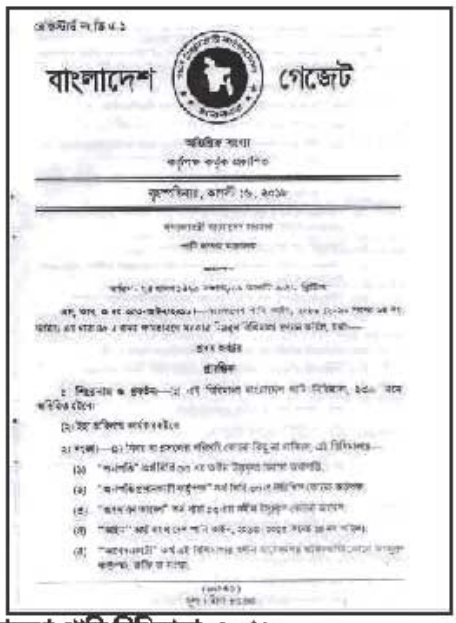
বাংলাদেশ গেজেট

চিত্র: (ক) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩; (খ) বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮

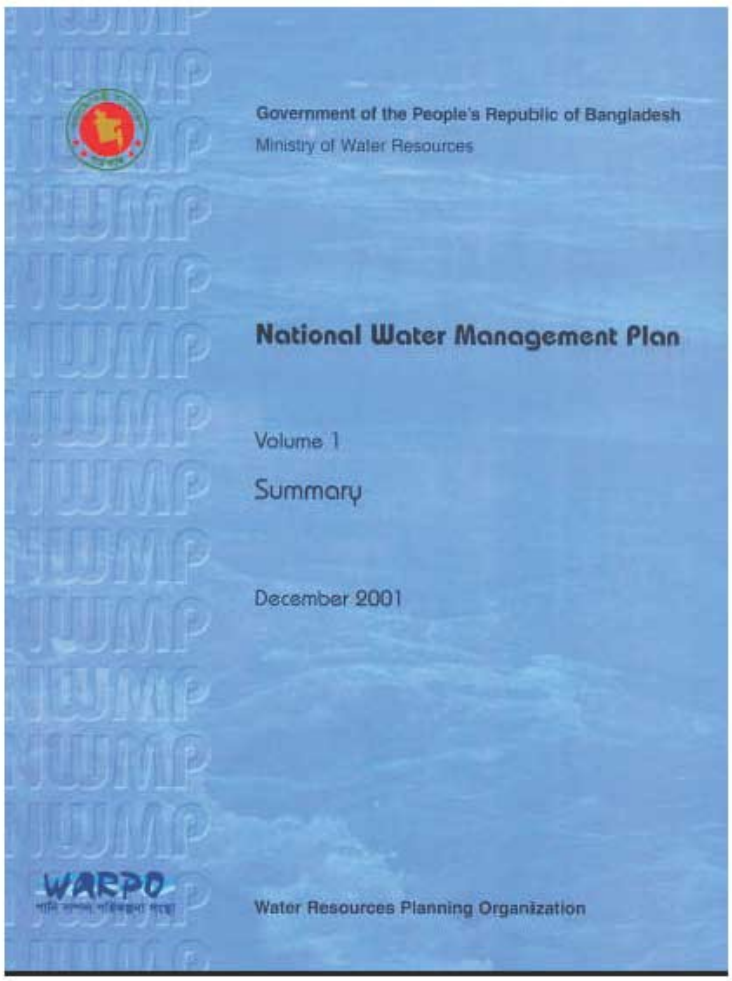

চিত্র: জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) ২০০১।

চিত্র: (ক) জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০ (খ) উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০ এবং (গ) ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০

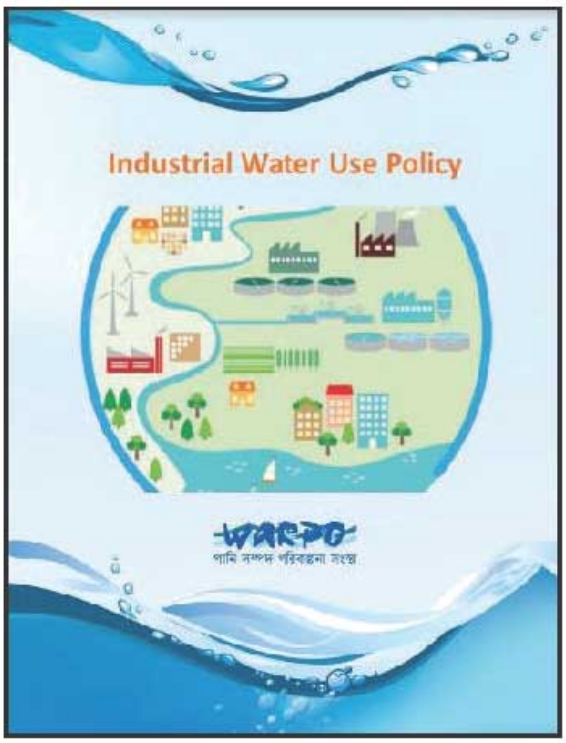

চিত্র: শিল্পখাতে পানি ব্যবহার নীতি

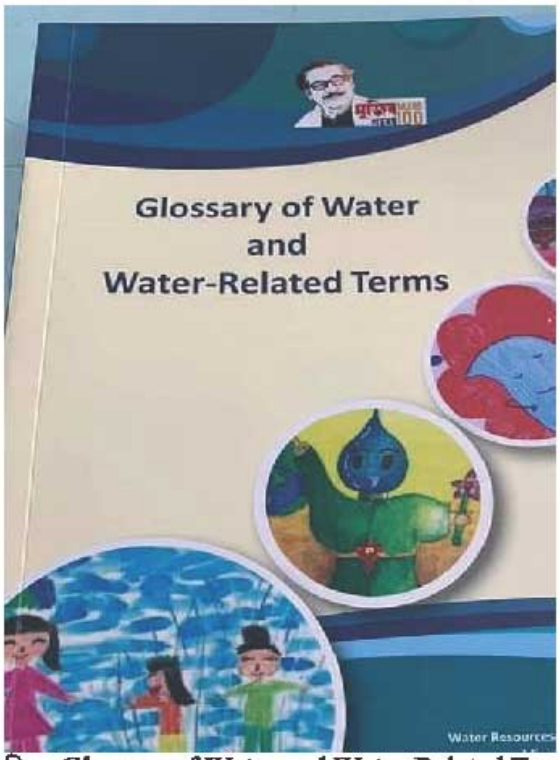

চিত্র: Glossary of Water and Water-Related Terms

RRI

River Research Institute

নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট

ফরিদপুর

www.rri.gov.bd

চতুর্থ অধ্যায়: নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই), ফরিদপুর

পরিচিতি

নদী মাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশ। এটি একটি জটিল পলিভরণকৃত বদ্বীপ। অসংখ্য বিনুনি শাখা-প্রশাখাসহ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা- এ ৩টি প্রধান ও সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক নদী বাহিত পলিতে গঠিত এ দেশ। উত্তরের বন্যা, দক্ষিণের জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড় এ অঞ্চলের জনজীবনকে করে বিপর্যস্ত। নদী ভাঙ্গন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এমতাবস্থায়, ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তৎকালীন সরকার ১৯৪৮ সালে ঢাকার তেজকুনী পাড়া মৌজায় (বর্তমান গ্রীণ রোড) প্রায় ১২ একর জমির উপর হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরী নামে একটি গবেষণাগার সেচ পরিদপ্তরের অধীনে স্থাপন করে। ক্রমবর্ধমান পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের নানা রকম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও হাইড্রলিক সমস্যার ব্যাপক গবেষণার আধুনিক সুবিধাদি হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা সম্ভব না হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উক্ত ল্যাবরেটরীকে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এ রূপান্তর করে এবং ১৯৭৮ সালে বাপাউবোর অধীনে ন্যস্ত করে। নদী গবেষণা ইনস্টিটউট এর স্বতন্ত্র অফিস স্থাপনের জন্য ফরিদপুর শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে ঢাকা-বরিশাল সড়কের পাশে হারুকান্দি নামক এলাকায় ৮৬ একর জমি অধিগ্রহণ করে ১৯৭৯ সালে ফরিদপুরে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকার গ্রীণ রোডে অবস্থিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ফরিদপুরে স্থানান্তর করা হয় এবং ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাপাউবোর অধীনে কাজ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নদী গবেষণা ইনস্টিটউট এর বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে ৫৩ নং আইন বলে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটকে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ হতে আলাদা করে ১৯৯১ সালে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে।

নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী)

১. নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনে নকশা প্রণয়নের জন্য মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;

২. পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;

৩. নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের মানের তদন্ত এবং মূল্যায়ন করা;

৪. উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং তদসংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা;

৫. উপর্যুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;

৬. নগইর কার্যসমূহের মত একই প্রকার কার্যে নিয়োজিত অন্য কোন দেশী বা বিদেশী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা এবং যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং

৭. উপর্যুক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো

নদী গবেষণা ইনস্টিটউট একটি সংবিধিবদ্ধ বহুমুখী গবেষণামূলক সংস্থা যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছে। ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মহাপরিচালক নগই পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব এবং ইনস্টিটিউটের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা।

নগই পরিচালনা বোর্ড

বর্তমান পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিতঃ

(১)	মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
(২)	চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর	সদস্য
(৩)	মাননীয় সংসদ সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৪)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৭)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(৮)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী	সদস্য
(৯)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী	সদস্য
(১০)	মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য-সচিব

নগই'র কর্মকান্ড ও জনবল

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সকল কর্মকান্ড যে ৩টি পরিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় সেগুলো হলোঃ

১. হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর
২. জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর
৩. প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

ইনস্টিটিউট এর গবেষণাসহ বিভিন্ন কারিগরি কাজ যেমন ভৌত ও গাণিতিক মডেল স্ট্যাডি ও ল্যাবরেটরী টেস্ট যথাক্রমে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর ও জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রশাসন ও অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে নগই'র সার্বিক প্রশাসন পরিচালনাসহ অর্থনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রায় প্রতি বছরই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। এ অর্থ বছরে ১(এক) জন বিজ্ঞানী বুয়েটে উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতি বছর নগই'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিভিন্ন মেয়াদে দেশে-বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/কনফারেন্স/প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। ইনস্টিটিউটের অনুমোদিত মোট জনবল ২৫৭জন এবং বর্তমানে কর্মরত জনবল ১৭৬জন।

নগই'র পরিদপ্তর ভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

এই পরিদপ্তরের অধীনে ছয়টি শাখা রয়েছে। যথা-লাইব্রেরী, জনসংযোগ ও ফটোগ্রাফি, সম্পত্তি, ভান্ডার, সংস্থাপন এবং নিরীক্ষা ও হিসাব। এই দপ্তরের মাধ্যমে ইনস্টিটিউট এর প্রশাসন, হিসাব ও নিরীক্ষা, গণসংযোগ, সম্পত্তি, জনশক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজ করা হয়।

২০২০-২১ অর্থ বছরে আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	আয়	ব্যয়	
১	সরকারি অনুদান	১৪৭৭.৮০	সংস্থাপনঃ	
			○ কর্মকর্তাদের বেতন	২৩৬.২৫
			○ কর্মচারীদের বেতন	৩৬৪.৮৩
			○ ভাতাদি	৫৫৪.১৬
			○ সরবরাহ ও সেবা	২৮৪.৯২
			○ মূলধন ব্যয়	২৭.২০
			○ অব্যয়িত অর্থ	১০.৪৪
২	মডেল স্ট্যাডি বাবদ	৪৯.৩৯	মডেল স্ট্যাডি বাবদ	১৮.১৫
৩	মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষার ফি	৪৩.২৩	নমুনা পরীক্ষা	১৫.৯৯
৪	অন্যান্য	৩২.২৬	উদ্বৃত্ত (+)	৯০.৭৪
	মোট	১৬০২.৬৮	মোট	১৬০২.৬৮

নগই'র সুবিধাদি

১. উন্মুক্ত মডেল এলাকাঃ নয়টি কম্পার্টমেন্টের সমন্বয়ে উন্মুক্ত মডেল এলাকা গঠিত। নয়টির মধ্যে তিনটির সাইজ ১২৫ মিটার×৪০ মিটার এবং বাকী ছয়টির সাইজ ৬০ মিটার×৪০ মিটার। প্রতিটি কম্পার্টমেন্ট ক্যানেল নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্ত এবং পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে ক্যানেল নেটওয়ার্কে পানি সরবরাহ করা হয়। পাম্পিং স্টেশনে স্থাপিত পাম্পের ও ক্যানেলের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৬০০ লিটার/সেকেন্ড।

২. ইনডোর মডেল এলাকাঃ দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার জন্য দুটি মডেল শেড রয়েছে, যার প্রতিটির সাইজ ১০০ মিটার ×৩০ মিটার। শেড দুটির একটিতে ওয়েব বেসিন, টিলটিং ফ্লুম সহ ফ্লুম বেড রয়েছে।

৩. ল্যাবরেটরীঃ জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কনক্রিট, সেডিমেন্ট টেকনোলজি, হাইড্র এন্ড জিও- কেমিস্ট্রি ফিল্ডে গবেষণাসহ পরীক্ষা- নিরীক্ষা কাজের জন্য তিনটি ল্যাবরেটরী রয়েছে, যার ফ্লোর এরিয়া ২০০০ বর্গ মিটার এবং বিভিন্ন সাইজের ও মাপের প্রায় ৯১টি যন্ত্রপাতি রয়েছে। এ ছাড়া গাণিতিক মডেল সম্পাদনের জন্য একটি Sophisticated ল্যাবরেটরীও রয়েছে।

৪. রেস্ট হাউসঃ নগইতে উন্নত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত দু'টি VIP কক্ষ ও ৮টি AC কক্ষ বিশিষ্ট একটি আধুনিক রেষ্ট হাউস রয়েছে।

৫. অডিটোরিয়াম/কনফারেন্সঃ নগইতে ৩০০ জন লোক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়াম আছে। এ ছাড়া ৬০ জন ও ৩০ জন লোক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি কনফারেন্স রুমও আছে।

৬. জেনারেটরঃ নগই REB এর পাওয়ার সাপ্লাই এর সাথে সংযুক্ত। এর অতিরিক্ত নগইতে দুটি পাওয়ার জেনারেটর আছে। নগইতে REB এর পাওয়ার সাপ্লাই না থাকলে এগুলো নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে।

নগই'র প্রকাশনা

প্রতি বছর একটি করে টেকনিক্যাল জার্নাল প্রকাশিত হয়। ইহা একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞান গবেষণা পেপার, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ISSN1606-9277। ২০২০-২১ অর্থ বৎসরে এই জার্নালের ভলিউম ১৫. নং-০১ (২০২০) প্রকাশিত হয়: এতে নগই ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের প্রণীত ১৪(চৌদ্দ)টি গবেষণা পত্র স্থান পায়। এ ছাড়াও নগইর বাৎসরিক কার্যক্রমের উপর প্রতি বছর Annual Report প্রকাশিত হয়।

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর

হাইডালিক রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে যেগুলো হলোঃ

১. রিভার এন্ড কোষ্টাল হাইড্রলিক বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে নদী শাসন, নদী ভাঙ্গণরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী পুনরুদ্ধার, নদীর পলল ব্যবস্থাপনা, নদী খনন ও নদীর মোহনা ও উপকূলীয় সমস্যা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেল এর মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের

অধীনে বিদ্যমান ভৌত মডেল পরিচালন সুবিধাদি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কৌশল এলাকায় ভৌত মডেল পরিচালনার জন্য 2D ও 3D ওয়েভ মেকার স্থাপন করা হয়েছে। ভৌত মডেলের কাজের স্বার্থে নগই'র open air model এলাকায় একটি model shed (35m×65m) নির্মাণ করা হয়েছে।

২. হাইড্রলিক স্ট্রাকচার এন্ড ইরিগেশন বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন হাইড্রলিক অবকাঠামো যেমন ব্রীজ, ব্যারাজ, বাঁধ, গ্রোয়েন, রিভেটমেন্ট ইত্যাদির প্রকৃত স্থান ও দৈর্ঘ্য নির্ধারণসহ নকশা প্রণয়ন কাজে প্রয়োজনীয় প্যারামিটার যাচাইয়ের জন্য ভৌত মডেল এর মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় ।

৩. ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং বিভাগঃ এই বিভাগের উপর পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি নিষ্কাশন এলাকা, পানি বিভাজন, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষত লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা আছে। নগই ইতিমধ্যে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন ছোট বড় এবং টাইডাল ও নন টাইডাল নদীতে সেতু ও ব্যারাজ নির্মাণ এবং হাওর অঞ্চলে সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের Hydro-morphological Study সম্পাদন করেছে। কাজের পরিসর বৃদ্ধি ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য MIKE Series ক্রয় ও Install করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

১. "Physical Modelling study for Dredging and Bank Protection Works along Tetulia River at Bakerganj and Bauphal Upazilla under Barishal and Patuakhali District" শীর্ষক কাজের Single Source হিসেবে কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল জোন (বরিশাল), বাপাউবোকে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতির জন্য Proposal validity period বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২. "Physical Model Investigation for Sustainability of the Buriganga River Restoration Project (BRRP)" শীর্ষক কাজের অতিরিক্ত টেস্ট সম্পাদন পূর্বক রিপোর্ট চূড়ান্ত করতঃ প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা প্রেরণ করা হয়েছে।

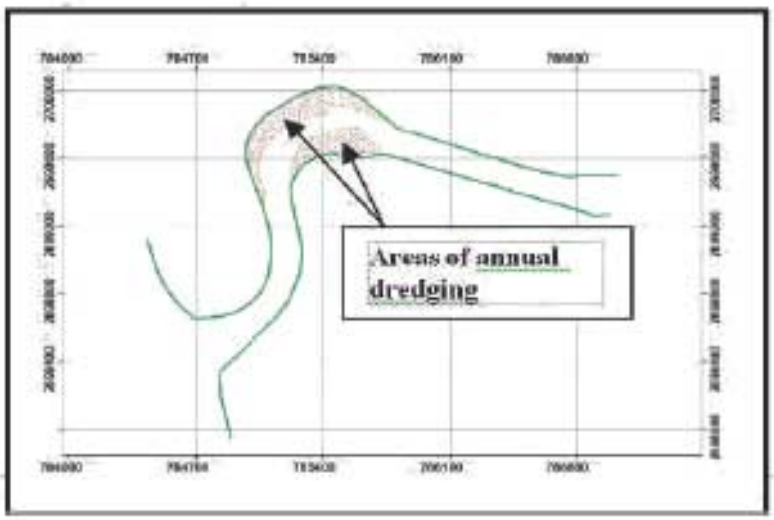

Figure 5.43: Areas of sediment deposition within the sediment basin in the first year

৩. Roads and Hihgways Department-এর বিভিন্ন সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্য Hydrological and Morphological Study কাজের জন্য ৫ (পাঁচ)টি Technical ও Financial প্রস্তাব প্রস্তুত করতঃ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে মূল্যায়নের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন প্রকল্পের ভৌত মডেল গবেষণার কাজ হাতে নেওয়ার লক্ষ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে যা এখনও চলমান আছে।

৫. "Coastal Processes in Bangladesh and its Socio_economic Impacts" শীর্ষক গবেষণা কাজটির ডাটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ চলছে।

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছেঃ (১) সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে মাটির প্রকৌশলগত গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়। (২) ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে বালি, সিমেন্ট ও নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়। (৩) সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুউশন বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে নদীর পলির পরিমাণ এবং গুণাগুণ নির্ণয়সহ পানির রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করা হয়।

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সংস্থার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণকল্পে পরিকল্পনা ও ডিজাইনের নিমিত্তে সংগৃহীত মৃত্তিকা, কংক্রীট ও নির্মাণ উপকরণ সামগ্রী, পলি এবং পানির নমুনা পরীক্ষা করে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরীক্ষা কাজের জন্য এ দপ্তর হতে প্রয়োজন অনুযায়ী অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান প্রেষণে স্থাপন করা হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরে জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ

১. সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ৩৮০টি মৃত্তিকা নমুনার ৪৯৬টি প্রকৌশলগত গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয় এবং যথারীতি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পরীক্ষিত নমুনার ফলাফলসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

২. ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে বাপাউবোসহ অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত বালি, সিমেন্ট ও কংক্রিট নমুনা ৩৪৫টি ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুউশন বিভাগে বাপাউবোসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রেরিত ১২২২টি পলল ও পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পলল রসায়ন ও পানি দূষণ বিভাগের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ম্যাঙ্গানিজ দূরীকরণ গবেষণার ৩০০টি নমুনার উপর ৮০০টি পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে নগই'র জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা কাজঃ

১। নগইতে সম্পাদিত "Development of suitable technologies for removal of manganese from ground water inhousehold, community and municipal levels" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল household, community and municipal পর্যায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি থেকে ম্যাঙ্গানিজ অপসারণের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি বের করা এবং সে অনুযায়ী ডিজাইন মডিফিকেশন করা যেন বাংলাদেশের সকল স্তরের জনগণ খাওয়ার জন্য এবং রান্না বান্নার জন্য জীবানুমুক্ত,পরিস্কার, নিরাপদ ও সুপেয় পানি পেতে পারে।

মানুষ এবং প্রাণী উভয়ের সঠিক কার্য্যকলাপের জন্য ম্যাঙ্গানিজ একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। তবে অতিরিক্ত ঘনত্বের ম্যাঙ্গানিজ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এটা Neurological Function কে প্রভাবিত করে। এছাড়াও এর সঙ্গে Lever, Kedney এবং Lung Damage এর সম্পর্ক আছে। পানিতে ম্যাঙ্গানিজ এর জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং বাংলাদেশের স্টান্ডার্ড মান হচ্ছে ০.১ মিলি গ্রাম/লি.। এক্ষেত্রে স্নায়ুজনিত ক্ষতি (Neurological damage) থেকে রক্ষার জন্য পানিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ০.৪ মিলি গ্রাম/লি.। বাংলাদেশের অধিকাংশ টিউবওয়েল এর পানিতে ম্যাঙ্গানিজ এর ঘনত্ব হচ্ছে ০.৪ মিলি গ্রাম/লি. এর চেয়ে বেশী। অতিরিক্ত ঘনত্বের আয়রন এবং আর্সেনিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় গবেষণাটির মাধ্যমে ম্যাঙ্গানিজ অপসারণের সাথে সাথে আয়রন এবং আর্সেনিক অপসারণের প্রতিও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

ল্যাবরেটরীতে কন্টাক্ট অক্সিডেশন মেথড এর মাধ্যমে বিভিন্ন environmental factors এবং process variables এর সমন্বয় ঘটিয়ে সাফল্যজনকভাবে পানি থেকে ৯২% ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন এবং আর্সেনিক অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে। কমিউনিটি পর্যায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি (খাবার পানির জন্য নগই ক্যাম্পাসে নির্ধারিত একমাত্র টিউবওয়েল) থেকে ম্যাঙ্গানিজ অপসারণের সাথে সাথে আয়রণ এবং আর্সেনিক অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক কমিউনিটি লেভেল ট্রিটমেন্ট প্লান্ট চালু করা হয়েছে যেখানে মূল পানিতে ম্যাঙ্গানিজ এর ঘনত্ব হচ্ছে ০.৮৭ মিলি গ্রাম/লি. এবং পরিশোধিত পানিতে ম্যাঙ্গানিজ এর ঘনত্ব হচ্ছে ০.০১৪ মিলি গ্রাম/লি.অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ৯৮% ম্যাঙ্গানিজ অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও হাউজহোল্ড পর্যায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি থেকে ম্যাঙ্গানিজ অপসারণের সাথে সাথে আয়রণ এবং আর্সেনিক অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক হাউজহোল্ড লেভেল ট্রিটমেন্ট প্লান্ট চালু করা হয়েছে। এ প্লান্ট এর মূল পানিতে ম্যাঙ্গানিজ, আয়রণ এবং আর্সেনিক

এর ঘনত্ব হচ্ছে যথাক্রমে ০.৩৩২ মিলিগ্রাম/লি., ১২.৭৫মিলিগ্রাম/লি. ও ৯৫ মাইক্রোগ্রাম/লি. এবং পরিশোধিত পানিতে ম্যাঙ্গানিজ, আয়রণ এবং আর্সেনিক এর ঘনত্ব হচ্ছে যথাক্রমে ০.০.১৮ মিলিগ্রাম/লি., ০.০৪৪মিলিগ্রাম/লি.ও ০২ মাইক্রোগ্রাম/লি. অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ৯৪% ম্যাঙ্গানিজ, ৯৯% আয়রণ ও ৯৮% আর্সেনিক অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে। ল্যাবরেটরীতে, কমিউনিটি লেভেল ও হাউজহোল্ড লেভেল ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এ adsorptive media হিসেবে স্টোন চিপ্স ব্যবহার করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে যদিও গবেষণাটির কাজে যথেস্ট বিঘ্ন ঘটেছে তবুও ৩০/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখে গবেষণা প্রকল্পটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। ডাটা এনালাইসিস ও রিপোর্ট রাইটিংসহ এতদসংক্রান্ত অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বাংলাদেশের সকল স্তরের জনগণ খাওয়ার জন্য এবং রান্না বান্নার জন্য জীবানুমুক্ত, পরিস্কার, নিরাপদ ও সুপেয় পানি পেতে পারে সেজন্য গবেষণাটির 2nd Phase এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যাপ্ত সংখ্যক কমিউনিটি লেভেল ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও হাউজহোল্ড লেভেল ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণপূর্বক গবেষণাটির উপযুক্ততা যাচাই করা যেতে পারে। তৎসঙ্গে ল্যাবরেটরীতেও বিভিন্ন environmental factors এবং process variables এর সঙ্গে বিভিন্ন adsorptive media এর ব্যাপক সমন্বয় ঘটিয়ে পানি থেকে ম্যাঙ্গানিজ, আয়রণ এবং আর্সেনিক অপসারণ এর অধিকতর কার্যকরী পদ্ধতি বাছাই করা যেতে পারে।

কমিউনিটি লেভেল ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

হাউজহোল্ড লেভেল ট্রিটমেন্ট

Title

২। "CHARACTERIZATION OF SOILS AROUND THE ARIAL KHAN RIVER OF BANGLADESH" শীর্ষক দুই বছর চার মাস মেয়াদী গবেষণা প্রকল্প চলমান রয়েছে। নিম্নে গবেষণা কার্যক্রমটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

উদ্দেশ্যঃ

গবেষণাটির প্রধান উদ্দেশ্য মাটির প্রকৌশলগত বৈশিষ্ট্য বের করা এবং উক্ত মাটির জন্য কেন তীর ভাঙ্গে।

সমিক্ষাটির সঠিক উদ্দেশ্য হলোঃ

১। পানি বিজ্ঞানের সাথে মাটির প্রকৌশলগত ধর্ম
২। মাটির ধর্ম অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যকরণ
৩। তীরের ঢালের স্থায়িত্ব বিশ্লেষণ
৪। সেটেলমেন্ট (বসে যাওয়া) বিশ্লেষণ
৫। সামাজিক প্রভাবের ধারণা
৬। তীর ভাঙ্গা প্রতিকারের সুপারিশমালা

গবেষণা তথ্যঃ

সময়কালঃ দুই বছর চার মাস (মার্চ/২০২০ থেকে জুন/২০২২)

সম্ভাব্য মোট খরচঃ ৫২,৪৫,০০০.০০

অর্থায়নঃ গবেষণা খাত, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর। (GoB)

গবেষণার বর্তমান অবস্থা

গবেষণাটি ২৩ মার্চ/২০২০ অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে সাইট ভিজিট করে ষ্টাডি এরিয়া নির্বাচন করা হয়েছে। পরবর্তীতে বোরিং পয়েন্ট নির্বাচন করে বোরিং লেআউট করে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। যা ছবিতে (১) থেকে (৫) পর্যন্ত দেখান হলো। মাটির নমুনা সংগ্রহ পরবর্তী গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল মাপের ছবি (৬) তে দেখান হলো। বর্তমানে পরীক্ষাগারে মাটির নমুনা পরীক্ষা চলছে।

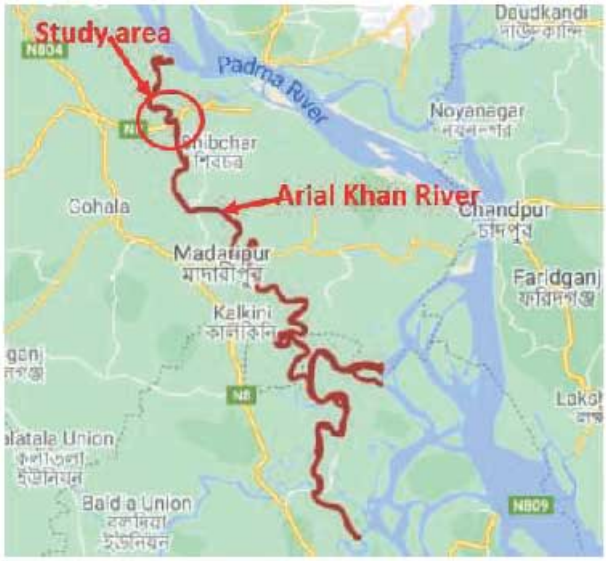

Figure-1:Study Area

Figure-2:Site Visit & Questionnaire Survey

Figure-3:Boring Point Selection

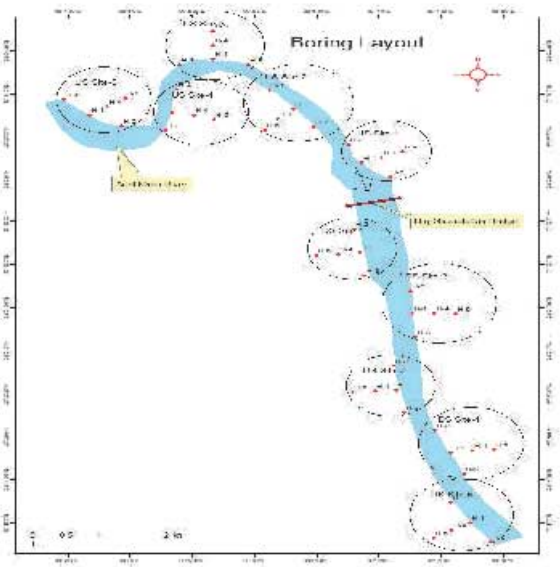

Figure-4:Boring Layout

Figure-5: Runnig Soil Boring Works

Figure-6: Measurement of Ground Water level

৩। "ব্যাঘো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার নদীর তীর ভাঙ্গন রোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার ও নাব্যতা বৃদ্ধি" শীর্ষক পাইলট প্রকল্প।

"ব্যাঘো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার নদীর তীর ভাঙ্গনরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার ও নাব্যতা বৃদ্ধি" শীর্ষক পাইলট প্রকল্পটির কার্যক্রম বিগত অক্টোবর'২০১৭খ্রি. তারিখে শুরু হয়ে জুন'২০২১ এ ২৩৩৪.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো ব্যাঘো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে স্বল্পখরচে নদীর ভাঙ্গন রোধসহ নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি এবং একই সাথে ভূমি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। আলোচ্য প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে ফরিদপুর, রাজবাড়ী, খুলনা, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ১৪টি উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীতে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। নদীর জিওলোজিক্যাল, মরফোলজিক্যাল এবং নদী প্রবাহের গতি প্রকৃতি ও নদীর তীর ও নদীর তলদেশে মাটির গুণাগুণ এবং নদীর পানির সাথে প্রবাহিত পলল এর পরিমাণ ও গুণগত মানের উপরে ব্যাঘো ব্যান্ডেলিং স্ট্রাকচারের কার্যকারীতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। যেখানে মাটির SPT মান কম সেখানে নদীর ভিতরে দীর্ঘ ব্যাঘো ব্যান্ডেলিং স্থাপন না করলে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যাবেনা। যেখানে নদীর পাড় ও নদীর তলদেশে মাটির SPT ভেলু যথেষ্ট পরিমাণ বেশি সেখানে খাড়া পাড় সত্ত্বেও স্বল্পদৈর্ঘ্যের বাঘো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমেও ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। অপরদিকে নদীর তলদেশে বালির পরিমাণ বেশি থাকলে শুষ্ক মৌসুমে নদীর পানি যথেষ্ট কমতে হবে যাতে করে দীর্ঘ ব্যান্ডেল নদীর গভীরে প্রবেশ করানো যায়। সধারণভাবে উজান হতে ভাটির পাড়ের সাথে ৩০ থেকে ৪৫ ডিগ্রী কোণ করে ব্যান্ডেল এর সমান দৈর্ঘ্যের দূরত্বে একটির পর একটি সিরিজ ব্যান্ডেল ভাঙ্গন এলাকা পর্যন্ত স্থাপন করে নদীর প্রবাহকে মাঝনদীতে সরিয়ে দিলে নদীর পাড়ের ভাঙনরোধ ও ভূমি পুনরুদ্ধার হয় এবং ব্যান্ডেল এর অব্যবহিত ৩-৫ মিটার পর নদীর গভীরতা বৃদ্ধি পায় যা নৌ চলাচলের জন্য নদীর পর্যাপ্ত গভীরতা নিশ্চিত করে। বরিশাল এলাকায় ভাটার সময় নদীর পানি যথেষ্ট পরিমাণ না কমায় ব্যাঘো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে খুব একটা ভাল ফলাফল পাওয়া যায় নাই, অপরদিকে খুলনা জেলার বেশিরভাগ এলাকায় ভাটায় নদীর পানি যথেষ্ট পরিমাণ কমে যাওয়ায় দীর্ঘ বাঘো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে ভালো ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া ফরিদপুরের আড়িয়াল খাঁ ও মধুমতি, বালিয়াকান্দির গড়াই, নেত্রকোনার সুমেশ্বরী, কংসু ও নিতাই নদীতে শুষ্ক মৌসুমে যথেষ্ট পরিমাণ নদীর পানি কমে যাওয়ায় ব্যাঘো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে ভালো ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ করে খুলনার দীঘলিয়ার আমবাড়িয়া আতাই নদী, বালিয়াকান্দির নারুয়া এলাকায় গড়াই নদী, নেত্রকোনার পূর্বধলার উপজেলার নিতাই নদীর তলদেশের মাটি হার্ড ও কম্পেক্টেড হওয়ায় ছোট ব্যান্ডেল এর মাধ্যমে ভালো ফলাফল পাওয়া গিয়াছে। ২৫টি প্যাকেজে ব্যাঘো ব্যান্ডেলিং স্থাপন, ৫টি প্যাকেজে টেন্ডার এর মাধ্যমে সার্ভে কাজ সম্পাদন ও কোটেশন এর মাধ্যমে আরও কয়েকটি সার্ভে কাজ সম্পাদন এবং মাটির গুণাগুণ নির্ণয় এর জন্য বোরিং এর মাধ্যমে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের বিস্তারিত বিশ্লেষণের মূল্যায়ন করা হয়েছে ।

সোমেশ্বরীতে ব্যান্ডেল স্থাপনের পূর্ববর্তী অবস্থা

সোমেশ্বরীতে ব্যান্ডেলের ফলাফল

ব্যাঘো ব্যান্ডেলিং স্থাপনের অব্যবহিত পর (খরনিয়া বাজার,খুলনা)

ব্যাঘো ব্যান্ডেলিং স্থাপনের পর (খরনিয়া বাজার,খুলনা)

বালিয়াকান্দির নারুয়া ঘাটের নিকট গড়াই নদীতে ভাঙন প্রতিরোধ এবং জিও ব্যাগের কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ

গড়াই নদীতে (বালিয়াকান্দি, জামশেদপুর) ব্যান্ডেল স্থাপনের অব্যবহিত পরের অবস্থা

পড়াই নদীতে (বালিয়াকান্দি, জামশেদপুর) ব্যান্ডেল স্থাপনের ফলে ভাঙন প্রতিরোধ ও ভূমি পুনরুদ্ধার

কামারখালী (ফরিদপুর) মধুমতি নদীতে ব্যান্ডেল স্থাপনের পূর্ববর্তী অবস্থা

কামারখালী (ফরিদপুর) মধুমতি নদীতে ব্যান্ডেল স্থাপনের ফলে ভাঙন প্রতিরোধ ও ভূমি পুনরুদ্ধার

চন্দ্রপাড়া (ফরিদপুর) আড়িয়াল খাঁ নদীতে ব্যান্ডেল স্থাপনকালীন অবস্থা

চন্দ্রপাড়া (ফরিদপুর) আড়িয়াল খাঁ নদীতে ব্যান্ডেল স্থাপনের ফলে ভাঙন প্রতিরোধ ও ভূমি পুরুদ্ধার

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

www.jrcb.gov.bd

পঞ্চম অধ্যায়: যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

ভূমিকা

আবহমানকাল ধরে নদীমাতৃক বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪০৫টি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এ নদীগুলোর মধ্যে ৫৭টি হচ্ছে আন্তঃসীমান্ত নদী। ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে ৫৪টি নদী ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং ৩টি এসেছে মায়ানমার থেকে। ৫৪টির মধ্যে ৫১টি নদী বস্তুতঃপক্ষে তিনটি বৃহৎ নদী পদ্মা/গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার অববাহিকাভুক্ত। এ তিনটি নদী অববাহিকার মোট আয়তন ১.৭২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার, যার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য এবং শুকনো মৌসুমে পানির স্বল্পতা আমাদের দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে এক রূঢ় বাস্তবতা। পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির যথাযথ বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার উপর।

গঠন ও জনবল

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে দু'দেশের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে অভিন্ন নদীর ব্যাপক জরিপ কার্যক্রম পরিচালন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। এছাড়া, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের বিস্তারিত প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রধান প্রধান নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের উপর সমীক্ষা পরিচালন, উভয় দেশের জনগণের পারস্পরিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে এতদাঞ্চলের পানি সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার এবং বাংলাদেশের সাথে ভারত সংলগ্ন এলাকায় পাওয়ার গ্রীড সংযোজনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য দু'দেশের বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের স্ট্যাটিউট (Statute) স্বাক্ষরিত হয়। মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পক্ষের চেয়ারম্যান।

স্ট্যাটিউটে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন বিশেষভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে বলে উল্লেখ রয়েছেঃ

ক. অংশগ্রহণকারী দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে সর্বাধিক যৌথ ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিন্ন নদীসমূহ থেকে সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

খ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ উদ্ভাবন ও যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশকরণ;

গ. আগাম বন্যা সতর্কীকরণ, বন্যা পূর্বাভাস ও ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন;

ঘ. দু'দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের সমীক্ষা পরিচালন যাতে করে উভয় দেশের জনসাধারণের পারস্পারিক সুফল আনয়নে আঞ্চলিক পানি সম্পদ সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;

ঙ. উভয় দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার উপর সমন্বিত গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বাংলাদেশ পক্ষের কার্যাবলীসহ আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সরকার যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর ৪৮ জনবল বিশিষ্ট একটি সেট আপ অনুমোদন করেছে। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন বিষয়ে ভারত ছাড়াও একই অববাহিকাভুক্ত অন্যান্য দেশ যথাঃ চীন ও নেপালের সঙ্গে যৌথ নদী কমিশনের আনুষ্ঠানিক সমঝোতা রয়েছে এবং উপরোক্ত দেশসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান আছে।

যৌথ নদী কমিশন গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন, বন্যা পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণমূলক কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য কমিশনের মোট ৩৭টি সভা পর্যায়ক্রমে ঢাকা ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো

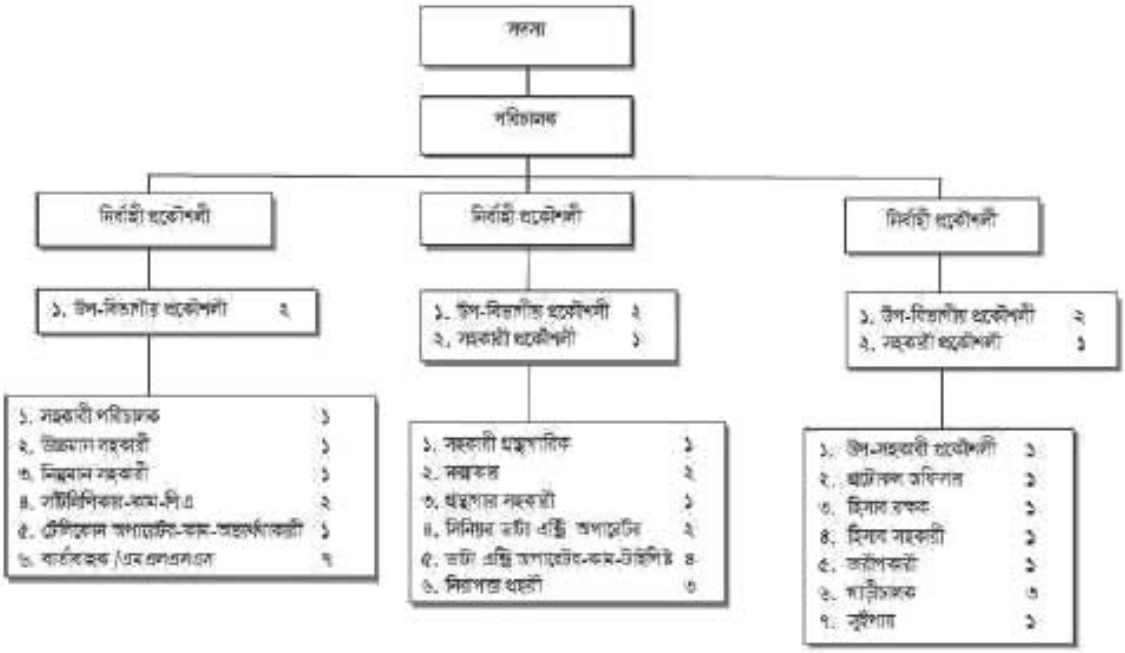

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জনবলের বিবরণ (জুন, ২০২১ অনুযায়ী)

স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
সরকার কর্তৃক নিজ বেতনস্কেলে নিয়োগযোগ্য	১	১	০
গ্রেড	১	০	১
গ্রেড	৩	৩	০
গ্রেড	৬	৪	২
৯ম	৩	২	১
১০ম	২	০	২
১১তম	৩	১	২
১৩তম	৩	০	৩
১৫তম	৫	০	৫
১৬তম	১০	৪	৬
২০তম	৭	১	৬
আউটসোর্সিং/চুক্তি ভিত্তিক	৪	৪	০
মোট	৪৮	২০	২৮

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির বিবরণ (টিওএন্ডই)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা
১।	কার	১টি
২।	মাইক্রোবাস	২টি
৩।	মটর সাইকেল	১টি
৪।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	৮টি
৫।	পাবলিক এড্রেস সিস্টেম	১টি
৬।	কম্পিউটার	২৩টি
৭।	ল্যাপটপ	২টি
৮।	স্ক্যানার	১টি
৯।	প্রিন্টার	৮টি
১০।	ফ্যাক্স মেসিন	১টি
১১।	ফটোকপিয়ার	২টি
১২।	মাল্টিমিডিয়া	১টি
১৩।	শ্রেডার মেশিন	২টি
১৪।	প্ল্যানিমিটার	২টি
১৫।	রোটোমিটার	২টি
১৬।	আইপিএস	২টি
১৭।	রেফ্রিজারেটর	১টি
১৮।	হ্যান্ড হেল্ড জিপিএস	১টি
১৯।	মাইক্রোওভেন	১টি
২০।	ক্যামেরা	১টি

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী

১. আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন, যৌথ ব্যবস্থাপনা, বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়, ভারতীয় এলাকায় প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং সীমান্তবর্তী এলাকার বাঁধ ও নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে ভারতের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২. ১৯৯৬ সালের গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ভারতের ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর প্রবাহ যৌথভাবে পর্যবেক্ষণ ও পানি বণ্টন এবং বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট প্রবাহ যৌথভাবে পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;

৩. আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় যৌথভাবে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, পানি সম্পদের আহরণ ও উন্নয়ন, নেপালে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং গবেষণা ও কারিগরী সংক্রান্ত বিষয়ে নেপালের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪. পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা, আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় চীন কর্তৃক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যা পূর্বাভাসের তথ্য-উপাত্ত বিনিময় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনার জন্য চীনের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং

৫. যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বাংলাদেশের সচিবালয়/ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেঃ

- আন্তর্জাতিক সেচ ও নিষ্কাশন কমিশন (ICID) এর বাংলাদেশ সচিবালয়;
- ইন্টার-ইসলামিক নেটওয়ার্ক ফর ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (INWRDAM) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট ও
- পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ইসলামি দেশসমূহের সংস্থা ওআইসি (OIC) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের বিবরণ

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি

ভারত সত্তর দশকের প্রথম দিকে কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষাকল্পে গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ফারাক্কা নামক স্থানে একটি ব্যারেজ নির্মাণ করে। এ প্রেক্ষিতে ফিডার ক্যানেল চালুর জন্য ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে (৪১ দিন) সময়কালে বিভিন্ন ১০ দিনে ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে ১১০০০ হতে ১৬০০০ কিউসেক পানি ভাগিরথী-হুগলী নদী দিয়ে প্রত্যাহারের নিমিত্ত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীকালে দু'দেশের মধ্যে কোন সমঝোতা না হওয়ায় ১৯৭৬ সালের শুকনো মৌসুম থেকে ভারত একতরফাভাবে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার শুরু করে। ফলে ভারতের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এরই প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার পর ৫ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালে ভারতের সাথে শুকনো মৌসুমে (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে পাঁচ বছরের স্বল্প মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির মেয়াদান্তে ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে শুকনো মৌসুম পর্যন্ত গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক ছিল না।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ফলপ্রসূ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর শুকনো মৌসুমের (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) প্রবাহ বণ্টনের লক্ষ্যে ত্রিশ বছর মেয়াদি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ১৯৯৭ হতে প্রতিবছর শুকনো মৌসুমে ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ফারাক্কায় লব্ধ গঙ্গার পানি দু'দেশ বণ্টন করছে।

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ২০২০ সালের শুকনো মৌসুমে পানি বণ্টন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক ২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনটি জানুয়ারি, ২০২১ মাসে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত ৭৫তম সভায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদন ইতোমধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করা হয়েছে।

২০২১ সালের শুকনো মৌসুমেও (০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে) চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৫ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটির ৭৫তম বৈঠক।

৫ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটির ৭৫তম বৈঠক।

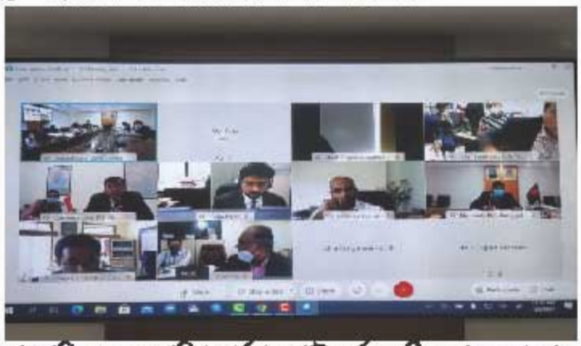

৬ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠক।

৬ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠক।

তিস্তা নদীর পানি বণ্টন

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৯ এর আলোকে তিস্তা নদীর পানি বণ্টনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, মনু, মুহুরী, খোয়াই ও গোমতী নদীর পানি দু'দেশের মধ্যে বণ্টনের জন্য স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩২তম সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিবদ্বয়ের নেতৃত্বে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তিস্তাকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে, ইতোমধ্যেই তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ন্যায়ানুগতা ও সমতার ভিত্তিতে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়নের অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অতিশীঘ্র চুক্তিটি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তা ও ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা চলছে।

এপ্রিল, ২০১৭ ও অক্টোবর, ২০১৯ সময়কালে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তার অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ভারত সরকার সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করছে।

ডিসেম্বর, ২০২০ এ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের ভার্চুয়াল সামিট এবং মার্চ ২০২১ এ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি দ্রুত সম্পাদনের অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে তাঁদের চলমান প্রচেষ্ঠা ও অঙ্গিকার পুনর্ব্যক্ত করে।

বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের অপেক্ষায় রয়েছে।

ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন

বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে গঠিত যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকসহ বিভিন্ন বৈঠকে উপরোক্ত নদীসমূহের পানি বণ্টন বিষয়ে আলোচনা হয়।

গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে শুকনো মৌসুমে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তির একটি Framework চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তিস্তার অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তা ও ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা চলছে। বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের পর প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে দু'দেশের পানি সম্পদ মন্ত্রীকে যৌথ নদী কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের বিভিন্ন বিষয়ে যৌথ নদী কমিশন, সচিব পর্যায় ও কারিগরী পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে বলে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবহিত হয়েছেন।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় অন্যান্যের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের লক্ষে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা অব্যাহত আছে মর্মে দুই প্রধানমন্ত্রী অবগত হয়ে দ্রুত এ সকল নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

গত ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা এবং দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের লক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহের প্রেক্ষিতে মে, ২০১১ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সময়কালে যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রস্তুতের জন্য কিছু তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করা হয়েছে।

আগস্ট, ২০১৯ এ বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর অন্তবর্তীকালীন পানি বন্টন চুক্তির খসড়া প্রস্তুতের জন্য পানির প্রকৃত লভ্যতা নিরুপনের নিমিত্ত হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে ভারতের সাথে বিনিময় করা হয়।

জানুয়ারি, ২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকে উপরোক্ত ছয়টি নদীর পানি বন্টন চুক্তির খসড়া ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন ও ইতোপূর্বে উভয় দেশ কর্তৃক বিনিময়কৃত তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে আরো তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের বিষয়ে উভয় পক্ষ সম্মত হয়।

আন্তঃসীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ

২০০৩-০৪ অর্থ বছর হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত পারস্পরিক সমঝোতার অভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ থাকা আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে দু'পক্ষ একমত হয়।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ১২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে নতুন দিল্লীতে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারের (Joint Communique) ২৮.বি. অনুচ্ছেদে উভয় দেশের মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, কুলিক, আত্রাই, ধরলা এবং ফেণী নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রবাহিত বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় মূল্যবান ভূ-খন্ড, স্থাপনা ও বিওপি রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ দু'দেশ কর্তৃক যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকে বিনিময়কৃত তালিকা অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন চলমান আছে।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, কুলিক, আত্রাই, ধরলা, পুনর্ভবা, ফেণী, খোয়াই, সুরমা ইত্যাদি নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা অবহিত হয়ে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

গত ০৬ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকে পূর্ববর্তী বৈঠকসমূহে বিনিময়কৃত আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য দু'দেশের বাস্তবায়নাধীন/পরিকল্পনাধীন তীর সংরক্ষণমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ ২০২০-২০২১ এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য পরিকল্পনাধীন আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংক্ষণমূলক কাজের তালিকা বিনিময় করে। বৈঠকে দু'দেশের স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীকে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের তীর সংরক্ষণমূলক কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা

ভারত থেকে আন্তঃসীমান্ত নদীর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রেরণের বিষয়ে ১৯৭২ সাল থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। উক্ত ব্যবস্থার আওতায় বর্ষা মৌসুমে ভারত ১৫ মে হতে ১৫ অক্টোবর সময়কালে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিভিন্ন নদীর কিছু কিছু স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে। এছাড়া ভারত কয়েকটি খরস্রোতা নদীর উপাত্ত ১ এপ্রিল থেকে সরবরাহ করে। ভারত থেকে প্রাপ্ত

বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ ১২০ ঘন্টার বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ভারত থেকে বিভিন্ন নদীর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিরতিহীনভাবে পাচ্ছে যা বাংলাদেশে ফলপ্রসূ বন্যা পূর্বাভাস প্রদানে সহায়তা করছে। এর ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আরো হ্রাসের নিমিত্ত বন্যা পূর্বাভাসের সময় বৃদ্ধিকল্পে ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন নদীর আরো উজানের স্টেশনের তথ্য-উপাত্তের জন্য আলোচনা অব্যাহত আছে।

আগস্ট, ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকের আলোচনার প্রেক্ষিতে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার আরো উজানের ০৮টি স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহের জন্য *"Proposal for Enhanced Cooperation in Hydro-Meteorological & Morphological Data Sharing from India within the Ganges-Brahmaputra-Meghna (GBM) Basins for better Flood Forecasting and Management in Bangladesh"* শীর্ষক একটি কনসেপ্ট নোট অক্টোবর, ২০১৯ মাসে ভারতের সাথে বিনিময় করা হয়েছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প

বাংলাদেশে প্রবাহিত সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উজানের স্রোতধারা ভারতে বরাক নদী হিসেবে পরিচিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অমলশীদ নামক স্থান হতে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উজানে ভারত বরাক নদীতে টিপাইমুখ নামক স্থানে ড্যাম নির্মাণ করে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে মর্মে জানা যায়।

উল্লেখ্য, ভারত ২০০৯ সালের মে মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানায় যে, টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্পে কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং বরাক নদী হতে কোন পানি প্রত্যাহার করা হবে না। এছাড়া অদ্যাবধি উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি বলেও ভারত সরকার জানিয়েছে।

জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির নেতৃত্বে একটি বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল গত ২৯ জুলাই হতে ০৪ আগস্ট, ২০০৯ সময় পর্যন্ত ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সাথে প্রতিনিধিদল পৃথকভাবে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনাকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী পুনঃনিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং ড্যামের ভাটিতে ফুলেরতল বা অন্য কোন স্থানে ব্যারাজ বা অন্য কোন পানি প্রত্যাহারমূলক অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে না। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এবং জাতীয় সংসদে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুনরায় আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় উল্লেখ করে যে, প্রস্তাবিত টিপাইমুখ ড্যাম জলবিদ্যুৎ তৈরি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি প্রত্যাহারের জন্য নয়। বরং শুকনো মৌসুমে এর মাধ্যমে বরাক/মেঘনা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া ভারত পুনরায় আশ্বাস প্রদান করে যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনরায় আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সফল আলোচনার ফলশ্রুতিতে, ভারতের পরিকল্পিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বিষয়ে গঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের অধীনস্থ সাবগ্রুপের আওতায় যৌথ সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। ভারত কর্তৃক সরবরাহকৃত সীমিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে অদ্যাবধি Mathematical Modelling ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে Impact Assessment এর বিষয়ে ২য় Interim Report প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া Mathematical Modelling এর Draft Final Report প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ভারত হতে প্রয়োজনীয় আরো অতিরিক্ত তথ্য উপাত্ত প্রাপ্ত হলে তা ব্যবহার করে Mathematical Model এর নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, ভারত সাব গ্রুপের ৩য় বৈঠকে (জানুয়ারি, ২০১৫) টিপাইমুখ প্রকল্পের আঙ্গিক পরিবর্তন হবে মর্মে অবহিত করেছে এবং পরিবর্তিত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করবে মর্মেও জানিয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে উল্লেখ করেন যে, সংবিধিবদ্ধ প্রয়োজনে টিপাইমুখ প্রকল্পের কাজ বর্তমান আঙ্গিকে এখন এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং এ বিষয়ে ভারত এককভাবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যাতে বাংলাদেশে বিরূপ প্রভাব পরে মর্মে অবহিত করেছেন।

যৌথ সমীক্ষা সম্পন্ন করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য উপাত্ত বা পরিবর্তিত তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করতে ভারতীয় পক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

ভারত ৩৭টি নদীর ৩০টি সংযোগের মাধ্যমে আন্তঃবেসিন পানি স্থানান্তরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। এ ৩০ টি সংযোগের মধ্যে ১৪ টি হিমালয়ান নদী ও ১৬ টি পেনিনসুলার নদীর সংযোগ অন্তর্ভূক্ত আছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠক ও আলোচনায় ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর করা হলে বাংলাদেশের বিরূপ প্রভাব পড়বে মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং ভারত যেন হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর না করে সেজন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে ভারতকে অনুরোধ জানানো হয়।

গত মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পূর্বের ন্যায় অভিমত ব্যক্ত করে যে, ভারত একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদীর পানি প্রত্যাহার করবে না যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনঃব্যক্ত করেন যে, তারা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় হতে উৎসরিত নদীর পানি স্থানান্তরের বিষয়ে কোন একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যা বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা

১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের দুটি প্রলয়ংকরী বন্যার পর দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ স্টাডি টিম বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক নিজ নিজ সরকারের নিকট পেশ করে যা দু'দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। বিগত ডিসেম্বর, ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নেপালী পক্ষ নেপালে অবস্থিত নদীসমূহের বন্যা সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, নেপাল ২০০২ সালের বর্ষা মৌসুম হতে তাদের কোসি ও নারায়ণি নদীর পানির লেভেল ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে আসছে।

উল্লেখ্য, দু'দেশের মধ্যে পানি সম্পদের আহরণ এবং বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকোপ প্রশমনে যৌথ অনুসন্ধান, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে উভয় দেশ কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগসমূহ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ কারিগরি সমীক্ষা দল (JTST) গঠিত হয়েছে। উপরোক্ত সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত নেপালের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা বিদ্যমান আছে। সমঝোতা অনুযায়ী উভয় পক্ষ পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত নীতিমালা এবং প্রবিধান, গবেষণা এবং উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করতে সম্মত হয় যার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

- আন্তর্জাতিক পানি ফোরামে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি ঘটিত দুর্যোগ হ্রাস, নদী শাসন, পানি সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা;
- ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সমতা এবং ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে অত্র অঞ্চলের সীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা।

উল্লিখিত সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীন তার ভূ-খন্ডে অবস্থিত ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের তিনটি স্টেশন যথা Nuxia, Nugesha ও Yangcun এর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত ২০০৬ সাল থেকে বাংলাদেশকে সরবরাহ করছে।

অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ও ভারত হিমালয় হতে উৎপন্ন তিনটি আন্তর্জাতিক বৃহৎ নদী যথা-গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও বরাক/মেঘনার একই অববাহিকাভূক্ত দেশ। নদী তিনটির অন্যান্য অববাহিকাভূক্ত দেশ হচ্ছে- নেপাল, ভূটান ও চীন। এ অঞ্চলের কোটি কোটি

মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য ও শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুস্প্রাপ্যতা এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রের একটি রূঢ় বাস্তবতা। এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর। বিষয়টি যথার্থতা উপলব্ধি করে গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ সময়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি যুগান্তকারী Framework Agreement on Cooperation for Development স্বাক্ষর করেছে।

উক্ত Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদে বিধৃত আছে যে, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের মাধ্যমে পারস্পরিক সুফল অর্জনের লক্ষ্যে উভয় দেশ অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উভয় প্রধানমন্ত্রী Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদের আলোকে যৌথ অববাহিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনসহ সার্বিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ইস্যুসমূহ নিয়ে আলোচনা করার অঙ্গীকার পুনঃব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মার্চ ২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের সভায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন নদীর অববাহিকা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আলোচনা হয়। উল্লেখ্য, জানুয়ারি, ২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন নদীর অববাহিকা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যৌথ কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যৌথ কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপের বাংলাদেশ পক্ষ ইতোমধ্যে গঠিত হয়েছে, বাংলাদেশ পক্ষের এ গঠনকে ভারত অভিনন্দন জানায় এবং ভারত দ্রুত তাঁদের কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করবে মর্মে পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের সভায় উল্লেখ করে।

বাংলাদেশ-ভারত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের সভা

১৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে ভারতের নতুন দিল্লীতে বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে তিস্তা, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ফেনী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন, বাংলাদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে ভারতের সহযোগিতা, গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় বাংলাদেশে প্রাপ্ত পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে ভারতের সহযোগিতা, নদী ধূষণ রোধ, অভিন্ন নদী অববাহিকার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং কিছু বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার এবং ভারতীয় পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করেন ভারত সরকারের জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব পংকজ কুমার।

১৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক

১৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক

১৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক শেষে ভারতের জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এর সাথে সৌজন্য স্বাক্ষাত করেন বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার

১৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক শেষে ভারতের জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব রতন লাল কাটারিয়া এর সাথে সৌজন্য স্বাক্ষাত করেন বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যক্রমসমূহের লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন এর অধীনস্থ বিভিন্ন কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals)

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা Sustainable Development Goals (SDG) বাস্তবায়নে আন্তঃসীমান্ত নদীর অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

প্রশিক্ষণ

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কর্মসূচীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
-	২০২০-২১	-	-

স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কর্মসূচীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০২০-২১	০৮	১২

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

বাজেটের প্রকৃতি	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ (সংশোধিত)	জুন, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	মন্তব্য
অনুন্নয়ন বাজেট	৭২২.৫০ লক্ষ টাকা	৬৫০.৫৭ লক্ষ টাকা	সংশোধিত বাজেটের তথ্য প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দকৃত ১৩.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয় নি। এছাড়া, বৈশ্বিক করোনা মহামারিজনিত সমস্যার কারণে পরিকল্পনা অনুযায়ী যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর আন্তর্জাতিক দ্বি-পাক্ষিক/বহুপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বদলীজনিত কারণে বেতন ও ভাতাদিসহ অন্যান্য খরচ কম হওয়ায় অব্যয়িত ৫৮.৯৩ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করা হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ দপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহের তথ্যাদি

- ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে প্রায় ৮০% নথি নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।
- দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্য বিদ্যমান ফাইল প্রদানের পদ্ধতির কয়েকটি ধাপ কমিয়ে সহজীকরণ করা হয়েছে।
- ১৯৯৬ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবছর ভারতের ফারাক্কায় এবং বাংলাদেশের পাবনা জেলার হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট প্রাপ্ত ১০ দিনের গড় প্রবাহ (১ জানুয়ারি হতে ৩১ মে সময়কালের) সম্বলিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রতি ১০ দিন অন্তর যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
- অত্র কমিশনের লাইব্রেরীকে Interactive Library Information System with Local Area Networking এর মাধ্যমে ডিজিটাল লাইব্রেরীতে রুপান্তর করা হয়েছে। এর ফলে মূল্যবান, অতিপুরনো ডকুমেন্ট/রিপোর্টসমূহ স্ক্যান কপি করার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের পাশাপাশি লাইব্রেরীতে রাখা বিভিন্ন বই, রিপোর্ট, জার্নাল ইত্যাদির দ্রুত অনুসন্ধান করাও সম্ভব হচ্ছে।
- Electronic Attendance System ব্যবহার করা হচ্ছে।
- দপ্তরের ওয়েবসাইট সবসময় হালনাগাদ রাখা হচ্ছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

www.dbhwd.gov.bd

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

ভূমিকা

গাঙ্গেয় অববাহিকায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এ দেশে জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর, বাঁওড়সহ অসংখ্য জলাভূমি। তাই দেশের মানুষের জীবনজীবিকা ও সংস্কৃতির অনেকটাই জলাভূমি নির্ভর। আবার বন্যা, পাহাড়ী ঢল ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মত পানিসৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করেই এ অঞ্চলের মানুষকে টিকে থাকতে হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের ভূ-বৈচিত্র্যের এক অনন্য দিক হাওর। দেশের উত্তর-পূর্বাংশে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলায় প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট কড়াই আকৃতির নিম্নভূমি নিয়ে হাওরাঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের মানুষের জীবন সংগ্রাম দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক কঠিন ও ভিন্নতর। অনুন্নত যোগাযোগ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, কর্মসংস্থানের অপর্যাপ্ত সুযোগের কারণে বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও হাওরের জেলাগুলো উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে পিছিয়ে। বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে দেশের সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। হাওর অঞ্চলের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ঐ এলাকার জনমানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ''হাওর উন্নয়ন বোর্ড'' গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯৭৭ সালে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হলেও ১৯৮২ সালে উক্ত বোর্ডের বিলুপ্তি ঘটানো হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে একটি রেজুলিউশনের মাধ্যমে ''বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড'' প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে গত ২৪ জুলাই, ২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ''বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর'' প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে এ অধিদপ্তর দেশের হাওর ও জলাভূমির প্রাকৃতিক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও হাওর অঞ্চলে গৃহিত সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে আসছে।

অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রধান কার্যালয়ের জন্য ৭৩টি এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য ৪৫টিসহ সর্বমোট ১১৮টি পদ সম্বলিত অনুমোদিত জনবল কাঠামো রয়েছে। অনুমোদিত নিয়োগ বিধিমালা না থাকায় পূর্বতন বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড হতে আগত ২৯ জন এবং প্রেষণে নিয়োগকৃত ৮জন কর্মকর্তা/কর্মচারী দিয়ে অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ''বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯'' চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর অনুমোদিত জনবল, পূরণকৃত ও শূন্য পদের বিবরণ:

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	পদের সংখ্যা	পূরণকৃত	শূন্য পদ
১.	মহাপরিচালক	-	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	-
২.	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	৪	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	-
	পরিচালক (কৃষি, পানি ও পরিবেশ)	৫	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	-
	পরিচালক (পরিকল্পনা ও আইসিটি)	৫	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	-
৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রকৌশল বিভাগ)	৫	০১	-	০১
৪.	উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	৬	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	০১
	উপ-পরিচালক (কৃষি, পানি ও পরিবেশ)	৬	০১	-	-
	উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও আইসিটি)	৬	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	-
	উপ-পরিচালক (সুনামগঞ্জ, আঞ্চলিক কার্যালয়)	৬	০১	-	০১
	উপ-পরিচালক (কিশোরগঞ্জ, আঞ্চলিক কার্যালয়)	৬	০১	-	০১
	উপ-পরিচালক (নেত্রকোনা, আঞ্চলিক কার্যালয়)	৬	০১	-	০১
৫.	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	৬	০১	-	০১
৬.	প্রোগ্রামার	৯	০১	-	০১

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	পদের সংখ্যা	পূরণকৃত	শূন্য পদ
৭.	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	০১	-	০১
৮.	সহকারী পরিচালক	৯	০৭	০২ (প্রেষণে নিয়োজিত)	০৫
৯.	সহকারী মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	৯	০১	-	০১
১০.	সহকারী প্রকৌশলী	৯	০২	-	০২
১১.	সহকারী গ্রন্থাগারিক	১০	০১	-	০১
১২.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯	০১	-	০১
১৩.	হাইড্রো মরফোলজিস্ট	৯	০১	-	০১
১৪.	হাইড্রোলজিস্ট	৯	০১	-	০১
১৫.	উপ-সহকারী পরিচালক (কৃষি/মৎস্য)	১০	০২	-	০২
১৬.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১০	০৩	-	০৩
১৭.	মাঠ কর্মকর্তা	১০	০৪	-	০৪
১৮.	ডাটা কালেক্টর	১৪	০২	-	০২
১৯.	সার্ভেয়ার	১৬	০৪	-	০৪
২০.	হিসাবরক্ষক	১৪	০১	-	০১
২১.	ড্রাফটসম্যন	১৩	০১	-	০১
২২.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	০৯	০৩টি পদ (পূর্বতন বোর্ড হতে আগত)	০৬
২৩.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৬	০৩	০৩টি পদ (পূর্বতন বোর্ড হতে আগত)	-
২৪.	ব্যক্তিগত সহকারী	১৬	০৪	০৩টি পদ (পূর্বতন বোর্ড হতে আগত)	০১
২৫.	হিসাব সহকারী	১৬	০৩	০২টি পদ (পূর্বতন বোর্ড হতে আগত)	০১
২৬.	স্টোর কিপার	১৬	০১	-	০১
২৭.	গাড়ী চালক	১৯	০৬	০৪টি পদ (পূর্বতন বোর্ড হতে আগত)	০২
২৮.	স্পীড বোট চালক	২০	০৩	-	০৩
২৯.	ইঞ্জিন বোট চালক	২০	০৩	-	০৩
৩০.	ইলেকট্রিশিয়ান	২০	০১	-	০১
৩১.	মেকানিক	১১	০১	-	০১
৩২.	বার্তাবাহক	২০	০৪	০৩টি পদ (পূর্বতন বোর্ড হতে আগত)	০১
৩৩.	অফিস সহায়ক	২০	২৫	০৯টি পদ (পূর্বতন বোর্ড হতে আগত)	১৬
৩৪.	নিরাপত্তা প্রহরী	২০	০৫	০২টি পদ (পূর্বতন বোর্ড হতে আগত)	০৩
৩৫.	পরিচ্ছন্নকর্মী	২০	০৫	-	০৫
মোট			১১৮	৩৭	৮১

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন
২০২০-২০২১	২৮৪.২৮	-	২৪০.০৮	-

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিম্নবর্ণিত ৫টি সমীক্ষা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে ঃ-

১। "Classification of Wetlands of Bangladesh" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত সকল জলাভূমির শ্রেণীবিন্যাস, জলাভূমির মাটির প্রকৃতি সনাক্তকরণ, জলজ Fauna ও Flora চিহ্নিত করে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

২। "Model Validation on Hydro-Morphological Process of the River System in the Subsiding Sylhet Haor Basin" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের নদীর গতি প্রকৃতির একটি Conceptual মডেল যাচাই করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ছিল জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৭ পর্যন্ত।

৩। "Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and Innovation for Solution" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক যে সব অবকাঠামো তৈয়ার করা হয়েছে, পরিবেশের ওপর এর প্রভাব নিরূপন এবং সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল জানুয়ারী ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত।

৪। "Study for Investigation of Groundwater and Surface Water Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj District" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর এলাকার উল্লিখিত ৬টি জেলার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপন এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশকৃত এলাকায় প্রাকৃতিক পানির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে। এ সমীক্ষা প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল ডিসেম্বর ২০১৫-জুন ২০১৯ পর্যন্ত ।

৫। "Study of Interaction Between Haor and River Ecosystem Including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Framework" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫ শতক আয়তন পর্যন্ত পুকুরসহ দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও মানচিত্র প্রস্তুত, টাঙ্গুয়ার হাওর সংলগ্ন ১২০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় লাইডার সার্ভে করা এবং জীববৈচিত্র্য, মৎস্য, কৃষি, বন ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন বিবেচনায় জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে দেশের হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলে নিম্নবর্ণিত একটি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে :

১। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় চলমান "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের অধীনে "Comprehensive feasibility study for sustainable Restoration and Protection of Wetlands (Haor, baor, beel and connected rivers etc.) in Different Hydrological Regions of Bangladesh" শীর্ষক সমীক্ষা কাজটি বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ডেলিগেটেড ওয়ার্ক হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন এ সমীক্ষার আওতায় দেশের ৮১টি বিশেষ নদী (যার উৎপত্তি কোন জলাভূমি থেকে) পূর্ণাঙ্গভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এতে এসব নদী খনন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সেচকাজ সম্প্রসারণ ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে এসব এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

১। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন নির্মাণ।

২। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের নেত্রকোণা আঞ্চলিক কার্যালয়ের ভবন নির্মাণ।

৩। চলনবিল ও আরিয়াল বিলের প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বিত ব্যবহারের বিষয়ে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ।

৪। হাওর মহাপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ।

৫। জলাভূমি সুরক্ষা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন।

হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা এ ৭টি জেলার প্রায় ২.০০ কোটি মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রণীত হাওর মহাপরিকল্পনায় ১৭টি উন্নয়ন সেক্টরে (যথা: পানি সম্পদ, কৃষি, মৎস্য, মুক্তাচাষ, প্রাণিসম্পদ, জীববৈচিত্র ও জলাভূমি, পরিবহন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, গৃহায়ন ও বসতি স্থাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন, সামাজিক সেবা, শিল্প, বিদ্যুৎ ও শক্তি এবং খনিজ সম্পদ) ১৫৪টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। হাওর মহাপরিকল্পনার আওতায় বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৪০টি সরকারি দপ্তর/সংস্থা স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৪১টি প্রকল্প গ্রহণ করে। বর্তমানে হাওর এলাকায় ১০৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মধ্যে ৯৫টি হাওর মহাপরিকল্পনাভুক্ত ও ১২টি হাওর মহাপরিকল্পনা বহির্ভুত। ইতোমধ্যে সমাপ্ত ৫৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৭টি হাওর মহাপরিকল্পনা বহির্ভূত। হাওর মহাপরিকল্পনায় চিহ্নিত প্রকল্প ক্ষেত্রের মধ্যে ২৬টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ছাড়াও হাওর এলাকার জীবনমান উন্নয়নের জন্য মহাপরিকল্পনা বহির্ভূত ১০টি প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

উন্নয়ন ক্ষেত্র/সেক্টর ভিত্তিক হাওর মহাপরিকল্পনার (২০১২-২০৩২) চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

উন্নয়ন ক্ষেত্র ১: পানি সম্পদ

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড		
প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রারমান উন্নয়ন প্রকল্প, (JICA অর্থায়নে, বাপাউবো অংশ)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৯৭৮৬৫.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৪- জুন ২০২২।	কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ২৯ টি হাওরে (১৫টি পুনর্বাসন হাওর ও ১৪টি নুতন হাওর) বন্যা ব্যবস্থাপনা ও কৃষিসহ বিভিন্নভাবে আয় বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭১%। হাওর অঞ্চলে এক্সেভেটর দিয়ে বিল খনন করা ফলপ্রসু নয় বলে কাজটি না কারার সম্ভাবনা আছে। প্রকল্পের No cost exrention এর জন্য প্রস্তাব করা হবে। চলতি অর্থ বছর ২৫টি, আগামী বছর ১৮টি ও ২০২২-২৩ বছরে ৬টি প্যাকেজ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।
প্রকল্পের নাম: কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলাধীন সাহেবের চর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৮৬০.৭৫ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়নকাল:** জানুয়ারি ২০১৯-জুন ২০২১।	তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গনের কবল হতে রক্ষা করা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪৮%।
প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন হাইজদা বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৬৯৯.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়নকাল:** জানুয়ারি ২০১৯-জুন ২০২১।	বন্যা প্রতিরোধের মাধ্যমে মোহনগঞ্জ উপজেলার ফসল রক্ষা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭০%।
প্রকল্পের নাম: ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২২০০০০০.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়নকাল:** ২০১৮-২০২০ মেয়াদ বৃদ্ধি প্রস্তাবিত)	দেশের ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখননের মাধ্যমে দেশের জলাধার পুনঃখননের মাধ্যমে দেশের জলাধার সংরক্ষণ এবং ও পরিবেশের বিরুপ প্রভাব নিরসন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪৭%।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম: পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৩৪০৬৫.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়নকাল:** ২০১৬-২০২১।	ক) হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ খ) বিভিন্ন আধুনিক হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয় গ) সমগ্র দেশের বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার উন্নয়নসহ নদীবাহিত বন্যা, আকস্মিক বন্যা, বৃষ্টিপাত জনিত বন্যা এবং সাইক্লোন ও জলোচ্ছাস এর বিষয়ে সতর্কতা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘ) পানি সম্পর্কিত অন্যান্য দুর্যোগের পূর্বাবাস/আগাম আগাম সতর্কতা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ঘ) হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতির ব্যবহার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২৫%। প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন। হাওর এলাকায় ৪৬টি Ground water ৪৪টি Surface water এবং ৩৮টি rain water station রয়েছে।
প্রকল্পের নাম: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেরাধীন সিলেট শহরের কানিশাইল ছড়ার মুখে সুরমা নদীর চর খনন ও কানিশাইল ছড়ার স্লোপ সংরক্ষণ" প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৮৬২.২৫ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়নকাল:** ২০১৬-২০২১।	সিলেট শহরের জলাবদ্ধতা নিরসন, নদী ভাঙ্গন স্তিমিত করা, সুরমা নদীর পানি প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫০%।
প্রকল্পের নাম: "সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর বামতীরে ধারারগাঁও (নবীনগর-হালুয়াঘাট) নামক স্থানে তীর সংরক্ষন" প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২৯৯.৯৫ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** অক্টোবর-১৩ হতে জুন-১৮ পর্যন্ত।	আগাম বন্যার হাত হতে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষা করা, প্রকল্প এলাকায় পাশ্ববর্তী ডেকার হাওরের ২৫,০০০ হেক্টর জমির ফসল রক্ষা করা, পানি প্রবাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা, যাতায়ত ব্যবস্থার অব্যাহত রাখা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।
প্রকল্পের নাম: "জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় অবস্থিত বাসিয়া নদী পুন:খনন (২য় পর্যায়)" প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২০০.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জানুয়ারী ১৬ -জুন ২০২১।	নদী পুনঃখননের মাধ্যমে ৭০ বর্গকিলোমিটার এলাকার পানি নিষ্কাশন সুবিধা বৃদ্ধি করা, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে এলাকাটি রক্ষা করা।	প্রকল্প মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫০%। নদী খনন কাজ করার পরই আংশিক আবার ভরাট হয়ে যায়। এতদসংক্রান্ত টাস্কফোর্সের তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে কাজটি সমাপ্ত করা হয়েছে।
প্রকল্পের নাম: সিলেট জেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দক্ষিণ সুরমা উপজেলার পশ্চিম ভাগ (নোয়াগাও) এলাকা সুরমা নদীর ভাংগন হতে সংরক্ষণ এবং গোলাপগঞ্জ উপজেলার উপজেলার মিরগঞ্জ বাজার এলাকা কুশিয়ারা নদীর ভাংগন হতে সংরক্ষণ"। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৫০০.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** অক্টোবর ২০১৫-জুন ২০২১।	সিলেট জেলার দক্ষিন সুরমা ও গোলাপগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর ভাংগন হতে রক্ষা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮২% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৮%।
প্রকল্পের নাম: কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উঁচুকরণ, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প।	নির্মিতব্য সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উঁচুকরণ; হাওরের ঢেউয়ের আঘাত হতে নির্মিতব্য সেনা স্থাপনা রক্ষা; নদী ভাঙ্গন হতে সামরিক ও বেসামরিক অবকাঠামো রক্ষা ও নদী ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা ও নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩২%। সংযোগ সড়ক উড়াল করার বিষয়ে বিবেচনার অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩০৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২২।		
প্রকল্পের নাম: সিলেট জেলার সিলেট সদর ও বিশ্বনাথ উপজেলায় দশগ্রাম, মাহতাবপুর ও রাজাপুর পরগনা বাজার এলাকা সুরমা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১২০৮১.৬৫ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৯- জুন ২০২২	সুরমা নদীর উভয় তীর প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে সুরমা নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা; নদীর চর খননের মাধ্যমে নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ২৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১৫%।
প্রকল্পের নাম: সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর ডানতীরে অবস্থিত দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, লক্ষীবাউর ও বেতুরা এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৯১৬৭.২০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২৩	সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ও বাজার এবং লক্ষীবাউর, বেতুরা, ছাতক দোয়ারাবাজারের সহিত সুনামগঞ্জ জেলা সদরের একমাত্র যোগাযোগ পাকা রাস্তা সুরমা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা ও চর ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭.৩০%।
প্রকল্পের নাম: হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সম্মুখে কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৫৭৩৪৭.৮০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জানুয়ারি ২০২০- জুন ২০২২	বিবিয়ানা পাওয়ার প্লান্ট সংলগ্ন কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরে স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৩টি পাওয়ার প্লান্ট, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, কৃষিভূমি ও সরকারি/বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা; নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী সমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, পানি নিষ্কাশন তরান্বিতকরণ এবং নৌ-যোগাযোগ স্থাপন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯.৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২.১৬%।
প্রকল্পের নাম: মনু নদীর ভাঙ্গন হতে মৌলভীবাজার, রাজনগর ও কুলাউড়া উপজেলা রক্ষা প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৯৯৬২৮.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুন ২০২০-জুন ২০২৩	৮৫.৯১০ কি.মি. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনর্বসনের মাধ্যমে প্রায় ১,০০,০০০ হে. ফসলী জমি, সরকারি/বেসরকারি অবকাঠামো ইত্যাদি বন্যার কবল হতে রক্ষা; চর অপসারণের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি; বাঁধ পুনর্বসন ও ভূমি উন্নয়ন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ০.০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ০.০%।
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা		
প্রকল্পের নাম: নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৮৯.৯৩ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জানুয়ারী ২০১৯-জুন ২০২১	বাংলাদেশে পানির ছায়া মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি কাঠামো প্রণয়ন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা বহির্ভূত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬০%। পানি যে মূল্যবান সম্পদ তা বুঝানো ও ব্যবহারে জনগণকে সচেতন করার জন্য কাজ করা হচ্ছে।
প্রকল্পের নাম: পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি পত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৯৬.৩৮ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জানুয়ারী ২০১৯ -জুন ২০২১	বাংলাদেশে পানি বিধিমালা ২০১৮ এর অগ্রাধিকার উপাদান গুলির বাস্তবায়ন এবং ভুগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি পত্র অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা বহির্ভূত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৬৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১২%।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম: Operationalizing Integrated Water Resources Management (IWRM) in compliance with the Bangladesh Water Rules, 2018. **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৫৩৩.৭৬ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জানুয়ারী ২০২০ - জুন ২০২৩	উচ্চ বরেন্দ্র অঞ্চলে IWRM এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর পাইলট প্রকল্প পরিচালনা করা	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা বহির্ভূত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭.০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ০.০%।
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ		
প্রকল্পের নাম: India-Bangladesh Joint Study on Indian Proposed Tipaimukh Hydro-electric (Multipurpose) Project. **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৭৯১.৮২ লক্ষ টাকা।	বাংলাদেশ-ভারত যৌথ সমীক্ষা দল কর্তৃক ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ফলে বাংলাদেশে বিভিন্ন সেক্টরে এর প্রভাব নিরূপণ।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৭.৫০%। ভারত সরকার Tipaimukh Hydro-electric প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে কি না এ বিষয়ে ভারতের পক্ষ হতে এখনও কিছু জানানো হয়নি।
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন		
প্রকল্পের নাম : Detailed Study on 48 Rivers for building Database and Conservation of Rivers from Population Illegal Occupation and other abused of rivers (1st Phase) Project. **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৩০২৮.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** ২০১৭-২০২১	৪৮ টি নদীর তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেজ তৈরী, অবৈধ দখল থেকে নদী রক্ষা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৬৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৩%।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নত করণ (কম্পোনেন্ট সি), **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১১৯১৮.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৬-জুন ২০২৩	একটি কমপ্রিহেন্সিভ ওয়েব সাইট তৈরি করা, ৪৮৭ উপজেলার তথ্য উপাত্ত ডিজিটাইজ করা, ৪৮৭ উপজেলার জলবায়ু ঝুকিম্যাপ তৈরি করা, ৬৪ জেলা এগ্রোমেট সার্ভিস রুম স্থাপন, কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত কৃষকের চাহিদা নিরূপণ, ৫০৫১টি ইউনিয়নে স্বয়ংক্রিয় রেইন গেজ ও এগ্রো-মেট্রোলজিকেল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন, ৪৮৭ টি উপজেলায় এগ্রো-মেট্রোলজিকেল কিওস্ক স্থাপন, ১৪৪১ ব্যাচ প্রশিক্ষণ (চাষী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী) জাতীয় কর্মশালা ৫টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ৭০টি, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও এক্সপোজার ভিজিট ১১০জন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯১% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭১%। প্রকল্পটি কৃষিকে ক্ষতিকর প্রভাব হতে রক্ষার জন্য কাজ করে চলেছে।

উন্নয়ন ক্ষেত্র: পর্যটন

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন		
প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশে জলাবায়ু সহিষ্ণু পর্যটন শিল্প উন্নয়নে দায়িত্বশীল পর্যটন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন।	কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ২৯টি হাওরে (১৫টি পুনর্বাসন হাওর ও ১৪টি নুতন হাওর) বন্যা ব্যবস্থাপনা ও কৃষিসহ বিভিন্নভাবে আয় বর্ধক	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৫৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১০০.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১	কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।	৪৮%।
প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার আদর্শ নগরে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৯৮৬.৪০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২।	ক) নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় আগত পর্যটকদের জন্য মানসম্মত আবাসিক, ক্যাটারিং ও বিনোদনমূলক সুবিধাদি সৃষ্টি করা; খ) স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; গ) পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান বিবেচনায় হাওর অধ্যষিত এলাকার প্রচার; ঘ) স্থানীয় সংস্কৃতি ও পণ্যের প্রসার ও প্রচার; ঙ) হস্তশিল্প বিক্রয়সহ স্থানীয় মহিলাদের জন্য কর্মক্ষেত্র তৈরীর মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন। ক) নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় আগত পর্যটকদের জন্য মানসম্মত আবাসিক, ক্যাটারিং ও বিনোদনমূলক সুবিধাদি সৃষ্টি করা; খ) স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; গ) পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান বিবেচনায় হাওর অধ্যষিত এলাকার প্রচার; ঘ) স্থানীয় সংস্কৃতি ও পণ্যের প্রসার ও প্রচার; ঙ) হস্তশিল্প বিক্রয়সহ স্থানীয় মহিলাদের জন্য কর্মক্ষেত্র তৈরীর মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৫%। এ পর্যটন কেন্দ্রে একটি ভবন হবে যাতে ৪৮ জন থাকার সুবিধা থাকবে। হাওরের পরিবেশ রক্ষায় একটি চেকপোস্ট, মটর চালিত নৌকার পরিবর্তে গয়না নৌকা ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উন্নয়ন ক্ষেত্র: গৃহায়ন ও বসতি

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৫৬.১৯ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১	(১) কৃষি ও অকৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করণের লক্ষ্যে সার্বিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। (২) স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।
প্রকল্পের নাম: সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১২১৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২২	(১) প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন। (২) গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন। (৩) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৩২% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩১%।
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়		
প্রকল্পের নাম: সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৫২৬৭.০০ লক্ষ টাকা।	জেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ, মুক্তি যোদ্ধা ও তাদের অসহায় পরিবারের সদস্যদের যথাযথ সন্মান প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা বহির্ভুত। প্রকল্পটি সমাপ্ত।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
বাস্তবায়ন কাল: ২০১০-২০১৮		
প্রকল্পের নাম: উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১২২৬৫৪.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** ২০১২-২০২৩	উপজেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ, মুক্তি যোদ্ধা ও তাদের অসহায় পরিবারের সদস্যদের যথাযথ সম্মান প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা বহির্ভুত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮০%।

উন্নয়ন ক্ষেত্র: শিক্ষা

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: "কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৩৯৩৪১.০৫ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১।	* আবাসিক ও একাডেমিক অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাওর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। * ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা । * শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধি করা। * শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মানব সম্পদ খাতে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। * ভৌগোলিক বিবেচনায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫%।
প্রকল্পের নাম: হাওর এলাকার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৯৪৪৮০.১৫ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জানুয়ারি ২০২০ - ডিসেম্বর ২০২২।	সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাওর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ সুষ্টি করা। *ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা। *শিক্ষার গুনগতমান বৃদ্ধি করা। *শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মানব সম্পদ খাতে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা । *ভৌগলিক বিবেচনায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১.৫০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ০.৫০%। সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোণায় ৩১ প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ হবে, তবে ৬টি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জায়গা নেই। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ রাস্তায় শেড দেয়ার বিষয় বিবেচনার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।
প্রকল্পের নাম: সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি বেসরকারী কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৮৪৭.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা ভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৫%।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়		
প্রকল্পের নাম: প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৮৭২২০০.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়নকাল:** এপ্রিল ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২১	* জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ; * মুসল্লীদের জন্য নামাজ, ধর্মীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দ্বীনি দায়াতি কার্ক্রম পরিচালনার সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ; *সন্ত্রাস ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ এবং সরকারের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানীকীকরণ; * সর্বোপরি ইসলামিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের পরিচর্যা ও প্রসার।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা বহির্ভুত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৩৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১৮%।
প্রকল্পের নাম: মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৩১২৮৪৬.০০ লক্ষ	ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির বৃদ্ধি করা; খ) স্কুলগামী এবং ঝরে যাওয়া শিক্ষার্থীদের সহীহ্-শুদ্ধভাবে	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা বহির্ভুত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১৮.৮৫% এবং

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
টাকা। **বাস্তবায়নকাল:** জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৪	পবিত্র কুরআন শরীফ পাঠনে সক্ষম করে গড়ে তোলা এবং ধর্মীয়, নৈতিকতা ও আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা শিক্ষাপ্রদান; গ) বয়স্ক (জেলখানার কয়েদিসহ) স্বাক্ষরতা এবং ধর্মীয়, নৈতিকতা ও আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা শিক্ষা প্রদান করা; ঘ) দেশের আলেম-ওলামা ও বেকার নারী-পুরুষের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ইসলামের সঠিক প্রচার-প্রসার ও মানবিক গুনাবলীর বিকাশ সাধন।	আর্থিক অগ্রগতি ৬৬.৬১%।
প্রকল্পের নাম: হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৩৪৮৭.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৯- জুন ২০২২	ক. হাওর অঞ্চলের জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে হাওর এলাকার মসজিদের ইমাম তথ্য আলেম-ওলামাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ও বন্যা পরবর্তী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা; খ. হাওর এলাকার জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে পোস্টার, প্রাক খুতবা মুদ্রণ ও বিতরণ: গ. হাওর অঞ্চলের ইমাম ও জনসাধারণকে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় আনার লক্ষ্যে ওয়াজ মাহফিল, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন করা; ঙ. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম ও আলেম-ওলামার মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের জনগণকে জলজ উদ্ভিদ ও প্রানীজ সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা বহির্ভূত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৪.২০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬০%।
বস্ত্র অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত প্রকল্প)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১২৬২৪.১৩ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জানু ২০১৭- জনু ২০২২	(ক) বস্ত্র ও পাট শিল্প খাতের মাধ্যম পর্যায়ের বস্ত্র প্রকৌশলী তৈরী করা; (খ) আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; (গ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখা। (ঘ) দক্ষ জনবল তৈরীর মাধ্যমে গুনগতমান সম্পন্ন এবং যথাযথ মুল্যের বস্ত্র শিল্প পণ্য তৈরী করা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৩১% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩০.৪০%। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ কাজ এখনও বাঁকি আছে।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি (১ম সংশোধিত)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১০২৫৪৯.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** ২০১০-২০২১।	হাওর অঞ্চলের চরম দারিদ্র অধিবসীদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা, বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া বন্ধকরা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১০০%। হাওর এলাকায় ৪টি উপজেলায় কাজ হয়েছে।
প্রকল্পের নাম: চাহিদা ভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (১ম পর্যায়)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৯১২৩৮৫.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২২	হাওর অঞ্চলের জনগনের জন্য প্রথিমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৪% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫৬%। হাওর এলাকায় ৪টি উপজেলায় কাজ চলমান আছে।
প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়		
প্রকল্পের নাম: ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি	দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা ভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪০%।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
স্থাপন। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৩৩১৩০.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** ২০১৬-২০২১।		প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বাড়বে। হাওর এলাকায় সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ জেলায় কাজ চলছে।
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটাল করণ প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৮৩২৫.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** আগষ্ট ২০২০ - জুলাই ২০২২।	বাংলাদেশের সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৬৫০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি বান্দরবন এর ২৮টি পাড়া কেন্দের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা বহির্ভুত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৪২% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮.০৭%। হাওর এলাকার ১৭৮টি স্কুলে শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটাল করার কাজ চলছে।

উন্নয়ন ক্ষেত্র: বিদ্যুৎ ও শক্তি

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি		
বিয়ানীবাজার পৌরসভা, সিলেট।		
প্রকল্পের নাম: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য বিয়ানীবাজার পৌর এলাকায় কার্বন নির্গমন হ্রাস ও পরিবেশ উন্নয়ন" (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২০০.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** সেপ্টেম্বর ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২০।	সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর নির্ভশীলতা হ্রাস পাবে, বিকল্প নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা বহির্ভুত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৫.০০%।
বড়লেখা পৌরসভা, মৌলভী বাজার।		
প্রকল্পের নাম: পরিবেশ বান্ধব সৌরচালিত সড়ক বাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২০০.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** ডিসেম্বর-১৮ জুন ২০২০	(১) প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন। (২) গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন। (৩) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা বহির্ভুত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৫%।

উন্নয়ন ক্ষেত্র: কৃষি

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২৯৩২৩.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৫- জুন ২০২৩।	১) দেশের তিনটি পাহাড়ী জেলাসহ উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ীর পাশের জমিকে আধুনিক চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুন্ন রাখা। ২) দেশীয় ও রপ্তানীযোগ্য ফসলে ক্লাস্টার/ক্লাবভিত্তিক উৎপাদন, বিদ্যমান হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮১%। প্রকল্পটি ৫২ জেলার ৩৮২ উপজেলায় কাজ করছে, তার মধ্যে হাওর এলাকার সিলেট, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ জেলা

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
	নতুন হর্টিকালচার স্থাপনের মাধ্যমে মানসম্পন্ন চারা কলম উৎপাদন বৃদ্ধি। ৩) উদ্যান ফসলের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ৪) নারীর ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি এবং উদ্যান বিষয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।	অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি সংশ্লিষ্টদের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখছে।
প্রকল্পের নাম: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (সম্প্রাসরণ অধিদপ্তরের অংশ)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২৬৬৫.০০ লক্ষ টাকা, হাওরাঞ্চলের জন্য বরাদ্ধ : ৬.৫০ কোটি টাকা **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৭- জুন ২০২২	কৃষক প্রশিক্ষণ ৪৬০ ব্যাচ, উপকারভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ ৪৬০ ব্যাচ, এসএএও ২০ ব্যাচ, কর্মকর্তা ১০ ব্যাচ, জাতীয় কর্মশালা ৫টি, মশলা ফসলের প্রদর্শনী ৩৪৫০টি, লতা জাতীয় সবজির প্রদর্শনী ৩৪৫০টি, লতা বিহীন সবজির প্রদর্শনী ৪৬০০টি, মাঠ দিবস ৪৬০টি, কৃষক উদ্বদ্ধকরণ সফর ৯২ ব্যাচ, বীজের পাত্র ২৩০০০টি, পানির ঝাঝরী ১১৫০০টি, ফেরোমোন ফাঁদ ১১৫০০টি, কালেক্টিং বাস্কেট ১১৫০০টি, নেট (ঘবঃ) ৬৯০ হাজার মিটার।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা ভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭১% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭১%। হাওর এলাকায়ও ভাসমান বেডে কার্যক্রম চলমান, তবে এলাকায় কচুরিপানা কম পাওয়া যায়। হলুদ, আদা, মরিচ, পিয়াজ মসলাসহ নিরাপদ সবজী আবাদ করা হয় ভাসমান বেডে।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি.এ.আর.আই)		
প্রকল্পের নাম: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা সম্প্রসারন ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (বারি অংগ)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৩৬৫১.৬৫ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২।	১. ভাসমান কৃষি স্থান-ভিত্তিক আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করা। ২. ভাসমান বেডে বিভিন্ন শাক সবজি ও মসলা ফসলসমূহের উপযোগীতা পরীক্ষা করা। ৩. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভাসমান বেডে চাষকৃত ফসলের (শাক সবজি ও মসলা) ফলন ও আয় বৃদ্ধি করা। ৪. ভসমান বেডে বিভিন্ন ফসলের (শাক সবজি, মসলা প্রভৃতি) মান সম্পন্ন চারা উৎপাদন কৌশল ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। ৫. ভাসমান বেড তৈরিতে কচুরিপানা ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের সহজলভ্যতা বিবেচনা করে সীমিত কচুরিপানা/জলজ উদ্ভিদ ভিত্তিক ভাসমান কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। ৬. স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ভাসমান কৃষি ভিত্তিক আধুনিক লাগসই প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা ভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৪%। কীট-পতঙ্গ দমনে জৈব বালাই নাশকসহ ভাসমান বেডে মসলা ও সবজি চাষের লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করা হচ্ছে। হাওর এলাকার কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলায় প্রদর্শনী চলমান রয়েছে।
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)		
প্রকল্পের নাম: ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প -৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৬৮৭৭.৫৯ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২১।	১. প্রবাহমান নদী/প্রাকৃতিক জলধার থেকে ডাবল লিফটিং সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৬৫.২৭৫ হেক্টর জমিতি সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত ২,২৫,৫০০ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা (হেক্টর প্রতি ৩.৪৫ মে.টন)। ২. শুস্ক মৌসুমে সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি কৃষকের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করণের লক্ষ্য ফসলের জমিতে পানি সরবরাহ ও পানি সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা । ৩. প্রকল্প এলাকার জনগণকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ৪. আধুনিক কারিগরি জ্ঞান উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, পানি ব্যবহারকারী সমিতি/সংগঠন এবং প্রকল্প এলাকার কৃষকের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন করা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা ভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯৯% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯১.৩৯%।
প্রকল্পের নাম: ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৫৪৫৮.০০ লক্ষ টাকা।	১. খাল পুন:খনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ১৭৭৪০ হেক্টর জমিতে ভূ-পরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে প্রায় ৮৮৭০০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন; ২. প্রকল্প এলাকার ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত "বৃহত্তর	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা ভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯০%। সভায় জানানো হয় কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলায় ৪৫

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি ২০১৮- জুন ২০২২।	ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ; ৩. প্রকল্প এলাকার কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।	কিলোমিটার খাল খননের একটি প্রকল্প প্রস্তাব সবুজ পাতায় রয়েছে।

উন্নয়ন ক্ষেত্র: মৎস্য

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
মৎস্য অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৩৭৮৩৮.০০ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়ন কাল:** মার্চ ২০১৫ - জুন ২০২২।	ক) নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহের স্থানীয় মৎস্য চাষিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা; খ) মৎস্যচাষ ও বিভিন্ন মৎস্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; গ) মৎস্যচাষ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; ঘ) স্থানীয় জলজ সম্পদের সুষম ব্যবহারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে মৎস্য বিষয়ক সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ; ঙ) মৎস্য অধিদপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ, লিফ এবং স্থানীয় মৎস্যচাষীদের সমন্বয়ে মাঠ পর্যায়ে স্থায়িত্বশীল সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন ভিত্তিক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮১ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮১ %। প্রকল্পের কার্যক্রম ৪৬৪টি উপজেলায় চলমান আছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০০০০-৫০০০০ টাকা সহায়তায় মাছ চাষের প্রদর্শনী স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। হাওর এলাকার মৌলভীবাজার, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সকল উপজেলায় প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
প্রকল্পের নাম: বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২১১৩১.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২১।	ক) স্থানীয় মৎস্য সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি; খ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; গ) মৎস্যচাষ ও মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন; ঘ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮২.৩২%। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাওর এলাকায় পেনে মাছচাষ ও অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠাসহ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
প্রকল্পের নাম: ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ২য় পর্যায় (এনএটিপি-২য় পর্যায়)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৩৮৮২৮.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** অক্টোবর ২০১৫-জানুয়ারি ২০২৩।	প্রান্তিক পর্যায়ে মৎস্যচাষিদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং সুনির্দিষ্ট জেলাসমূহ বিপণন ব্যবস্থায় তাদের প্রবেশাধিকার উন্নয়ন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৩% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৮.৯৩%। হাওর এলাকায় বিল নার্সারি, আবাসস্থল উন্নয়ন ও অভয়াশ্রম স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও দেশের মাছ বিপননের জন্য ২২টি উপজেলায় Producer Organisation গঠন করা হয়েছে।
প্রকল্পের নাম: জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪০৯০০.০০ লক্ষ	ক) টেকসই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীন জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করা'	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯০% এবং আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** অক্টোবর ২০১৫ - জুন ২০২২।	খ) পতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টির চাহিদা পুরণ; গ) মাছ চাষের উন্নত প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ সেবা এবং মৎস্য চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীন দরিদ্র মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবি, বেকার যুবক ও দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা; ঘ) সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থার সূচনা করা এবং উন্নয়নকৃত জলাশয়ে সুফলভোগীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং ঙ) পতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে আবাসস্থল পুনরুদ্ধার করে পরিবেশ বান্ধব মাছ চাষ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।	৭৭%। হাওর এলাকায় খাস জলাশয়ে পুনঃখননের কাজ করা হচ্ছে এবং এ এলাকার ১৮০০০ চাষীদের সাথে কাজ করা হচ্ছে।
প্রকল্পের নাম: Community-based Climate Resilient Fisheries & Aquaculture Development in Bangladesh. **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৭৯৬.৬৩ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩।	১। মৎস্য ও মৎস্যচাষ সেক্টরে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাবের ফলে সৃষ্ট বাধাসমূহ হ্রাসকরণ এবং মৎস্য নীতি, কৌশল সংশোধন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নির্বাচিত এলাকায় ঝুঁকি সহনশীল করা; ২। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাবের ফলে মৎস্য ও জলজ চাষের দুর্বলতা হ্রাসকরণ; ৩। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাবের ফলে মৎস্য ও জেলে সম্প্রদায় এবং মৎস্যজীবিদের দ্রুত সাড়া দানের সক্ষমতা ও অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং ৪। কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন প্রযুক্তি হস্তান্তর ও গ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ২০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১২%। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় হাওর এলাকার সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলায় অভিযোজন প্রদর্শনী স্থাপনের কাজ করে যাচ্ছে।
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন		
প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৬৫৫৮.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** এপ্রিল ২০১৪ - জুন ২০২১ পর্যন্ত।	(ক) হাওর অঞ্চলে আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; (খ) বাজার অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পোষ্ট হারভেষ্ট লস কমিয়ে আনা; (গ) HACCP (Hazard Analysis Critical control Point) মান অনুযায়ী দেশের মৎস্য বিপণন নেটওর্য়াকের উন্নয়ন; (ঘ) মৎস্য বাছাই, প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিং এর কাজে জড়িতদের কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তাকরণ।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৫ %।

উন্নয়ন ক্ষেত্র: পরিবহন

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (আরএন্ডএইচডি)		
প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক (জেড-৩৭১০) উন্নয়ন। **বাস্তবায়ন কাল:** ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২২। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২৬১১৮.৬৯ লক্ষ টাকা।	নেত্রকোনা জেলাসদরের সাথে আন্তঃউপজেলা সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯১% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৭%।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম: নেত্রকোণা (ঠাকুরাকোণা) -কলমাকান্দা জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন। **বাস্তবায়ন কাল:** ২০১৮ - ২০২২ । **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৩১০০৫.৬৪ লক্ষ টাকা।	নেত্রকোনা (ঠাকুরাকোণা-কলমাকান্দা) জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৩%।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম : Haor Infrastructure & Livelihood Improvement Project (HILIP) **বাস্তবায়ন কাল:** ২০১২-২০২২। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১০১৬৯.৬৮ লক্ষ টাকা।	১) বাজার অভিগম্যতা (Access to market) জীবিকার সুযোগ এবং সামাজিক সেবা বৃদ্ধি; ২) গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি, ফসল উৎপাদনে ঝুঁকি হ্রাস এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ থেকে রক্ষাকরণ; ৩) মৎস্য সম্পদে বর্ধিত প্রবেশাধিকার, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সুফল অনুসরণ; ৪) বর্ধিত উৎপাদন, উৎপাদনের বৈচিত্র্য আনয়ন এবং ফসল ও প্রাণিসম্পদজাত পণ্যের বিপণনে সুযোগ সৃষ্টি; এবং ৫) সম্পদের দক্ষ, কার্যকর এবং যথাযথ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে হাওর এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অসহায়ত্ব হ্রাস এবং সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা ভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯৫.৭০ এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯২.৮০%। সুনামগঞ্জ জেলার বিশম্বরপুর উপজেলায় মডেল ভিলেজ এর পাইলটিং চলমান রয়েছে।
প্রকল্পের নাম: Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project, (JICA Funded. LGED Part). **বাস্তবায়নকাল:** ২০১৪- ২০২২ । **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৮৫৮২৫.৩৫ লক্ষ টাকা।	বন্যা হতে ফসলের ক্ষতি হ্রাস, যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি এবং ১২০ কি:মি. উপজেলা সড়ক, ৯৮ কি:মি. ইউনিয়ন সড়ক, ১৯৮ কি:মি. গ্রামীণ সড়ক, ৮৮৭ মি. ব্রীজ, ৮৯০ মি. কালভার্ট নির্মাণ, ২০০ কি:মি. অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ, ২০০ কি:মি. নির্মাণকালীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন, ২২টি হাট নির্মাণ, ও ২৪টি ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এর আওতায় ১৫০ টি বিলের উন্নয়ন কাজ (অভয়াশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা) এবং ২১০ কি:মি. বিল সংযোগ খাল খনন করা হবে।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনা ভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭০%। হাওরের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম রাস্তা না করার ও ব্রীজ/কালভার্ট তৈরির সময় নদী/খাল/নালা ছোট না করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
প্রকল্পের নাম: সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৩৭১২৫.০০ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৫-জুন ২০২৩।	ক) জাতীয় সড়ক নেটওয়ার্ক এবং গ্রামীণ হাট, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয় ইত্যাদির সাথে গ্রামগুলোর এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন। খ) গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ বাজারের উন্নয়নসহ বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি শক্তিশালীকরণ। গ) গ্রামীণ কৃষকদের সংগঠিত করাসহ কৃষিপন্য বাজারজাত করণের সামর্থ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। ঘ) পূর্তকাজে খন্ডকালীন কর্মসূচীর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৫৪% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪৫%।

উন্নয়ন ক্ষেত্র: প্রাণিসম্পদ

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয় :** ১১৮১৩.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়নকাল:** মার্চ ২০২০- জুন ২০২৩।	১। সমন্বিত পদ্ধতিতে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হাওর অঞ্চলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু প্রানিজ আমিষ গ্রহণ বৃদ্ধিকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন ২। প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ৩। নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তাদের জীবনমান উন্নয়ন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯.৯০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪.৯০%।
প্রকল্পের নাম: কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্পসারণের মাধ্যমে দেশের	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি (৩য় পর্যায়)। **প্রাক্কলিত ব্যয় :** ৪৭১৮৩.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল :** জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২২।	স্থানীয় গবাদি পশুর জাতের উন্নয়ন।	ভৌত অগ্রগতি ৭০.৮৯% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫০.৯২%। হাওর এলাকার ৫১২০ জন খামারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উন্নয়ন ক্ষেত্র : সামাজিক সেবা

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরএমআইডিপি)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৭৩০০.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১।	(ক) গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাতের সুবিধা প্রদান; (খ) গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি এবং (গ) স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৪০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২০%। এ প্রকল্পের আওতায় হাওর এলাকায় মাছের বাজার উন্নয়ন করা হয়ে থাকে।
প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৭২৮২.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জানুয়ারী ২০১৮- জুন ২০২২।	১। অপরিহার্য অবকাঠামো (সড়ক, ড্রেন, পার্ক, ট্রাক টার্মিনাল ইত্যাদি) উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরসভার পরিবেশ উন্নয়ন; ২। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস করণ।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৩.২৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.৫৮%।
খাদ্য অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম : Construction of 1.05 lakh M.T Capacity New Food Godowns. (1st Revised) প্রকল্প। **বাস্তবায়ন কাল:** ২০১৩-২০২১। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪০০৯১ লক্ষ টাকা।	খাদ্য গুদাম নির্মাণ ও খাদ্য উপকরণ সংরক্ষণ। ৪২ টি গোডাউন তৈরি করা হবে।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৯,৫৬%। ৪৩টি খাদ্য গুদামের মধ্যে ৪২টি ইতোমধ্যেই হস্তান্তর করা হয়েছে।

উন্নয়ন ক্ষেত্র: জীববৈচিত্র্য ও জলাভূমি

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
পরিবেশ অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: Ecosystem based approaches to the adaptation (EBA) in the draughtporn Barind tract and haor wetland area. **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪২৭২.২৯ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২	To increase the capacity of government and local communities living in the Barind Tract and the Haor area; To reduce the negative effects of climate change using Ecosystem-based Adaption (EbA).	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪%। হাওর এলাকায় এখনও কাজ শুরু করা সম্ভব হয় নাই।
প্রকল্পের নাম: Strengthening and Consolidation of Community Based Adaptation in the Ecological Critical Areas through	(1)To install and management of solar irrigation plants; construction of a Village Conservation Center (VCC) (2)To strengthen VCG capacity in habitat restoration and protection, biodiversity	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৫%। হাওরের তীর এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি সেচ

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
Biodiversity Conservation and Social Protection Project. **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৬৪৬.০০ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১।	conservation, climate change adaptation and mitigation activities established under CBA-ECA Project (3)To strengthen VCG capacity to diversify livelihood options through proper utilization and better management of MCG and direct input support provided by CBA-ECA Project (4) Towards promulgation and dissemination of ECA Rules (5) To evaluate ECA management in Bangladesh and developway forward.	কাজে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

উন্নয়ন ক্ষেত্র : বন সম্পদ

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
বন অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে সিলেট বিভাগে পুনঃবনায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৭০০৪.১৫ লক্ষ টাকা। **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২৪।	১) দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষের চারা দ্বারা বাগান সৃজনের মাধ্যমে বনভূমির জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধকরণ; ২) বাঁশ, মুর্তা ও বেত বাগান সৃজনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ; ৩) আগর বাগান সৃজনের মাধ্যমে বিপদাপন্ন এ বৃক্ষ প্রজাতিকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা এবং এর সংরক্ষণ ও প্রসারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা; ৪) প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির ও গীর্জা) বনায়ন করা; ৫) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উপকারভোগী হিসেবে বনায়নে সম্পৃক্ত করে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা এবং ৬) সিলেট বন বিভাগের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যথাযথভাবে বন ব্যবস্থাপনা করা।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮১%। সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় হিজল, করচ গাছের বনায়ন করা হচ্ছে।

উন্নয়ন ক্ষেত্র: পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৯৪৯.২৭ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়ন কাল:** জুন ২০১৯-জুন ২০২২।	পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬০%। বন্যার উচ্চতা বিবেচনা করে ল্যাট্রিন তৈরি করা হচ্ছে।
প্রকল্পের নাম: সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৯১৬.৪৭ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২।	পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬০%। সরাসরি জরিপ করে সুফলভোগী নির্বাচন করা হয়েছে।
প্রকল্পের নাম: সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি	নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
সরবরাহ। **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৮৮৫০৭৩.৮৭ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়ন কাল:** জানুয়ারি ২০-জুন ২০২৫		প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮%।
প্রকল্পের নাম: Project for sustainable water supply, sanitation and hygiene system in haor areas. **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৫৭৬১.৭১ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়ন কাল:** জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩	হাওর অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়নেন মাধ্যমে স্থানীয় জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রারমান উন্নয়ন।	প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১.৯% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১.৭৮%। প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজভিত্তিক পানি সরববাহ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

হাওর মহাপরিকল্পনার আওতায় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, গৃহায়ন, মৎস্য সম্পদ, জীববৈচিত্র্য ও জলাভূমি, পর্যটন, শিল্প, খনিজসম্পদ এবং বসতি স্থাপনসহ বনজসম্পদ সেক্টর অধিকতর গুরুতপূর্ণ হওয়ায় উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে অধিক সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

হাওর অঞ্চল দারিদ্র্যপীড়িত ও সুবিধাবঞ্চিত হওয়ায় সকল প্রকল্পের সুবিধা সমভাবে সকল এলাকায় পৌঁছানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদার প্রকল্প ক্ষেত্রসমুহকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি, ডেল্টাপ্লান ২১০০ আলোকে হাওর মহাপরিকল্পনা হালনাগাদ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের মধ্যে ২৪ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী অধিদপ্তরের অর্জন ৯৯.৬৯%।

হাওর ও জলাভূমি এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয়

হাওর ও জলাভূমি এলাকায় বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন হাওর মহাপরিকল্পনাভুক্ত ও বহির্ভূত উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম এ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন করেন। ২০২০-২১ অর্থ বছরে হাওর এলাকার সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার ১৬টি উপজেলায় ২৯৪ টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ফসল রক্ষা বাঁধের নির্মাণ ও মেরামত কার্যক্রমসহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বিদ্যুৎ বিভাগসহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে মতামত প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও হাওর মহাপরিকল্পনার আওতায় হাওর এলাকায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয়ের নিমিত্ত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে জুম প্লাটফর্মে ২টি সমন্বয় সভা করা হয়েছে।

ই-সেবা কার্যক্রম

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে (www.dbhwd.gov.bd) অধিদপ্তরের কার্যাবলি, সিটিজেন চার্টার, হাওর মহাপরিকল্পনা, বিভিন্ন সমীক্ষা প্রকল্পের প্রতিবেদন ইত্যাদি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২১ উদযাপন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে ২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে **বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২১** উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশের জলাভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

জলাভূমি সংক্রান্ত প্রচার ও প্রকাশনা

জলাভূমির সুরক্ষা ও সর্বোত্তম ব্যবহার বিষয়ে সর্বসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাওর ও জলাভূমি বিষয়ে ফেসটুন, লিফলেট, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

উপসংহার

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর সীমিত সংখ্যক জনবল নিয়ে হাওর ও জলাভূমি এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় ও মনিটরিং করে আসছে। এ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমীক্ষা প্রকল্পের তথ্য ও সুপারিশ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়াও জলজ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সমন্বিত টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ও জলাভূমি কেন্দ্রিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সমীক্ষা প্রকল্পের পাশাপাশি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। নবসৃষ্ট এ অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগ বিধিমালা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন থাকায় অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগ এখনো সম্ভব হয়নি। অধিদপ্তরে পূর্ণাঙ্গ জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হলে দপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

ছবিতে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম ২০২০-২০২১

চিত্র- ১: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি ও মাননীয় উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি এর উপস্থিতিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার ও বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ মাশুক মিয়া এর মধ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর।

চিত্র-২: ১৭ মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষে পানি ভবনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ মাশুক মিয়া।

চিত্র-৩: ১৭ মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে খামারবাড়ি ৩২ নং -এ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

চিত্র-৪: ১৫ আগস্ট ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীতে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল।

চিত্র-৫: জনাব মোঃ মাশুক মিয়া, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার হাওর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনঃনির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন।

চিত্র-৬: জনাব মোঃ মাশুক মিয়া, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার হাওর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনঃনির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন।

চিত্র-৭: জনাব মোঃ মাতক মিয়া, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার হাওর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনঃনির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন।

চিত্র-৮: জনাব মোঃ মাতক মিয়া, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলার হাওর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনঃনির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন।

চিত্র-৯: জনাব মোহাঃ অলিউল্লাহ মিয়া এনডিসি, পরিচালক (যুগ্মসচিব) ও পারভেজুর রহমান উপপরিচালক (সি. সহকারী সচিব), বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সুনামগঞ্জ জেলার দেরাই উপজেলার হাওর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনঃনির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন।

চিত্র-১০: নুরজাহান খানম, উপপরিচালক (সি. সহকারী সচিব), পাঙ্গী মিজানুর রহমান ও খন্দকার আজহারুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক নেত্রকোণা জেলার খালিয়াজুরী উপজেলার হাওর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনঃনির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন।

চিত্র-১১ মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জনাব মোঃ মাতক মিয়া, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় চত্বরে বৃক্ষ রোপন।

চিত্র-১২: ২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে জনাব মোঃ মাতক মিয়া, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর-এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা।

চিত্র-১৩: জনাব মোঃ মাহুক মিয়া, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আরিয়াল বিল এলাকা পরিদর্শন।

চিত্র-১৪: জনাব মোঃ মাহুক মিয়া, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক চলন বিল এলাকা পরিদর্শন।

চিত্র-১৫। জনাব মোঃ মাহুক মিয়া, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে হাওর মহাপরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রকল্প পরিচালক/প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সমন্বয় সভা।

চিত্র-১৬: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের
আওতাধীন ট্রাস্টসমূহ

INSTITUTE OF WATER MODELLING

IWM

Water Environment & Climate

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

www.iwmbd.org

সপ্তম অধ্যায়: ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM)

ভূমিকা

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানিতাত্ত্বিক মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্বমানের সেবা প্রদান করে আসছে আইডব্লিউএম। সামগ্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন পানি বিষয়ক সমস্যার সমাধান সম্ভব। ১৯৮৬ সালে একটি UNDP কারিগরি সহায়তা প্রকল্প হিসেবে IWM-এর যাত্রা শুরু হয়। তখন এর নাম ছিলো Surface Water Simulation Modelling Programme (SWSMP)। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে Surface Water Modelling Centre (SWMC) কে একটি ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০২ সালের ১ আগস্ট থেকে এই প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ হয় Institute of Water Modelling (IWM)। আইডব্লিউএম গাণিতিক মডেলিং প্রযুক্তিতে উৎকর্ষের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে এবং পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে সামগ্রিক বিবেচনায় এনে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে গুণগতমান উন্নয়নে পরামর্শ সেবা প্রদান নিশ্চিত করছে।

ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার আলোকে গাণিতিক মডেলের সার্বজনীন ব্যবহার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এর প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট এক্ট এর আওতায় ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও নিবন্ধিত হয়।

প্রতিষ্ঠানটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব-এর সভাপতিত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অব ট্রাস্টিজ দ্বারা পরিচালিত। অন্যান্য ট্রাস্টিগণের মধ্যে রয়েছেন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; যুগ্ম সচিব (বাস্তবায়ন-২) অর্থ মন্ত্রণালয়; অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ড্যানিশ হাইড্রলিক ইনস্টিটিউট, ডেনমার্ক; প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি); বিভাগীয় প্রধান, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট (ট্রেজারার), মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক।

অধিক্ষেত্র

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং বাংলাদেশের একমাত্র স্বীকৃত গাণিতিক মডেলিং সেবাদানকারী বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন মডেলিং, জলাভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা, ভূ-গর্বস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা, নগর পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, পানির গুণগত মান ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, ফ্লুভিয়াল হাইড্রলিক্স, নদী প্রকৌশল, বন্যা ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় হাইড্রলিক্স এবং মরফোলোজি, বন্দর এবং অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা, মোহনা এবং মেরিন সিস্টেম ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য প্রযুক্তিগত সমাধান, জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং, হাইড্রজিওলজিক্যাল অনুসন্ধান, টপোগ্রাফিক এবং হাইড্রগ্রাফিক জরিপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইডব্লিউএম এর কর্মকান্ড বিস্তৃত। আইডব্লিউএম সমীক্ষা শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়, মালয়েশিয়া, নেপাল, তাজিকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন, তুরস্ক, কম্বোডিয়া ইত্যাদি দেশেও আইডব্লিউএম সাফল্যের সাথে সমীক্ষা পরিচালনা করছে।

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর অরগানোগ্রাম

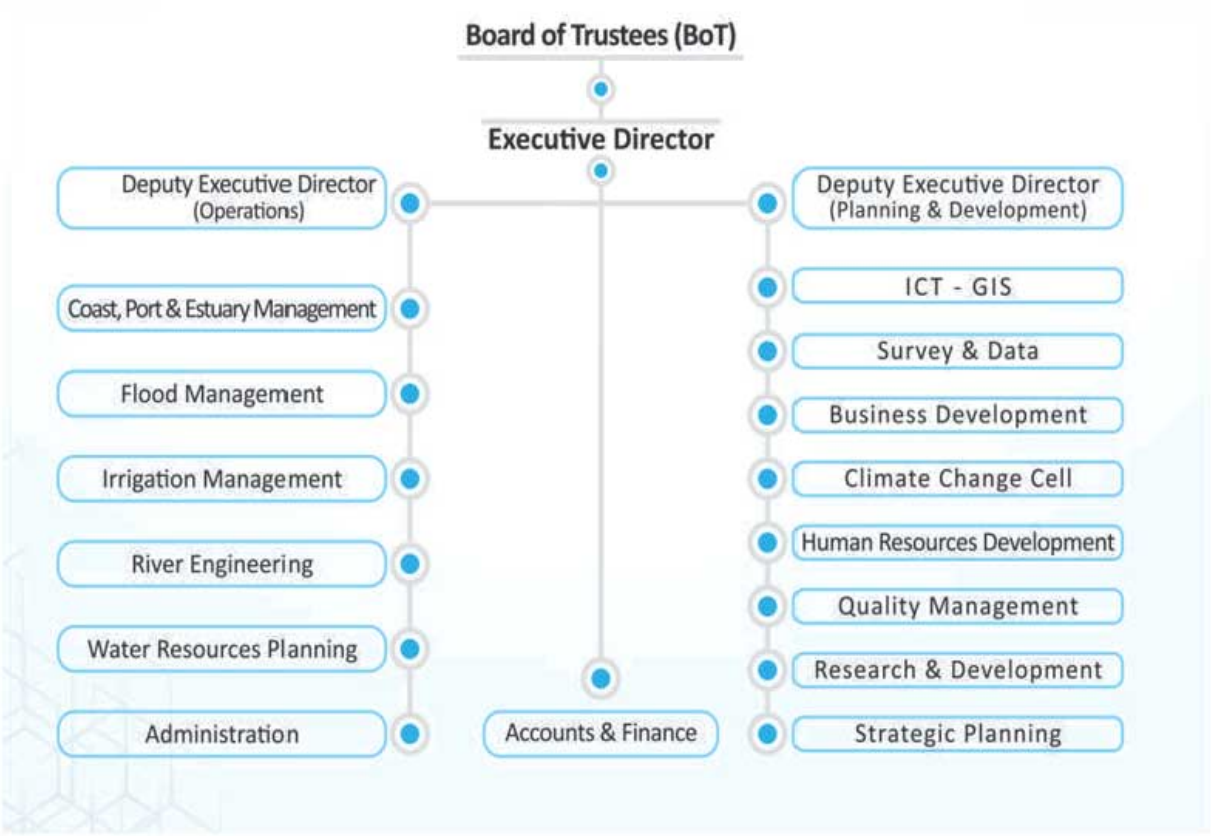

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবল

আইডব্লিউএম-এর বর্তমান জনবল প্রায় ৩৫৮ জন যার মধ্যে ৬৫% ই দেশ ও বিদেশ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উঁচুমানের বিশেষজ্ঞ।

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবল সংখ্যা

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	২১৫
সার্ভেয়ার/ ভিইও/ অন্যান্য	৭৮
কর্মকর্তা ও কর্মচারী	৪০
সাপোর্ট স্টাফ	২৫
মোট	৩৫৮

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এর নব নিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক এবং উপ-নির্বাহী পরিচালকদ্বয় গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার সমাধিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এর নব নিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক এবং উপ-নির্বাহী পরিচালকগণ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জনাব আবু সালেহ খান, নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম, জনাব জহিরুল হক খান, উপ-নির্বাহী পরিচালক (অপারেশনস), জনাব এস এম মাহবুবুর রহমান, উপ-নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি) এবং ব্যবসায় উন্নয়ন প্রধান জনাব সামিউন নবী উপস্থিত ছিলেন। তারা টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে পুস্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা জানান।

আইডব্লিউএম-এর নব নিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক এবং উপ-নির্বাহী পরিচালকদ্বয়ের টুঙ্গিপাড়ায় শ্রদ্ধা নিবেদন

পুস্পস্তবক অর্পণের পর জনাব আবু সালেহ খান এবং আইডব্লিউএম এর সদস্যরা দেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে কিছুক্ষন নীরবে দাড়িয়ে ছিলেন। জনাব খান এবং অন্যান্য সদস্যরা সূরা ফাতেহা পাঠ করেন এবং বঙ্গবন্ধু, তার বাবা-মা এবং ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ এর সকল শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাতে অংশগ্রহন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্থতার জন্য এবং দেশের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করা হয়। তারপর জনাব আবু সালেহ খান সমাধির অতিথি বইতে স্বাক্ষর করেন।

উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আইডব্লিউএম প্রতিষ্ঠা করেন যেটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সাথে যুক্ত একটি ট্রাস্ট সংগঠন হিসেবে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হয়ে কাজ করছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় এর IWM ভবন পরিদর্শন

পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়কে আইডব্লিউএম ভবনে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান আইডব্লিউএম-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আবু সালেহ খান

পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র সচিব এবং IWM বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর মাননীয় চেয়ারপারসন, জনাব কবির বিন আনোয়ার ২৬ নভেম্বর, ২০২০ এ নির্মানাধীন আইডব্লিউএম ভবন পরিদর্শন করেন। আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আবু সালেহ খান, মাননীয় চেয়ারপারসন জনাব কবির বিন আনোয়ার কে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান। মাননীয় চেয়ারপারসন নবনির্মিত আইডব্লিউএম ভবনটি ঘুরে দেখেন এবং কিছু মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। জনাব আনোয়ার ভবন নির্মাণ এর সামগ্রিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আইডব্লিউএম ভবনটি উত্তরার ১৫ নম্বর সেক্টরের ৩/সি রোড এ অবস্থিত। ২ টি বেজমেন্ট বিশিষ্ট ৬ তলা এই ভবনটি গ্রিন বিল্ডিং কনসেপ্ট এ নির্মাণ করা হচ্ছে এবং প্রায় ৫০০ জনবল একসাথে কাজ করার সার্বিক কর্মপরিবেশ রয়েছে।

আইডব্লিউএম ভবন নির্মাণ অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায়, আইডব্লিউএম-এর মাননীয় চেয়ারপারসনের গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান

বঙ্গবন্ধু কর্ণার, আইডব্লিউএম ভবন

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

উত্তরোত্তর মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে আইডব্লিউএম সর্বতভাবে নিবেদিত। মানব সম্পদ উন্নয়নে যে সমস্ত কর্মসূচী এই সংস্থা হতে আয়োজন করা হয় তা সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

- পানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের নিমিত্তে কর্মশালা ও সেমিনার।
- সেবা গ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিশেষে প্রকল্প সমূহ সম্পর্কে অবহিত করন ও তথ্য প্রদানের জন্য সেমিনার আয়োজন করা।
- আইডব্লিউএম এর নিজস্ব স্টাফদের উন্নয়নে মডেলিং ও পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশীয় প্রশিক্ষণ।
- সহযোগী সংস্থা সমূহের বিভিন্ন গোষ্ঠীগত উদ্যোগে জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী কলেজ সমূহের শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের Industrial training প্রদান।
- আইডব্লিউএম এর নিজস্ব স্টাফদের বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, ডিগ্রী ও গবেষণা সাপোর্ট প্রদান।
- বিদেশী ছাত্র ছাত্রীদের মাস্টার্স, পি এইচ ডি পর্যায়ের ডিগ্রী লাভে গবেষণা সাপোর্ট প্রদান।
- NAHRIM, Malaysia কে প্রশিক্ষণ দেয়া।
- Client based Technology Transfer Training।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

আইডব্লিউএম তার বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও হালনাগাদ করার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন নিয়মিত কাজের একটি অংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে আইডব্লিউএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রায় ২০ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে এবং তাতে ২ শতাধিক প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

এছাড়াও ২০২০-২১ সালে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালাসমূহ হয় যেখানে আইডব্লিউএম এর মনোনীত প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	যে দেশে/ মাধ্যমে অনুষ্ঠিত
০১	Training on Professional Software Testing	Online
০২	Inception Workshop for the Green Climate Fund (GCF)	Classroom at PKSF
০৩	Online training on AEROMOD	Online
০৪	Computational Hydraulics	Online by BUET
০৫	River Hydraulics	Online by BUET
০৬	Hydrology	Online by BUET
০৭	Statistical Methods in Hydrology	Online by BUET
০৮	Hydraulic Structure	Online by BUET
০৯	Coastal Engineering	Online by BUET
১০	Modelling urban drainage using MIKE+ Collection System (MIKE 1D)	Online by DHI Academy
১১	Modelling water distribution networks using MIKE+ WD	Online by DHI Academy
১২	Modelling urban integrated flooding using MIKE+ Urban Flood	Online by DHI Academy
১৩	Modelling seawater intrusion	Online by DHI Academy
১৪	Modelling sediment transport & morphology in rivers using MIKE 21C	Online by DHI Academy
১৫	Water quality & environmental modelling of rivers using MIKE ECO Lab	Online by DHI Academy
১৬	Modelling sediment transport & morphology on coastlines: Littoral Processes FM (LPFM), M21 Shoreline Morphology FM (MIKE 21 SM FM)	Online by DHI Academy
১৭	Advanced three-dimensional hydrodynamic modelling using MIKE 3 Flow Model FM#02 - Advanced three-dimensional hydrodynamic modelling using MIKE 3 Flow Model FM	Online by DHI Academy
১৮	Training on Business Communication by British Council	Online
১৯	Training to IWM Professionals for ISO Certification (Management Review Committee)	Classroom at IWM
২০	Training to IWM Professionals for ISO Certification Internal Audit Team)	Classroom at IWM

নিজস্ব জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচী ছাড়াও আইডব্লিউএম তার সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রকৌশলীদের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে:

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা	যে প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়োজন করা হলো
০১	4 days Training Programme for BWDB Officials on Survey in connection with Implementation support service for on-going projects of BWDB for the year 2020-21	25	Bangladesh Water Development Board (BWDB)
০২	Building Capacity for Climate Change adaptation and climate change vulnerability	20	IWM, BUET, BAU, BINA, IOM etc
০৩	Internship of the Students of Civil Engineering, MIST	6	Department of Civil Engineering, MIST

Under Knowledge sharing scheme

Sl	Name of program	Presenter	Mode
01	Monday Talks (on master's thesis)	IWM Professionals	Online
02	Monthly Webinar	IWM Project Leaders	Online

সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আইডব্লিউএম-এর বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীগণ Zoom এর মাধ্যমে Water Management/Modelling-এর উপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

কাজের পরিসর

গাণিতিক মডেলিং	DSS/জরিপ
• সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ; • রিভার মরফোলোজি; • লবণাক্ততা ও পলি প্রবাহ; • জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব; • কোস্টাল হাইড্রলিক্স ও মরফোলোজি; • উপকূল, বন্দর এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা; • পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণ; • সেতু হাইড্রলিক্স ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন; • নগর পানি ব্যবস্থাপনা; • সেচ, জলবায়ু ব্যবস্থাপনা; • ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা; • ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনা; • বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনা; • সমন্বিত কোস্টাল জোন ব্যবস্থাপনা; • জলাভূমি ও লেক ব্যবস্থাপনা;	• GIS ভিত্তিক DSS; • GIS ভিত্তিক IIS; • ডাটাবেইজ প্রয়োগ ; • সার্ভে, RS ইমেজ ও মডেল ডাটা থেকে মানচিত্র প্রণয়ন; • টোপোগ্রাফিক সার্ভে ; • হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ; • পানি প্রবাহ পরিমাপ ; • পলি ও পানির গুনগত মান ; • হাইড্রো-জিওলোজিক্যাল অনুসন্ধান; • ওয়াটার কোয়ালিটি এনালাইসিস;

জরিপ কাজে IWM এর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা

নদীমাতৃক বাংলাদেশে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞান ভিত্তিক ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে করছে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধশালী। এরই ধারাবাহিকতায় পানি সম্পদকে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবহারের জন্য, সঠিক ও উন্নত প্রযুক্তির টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ একটি অপরিহার্য অংশ। উন্নত প্রযুক্তির টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ একটি ব্যয়বহুল কাজ। এসব অবকাঠামো নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে প্রয়োজন হয় দীর্ঘমেয়াদি তথ্য উপাত্ত ও সঠিক পরিকল্পনা । আর এই সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজন বিজ্ঞান ভিত্তিক ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে সার্ভে কাজ সম্পাদন করা। এই সার্ভে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি এবং দক্ষ জনবল। গত ২৫ বছর ধরে আইডব্লিউএম দক্ষ জনবল দিয়ে পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা প্রনয়ণে সঠিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের কাজ করে আসছে। বর্তমানে আইডব্লিউএম-এর রয়েছে সর্বাধুনিক মাল্টিবিম ইকোসাউন্ডার (Multibeam Echosounder System), 3D টেরেস্ট্রেরিয়াল লেজার স্ক্যানার (3D Terrestrial Laser Scanner),আরটিকে -জিপিএস (RTK-GPS Receiver), ইউএভি (Unmanned Aerial Vehicle(UAV) এবং (Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) অ্যাকোস্টিক ডপলার প্রোফাইলারের মতো অত্যন্ত বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি। এসব বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি, এসবের সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি এবং দক্ষ জনবল এ প্রতিষ্ঠানের জরিপ সক্ষমতাকে বিশ্বমানে পৌঁছে দিয়েছে।

Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)

নদী ও সমুদ্রতীরের ঢেউ ও স্রোতের প্রবাহ পরিমাপের জন্য IWM ADCP ব্যবহার করে থাকে। প্রথম ADCP ২০০৪ সালে RD Instrument থেকে সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে ডাটা সংগ্রহের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ায় আরও কিছু ADCP কেনা হয়। IWM এর সংগ্রহে দুই ধরনের ADCP আছে। অভ্যন্তরীন নদীতে সার্ভে নৌকাতে ADCP স্থাপন করে, উপাত্ত সংগ্রহ এবং প্রবাহ পরিমাপ করা হয়। ADCP তাৎক্ষনিক গভীরতা, shiptracking গতিবেগ এবং Discharge পরিমাপ করে। এই Bathmetric/ Oceanographic জরিপ IWM Workhorse Rio Grande 600kHz এবং River Ray 600Hz মডেল ব্যবহার করে। সমুদ্রতীরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে Continuous time series data সংগ্রহ প্রয়োজন হয়, সেখানে স্থির স্থাপনায় ADCP বসানো প্রয়োজন। উপরোক্ত উপাত্ত পরিমাপের জন্য IWM এর সংগ্রহে ৩টি Sentinel V ADCP আছে। ADCP স্বল্পকালীন সময়ের জন্য নৌকায় স্থাপন যোগ্য যেখানে শুধুমাএ পানির প্রবাহ পরিমাপ করা প্রয়োজন। দীর্ঘকালীন উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ADCP সাগরের তলদেশে স্থাপনা নির্মান করে তার উপরে বসানো হয়। এই কাজে ডুবুরির সহায়তা আবশ্যক। এই ADCP যন্ত্রে ব্যাটারী সংযুক্ত থাকে এবং উপাত্ত সরাসরি ADCP তে সংরক্ষিত হয়, এতে Tilt Sensor and Pressure Sensor আছে যা যন্ত্রের সার্বিক অবস্থান ও পানির গভীরতা নির্দেশ করে। এটি সার্বক্ষনিক ভাবে পানির প্রবাহ ও ঢেউয়ের উচ্চতা রেকর্ড করে। Wi-Fi এর সাহায্যে ADCP থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়ে থাকে এবং প্রয়োজনে পুনরায় স্থাপন করা যায়।

ডিপ্লয়মেন্ট অফ ADCP হাইড্রোগ্রাফিক ডাটা: নদীর স্রোতের ডাটা সংগ্রহের জন্য ADCP ডিপ্লয়মেন্ট করা হয় কুতুবদিয়া চ্যানেলে

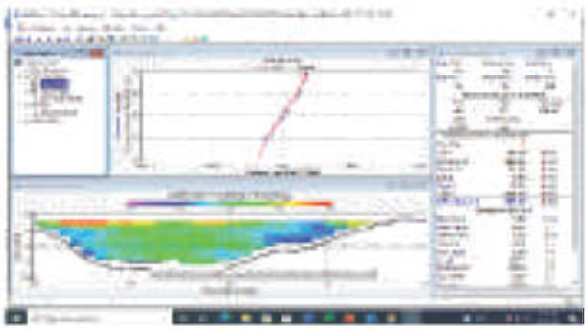

রিয়েল টাইম ডিসচার্জ মেজারমেন্ট ADCPর মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়

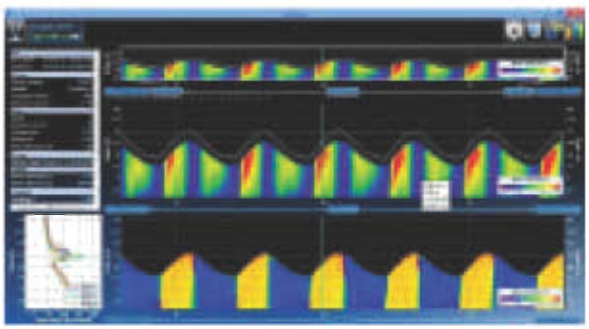

ADCP দ্বারা সমুদ্রের মধ্যে বর্তমান গতি এবং দিক পর্যবেক্ষন করা হয়।

Multibeam Echosounder System

সার্ভে কভারেজ এরিয়া বিশাল হলে এই যন্ত্রে Bathymetric Survey তে ব্যবহার করা হয়। IWM এর সংগ্রহে করেছে ২টি Multibeam Echosounder System। যার একটি Teledyne Reson (Model T20R) and Teledyne Odom (Model MB2)। Model T2OR, সমুদ্রতলদেশ পরিমাপে 512 beams ও 165 -degree swath width পর্যন্ত কভার করে। T20R এর উপাত্ত উচ্চ রেজোলিশন সমৃদ্ধ এবং প্রায় শব্দহীনভাবে কাজ করে। Model MB2 টিও একটি উচ্চ মানের যন্ত্র যা 512 beam and 140 degree Swath Width ব্যবহার করে নদী ও সমুদ্রের তলদেশ জরিপ করতে পারে। এই যন্ত্র বন্দর, ড্রেজিং পর্যবেক্ষন, নদী শাসন জরিপ, ব্রীজের piers এর চারপাশের Scour Hole জরিপ করতে ব্যবহার করা যায়।

রিয়েল টাইম মাল্টিবিম ইকোসাউন্ডারের মাধ্যমে হাইড্রোলজি ডাটা সংগ্রহ

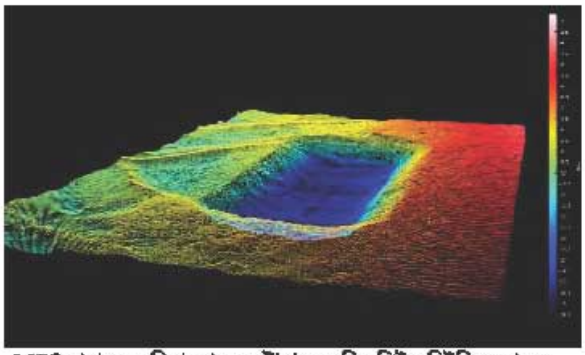

MB2 দ্বারা কুতুবদিয়া চ্যানেলে ট্রায়াল ড্রেজিং পিট মনিটরিং করা হয়

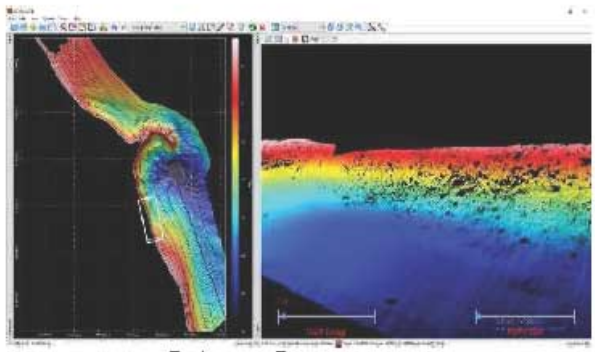

Reason T20R সিস্টেম দ্বারা সিরাজগঞ্জের ক্রসবার ৩ এ যমুনায় ব্যাথিম্যাট্রিক জরিপ

Optical Backscatter Sensor

সেট ওসেন সার্ভেতে পানির অসচ্ছতা (Turbidity) পরিমাপে এটি ব্যবহার করা হয়। সমুদ্রতলদেশে স্থাপিত এই যন্ত্র একটানা উপাত্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম। এই যন্ত্রটি তাপমাত্রা, কন্ডাক্টিভিটি, অসচ্ছতা এবং চাপ পরিমাপ (Pressure Sensor) করতে সক্ষম। অসচ্ছতা (Turbidity) NTU এককে পরিমাপ করা হয়। সাধারনত পানির নমুনায় সাসপেন্ডেড সেডিমেন্টের ঘণত্বের সাথে অসচ্ছতা উপাত্তের সম্পর্ক থাকে। IWM, Campblell Scientific Instrument Aquatroll In Situ Instruments থেকে OBS 3 সংগ্রহ করেছে।

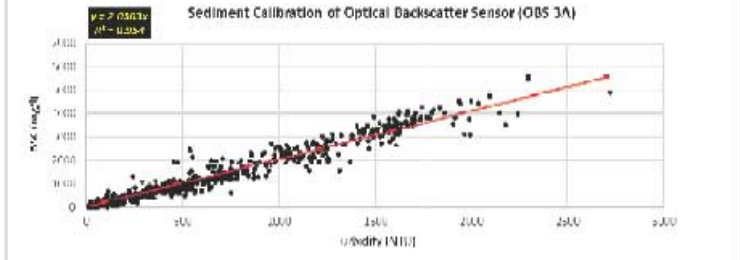

Figure: Calibration OBS Data (NTU) with Water Sample Data (SSC mg/l)

Bathymetric Survey (Single Beam)

IWM বিগত ২৪ বছর ধরে আধুনিক প্রযুক্তির জিপিএস এবং ডিজিটাল হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে করে আসছে। Bathymetric Survey করার জন্য IWM এর তিনটি সার্ভে বোট আছে।এছাড়াও প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে ভাড়া করা ইঞ্জিন চালিত নৌকা দিয়ে জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। ইকো সাউন্ডার শব্দ তরঙ্গ প্রেরন করে এবং তার প্রতিধ্বনি নদীর তলদেশ থেকে ফেরত আসার সময়ের ভিত্তিতে পানির গভীরতা নিরুপন করে। IWM-এর সবগুলো ইকো সাউন্ডার উচ্চ মানের এবং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের সময় কম্পিউটারে ডিজিটাল সঙ্কেত প্রেরনে সক্ষম। GPS ইকো সাউন্ডারের সঠিক নেভিগেশন ও রেকর্ডিং অবস্থান নিরুপন করে। এই যন্ত্রের সাথে Trimble Hydro Pro, Hypack or PDS Software সম্বোলিত একটি ল্যাপটপ সংযুক্ত থাকে। এই Software নৌকাটির সার্বক্ষনিক অবস্থান প্রদর্শন করে এবং সকল ডাটা কম্পিউটারে রেকর্ড করে। Raw data অফিসে পর্যবেক্ষন ও পরিশোধন করা হয় এবং পরিশোধিত ডাটা পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য সফটওয়্যারে পুনরায় পরিশোধন (Process) করা হয়। IWM এর ২টি Dual Frequency এবং ৬টি Single Frequency Echosounder আছে।

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ড্রেজিং কাজে মোতায়েন করা ব্যাথিম্যাট্রিক সার্ভে বোট (IWM সার্ভে ভেসেল ১)

তরুণ প্রকৌশলীদের জামালপুরে IWM জরিপ কাজে অংশগ্রহণ

3D টেরেস্ট্রিয়াল লেজার স্ক্যানার

টেরেস্ট্রিয়াল লেজার স্ক্যানার একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যা লেজার স্ক্যানিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে 3D পয়েন্ট ক্লাউড পরিমাপ করে। IWM-এর রয়েছে Teledzne Optech (Model: Polaris LR) যেটি একটি অত্যাধুনকি লেজার স্ক্যানার। লক্ষ্যের ধরন অনুযায়ী যন্ত্রটি ১৫০০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত স্ক্যান করতে সক্ষম। সময় ক্ষেপণ, ফাইলের আকার এবং অপ্রয়োজনীয় ডেটা দূর করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী স্ক্যান এরিয়া কাস্টমাইজ করা যায়। এটি সরাসরি ভূ-রেফারেন্সযুক্ত ডাটা সংগ্রহ করতে পারে এবং এতে রয়েছে জিপিএস সেন্সর ও ক্যামেরা যার মাধ্যমে বস্তুর অবস্থান এবং ছবি সংগ্রহ করতে পারে। এই যন্ত্রটি উন্মুক্ত কয়লা খনি, স্থাপত্য ভবন, দুর্গম বস্তু (যেমন বিদ্যুতের টাওয়ার), সড়ক/রেল পথ, টানলে সহ বিভিন্ন জরীপ কাজে ব্যবহৃত হয়। সার্ভে-গ্রেড ডেটা সাব-সেন্টিমিটার নির্ভুলতা এবং উচ্চ রেজোলিউশনের সাথে সর্বনিম্ন ডেটা সংগ্রহ এবং সল্প সময়ে প্রক্রিয়াকরণ এই যন্ত্রটিকে ডেটা সংগ্রহের জন্য অনন্য করে তোলে।

টেরেস্ট্রিয়াল লেজার স্ক্যানার সেটআপ

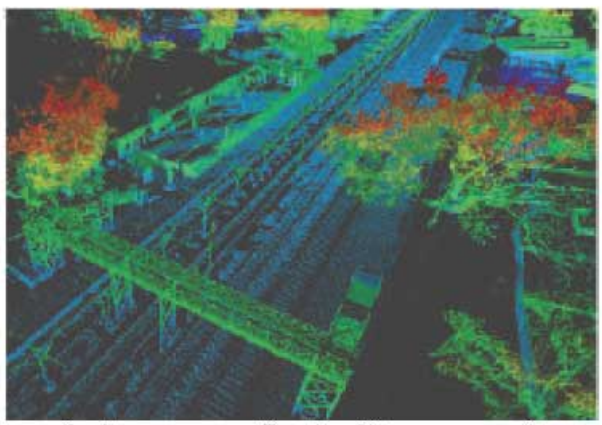

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সংগৃহীত টেরেস্ট্রিয়াল লেজার ডেটা

মানবহীন আকাশযান (UAV)

IWM, UAV (ড্রোন) দ্বারা একটি টপোগ্রাফিক জরিপ পরিচালনা করছে যেখানে 3D DSM বা DTM প্রয়োজন। IWM এর রয়েছে DJI phantom 4 pro, version- 2 ড্রোন। DJI সফটওয়্যার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত আকাশপথে UAV (ড্রোন) পরিচালিত। চূড়ান্ত আউটপুটের জন্য Pix D এবং অন্যান্য সফটওয়্যারে ডেটা প্রসেস করা হয়।

DJI phantom 4 pro, version- 2 (বামে) এবং সাইটের 3D ভিউ (ডানে)

RTK-GPS রিসিভার

রিয়েল টাইম কিনেমেটিক জিপিএস (RTK GPS) জরিপ রেফারেন্স রিসিভার এবং রোভিং রিসিভারের মধ্যে রেডিও / মোবাইল ফোন লিংক দিয়ে সম্পাদিত হয়। IWM টিবিএম / গ্রাউন্ড কন্ট্রোল পয়েন্ট এস্টাবলিশমেন্ট, স্যাটেলাইট ইমেজ জিওরেফারেন্সিং, এবং অন্যান্য প্রকৌশল ইঞ্জিনিয়ারিং / হাইড্রোগ্রাফিক্যাল সার্ভে পরিচালনার জন্য এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে যেখানে অনুভূমিক এবং উচ্চ নির্ভুলতা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে IWM এর Trimble, Hemisphere, EMLID, এবং Polaris GNSS থেকে 30 টির বেশি RTK-GPS রিসিভার আছে।

ছবিঃ RTK বেস স্টেশনটি একটি SoB BM এর (বামে) এবং RTK-GPS ডেটা সংগ্রহের সাইটে (ডানদিকে) স্থাপন করা হয়েছে

আইডব্লিউএম কর্তৃক সম্পাদিত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের তালিকা

Sl. no	Project Name
1.	Feasibility Study for the Development and Management of Karnafuli River Basin (with Halda river), **BWDB**
2.	Feasibility Study for Re-excavation of Shuvadya Khal along with Development and Protection of its both Banks, **BWDB**
3.	Feasibility Study for Re-excavation of New Dakatia River in Cumilla and Chandpur District, **BWDB**
4.	Detailed Feasibility Study for Flood Control, Drainage, Irrigation and Dredging of Bakkhali River in Cox's bazar District (Phase-1), **BWDB**
5.	Feasibility Study for Restoration of Sangu and Matamuhuri River Basin, **BWDB**
6.	SDIP Phase II- Sustaining Groundwater Irrigation for Food Security in the Northwest Region of Bangladesh, **CSIRO**
7.	Study on Interaction between Haor and River Ecosystem including Development of Wetland Inventory and Sustainable Wetland Management Framework, **DBHWD**
8.	Detail Topographic Survey, Hydrological and Morphological Study using Mathematical Model for Proposed Rail Line Construction from Bhanga to Payra Port, **Bangladesh Railway**
9.	Hydrological and Morphological Study for the proposed Shuvapur Bridge on Feni River and the adjoining area Chagalnaiya, Feni at 33rd km. of Feni (Mohammad Ali Bazar)-Chagalnaiya-Karerhat (Z-1031) Road under Feni Road Division during the year 2018-2019, **RHD**
10.	Consultancy Services for Mathematical Modelling Study for Dredging of the Padma River at the Upstream of the Padma Bridge under Dohar Upazila, **Bangladesh Army**
11.	Morphological study of Jamuna River Crossing for Barapukuria-Bogura-Kaliakoir 400kV Line Project, **PGCB**
12.	Morphological Study of Different River Crossing (Padma and Jamuna) for infrastructure Development for power Evacuation facilities of Rooppur Nuclear power plant, **PGCB**
13.	Study on Aquifer Mapping and Groundwater Resource Assessment for Management of eco-friendly Sustainable Agricultural Development in Bangladesh, **BADC**
14.	Groundwater Hydrological Study for the proposed Project of "Probable Site Selection for Construction of Nuclear Power Plant in the Southern Part of Bangladesh", **BAEC**
15.	Developing Disaster and Climate Change Risk Profile of Industry Sector in Bangladesh, **UNDP**
16.	Consultancy Services on Surface Water Hydrology study for "Probable Site Selection for Construction of Nuclear Power Plant in the Southern Part of Bangladesh", **BAEC**
17.	JICA preparatory survey for Urban Development, **JICA**
18.	Detail Design and Construction Supervision of Drainage Canals in DMZ-1 & 2, **DWASA**
19.	Storm Water Drainage System Analysis for Chinese Economic & Industrial Zone Project, **China Harbour Engineering Company Limited**
20.	Emergency Water Supply Project of Dhaka City, **DWASA**
21.	Detail Study on Total Water Demand and Water Availability for Sabrang & Naf Tourism Park, **BEZA**
22.	Pre-Feasibility Study of Netrokona Economic Zone, **BEZA**
23.	Feasibility Study for Water Supply Transmission in Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar from Proposed Mohara WTP (Phase II), Chattogram, **CWASA**
24.	Design Review & Construction Supervision under Construction of Internal Roads, Surface Drains and Footpath in Zone 01 to 05 of Gazipur City Corporation, **GCC**

25.	Topographic Survey for Consulting Services for Matarbari Port Development, **Nippon Koei**
26.	Topographic Survey for Techno-Economic Feasibility Study, Engineering Services and Tender Management Services for Construction of a Land Based LNG Terminal at Matarbari, Cox's Bazar, **Nippon Koei**
27.	Bathymetric Survey in Sangu River and Cross Section/Topographic Survey along Painchara Tributary in nearby areas of Bandarban District Town for Urban Infrastructure Improvement Preparatory Facility Project (DPHE Component) ADB LOAN NO. 6019 - BAN (COL), **NJS**
28.	Bathymetric survey and Discharge measurement during 2019 monsoon for FRERMIP, **BWDB**
29.	Support to WUR in Research Project "Deltas Out of Shape", **WSP**
30.	Bathymetric Survey by Multibeam Echosounder for monitoring Bank erosion and River training works at Noria, **BWDB**
31.	Hydro-Morphological Study of Construction of Bridge on Brahmaputra River at 53rd km of Sherpur (Kanashakhola)-Chandrakona-Narayankhola-Ramvadrapur-Poranganj-Mymensingh (Rahmatpur) Road under Mymensingh Road Division during the year 2019-2020, **RHD**
32.	Numerical Modelling Study of the Buriganga and Meghna Rivers in connection with the Detailed Design of Proposed Pangaon and Ashuganj Cargo Terminals of BIWTA, **BIWTA**

আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা

Sl. no	Project Name
1.	Long Term Monitoring, Research and Analysis of Bangladesh Coastal Zone, **BWDB**
2.	Supervision and Monitoring the Performance Dredging, Morphological and Environmental Impacts, Detailed design and Assessment of Effectiveness of Dredging for Restoration of Dry Season Flow, Improvement of Navigability and Flood Management of Four River Routes including Hydrographic and Bathymetric Survey Services, **BIWTA**
3.	Management Support to the Mathematical Modelling Centre (MMC) for Water Resources Research & Development under Water Resources Department, **Government of Bihar**
4.	Comprehensive Feasibility Study for Sustainable Restoration and Protection of Wetlands (Haor, baor, beel, and connected rivers etc.) in different Hydrological Regions of Bangladesh, **DBHWD**
5.	Development of Upazila Land Suitability Assessment and Crop Zoning System of Bangladesh, **BARC**
6.	Consultancy Services for Preparation of GIS Maps (City & Ward) for Chattogram City Corporation **(CCC)**
7.	Monitoring of Hydraulic & Morphological Conditions of the Jamuna River for the safety of the River Training Works of the Bangabandhu Bridge during the year 2018 to 2022 (Five Years), **BBA**
8.	Bathymetric Survey for Gorai River Dredging and Bank Protection, **BWDB**
9.	Implementation Support Services in connection with different ongoing projects of **BWDB**
10.	Preparation of Sewerage Master Plan with Detail Design of Priority Works Project for **Sylhet City Corporation**
11.	Preparation of Master Plan, Architectural Design, Detail Design, Drawings, BoQ, Tender Documentation & Construction Supervision of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime University (BSMRMU) Permanent Campus at Chattogram, **BSMRMU**
12.	Consulting Services for Project Development Facility (PDF) Consultants (Package No. DWSNIP/PDF/03.5), **DWASA**

13.	Training, GIS Data Preparation & Mapping, Prepare Survey Report, Modelling and Detailed Design (Contract Package ICB 02.9 of DWSNIP- S. A. Engineering), **DWASA**
14.	Training and Supervision of Survey Works, Pipeline Distribution Network Modelling, Design & Detail Design work under "Distribution Network Improvement (DNI)", **DWASA**
15.	Preparation of Master Plan and Feasibility Study for Short-term Measures in Ward No.- 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 and 75 of **Dhaka South City Corporation.**
16.	Designing and Implementation Supervision of Water Supply Network Considering DMA Concept at Jhilmil Housing Project of RAJUK, Dhaka, **DWASA**
17.	Emergency Multi-sector Rohingya Crisis Response Project (EMCRP), **DPHE**
18.	ESIA & ESMF for the PRIDE Project Mirersarai BEZA ESIA, **BEZA**
19.	Hydro-Morphological Modelling and survey of the Jamuna River for the Proposed Bangabhandhu Rail Bridge, **Bangladesh Railway**
20.	Survey for CDSP at Meghna Estuary, **BWDB**
21.	Detail Tropographic Survey and Hydrological & Morphological study using Mathematical Model for construction of railway line from (i) Chapainawabganj to Sonamasjid, (ii) Panchagarh to Banglabandha, (iii) Domar to Votemari via Jaldhaka and (B) Construction of new railway bridge on Tistariver beside the existing railway bridge, **Bangladesh Railway**
22.	Consultancy Service of "Hydrological Investigation & Modelling of the State of Surface and Groundwater resources in the High Barind Region" **WARPO**
23.	Consultancy Services for Participatory Rural Appraisal (PRA) and Baseline Study of the State of Water Resources in the High Barind Region, **WARPO**
24.	Hydrology & Morphological Study of Ichamoti River for Construction of Kunderbazar Bridge at 6th km. (Ch. 5+570) of Munshigonj (Hatimara)-Kunderbazar-Sreenagar (Sanbari) Road under Munshigonj Road Division during the Year 2020-202, **RHD**
25.	Updating and Maintenance of FFWS of FFWC, **BWDB**
26.	Hydro-morphological Model Study and Strategic Planning for Char Development in the Meghna Estuary under Char Development and Settlement Project, **BWDB**
27.	Hydrological Monitoring and Implementation Support Service in Connection with Dredging/Re-Excavation of Bangali-Karotoa-Fuljor-Hurasagor River System with Bank Protection Project of 24 Engineer Construction Brigade, **Bangladesh Army**
28.	Development of Water Distribution and Supply Facilities at Purbachal New Town Project through Public Private Partnership Project, **RAJUK**
29.	Sustainable Forests & Livelihoods (SUFAL) Project, **Forest Department**

সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীর অববাহিকা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফলাফলের সারসংক্ষেপ

সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী নদী বাংলাদেশের দক্ষিন-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত অন্যতম প্রধান দুটি নদী। পাহাড়ী নদী হওয়ায় এই দুটি নদীর উজানের বেশিরভাগ অংশই স্রোতস্বী এবং জোয়ার-ভাটার দ্বারা প্রভাবিত হয়। সাঙ্গু নদীর উৎপত্তি হয় বান্দরবন জেলার থানচি উপজেলার রেমাক্রি থেকে। এটি থানচি হতে উৎপত্তি লাভ করে উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়ে রোয়াংছড়ি এবং বান্দরবন হয়ে প্রবাহিত হয়। এরপর নদীটি পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁন্দনাইশ, সাতকানিয়া, আনোয়ারা এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার উপর প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। অন্যদিকে মাতামুহুরী নদীটি বান্দরবান জেলার আলীকদম উপজেলার চোকিয়াং ইউনিয়ন হতে উৎপত্তি লাভ করে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত কক্সবাজারের চকোরিয়া উপজেলা হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়।

পাথরের প্রাচুর্যতা, পাথুরে জলাধারগুলো 'খুম' নামে পরিচিত, সাঙ্গু নদী

এই নদীগুলোর দ্বারা পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলগুলোর কৃষিকাজ, মৎস্য আহরন, জীববৈচিত্র্য এবং ব্যবসা বানিজ্য টিকে থাকে। বর্ষাকালে উজান থেকে নেমে আসা প্রবাহের কারনে সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীর উপনদী, খালসমূহে বন্যা এবং ভূমিক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। নদীবক্ষে প্রচুর পরিমানে পলিডরাটের কারনে শুষ্ক মৌসুমে পানি ধারন ক্ষমতা হ্রাস পেলে নৌচলাচল, শিল্প-কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় পানির ব্যবহার এবং পন্য পরিবহনে বাঁধার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পার্বত্য এলাকায় চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করার সময় লাঙ্গল দ্বারা মাটি আলগা করা হয়; ফলে, বৃষ্টিপাতের দ্বারা এই মাটি নদীবক্ষে এসে জমা হয়। নদীবক্ষের গভীরতা হ্রাসের ফলে বর্ষায় ভারী বৃষ্টিপাতের কারনে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়। সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী নদীর পাশে অবস্থিত শিল্প কারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্যের দ্বারা নদীগুলোর পানির গুনগত মান হ্রাস পায়। এই নদীগুলো স্থানীয় জনসাধারনের গৃহস্থলি, সেচ এবং মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পানির উৎস। শুষ্ক মৌসুমে নদীর প্রবাহ হ্রাসের কারনে পানীয় জলের সরবরাহ, কৃষিতে সেচ, মৎস্য চাষ এবং নৌচলাচলে গুরতর সমস্যা সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে, ডেল্টা ভিশন অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান (বিডিপি -২১০০)-এর ছয়টি লক্ষ্য রয়েছে যেখানে লক্ষ্য-২ **"Ensure safety from floods ; and Goal 2: Enhance water security and efficiency of water usages"** নদীর অববাহিকা ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং, এই প্রেক্ষাপটে চলমান সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী নদীর অববাহিকা পুনরুদ্ধার সমীক্ষা প্রকল্পটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান-এর অন্যতম হটস্পট। এমতাবস্থায়, নদীর অববাহিকাকে পুনরুদ্ধার এবং অধিক সক্রিয় করার লক্ষ্যে প্রয়োজনী কার্যক্রম চিহ্নিত করার জন্য সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী নদীর ওপর একটি বিশদ সমীক্ষা সম্পাদন করা প্রয়োজন। সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীর অববাহিকাকে পুনরুদ্ধারের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে 'সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী নদী অববাহিকা পুনরুদ্ধার' প্রকল্প সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড Institute of Water Modelling (IWM)-কে সমীক্ষা প্রকল্পটি সম্পাদন করার জন্য পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। চলমান প্রকল্পটি সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী নদী অববাহিকার পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে কারিগরি, পরিবেশগত, সামাজিক এবং আর্থিক দিক বিবেচনায় কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্তে সম্পাদিত হয়েছে।

প্রকল্প এলাকা এবং প্রধান সমস্যাসমূহ

সমীক্ষাধীন এলাকাটি সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী নদী অববাহিকার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত। অবাহিকার নদীগুলোর বিভিন্ন স্থানে খাড়া স্লোপ থাকার কারনে স্রোতস্বী এবং নদীগুলোতে জোয়ার ভাটার প্রকট প্রভাব রয়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নদী অববাহিকার সমস্যা গুলো হতে এই অঞ্চলের নদীগুলোর সমস্যা ভিন্ন ধরনের। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন, স্থানীয় জনসাধারনের সাথে আলোচনা, পূর্ববর্তী গবেষনা প্রতিবেদন অধ্যায়ন, উপগ্রহ হতে প্রাপ্ত চিত্র যাচাই এবং তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষন করে প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

নদী ভাঙ্গন থানচি, সাঙ্গু নদী

সাঙ্গু নদী অববাহিকার জেলেপাড়া, পুকুরিয়া, চারবাড়ী, বাংলাবাজার, চাড়াতি, কাটাঘর, বিশ্বাসহাট, চিরিংপাটা, বাইটরানি, গোয়ালিখোলা, ভরাখালী, কবিরাজপাড়া, বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট, পাইলটপাড়া, রুমাবাজার, থানচি সদর, হেডম্যান পাড়া, রেমাক্রি এবং বড়মদক এলাকাগুলো নদীভাঙ্গনের সমস্যা থাকায় জনসাধারন দূর্ভোগের শিকার হচ্ছে। মাতামুহুরী নদী অববাহিকার ভাঙ্গনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলো হচ্ছেঃ রামপুর, লামাবাজার, আংলাপাড়া, মেরাখোলা, শিলেরটোয়া মারমাপাড়া,

সাবেরমিয়াপাড়া, কুরুকপাতা বাজার, পুয়ামুহুরী বাজার। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে কুরুকপাতা বাজার, পুয়ামুহুরী বাজার, রেমাক্রি এবং বড়মদক এলাকাগুলোতে নদীতীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই অববাহিকায় বন উজাড়করণ একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। উপগ্রহের তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ১৯৮৯ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত ১২১৬২ কিলোমিটার বনভূমি উজাড় করা হয়েছে। গাছগুলো মাটির কনাগুলোকে সুসংগঠিত রাখে তা কেটে ফেলার কারনে মাটির গঠন বিনষ্ট হয় এবং বৃষ্টিপাত ও প্রবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নদীতে পতিত হয়। নির্বায়নের কারনে এই অঞ্চলকে "কালো অঞ্চল" বলা হয়। শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানির পরিমান কম থাকার কারনে সুপেয় পানির জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল হতে হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের দিকে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের পরিমানও কমে যায়। মানব বসতির জন্য অবকাঠামো নির্মান, নগরায়ন এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারনে এতদঅঞ্চলের ভূমিক্ষয় ত্বরান্বিত হচ্ছে। এছাড়া ইট তৈরি, বসতি নির্মান, বসতি সম্প্রসারন, মাটির ব্যবসা প্রভৃতি কাজে ক্রমাগতভাবে পাহাড় কাটার প্রবনতা ভূমিক্ষয় ও ভূমিধ্বসের মত বিপর্যয়ের অন্যতম কারন। পাহাড় কাটার ফলে সংশ্লিষ্ট পরিবেশ হুমকির মুখে পতিত হয়।

নাফাখুম জলপ্রপাত মুখ, রেমারকি, সাঙ্গু নদী

বর্তমান সমীক্ষা

বর্তমান সমীক্ষাটি তথ্য সংগ্রহ, মাঠ জরিপ, সামাজিক জরিপ, গানিতিক মডেলিং, সমস্যা সমাধানে বিকল্প পন্থা তৈরি এবং বহুমাত্রিক বিশ্লেষন, পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব নিরূপন ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে। স্থানীয় জনগন এবং পানি বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগনের সাথে আলোচনার ম্যাধমে এবং মাঠ জরিপ, তথ্য ও গানিতিক মডেলের ফলাফল বিশ্লেষনের মাধ্যমে দুটি কার্যকরী বিকল্প (Option) তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে বহুমাত্রিক বিশ্লেষনের মাধ্যমে সর্বাধিক কার্যকরী বিকল্পটি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকাটির আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপনের লক্ষ্যে সামাজিক জরিপ সম্পাদন করা হয়েছে। প্রকল্পে সুপারিশকৃত কার্যাবলী সম্পাদিত হলে তা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর কোনো বিরূপ প্রভাব বিস্তার করবে না।

বন উজাড়করন, মাতামহুরী এবং সাঙ্গু নদী

সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী নদী অববাহিকার বিভিন্ন স্থান থেকে নদীর পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, নদীর তলদেশ এবং তীরের মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার ভৌত ও জৈবিক পরিবেশের বর্তমান অবস্থা নির্ধারনের লক্ষ্যে সংগৃহীত নমুনার বিভিন্ন উপাদান গবেষনাগারে পরীক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পে সুপারিশকৃত কার্যাবলী সম্পাদিত হলে তা ভৌত ও জৈবিক পরিবেশের উপর বড় কোনো বিরূপ প্রভাব বিস্তার করবে না এবং অন্যান্য বিরূপ প্রভাব নিরসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সুপারিশকৃত কার্যাবলী হলঃ

সাঙ্গু নদীর প্রেমাসিয়া বাজারে লুপ কাট (loopcut)
নদীতীর সংরক্ষন (সাঙ্গুতে ১০৬১০ মিটার এবং মাতামুহুরিতে ৪৬১০ মিটার)
সাঙ্গু নদী খনন (জুইদন্ডি থেকে সোহাজারী ব্রিজের কাছাকাছি এবং বান্দরবান শহরের কাছে)
জলকদর খালের পুনরায় খনন
মাতামুহুরী নদীর চর অপসারণ করা
নদী অববাহিকায় পর্যটনের বিকাশ (যেমন হাঁটা পথ, বিশ্রামকেন্দ্র ও ওয়াশরুম সুবিধা, সিঁড়ি, নৌকা ঘাট ইত্যাদি।)

নদীতীর বনায়ন
সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী নদীর সংযুক্ত খাল এবং লুপে মাছের অভয়াশ্রম তৈরি করা

বাংলাদেশের জলাভূমি ও স্থায়ীভূশীল জলাভূমি ব্যবস্থাপনার ফ্রেমওর্য়াক

Ramsar Convention অনুযায়ী জলাভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর সংরক্ষণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক Ramsar Convention স্বাক্ষরিত হওয়ায় বাংলাদেশের হাওর, বাওর, বিল গুলো সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্তভাবে চিহ্নিতকরণ করার নিমিত্তে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর "জলাভূমির তালিকা ও স্থায়ীভূশীল জলাভূমি ব্যবস্থাপনার ফ্রেমওর্য়াক উন্নয়নসহ হাওর ও নদীর ইকোসিস্টেমের আন্তঃসম্পর্ক" বিষয়ক সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহন করে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইনিষ্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং সমীক্ষা প্রকল্পটির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এ সমীক্ষার আওতায় World View-2 Image (0.5m Resolution), Sentinel-1 এবং Sentinel-2 ব্যবহার করে বাংলাদেশে বিদ্যমান জলাভূমিসমূহ চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে এবং একটি তালিকা প্রস্তুতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জলাভূমিসমূহকে বিভিন্ন ক্লাস্টারে বিভক্তিকরণ করা হয়েছে এবং হাওর ও নদীর আন্তঃসম্পর্ক নিরুপণ করা হয়েছে। টাংগুয়ার হাওর ও হাকালুকি হাওর এলাকার শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমের জীববৈচিত্র্য, মৎস সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ ও আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক ক্লাস্টার থেকে ১টি জলাশয়ের উপরোক্ত তথ্য সমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে। উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক একটি টেকসই জলাভূমি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে LiDAR Survey সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে টাংগুয়ার হাওর এলাকার জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় সমগ্র বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুমে সর্বমোট ৩২,৫৯৯ টি এবং বর্ষা মৌসুমে সর্বমোট ৬১,৭৮০ টি জলাশয় চিহ্নিত করা হয়েছে। চিহ্নিত জলাশয়সমূহ প্রদর্শন পূর্বক ১:১০০০০ স্কেলে সমগ্র বাংলাদেশের ৪,৪৪৩টি মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ২৫ ডেসিমেল ও এর অধিক আয়তনের ৪৩১,৪৫৬ টি পুকুর চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত জলাশয়সমূহের তথ্য নিম্নের সারনীতে সংযোজিত করা হলো ঃ

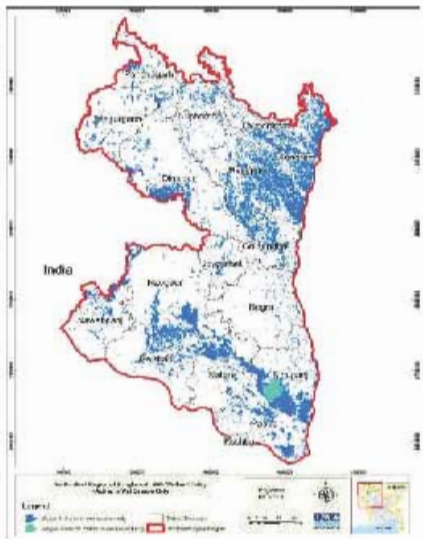

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এর বর্ষা মৌসুমের জলাভূমির মানচিত্র

হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চল	শুষ্ক মৌসুম		বর্ষা মৌসুম	
	জলাভূমির সংখ্যা	জলাভূমির আয়তন (হেক্টর)	জলাভূমির সংখ্যা	জলাভূমির আয়তন (হেক্টর)
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল	৬৬০৯	২৯৬৮১	১৬৫৮৯	৩০৩০৬১
উত্তর-কেন্দ্রীয় অঞ্চল	২০৬৩	১০৩০১	৪০২৩	১৪৬৩৯৭
উত্তর-পূর্বাঞ্চল	১৯৭৮	২৭০৮১	৪৩৪৬	৬৮৬২৭৫
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল	৪৩৯৭	৪৩৮৮	৬৭৩৩	৩৯২৯৪
পূর্ব-পাহাড়ি অঞ্চল	১১২৭৭	৪৫৬৪৯	১২৭৫০	১১২৪৫৪
দক্ষিণ-কেন্দ্রীয় অঞ্চল	৭২৭	২৮০১	৪৭০৪	৪৭৩১০
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল	৫৫৪৮	১৬৪৩৬৯	১২৬৩৫	৩২৪৮৯৩
সর্ব মোট	৩২,৫৯৯	২৮৪,২৭০	৬১,৭৮০	১,৬৫৯,৬৮৪

প্রকল্পের আওতায় জলাশয়সমূহ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নে প্রদর্শিত জলাভূমি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে

প্রস্তাবিত জলাভূমি ব্যবস্থাপনা কাঠামো

মত বিনিময় সভা

সমন্বিত পানি সম্পদ উন্নয়নে নতুন ডাকাতিয়া নদীর পুনঃ খননের সম্ভাব্যতার মূল্যায়ন এবং বিকল্পগুলো নিরূপন

নতুন ডাকাতিয়া নদী কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলার ভূ-পৃষ্ঠের পানির সম্পদের লাইফ লাইন। কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ) উপজেলার অন্তর্গত টঙ্গীরপাড়া থেকে উৎপন্ন হয়ে নদীটি পশ্চিমে, কুমিল্লা এবং চাঁদপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রায় ১২৪ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে চাঁদপুরের কাছে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়। চাঁদপুর থেকে মনোহরগঞ্জে আমতলী বাজার পর্যন্ত নদীটিতে জোয়ার-ভাটা পরিলক্ষিত হয়। সময়ের সাথে সাথে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা এবং নৃতাত্ত্বিক কার্যকলাপের কারণে নদীর নাব্যতা এবং পানি দূষণ সহ বহুবিধ অবনতি ঘটেছে। নদীর নাব্যতা কম থাকার কারণে পলি ভরাট, অননুমোদিত দখল, অপরিকল্পিত সেতু নির্মাণ, ঘরোয়া বর্জ্য, পৌর ও শিল্প বর্জ্য ইত্যাদি থেকেও নদী দূষণ হয়েছে। নদীর ক্রমাগত নাব্যতার অবনতি এবং এলাকার অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত কল্যাণে নদীর উপকারিতার তাৎপর্য উপলব্ধি করে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউডিবি) নদীটির ড্রেজিং ও পুনঃখনন, পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং নদীর তীর সুরক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে নদী পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একটি 'Feasibility Study' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

সমীক্ষাটি মানসম্মত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরিচালিত হয়েছিল। যার মধ্যে রয়েছে ভূসংস্থান, নদীর প্রবাহ এবং পানির স্তর, নদীর ক্রস সেকশন, আর্থ-সামাজিক, মৎস্য ও পরিবেশগত তথ্য, জলের গুণমানের তথ্য। আরও ছিল মাঠ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং স্থানীয় অংশীজনের (স্টেকহোল্ডার) সাথে আলোচনা সভা, এফজিডি, কেআইআই ওয়ার্কশপ ইত্যাদি। অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে, নদীর অবনতি হচ্ছে মূলত পলি, অবৈধ দখল, গার্হস্থ্য ও শিল্প দূষণ, অপরিকল্পিতভাবে নদীর তীরে বাড়ী ঘর-নির্মাণ এবং এ জনপদের ধ্বংসাবশেষ সরাসরি নদীর পানিতে মিশে যাওয়া ইত্যাদির কারণে। বর্তমানে নদীর পানির মানের এতোটাই অবনতি হয়েছে যে, নদীর জলজ প্রাণী বেঁচে থাকাটা ভয়াবহ হুমকির মুখে।

ডাকাতিয়া নদীকে মানসম্মত অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য জরিপকৃত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে গাণিতিক মডেল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নদীর গতি প্রকৃতি (রিভার মরফোলজি), বন্যার সম্ভাব্য কারণ এবং আচরণ বিধি, নদী ভঙ্গন, পলি ভরাট ইত্যাদি বিষয়ে একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন করা হয়।

সমীক্ষা প্রতিবেদন এর পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু কার্যক্রমের সুপারিশ করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে (i) নতুন ডাকাতিয়া নদীর খনন, প্রায় ৩৭.৪০ কিমি। অবশিষ্ট অংশটি বর্তমানে বিআইডব্লিউটিএ ড্রেজিং করছে, (ii) ২৬ টি স্থানে প্রায় ৪১০০ মিটার নদীর তীর রক্ষা কাজ (iii) চাঁদপুর এবং লাকশামে ২.০০ কিমি হাঁটার পথ নির্মাণ, (iv) ৯টি রেগুলেটরের কার্যকরী মেরামত এবং ২ রেগুলেটর সম্পূর্ণ অপসারণ করা (v) সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার দ্বারা পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ (vi) সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার দ্বারা

অপরিকল্পিত অবকাঠামো (সেতু) ক্রমান্বয়ে পুণঃনির্মাণ, যার প্রস্তাবিত আনুমানিক খরচ মাত্র ১১৩৪৩.৪০ লক্ষ টাকা এবং খরচ সুবিধা অনুপাত (BCR @১২% ছাড়ের হার) মাত্র ১.২৮।

পানি দূষণ, গোঙ্গাইজুরি খাল, বাগমারা

তীর ভাঙন, রঘুনাথপুর, চাঁদপুর

কার্জন খালের Regulator গুলোর নাজুক অবস্থা

চাঁদপুরের কর্মশালায় অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কিকরণ কেন্দ্র, এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী বন্যা প্রবণ এলাকায় বন্যা পূর্বাভাস সতর্কতা দিতে সক্ষম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) এর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC), বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যেটি গাণিতিক মডেল ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস পদ্ধতি ব্যবহার করে দেশের মানুষকে সার্বক্ষনিক বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কতা প্রদান করে থাকে। IWM, এই সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের দীর্ঘমেয়াদী অংশীদার হিসাবে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান এবং উত্তোরত্তোর হালনাগাদ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের হালনাগাদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ" শিরোনামের এই সাম্প্রতিক প্রকল্পের দায়িত্বও পালন করছে। এই প্রকল্পটি ২০২১ সালের জুন মাসে সম্পন্ন হয়েছে। বন্যা পূর্বাভাস পদ্ধতিটি দুটি মৌলিক গানিতিক মডেলের উপর ভিত্তি করে কাজ করে: Rainfall- Runoff মডেল (এনএএম) এবং Hydro-dynamic(এইচডি) মডেল। Rainfall- Runoff মডেলটি উত্তর - পূর্ব অঞ্চলের ৩০টি নতুন রেইন স্টেশনের তথ্য দিয়ে হালনাগাদ করা হয়েছে। Hydro-dynamic মডেলটি হালনাগাদ করতে যুক্ত করা হয়েছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পানি বিজ্ঞান শাখায় সংরক্ষিত ৩২টি নদীর ৪৬৩টি নতুন ক্রসসেকশন তথ্য ও উপাত্ত, প্রধান নদীগুলোর এলাইনমেন্ট আপডেট করা সহ নতুন একটি নদী (দুদকুমার নদী) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং মডেলের পেরামিটারগুলো চূড়ান্ত করা হয়েছে। আপডেট করা বন্যার পূর্বাভাসের মডেলটি ২০১৯ সালের বন্যার বিপরীতে ক্যালিব্রেটেড করা হয়েছে, এবং ২০১৭, ২০১৮, ২০২০ সালের বন্যার বিপরীতে যৌক্তিকতা নির্নয় করা হয়েছে। বন্যা সুরক্ষা বাঁধের তথ্য এবং বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ স্টেশনের পানির লেভেলের রিয়েল টাইম তথ্য ব্যবহার করে বন্যার প্লাবন মানচিত্র হালনাগাদ করা

হয়েছে। বন্যার প্লাবন মানচিত্রে আরও প্রায় ৬৫০ কিমি বন্যা সুরক্ষা বাঁধের তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। বন্যা প্লাবন ম্যাপটিতে পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআইআরডিপি), চলন বিল এবং পাইবান্ধা এলাকাসমূহের তথ্যের ভিত্তিতে উন্নতকরণ করা হয়েছে। বিদ্যমান "FLOOD WATCH" ব্যবহার ঝুঁকি এড়াতে এর বিকল্প হিসেবে, সি-শার্প এবং পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে "FLOOD VIEW" নামে আর একটি নতুন টুল তৈরি করা হয়েছে।

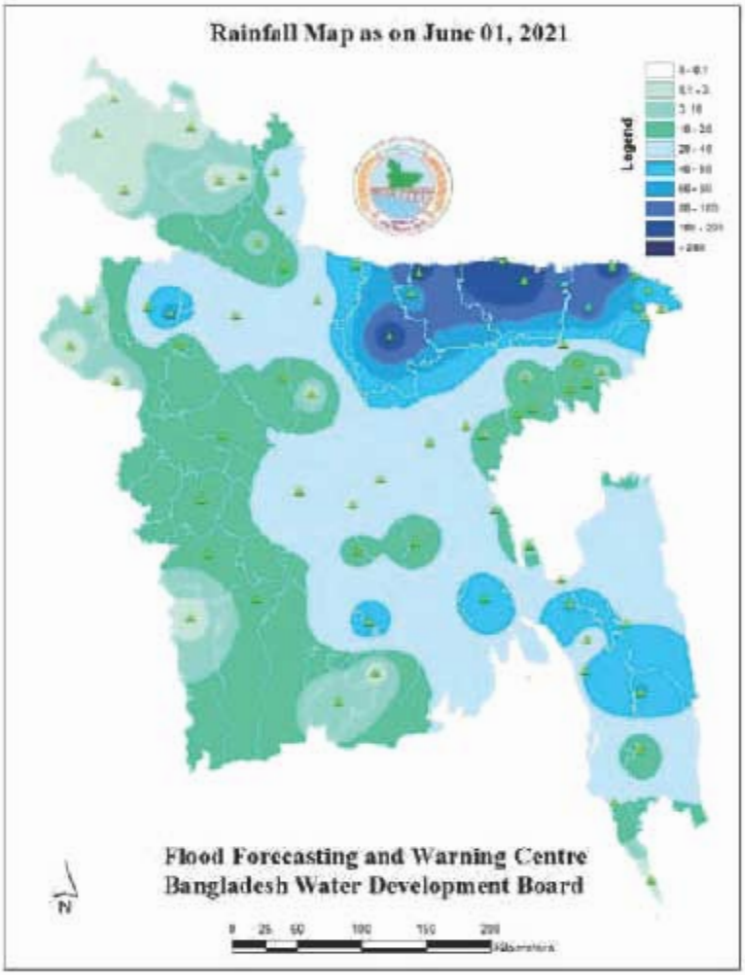

গোপালগঞ্জ বন্যা পূর্বাভাস স্টেশন

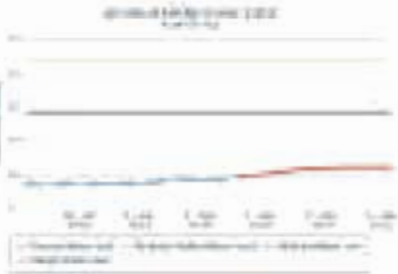

ফুলছড়িতে বন্যা হাইড্রোগ্রাফ

কালিয়াকৈর-এ লেভ পরিদর্শন

২০২১ সালের বর্ষার আগে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের অধীনে ৫৪ টি বন্যা পূর্বাভাস স্টেশন ছিল। এই নতুন কার্যক্রমের অধীনে সাতটি অতিরিক্ত স্টেশন যুক্ত করা হয়েছে। এখন থেকে, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র মোট ৬১ টি স্টেশনে বন্যার পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হবে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পূর্বাভাস স্টেশনগুলির ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির অংশ হিসাবে, ৭ টি স্টেশনকে কিছু জেলা সদর এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক স্থানের বিবেচনায় নতুন পূর্বাভাস স্টেশন হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। ৭ টি স্টেশনের মধ্যে ৩ টি স্টেশন অর্থাৎ যমুনার ফুলছড়ি, বাঙ্গালীর শিমুলবাড়ী, যমুনার মথুরা, উত্তর-

পশ্চিম অঞ্চলে, তুরাগের কালিয়াকৈর, যমুনার পোড়াবাড়ি উত্তর মধ্য অঞ্চলে এবং আড়িয়াল খানের মাদারীপুর, কির্তনখোলার বরিশাল এবং মাদারীপুর বিল রুটের হরিদাসপুর (গোপালগঞ্জ) দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত। এই স্টেশনগুলি , বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হাইড্রোলজিতে বিদ্যমান পানির স্তর পরিমাপ নেটওয়ার্ক থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। এই আপডেটগুলি বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রকে বাংলাদেশের আরও অনেক বন্যা প্রবণ এলাকাগুলিতে বন্যা পুর্বাভাস দিয়ে সক্ষম করেছে।

মেঘনা মোহনায় হাইড্রো-মরফলোজিক্যাল জরিপ কাজ

চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট (সিডিএসপি)- ব্রিজিং প্রকল্পটি আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন ফান্ড (ইফাদ) এবং বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে অর্থায়ন করছে। নেদারল্যান্ড্স সরকার সিডিএসপি- ব্রিজিং প্রকল্পকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে। ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডস এর দূতাবাস কর্তৃক ইউরো-কনসাল্ট মট ম্যাকডোনাল্ড কে বাংলাদেশে চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট (সিডিএসপি)- ব্রিজিং প্রকল্পের প্রযুক্তিগত উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। পূর্বে সিডিএসপি সমীক্ষার সময় নদীর ভাঙ্গন ও গড়নের প্রচলিত ধরণ গুলোর অনুমানের উপর নির্ভর করে উন্নয়নের জন্য সাইটগুলো নির্বাচন করা হয়েছিল। এখন এ ধরণ গুলো অনেক মাত্রায় পরিবর্তিত হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প এলাকায় বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক অংশীদার কর্তৃক বিনিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষে মেঘনা মোহনা অঞ্চলের মরফলোজি কিভাবে ক্রিয়াশীল এবং আগামী দশকগুলোতে এটি কিভাবে পরিবর্তিত হতে পারে তার নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী থাকা অপরিহার্য।

এই প্রেক্ষিতে ইউরো-কনসাল্ট মট ম্যাকডোনাল্ড আইডব্লিউএম কে ২০২০-২১ সময়ে গাণিতিক মডেলিং এর জন্য প্রয়োজনীয় জরিপ কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করে। প্রধান কাজগুলোর মধ্যে মেঘনা মোহনায় কার্যকরী দূরত্ব বজায় রেখে ৬০০০ কিমি ব্যাথিমেট্রিক সার্ভে, ২৬টি স্থানে পানির সমতল পর্যবেক্ষণ, ৪০টি টাইডাল ডিসচার্জ পর্যবেক্ষণ (মেঘনা নদী, শাহবাজপুর চ্যানেল, পূর্ব-পশ্চিম, তেতুলিয়া চ্যানেল, হাতিয়া চ্যানেল, সন্দ্বীপ চ্যানেল এবং ম্যাপে প্রদর্শিত অন্যান্য স্থান), নদীর তলদেশের উপাদান ও ভাসমান পলি বিশ্লেষণ করার জন্য নমুনা সংগ্রহ। আইডব্লিউএম আগষ্ট ২০২০ সালে জরিপ দলকে জরিপ কাজে নিয়োজিত করেছে এবং ২০২১ সালে ফেব্রুয়ারীতে সফলভাবে মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করেছে। IWM অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও স্টেট অব দ্যা আর্ট জরিপ যন্ত্রপাতি এবং প্রচলিত অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে জরিপ কাজ সম্পন্ন করেছে। এরকম কয়েকটি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি হল, Teledyne RD instrument, Workhorse Rio Grand ADCP, Sentinel V ADCP, Teledyne Odem E20, CV 100 and CV 200 Echosounder, Trimble SPS 855 RTK-GPS। জরিপ দল বর্ষাও শুষ্ক মৌসুমে প্রত্যন্ত এলাকায় অসাধারণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করেছে। জরিপ কাজের চূড়ান্ত প্রতিবেদন জুন ২০২১ সালে জমা দেওয়া হয়েছে যা, সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যাদি এখন গাণিতিক মডেলিং এর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিকল্পনা কাজের জন্যও ব্যবহার করা হবে। আধুনিক প্রযুক্তি এবং উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন দেশীয় জনবল দ্বারা এ জরিপ কাজ সম্পন্ন করার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ের পাশাপশি বৈদেশিক জনবলের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা কমেছে বহুগুণে।

মনপুরা দ্বীপের কাছে ব্যাথিম্যাট্রিক জরিপ পারিচালনা

পারিচাহাতিয়া চ্যানেলে জমে থাকা পলির নমুনা সগ্রহ

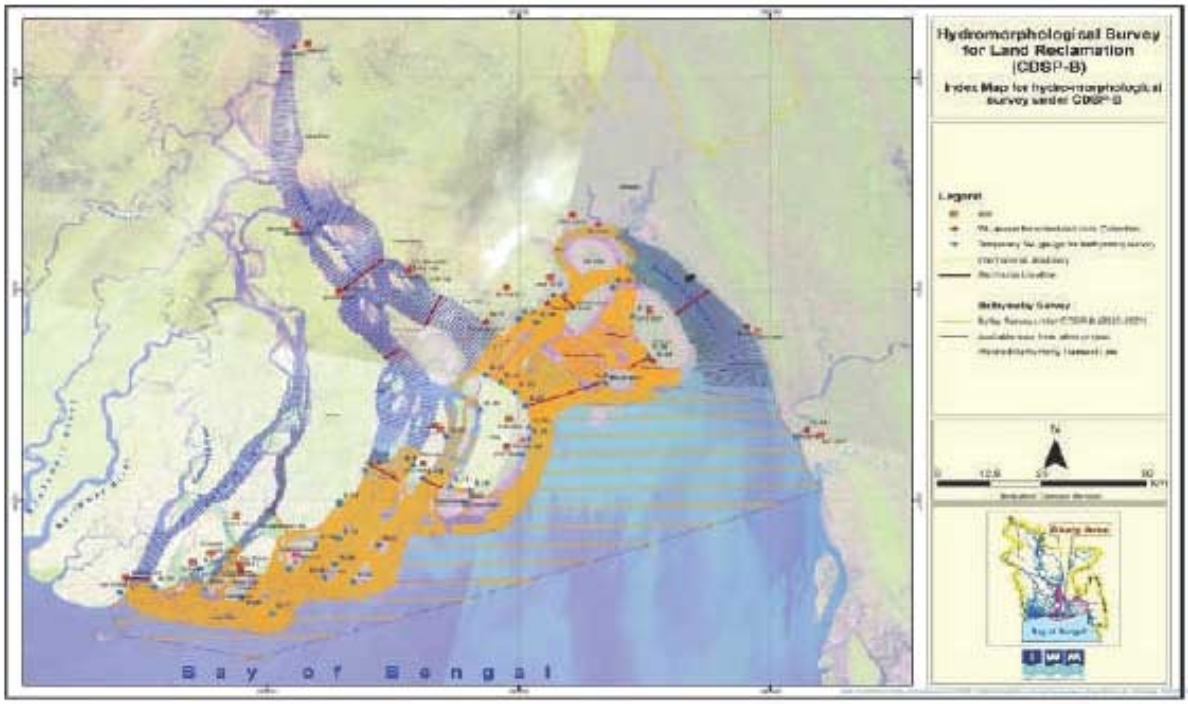

তথ্য সংগ্রহ এলাকা

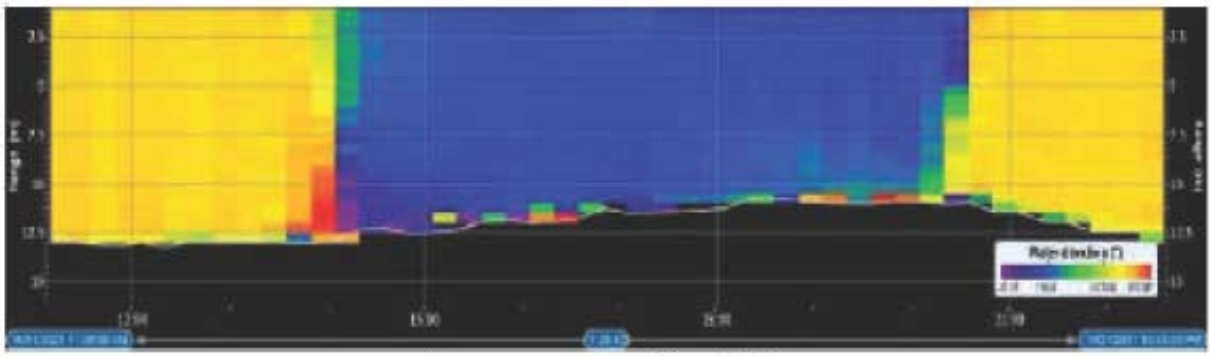

পূর্ব শাহবাজপুর চ্যানেলে বর্তমান গতি পরিমাপ

সিলেট পয়ঃনিষ্কাশন মাস্টার প্ল্যান

সিলেট মহানগরে পানি সরবরাহ খাতে মোটামুটি অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে আরও উন্নতি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে তবে, এই শহরে সেনিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে। বর্তমানে পরিপূর্ণ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত হওয়ায় সিলেট শহরের উৎপন্ন পয়ঃবর্জ্য সরাসরি আশেপাশের নদী ও জলাশয়ে চলে যাচ্ছে। এটি পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকির। এই সমস্যার টেকসই সমাধান করে সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট মহানগরের জন্য একটি পয়ঃনিষ্কাশন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন এর উদ্যোগ নিয়েছে। ২০৫০ সাল পর্যন্ত সিলেট মহানগরের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ব্যাপকতা মাথায় রেখেই এই পয়ঃনিষ্কাশন মাস্টার প্ল্যান করা হচ্ছে। যা নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উক্ত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের জন্যে আইডব্লিউএম-কে ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে নিয়োগ করে। সিলেট পয়ঃনিষ্কাশন মাস্টার প্ল্যান প্রায় ৮৫.১৮ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। যার মধ্যে পুরো সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার ২৬.৫০ বর্গ কিঃমিঃ এবং ৫৮.৬৮ বর্গ কিঃমিঃ এর একটি বর্ধিত অংশ রয়েছে। বর্ধিত অংশ যা ৫টি ইউনিয়ন যথাক্রমে টুকেরবাজার, টুলটিকার, খাদিমনগর, খাদিমপাড়া এবং কুচাই এলাকা অন্তর্গত।

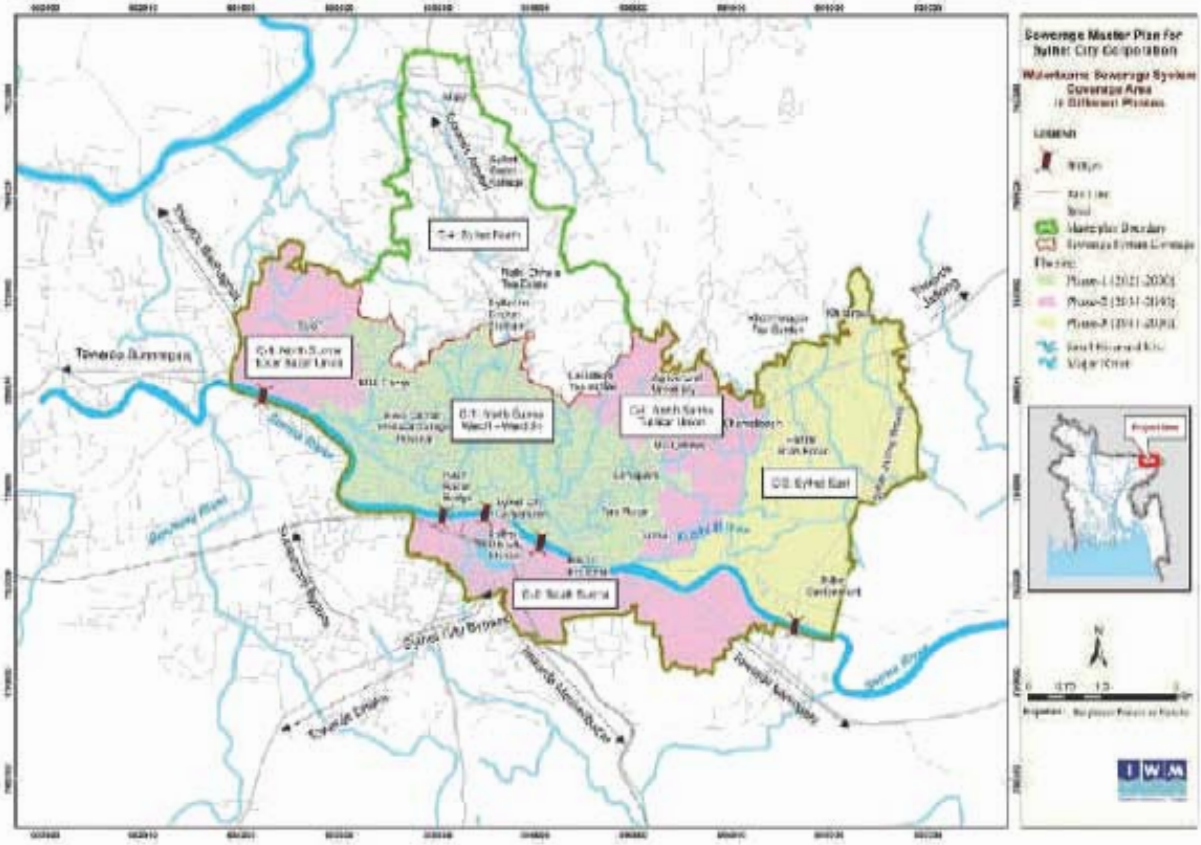

সিলেট শহরের প্রস্তাবিত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতাধীন অঞ্চলসমূহ

মাস্টার প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা ২০১১ সালে ৫৯২,৩২০ থেকে ২০৫০ সালে ২,২৯৮,১১৭ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পয়ঃনিষ্কাশন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের আগে একটি সেনিটেশন প্রেক্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় সেনিটেশন পরিকল্পনা (২০০৪) এবং পানি সরবরাহ ও সেনিটেশনের জন্য জাতীয় কৌশল (২০১৪) এর নির্দেশক নীতিগুলি সেনিটেশন প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান, টপোগ্রাফি, জনসংখ্যা ও আর্থ সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি এই পয়ঃনিষ্কাশন মাস্টার প্ল্যানে যথাযথ ভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সিলেট মহানগরের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামো ৩টি পর্যায়ে (ফেজ-১, ফেজ-২, ও ফেজ-৩) বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার যে অংশে বর্তমানে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ (কমপক্ষে ১৩০ lpcd) রয়েছে, সেখানে ২০২৫ সালের মধ্যে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর অবশিষ্ট অংশকে ২০৩০ সালের মধ্যে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার পরে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরে থাকা ক্যাচমেন্ট সি-১ (উত্তর-সুরমা) এবং ক্যাচমেন্ট সি-২ (দক্ষিন-সুরমা) এর জন্য পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ২০৪০ সাল নাগাদ বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সড়ক নেটওয়ার্ক এর উন্নয়ন এবং ক্যাচমেন্ট সি-৩ এ পানি সরবরাহের সাপেক্ষে এই অঞ্চল গুলিকে ২০৫০ সালের মধ্যে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধায় নিয়ে আসার প্রস্তাব করা হয়েছে। সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর বাইরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সময় লাগবে। সুতরাং অন্তর্বর্তীকালীন পদ্ধতি হিসাবে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক, কমিউনাল সেপ্টিক ট্যাঙ্ক, ছোট পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, সেপ্টিক ট্যাঙ্ক স্লাজ ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি উন্নত অনসাইট সেনিটেশন সুবিধা বাস্তবায়নের জন্য জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প সমূহের আনুষাঙ্গিক খরচের উপর ভিত্তি করে বিস্তারিত অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়ন কাজগুলি বাস্তবায়ন হলে ব্যাপক অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জিত হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে বিনিয়োগকে আর্থিকভাবে সফল করে তোলার জন্য সরকারের প্রণোদনা প্রয়োজন হবে। প্রথম ধাপের অধীনে বিনিয়োগ সরকার দ্বারা অনুদান হিসাবে প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সিলেট সিটি কর্পোরেশন পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর শুল্ক আরোপের মাধ্যমে ফেজ-২ এবং ফেজ-৩ এর অধীনে বিনিয়োগ এর জন্য তহবিল সংগ্রহ করবে।

সিলেট মেট্রোপলিটনকে একটি মডেল শহর হিসেবে গড়ে তুলতে পরিবেশ সুস্থ করিয়ে আনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবিত পয়ঃনিষ্কাশন মাস্টার প্ল্যান পরিবেশ সুরক্ষায় যথেষ্ট অবদান রাখবে। মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন করলে শুধু স্থানীয় বাসিন্দাদের সেনিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিত হবে না বরং সকলের জন্য নিরাপদ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে।

সাইট স্পেসিফিক প্ল্যান এবং ওয়িকে ডেভেলপমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ বন বিভাগ 'টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প' শিরোনামে ৫ বছর মেয়াদী (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০২৩) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্য হচ্ছে সরকারি বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানো, পাশাপাশি বনজ সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকা সুবিধা দেওয়া।

সুফল প্রকল্পের অধীনে 'সাইট স্পেসিফিক প্ল্যান (এসএসপি) এবং ওয়িকে ডেভেলপমেন্ট' শিরোনামে মাঠ পর্যায়ে এর কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো ২০০টি বিট থেকে জিপিএস সম্বলিত অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা এবং ১৫ টি বন বিভাগের অধীনে তিনটি প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যের (পাহাড়, শাল এবং উপকূলীয়) ভিত্তিতে ২০০টি বিটের সুফল মানচিত্র তৈরি করা, যা ওয়েব ভিত্তিক ড্যাশবোর্ড এবং এসএসপি রিপোর্ট তৈরীতে সহায়তা করবে। এই প্রকল্পের সময়কাল ২১ শে জানুয়ারি থেকে ২১ শে সেপ্টেম্বর ২০২১ (৮ মাস) নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে ৫ মাসের জন্য মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে বিট সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং নতুন তথ্য ওয়েব ভিত্তিক সিস্টেম ডাটাবেইজে হালনাগাদ করা হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের মাঠকর্মীদের তথ্য সংগ্রহের জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

চিত্র ঃ ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা, এসকেডব্লিউসি, গাজীপুর

করোনা মহামারী পরিস্থিতি মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে সম্ভাব্য ঝুঁকি তৈরি করেছিল। কিন্তু, এসএসপি সম্পর্কিত মাঠ পর্যায়ে ১৫ টি বন বিভাগের ২০০ বিটে প্রায় ৩৫০০০ স্থানে সফলভাবে জিপিএস সম্বলিত অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট দ্বারা সংগ্রহ করা শুরু হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য সরাসরি ডাটাবেইজে হালনাগাদ হয়ে ওয়েব ভিত্তিক ড্যাশবোর্ড সহ সাইট স্পেসিফিক প্ল্যান (এসএসপি) রিপোর্ট দৃশ্যমান হচ্ছে। ওয়েব ভিত্তিক সাইট স্পেসিফিক প্ল্যান (এসএসপি) রিপোর্ট পর্যায়ক্রমে বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের প্রয়োজনানুসারে সংশোধন, পরীক্ষণ, পরিবীক্ষণ, এবং অনুমোদন করতে পারবে।

ওয়েব ভিত্তিক সাইট স্পেসিফিক প্ল্যান (এসএসপি) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ওয়েব ভিত্তিক ডাটাবেইজের বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে অনলাইনে যে কোনো পরিবর্তন করতে পারবে। প্রকল্পে সার্বিক এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) প্রদান করছে।

চিত্র : ফরিয়েস্টেশন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা, [illegible], গাজীপুর

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির পরিস্থিতি উপলব্ধিকরণ

আইডব্লিউএম-এর Climate Change Cell (CCC), ARRCC (Asia Regional Resilience to a Changing Climate) প্রোগ্রামের অধীনে UK Met Office এর সাথে যৌথভাবে "বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি ও পরিস্থিতি উপলব্ধিকরণ" শীর্ষক দুই বছরের একটি প্রকল্প পরিচালনা করছে। প্রকল্পটি UK Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO)-এর অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পটি ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল-ভিত্তিক এবং স্থানগত সমুদ্রতলের আপেক্ষিক বৃদ্ধির প্রভাব আলোকপাত করবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় আইডব্লিউএম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Inception Report এর উপর ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে অংশীজনদের (স্টেকহোল্ডার) সাথে পরামর্শ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

IWM -এর Climate Change Cell এবং UK Met Office দ্বারা পরিচালিত "বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির পরিস্থিতি উপলব্ধিকরণ" প্রকল্পের আওতায় গত ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে স্টেকহোল্ডার পরামর্শ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

"বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি উপলব্ধিকরণ" প্রকল্পের আওতায়, IWM -এর Climate Change Cell এবং UK Met Office গত ফেব্রুয়ারি, ২০২১ এ স্থানীয় লোকজন এবং BWDB-র কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

Delta CAP প্রকল্পের বার্ষিক আলোচনা সভা

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নের জন্য ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টের অংশ হিসেবে DeltaCAP প্রকল্পটি ২০১৬-২০২১ পর্যন্ত কাজ করছে। এটি যৌথভাবে IHE-Delft এবং Wageningen University & Research এর নেতৃত্বে ও বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় IWM এর বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা এবং ক্ষমতা বিকাশের লক্ষ্যে শুরু করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে এপ্রিল ২০২১ এ বার্ষিক ওয়েবিনার আলোচনার আয়োজন করা হয়। উক্ত ওয়েবিনারে IWM, Delta Alliance Bangladesh Wing, BUET, CEGIS, BCAS, BWP, UNESCO-IHE, mPower, Wageningen University & Research সহ এর অন্যান্য স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহন করেন।

Delta CAP প্রকল্পের বার্ষিক ওয়েবিনার আলোচনা

আইডব্লিউএম কর্তৃক গবেষণা ও উন্নয়ন

কতিপয় চলমান প্রকল্প

১. বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব হাওর অঞ্চলের উপর দ্বি-পর্যায়ের হাইড্রো-মিটিওরোলজিকাল প্রাক-মৌসুম আগাম বন্যার পূর্বাভাস সম্পর্কিত গবেষণা।

২. বাংলাদেশের নির্বাচিত উপকূলীয় শোভার খুলনার ডুমুরিয়ায় P-29 এবং বরগুনার পাথরঘাটায় P-40/1 এ টেকসই পানীয় জল উৎসের মূল্যায়ন।

৩. বাংলাদেশে খরা সূচকের মূল্যায়ন এবং খরা মূল্যায়নের জন্য তাদের প্রযোজ্যতা নিরূপন।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব হাওর অঞ্চলের উপর দ্বি-পর্যায়ের হাইড্রো-মিটিওরোলজিকাল প্রাক-মৌসুম আগাম বন্যার পূর্বাভাস সম্পর্কিত গবেষণা

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সর্বাধিক পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। এছাড়াও সিলেট এবং সিলেট সংলগ্ন ভারতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায়ই গভীর পরিচলন মেঘ তৈরি হয়, যার ফলে এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় যা বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এই চলমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব হাওর অঞ্চলের জন্য দুই-স্তরের জলবায়ু সংক্রান্ত প্রাক-মৌসুমি আগাম বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাব্যতার যাচাই। জলবায়ু পূর্বাভাস যোগ্যতা টুল (CPT) ব্যবহার করে সম্ভাব্য আগাম বন্যার পূর্বাভাস এক মাসের লিড টাইমের জন্য তৈরি করা হয়েছে যা নীতি নির্ধারকদের জন্য সহায়ক। এবং আগাম বন্যার পূর্বাভাসের বিকাশের পরবর্তী অংশটি বৈশ্বিক পূর্বাভাস ব্যবস্থা (GFS) এর উপাত্ত ব্যবহারে আবহাওয়া গবেষণা ও পূর্বাভাস (WRF) গাণিতিক মডেলিং কৌশল প্রয়োগ করে হাওর অঞ্চলে সাত দিনের আগাম পূর্বাভাস তৈরী করা। এই পূর্বাভাস মানুষের জীবন ও জীবিকা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং খাদ্যের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

এপ্রিল ২০১৭ এর জন্য CPT টুল ব্যবহার করে এক মাসের আগাম পূর্বাভাস

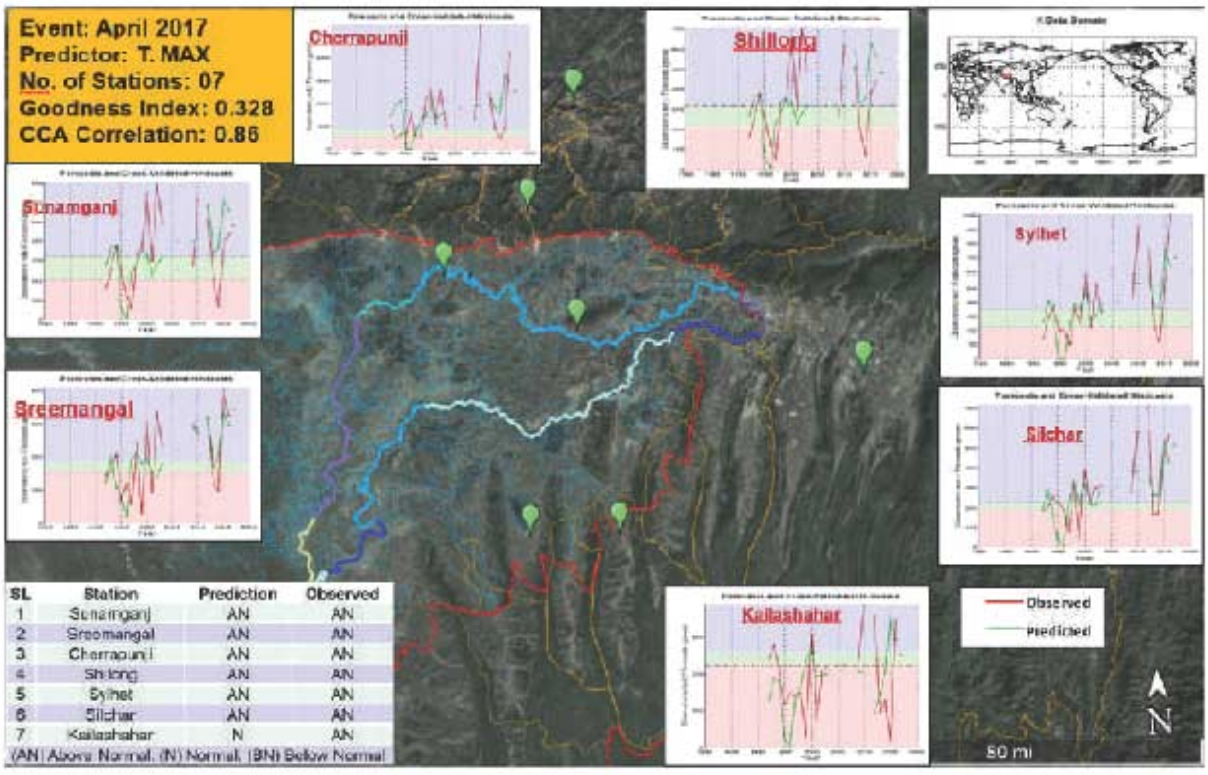

SL	Station	Prediction	Observed
1	Sunamganj	AN	AN
2	Sreemangal	AN	AN
3	Cherrapunji	AN	AN
4	Shillong	AN	AN
5	Sylhet	AN	AN
6	Silchar	AN	AN
7	Kailashahar	N	AN

(AN) Above Normal, (N) Normal, (BN) Below Normal

২০১৭ এর ৩০ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত ৭ দিনের পুঞ্জীভূত বৃষ্টির তুলনা

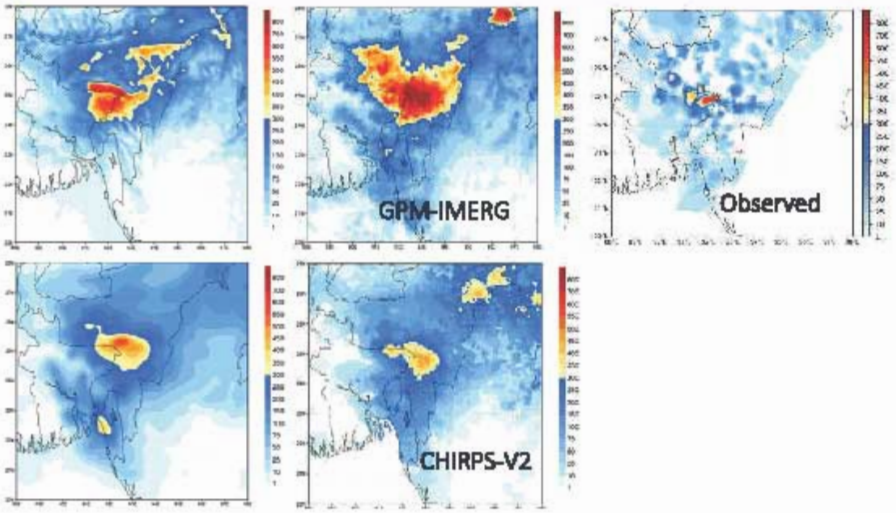

বাংলাদেশের নির্বাচিত উপকূলীয় পোল্ডার খুলনার ডুমুরিয়ার P-29 এবং বরগুনার পাথরঘাটার P-40/1 এ টেকসই পানীয় জল উৎসের মূল্যায়ন

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-এ বিবেচিত ছয়টি হটস্পটের মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চল একটি। প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট বিপদের সংমিশ্রণ উপকূলীয় অঞ্চলের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং এই অঞ্চলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি কমিয়ে দেয়। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও, উপকূলীয় পোল্ডারের সকল বাসিন্দাদের নিরাপদ পানীয় জলের প্রাপ্তির নিশ্চিত করা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। গ্রহণযোগ্য মানের ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এই ধরনের পানীয় জলের টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ নিশ্চিত করা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক লক্ষ্য। বাংলাদেশের উপকূলীয় পোল্ডারগুলিতে পানীয় জলের প্রাপ্যতা ও গুণগত মানের বিষয়টি বিবেচনা করে, নির্বাচিত পোল্ডারগুলোর (P-29 এবং P-40/1) পানীয় জলের উৎসগুলির গুণগত এবং পরিমাণের পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়িত্ব ধরে রাখার নিমিত্তে একটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। পোল্ডার ৪০/১ উপকূলরেখার কাছাকাছি অবস্থিত যেখানে পোল্ডার ২৯ উপকূলরেখা থেকে প্রায় ৭৫ কিমি দূরে অবস্থিত। অতীতের প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও স্টাডি প্রতিবেদন পর্যালোচনা, সামাজিক জরিপ, ভূতাত্ত্বিক জরিপ, জল-ভূ-রাসায়নিক জরিপ, ভূ-গর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা মডেলিং এই প্রকল্পের অধীনে প্রধান কার্যক্রম। বিদ্যমান পানীয় জলের উৎস, বিদ্যমান ও ভবিষ্যতের পানির চাহিদা, স্টাডি এলাকার পানির উৎস, উপযুক্ত ও সাশ্রয়ী জল পরিশোধন পদ্ধতি ইত্যাদি এই গবেষণার প্রত্যাশিত ফলাফল।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে IWM এর অংশগ্রহণ, ২০২০-২০২১

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে IWM এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। উক্ত সভাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউশন এর বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ স্বাস্থ্য বিধি মেনে অংশ গ্রহণ করেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে IWM এর অংশগ্রহণ, ১৬ ডিসেম্বর, ২০২০

IWM শহীদদের দিবস উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, ২৬ মার্চ, ২০২১

আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসে IWM এর অংশগ্রহণ, ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২১

জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনে IWM

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনে IWM এর র‍্যালী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনে IWM এর অংশগ্রহণ, ১৭ মার্চ, ২০২১

জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে IWM ভবনে ব্যানার স্থাপন ও আলোক সজ্জা ১৭ মার্চ, ২০২১

গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর

আইডব্লিউএম এবং এলজিডি-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

"মেঘনা নদীকে দূষণ থেকে রক্ষা এবং নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত" শিরোনামে প্রকল্পের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষও অনুষ্ঠান, আইডব্লিউএম এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটির (এলজিডি) মধ্যে প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ২১ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। আইডব্লিউএম এর পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, নির্বাহী পরিচালক জনাব আবু সালেহ খান। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি; জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র সচিব, এলজিডি; ঢাকা ওয়াসা এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রকৌশলী তাকসিম এ খান, আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আবু সালেহ খান এবং অন্যান্য অনেক দেশি-বিদেশি বিশিষ্ট জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি অনলাইনে সম্প্রচারিত হয়েছিল।

বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্ত পানি সম্পদেও পরিমান যাচাই করার জন্য হাইড্রোলজিক্যাল সমীক্ষা ও মডেলিং শীর্ষক একটি চুক্তি, WARPO ও IWM এর মধ্যে ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১, WARPO এর সম্মেলন কক্ষে স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে আইডব্লিউএমের চুক্তি স্বাক্ষর

'২৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের নদীতীর সুরক্ষা প্রকল্প ও বাঙ্গালী- করোতোয়া- ফুলজোর- হুরসাগর নদী ব্যবস্থার ড্রেজিং/ পুনরায় খনন সংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য হাইড্রোলজি কাল মনিটরিং এবং ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট সার্ভিস' নামের প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে আইডব্লিউএমের চুক্তি স্বাক্ষর।

ডঃ ক্রেইগ মেইসনার, খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) প্রাক্তন আন্তর্জাতিক কারিগরী পরামর্শক ২৩ জুন ২০২১, IWM পরিদর্শন করেন। IWM এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহন করেন। IWM এর উপ-নির্বাহী পরিচালক (অপারেশনস) জনাব জহিরুল হক খান, ডঃ মোল্লা মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন পরিচালক (ICT-GIS), জনাব গৌতম চন্দ্র মৃধা পরিচালক (IRM) এর উপস্থিতিতে IWM এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আবু সালেহ খান ডঃ ক্রেইগ মেইসনারকে সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মান সূচক ক্রেষ্ট প্রদান করেন।

CEGIS

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড
জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস

www.cegisbd.com

অষ্টম অধ্যায়: সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস

পটভূমি

১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যার পর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৬টি বন্যা কর্মপরিকল্পনা (ফ্লাড অ্যাকশান প্ল্যান/ফ্যাপ) সমীক্ষা প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়। এগুলোর মধ্যে ইউএসএআইডি-এর কারিগরি সহায়তায় ১৯৯১-১৯৯৫ সময়ব্যাপী পরিবেশগত সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৬) এবং ভৌগলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৯) সম্পাদিত হয়। এর পর ফ্যাপ ১৬ ও ফ্যাপ ১৯ একত্রিত করে "দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প্ল্যানিং প্রজেক্ট (ইজিআইএস)" শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। উক্ত সমীক্ষা দুটো থেকে লব্ধ ফলাফল এবং জ্ঞান সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধক্রমে নেদারল্যান্ডস সরকার ১৯৯৬ সাল হতে ইজিআইএস প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। পরবর্তীতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের স্বার্থে ইজিআইএস প্রকল্পকে সরকার ২০০২ সালে জাতীয় সম্পদ হিসেবে একে সিইজিআইএস ট্রাস্ট এ রূপান্তরিত করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০২ সালের মে মাসে সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) নামক পাবলিক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ইজিআইএস-কে একটি স্থায়ী সংস্থায় রূপান্তরের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে "দি ট্রাস্টস এ্যাক্ট ১৮৮২"-এর আওতায় পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি অছি পরিষদ (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব অছি পরিষদের সভাপতি এবং এর ট্রাস্টিগণ হলেন- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; চেয়ারম্যান, মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ; চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিবেশ এবং পানি সম্পদ বিষয়ক অধ্যাপক; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের একজন অধ্যাপক; আইইউসিএন-এর বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি এনজিও-র প্রধান নির্বাহী। উল্লেখ্য যে, সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক অছি পরিষদের সদস্য-সচিব এর দায়িত্বে আছেন। এছাড়া, সিইজিআইএস বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের টেকনিকাল কমিটির সদস্য এবং আইইউসিএন, বাংলাদেশের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সর্বোপরি, সিইজিআইএস-এর বর্তমান নির্বাহী পরিচালক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

অধিক্ষেত্র

সিইজিআইএস বৈজ্ঞানিকভাবে বাংলাদেশের একমাত্র মৌলিক সংস্থা যা ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস), দূর অনুধাবন (আরএস) উপাত্ত (স্যাটেলাইট চিত্র), তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) এবং উপাত্তভান্ডার (ডাটাবেইস) ব্যবহার করে পানি, ভূমি, বায়ু, গ্যাস, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কৃষি, মৎস্য, সড়ক ও নৌ-পরিবহন, প্রকৌশল, বন, পরিবেশ, সামাজিক ইত্যাদি খাতের সমন্বিত পরিবেশগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা (এসইএ), প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই (আইইই), পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ), সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (এসআইএ), ট্রাফিক চলাচলের প্রভাব সমীক্ষা (টিআইএ), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ), পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মপরিকল্পনা, পূনর্বসতি (রিসেটেলমেন্ট) কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। এছাড়াও সিইজিআইএস সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য বিশ্লেষণমূলক ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন; জিআইএস এবং আরএস ব্যবহার করে বন্যা ও বন সম্পদের পরিবীক্ষণ; খরা নিরূপণ এবং পরিবীক্ষণ; নদীর প্ল্যানফর্ম পরিবর্তন, নদী ভাঙ্গন এবং ভূমি ক্ষয় নিরূপণ; বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ; ভূমি ব্যবহার এবং নগর পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ভূ-তলীয় বিশ্লেষণ ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। পানি সম্পদ খাতের প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা, নকশা, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য এ সংস্থাটি বৃহৎ উপাত্তভান্ডার যেমনঃ মেটাডাটাবেসসহ জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি), সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি), ওয়েবভিত্তিক ভূ-তলীয় উপাত্ত ভান্ডার, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায়ক পদ্ধতি (ডিএসএস) প্রস্তুত করে থাকে।

কাজের পরিধি ও বিশেষজ্ঞ জনবল

সিইজিআইএস-এর কারিগরি, বিশেষজ্ঞ বিষয়ক ও বুদ্ধিভিত্তিক কাজসমূহ

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ	জিআইএস ও আরএস	ডাটাবেস ও আইটি
• মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন • প্রাক-সম্ভাব্যতা ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ • প্রতিবেশগত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ • পূনর্বসতি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন • সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন • আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমীক্ষা সম্পাদন • নদীর মরফোলজি, কৃষি, মৎস্য, বন, বিদ্যুৎ ও পানি সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষায়িত সেবা প্রদান • প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা/সমীক্ষা সম্পাদন • জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব নিরূপণ ও অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন • জলবায়ু টেকসই ও জলবায়ু সহিষ্ণু সমীক্ষা সম্পাদন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	• ম্যাপিং ও ইমেজ প্রক্রিয়াকরণ • ডিজিপিএস ও জিপিএস জরীপ • পারিসরিক (Spatial) মডেলিং • দুর্যোগ পরিবীক্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ • প্রাকৃতিক সম্পদ নিরূপণ ও ভূমি ব্যবহার পরিবীক্ষণ • ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা প্রণয়ন • জিআইএস ও আরএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	• ডাটাবেস ও এমআইএস ডিজাইন ও উন্নয়ন • Web-enabled GIS-based MIS ও ডাটাবেস প্রস্তুতকরণ • ডাটা রিপোজিটরি প্রস্তুতকরণ • আইটি সমাধান; সফটওয়্যার ডিজাইন, তৈরি ও বাস্তবায়ন • WEB পোর্টাল উন্নয়ন • উপাত্তের মান প্রমিতকরণ ও নির্দেশমালা প্রস্তুতকরণ • ডাটাবেস ও আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

এছাড়া সিইজিআইএস যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনার জন্য স্বনামধন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করেছে। সিইজিআইএস কর্তৃক পরিচালিত এরূপ গবেষণার ফলশ্রুতিতে এ পর্যন্ত দুটো পিএইচডি ডিগ্রী অর্জিত হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য কৃষি, মৎস্য, বন, বিদ্যুৎ ও পানি সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিইজিআইএস-তাদের উদ্ভাবিত কৌশলসমূহ প্রয়োগ করতঃ অসংখ্য প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন, মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, রুট সার্ভে, টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন, আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন এবং আরএপি প্রণয়ন ও এ সকল কাজের প্রতিবেদন প্রণয়ন করে দেশ-বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

সিইজিআইএস-এর রয়েছে পানিবিজ্ঞান, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, পানি সম্পদ কৌশল, পুরকৌশল, তড়িৎকৌশল, প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূগোল, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ, প্রতিবেশ, নদী গঠন প্রকৃতি ও প্ল্যানফর্ম, ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি, অর্থনীতি, কৃষি, মৎস্য, সমাজবিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, পানির গুণগত মান, প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ আইন, বিজনেস স্টাডিজ, গণিত, পরিসংখ্যান, জিআইএস, আরএস, ডাটাবেস, প্রোগ্রামিং ইত্যাদি প্রায় ৩৫টি বিভিন্ন পেশা ও বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত দল। অত্যাধুনিক কম্পিউটার এবং জিআইএস ও আরএস সফটওয়্যার এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞগণ নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা

সর্বাধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ উন্নত Computer Hardware ও Software সমৃদ্ধ একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিইজিআইএস এ উচ্চগতি সম্পন্ন Local Area Network (LAN) দ্বারা প্রায় ৩০০টি Desktop/Workstation পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যুগোপযোগী সেবা দিয়ে যাচ্ছে। উন্নত মানসম্পন্ন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রিন্টার, প্লটার, স্ক্যানার, ডিজিটাইজার, ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ মেশিন LAN এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত, সর্বাধুনিক Dell Server System দ্বারা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন Output/Product তৈরীতে অবদান রাখছে। একাধিক Backup Sever এর সাহায্যে নিয়মিত ভাবে সকল Output/Product এর Backup সংরক্ষণ করা হচ্ছে। একটি Mail Server System এর মাধ্যমে সিইজিআইএস-এর অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব Domain হলঃ www.cegisbd.com যা High-speed Fiber Optics Broadband Internet connection দ্বারা যুক্ত। বিগত ১৮ বছরে Oracle, MSSQL Server, MS Access, MySQL ও PostgreSQL এর সর্বশেষ Version ব্যবহার করে বেশ কিছু Geo-Spatial Database তৈরী করা হয়েছে এবং নিয়মিত ভাবে তা হালনাগাদ করা হচ্ছে।

GIS ও RS Server System এর সাহায্যে বিপুল আকারের GIS-RS Data/Information কে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করে বিভিন্ন সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। Windows 10 Professional, Desktop/Workstation এর Operating System হিসেবে এবং Windows Server 2016/2019 Standard/ Enterprise Edition, Server এর Operating System হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। লাইসেন্সকৃত ArcGIS, ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, QGIS, ERDAS Imagine ইত্যাদি সর্বাধুনিক Software এর সর্বশেষ Version বিভিন্ন সমীক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসকল Database, Servers এবং Software সমূহ যুগোপযোগী Antivirus Software দ্বারা সুরক্ষিত। সামগ্রিকভাবে সিইজিআইএস এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সুদক্ষ জনবলের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া সিইজিআইএস-এ Archway Metal Detector Gate, Polycom Video Conferencing System, Biometric Access Control System, CCTV Camera System, Web based Library Management System, Web based Vehicle Requisition System, Web based Asset Management System, Digital Office Management System (OMS) বিগত কয়েক বছর যাবৎ যুগোপযুগী করে ব্যবহার করা হচ্ছে।

Server and Network Infrastructure

এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি ও মাঠপর্যায়ে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ

সিইজিআইএস তার গবেষণা কাজের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি নানা ধরনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে গঠিত। এ সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ল্যাবরেটরি এবং মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন পরীক্ষাকার্যে ব্যবহার করা হয়। প্রধানত তিন ধরনের পরিবেশগত গুণাবলী তথাঃ ১) পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ২) বায়ুর গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ও ৩) কোন স্থাপনার সমীক্ষা কাজে শব্দ এবং কম্পনের মাত্রা পর্যবেক্ষণ/পরিমাপ কাজে এগুলো ব্যবহৃত হয়।

River Ray ADCP

UV-1800 Spectrophotometer

পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণের জন্য সিইজিআইএস এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি যেসব যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে সুসজ্জিত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলোঃ UV-1800 Spectrophotometer, Multi parameter water quality tester (Edge pH, EC/TDS/Salinity/TEMP and DO) meter, EC/TDS/NaCl/TEMP Meter, Multi parameter Water Quality Checker (HORIBA), DO Meter, pH Meter, Salinity Meter, Soil Salinity Meter, Electrical Conductivity Meter, TDS Meter, Turbidity Meter, Distil Water Making Machine, Dust Trak DRX Aerosol Monitor - 8533 EP (Air Quality Meter), Portable Weather Station, Light Intensity Meter, Microscopoe, Vibration Meter, Sound Level Meter, Refractometer, Noise Meter, Vibration Meter I Electromagnetic Flow Meter (EMF), Canopy Meter, Laser Range Finder, Binocular, Arsenic Test Kit Apparatus and Laboratory

EC/TDS/NaCl/Temp Meter

Glasswares, Micropipette, Glass Pipette, different standard solutions, chemicals and reagents etc.

এ সমস্ত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বর্তমানে পানির ১৫টি গুণগত মান নির্ণয় করা হয় যেমনঃ Nitrate (NO_3^-), Sulphate (SO_4^{2-}), Iron (Fe), Phosphate ($PO4^{3-}$), Ammonium (NH_4^+), Silica (SiO_2), Electrical Conductivity (EC), Total Dissolved Solid (TDS), Turbidity, Dissolved Oxygen (DO), Salinity, pH, Temperature, NaCl, Arsenic (As)। এছাড়া Manganese (Mn), Copper (Cu), Chromium (Cr^{6+}), Cobalt (Co), Nickel (Ni), Fluoride (F^-) পানির এই ৬টি গুণগত মান নির্ণয়ের নিমিত্তে Spectrophotometer -এ method development procedure set-up করা হয়েছে, এবং নির্ণয়ের কাজ অনতিবিলম্বে চালু করা হবে। এছাড়া, Echo Sounder Machine, River Ray ADCP, Current Meter যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নদীর পানির গভীরতা, পানি প্রবাহের গতিবেগ এবং পানি প্রবাহের পরিমাপ করা হয়। Salinity Meter দ্বারা মাটির Electric Conductivity (EC), লবণাক্ততা, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। Microscope দ্বারা পানির অনুজীব চিহ্নিতকরণ ও পরিচিতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য, যেমন - বায়ুর বেগ, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত নির্ণয়ের জন্য রয়েছে Portable Weather Station. GQvov Dust Track DRX Aerosol Monitor - 8533 EP (Air Quality Meter) দ্বারা বিভিন্ন গবেষণাকাজের জন্য বায়ুর গুণগত মান যেমন - Particulate Matters (PM_1, $PM_{2.5}$, PM_{10}, Respirable and PM Total) পর্যবেক্ষণ করা হয়।

Dust Trak Aerosol Monitor

Soil Salinity Meter

সিইজিআইএস-এর এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে কিছু কিছু মাঠপর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য Portable Equipment হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে Noise Meter, Vibration Meter I Electromagnetic Flow Meter (EMF), যা বেশ আধুনিক ও যুগোপযোগী। বনসম্প্রসারণ ও এর গুণাবলী পর্যবেক্ষণের জন্য Canopy Meter, Light Meter, Laser Range Finder ইত্যাদি যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করা হয়। সিইজিআইএস তার বিভিন্ন গবেষণাকার্যে দূরবীক্ষণযন্ত্র, ক্যামেরাসহ বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ বিষয়ক মান নির্ণায়ক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে। বিভিন্ন সমীক্ষার আওতায় নানাবিধ জরিপ কাজ সুচারুভাবে সম্পাদন করার জন্য সিইজিআইএস সর্বাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রপাতি যেমন, টোটাল স্টেশন, জিপিএস, ডিজিপিএস, আরটিকে ও ড্রোন ব্যবহার করছে।

Mavic 2 Pro Drone

সিইজিআইএস কর্তৃক এ সকল অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে স্বল্প সময়ে এবং সূক্ষ্মভাবে জরিপ কাজ সম্পন্ন করে সেবাগ্রহীতাগণকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন/ফলাফল প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (ISO) কর্তৃক সনদ অর্জন

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) Integrated Management System এর আওতায় 'গুণগতমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' (Quality Management System: ISO - 9001:2015), 'পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' (Environmental Management System: ISO - 14001:2015) এবং 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' (Occupational Health & Safety Management System: ISO - 45001:2018) এর আন্তর্জাতিক শিল্প-মান নিশ্চিত করে ISO Certificate অর্জন করেছে।

আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণী সংস্থা (International Organization for Standardization/ISO) বিশ্বব্যাপী একটি ফেডারেশন। এটি আর্ন্তজাতিক শিল্প-মান নিশ্চিতকারী একটি স্বতন্ত্র বেসরকারী সংস্থা এবং ১৬৫ টি দেশ এর সদস্য। ISO Certificate অর্জনকারী সংস্থা উক্ত সদস্য দেশের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সংস্থা হিসেবে বিবেচিত।

সিইজিআইএস প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান সহ সময় মতো বিভিন্ন সমীক্ষা সম্পাদন শেষে মানসম্মত প্রতিবেদন জমা দেয়ার মাধ্যমে তার গ্রাহকদের সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সিইজিআইএসের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিত্যদিনের কাজকর্ম থেকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহার এবং বর্জ্য হ্রাস করে পরিবেশগত দুষণ হ্রাসের মাধ্যমে পরিবেশগত কার্যকারিতা উন্নত করতে বদ্ধপরিকর। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে সিইজিআইএস সুস্থ পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিঃসরণেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

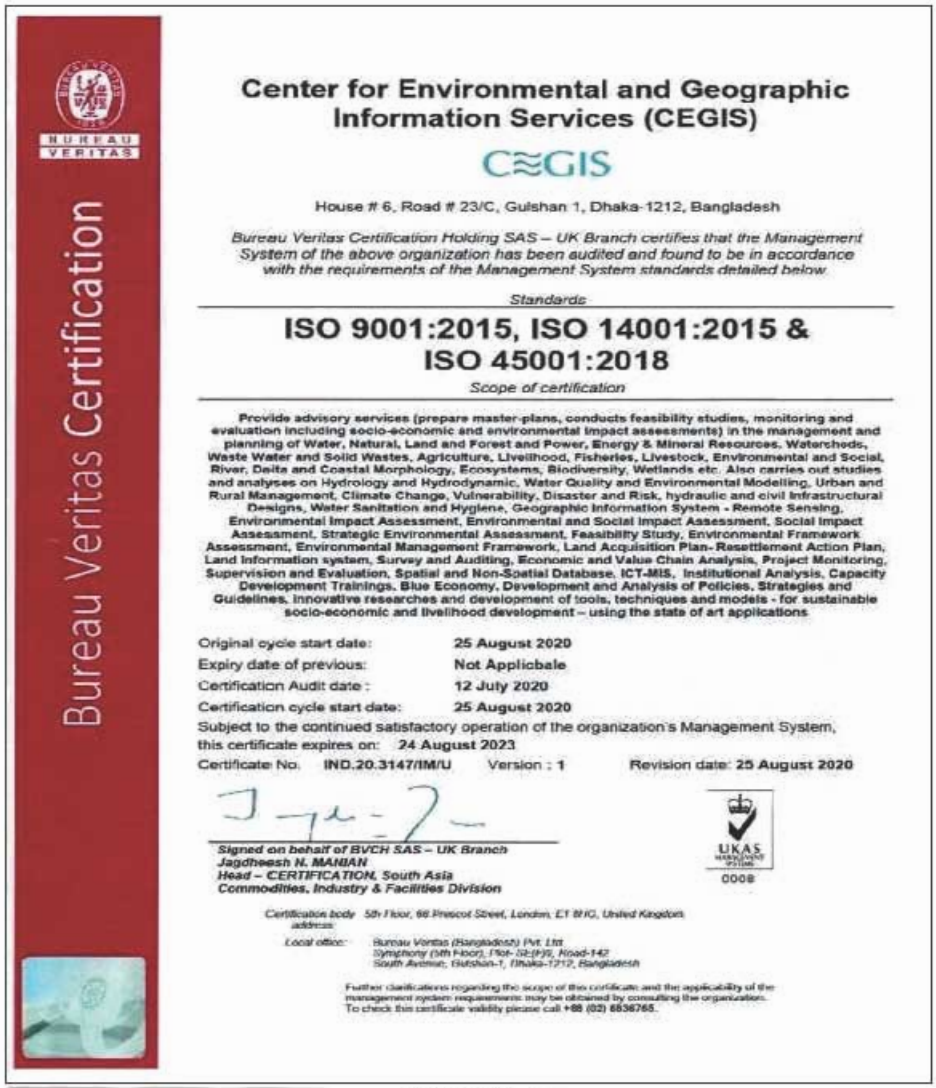

Bureau Veritas Certification

Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS)

CEGIS

House # 6, Road # 23/C, Gulshan 1, Dhaka-1212, Bangladesh

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of the Management System standards detailed below

Standards

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Scope of certification

Provide advisory services (prepare master-plans, conducts feasibility studies, monitoring and evaluation including socio-economic and environmental impact assessments) in the management and planning of Water, Natural, Land and Forest and Power, Energy & Mineral Resources, Watersheds, Waste Water and Solid Wastes, Agriculture, Livelihood, Fisheries, Livestock, Environmental and Social, River, Delta and Coastal Morphology, Ecosystems, Biodiversity, Wetlands etc. Also carries out studies and analyses on Hydrology and Hydrodynamic, Water Quality and Environmental Modelling, Urban and Rural Management, Climate Change, Vulnerability, Disaster and Risk, hydraulic and civil Infrastructural Designs, Water Sanitation and Hygiene, Geographic Information System - Remote Sensing, Environmental Impact Assessment, Environmental and Social Impact Assessment, Social Impact Assessment, Strategic Environmental Assessment, Feasibility Study, Environmental Framework Assessment, Environmental Management Framework, Land Acquisition Plan- Resettlement Action Plan, Land Information system, Survey and Auditing, Economic and Value Chain Analysis, Project Monitoring, Supervision and Evaluation, Spatial and Non-Spatial Database, ICT-MIS, Institutional Analysis, Capacity Development Trainings, Blue Economy, Development and Analysis of Policies, Strategies and Guidelines, Innovative researches and development of tools, techniques and models - for sustainable socio-economic and livelihood development – using the state of art applications

Original cycle start date:	**25 August 2020**
Expiry date of previous:	**Not Applicbale**
Certification Audit date :	**12 July 2020**
Certification cycle start date:	**25 August 2020**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **24 August 2023**

Certificate No. **IND.20.3147/IM/U** Version : **1** Revision date: **25 August 2020**

Signed on behalf of BVCH SAS – UK Branch
Jagdheesh N. MANIAN
Head – CERTIFICATION, South Asia
Commodities, Industry & Facilities Division

UKAS MANAGEMENT SYSTEM 0008

Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Local office: Bureau Veritas (Bangladesh) Pvt. Ltd. Symphony (5th Floor), Plot- 02-(P)3, Road-142 South Avenue, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organization. To check this certificate validity please call +88 (02) 8836765.

ISO Certificate

ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশন বডি Bureau Veritas Certification Holding, SAS-UK Branch এর লোকাল অফিস "ব্যুরো ভেরিটাস (বাংলাদেশ) প্রাইভেট লিমিটেড" কর্তৃক দুই পর্যায়ে পরিচালিত ব্যাপক নিরীক্ষণের পরে সিইজিআইএসকে- "ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" এর আওতায় আইএসও ৯০০১:২০১৫ তথা 'কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (গুণগতমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি), আইএসও ১৪০০১:২০১৫ তথা 'এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি) এবং আইএসও ৪৫০০১:২০১৮ তথা 'অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি) সার্টিফাইড সংস্থা হিসেবে ২৫শে আগস্ট ২০২০ তারিখে ISO Certificate প্রদান করে যা সিজিআইএস এর গুণগত মান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সমুহে আন্তর্জাতিক শিল্প-নির্দিষ্ট মান নিশ্চিত করেছে।

সিইজিআইএস-এর উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ

সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সর্বকনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ট্রাস্ট হিসেবে এর বয়স মাত্র ২০ বছর হলেও এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সালে ৪ (চার) টি Flood Action Plan (FAP) এর সমীক্ষা কার্য পরিচালনার মাধ্যমে। Flood Response Study (FAP-14), Environmental Study (FAP-16), GIS Study (FAP-19) এবং Flood Proofing Study (FAP-23) এর ফলাফল ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এবং ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে পরিচালিত EGIS-I ও EGIS-II প্রকল্পের অভিজ্ঞতাসমূহকে ভিত্তি করে ২০০২ থেকে সিইজিআইএস ট্রাস্ট এ যাবৎ অনেক যুগান্তকারী ও উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। সাম্প্রতিক সময়ের (২০২০-২১) উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও সুন্দরবনের কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা

বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে বিশ্ব ঐতিহ্য সংস্থা-ইউনেস্কো, ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনের সুনির্দিষ্ট কিছু অংশকে বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিসেবে ঘোষণা করে। বিশ্ব ঐতিহ্য বাংলাদেশ বন বিভাগকে এই স্থানটি সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেছে। বাংলাদেশ ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার পথে দ্রুত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নপূর্বক সামনে অগ্রসর হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কিছু চলমান ও পরিকল্পনাধীন উন্নয়ন কর্মসূচি সুন্দরবনের ওপর কি ধরণের প্রভাব ফেলছে তা নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। তাই, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এই ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন কাজের ফলে সুন্দরবনের অসামান্য সার্বজনীন মান (OUV) ধরে রাখার জন্য স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রভাব খতিয়ে দেখতে ইউনেস্কো বাংলাদেশ সরকারকে কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা (SEA) সম্পাদনের পরামর্শ প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন ও সুন্দরবন সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ বন বিভাগ "বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও সুন্দরবনের কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে এবং সিইজিআইএস-কে প্রকল্পটির গবেষণা কাজের জন্য ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে। এ কাজে সিইজিআইএস এর সাথে আন্তর্জাতিক সহযোগী হিসেবে কাজ করছে চেক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান ইনটেগ্রা কনসাল্টিং লিমিটেড।

কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষার (SEA) মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চলমান ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির (PPPs) পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। বিশেষতঃ বনজ ও মৎস্য সম্পদ, পরিবহন ও যোগাযোগ, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, পানি সম্পদ, নৌ-পরিবহন, নগরায়ন ও ট্যুরিজমসহ বিভিন্ন সেক্টরের নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির (PPPs) সংশ্লিষ্ট সকল কিছুই বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে। এই সমীক্ষার (SEA) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ইতিবাচক বা নেতিবাচক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, আন্তঃসীমান্ত, ক্রমবর্ধমান, আন্ত ও বিপরীতধর্মী প্রভাব সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। সুন্দরবন তথা এ অঞ্চলের উপর ভবিষ্যৎ প্রভাব আলোকপাত করা হয়েছে। ইতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত করে তা এগিয়ে নেয়া ও ভারসাম্য অবস্থা অর্জনের প্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্ত থাকছে। টেকসই উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষাটি এ অঞ্চলের জন্য কৌশলগত পরিবেশ পরিকল্পনা (SEMP) তৈরি করেছে। যা নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বা স্বতন্ত্র বড় উন্নয়ন

কর্মকাণ্ডের কাঠামো নির্ধারণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ঠিক করে দিবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশ সংক্রান্ত প্রধান উদ্বেগের বিষয়গুলোতে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের অন্তর্ভূক্ত করে সমাধান খোঁজার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও নানাবিধ সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছে। ফলে, ১৮ মাস ব্যাপ্তিকালের এ প্রকল্পের কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ করে অংশীজনদের সাথে সরাসরি আলোচনা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বিবেচনায় রেখে ই-মেইল এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অংশীজনদের মতামত চাওয়া ও তাদের মতামত নিয়ে আলোচনা অব্যাহত ছিল। তাই প্রকল্পের চুক্তি অনুযায়ী প্রদেয় ৫টি প্রতিবেদনের মধ্যে ইতোমধ্যেই ৪টি জমা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সিইজিআইএস ও ইনটেগ্রা কনসাল্টিং লিমিটেড এর যৌথ প্রয়াসে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। করোনাকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সমীক্ষার মেয়াদ ইতোমধ্যে ৩ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠান করা সম্ভব হলে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমীক্ষাটি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সিইজিআইএস কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত এবং চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমীক্ষা/গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ন্যাশনাল এডাপটেশন প্ল্যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী বাংলাদেশ (UNDP Bangladesh) "National Adaptation Plan (NAP)" তৈরির উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস ও অভিযোজনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। NAP প্রস্তুতের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Centre for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) নেতৃত্বাধীন একটি দল যথা International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD), Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS), Centre for Climate Change and Environmental Research (C3ER), BRAC University কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এ প্রকল্পের মাধমে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (সিসিএ) জাতীয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মুল ধারায় রয়েছে ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া প্রণয়ন এবং অর্থায়নও নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় কৌশলগত গুরুত্বের চারটি প্রধান সেক্টর (১। পানি সম্পদ, ২। কৃষি জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তা, ৩। খরা এবং উপকূলীয় অঞ্চল, এবং ৪। শহুরে এলাকা) সহ অন্যান্য ক্রস-কাটিং সেক্টর সমূহের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবে NAP।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যাচাইকরণ ও জলবায়ু সহিষ্ণু সড়ক ডিজাইন প্রণয়ন

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থার কারণে জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে, উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঝড় ও বৃষ্টির প্রবণতা আরো তীব্র হচ্ছে। এসব পরিবর্তনসমূহ আমাদের বিভিন্ন পরিবহন ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, ফলশ্রুতিতে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই লক্ষে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়কগুলোর উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যাচাইকরণ ও জলবায়ু সহিষ্ণু সড়ক ডিজাইন প্রণয়ন করার জন্য CEGIS কে পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

এ সমীক্ষাটির আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম রোড সার্কেলের ১৫ টি মহাসড়ক (৭ টি জাতীয় ও ৮ টি আঞ্চলিক মহাসড়ক অন্তর্ভূক্ত ছিল). তাপমাত্রার পরিবর্তন, বৃষ্টিপাত এর পরিবর্তন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত বন্যা, সাইক্লোন জনিত স্টর্ম সার্জ এর কারণে সম্ভাব্য বন্যা, ফ্ল্যাশ ফ্লাড (আকস্মিক বন্যা), ভূপরিস্থ জলের লবণাক্ততা, মাটির লবণাক্ততা ও ভূমিধ্বস (ল্যান্ডস্লাইড) এর মত ক্লাইমেট হ্যাজার্ড বিবেচনা করা হয়েছে যা উপকূলীয় অঞ্চলের সড়ক গুলোর উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও মাঠ এবং তথ্য ভিত্তিক জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিদ্যমান সড়কগুলোর অবস্থা যাচাই করা হয়। এছাড়াও সেতু ও ক্রস ড্রেইনেজ কাঠামোগুলোর বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য পর্যাপ্ততা যাচাই করা হয়। প্রাথমিক জরীপ তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটি ক্লাইমেটিক হ্যাজার্ড এর জন্য বিভিন্ন টুলস ও টেকনিক ব্যবহার করে Climate Vulnerabilitz Assess করা হয়। পরবর্তীতে সব গুলো ড্যাটা লেয়ার কে ওয়েইটেড ওভারলে করে AHP Method এর মাধ্যমে Multi Hazard Map তৈরি করে হয়। এই Multi Hazard Map এর উপর রোড এবং ব্রিজ লেয়ারগুলোকে স্থাপন করে Riskz Road/Road Section and Bridge গুলো নির্ণয় করা হয়।

Climate Vulnerabilitz Assessment থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সমূহ বিবেচনায় নিয়ে একটি জলবায়ু সহিষ্ণু ডিজাইন ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা। ডিজাইন ম্যানুয়ালটি তৈরির সময় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড বিশেষ করে AASTHO, Bangladesh National Building Codes (BNBC)-2020 (Gadget 2021), Standard Specifications and Code of Practice for Road Bridges Section: II (Indian Road Congress (IRC), 2010) অনুসরণ করা হয়েছে এবং রোডের জিওমেট্রিক ও পেভমেন্ট প্রপার্টিজে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয়, আঞ্চলিক, জিলা ও ফোর লেন মহাসড়ক গুলো ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট রেজেলিয়েন্ট রোড সেকশন হিসেবে বিবেচনা করার জন্য বলা হয়েছে।

এই সমীক্ষার আওতায় রাস্তাঘাট নির্মাণের সময় পরিবেশের যে ক্ষতি হয় তা পরিশোধনের জন্য যথাযথ কতৃপক্ষ কে জবাবদিহিতার জন্য Environmental Paz Item (ইপিআই) অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এ আইটেম এর আওতায় রাস্তা নির্মাণ বা সংস্কারের সময় জলবায়ু পরিবর্তন কে বিবেচনায় নিয়ে পরিবেশের উপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব নিরূপণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী প্রযোজ্য দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা (Mitigation Measure), Monitoring Suggestion প্রদানের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে Schedule of Paz ও নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই গবেষণা প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হল পেভমেন্ট এবং ব্রিজ ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারকে ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাগুলো সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান করা এবং সমস্যাগুলো বিবেচনা ও সঠিক প্রকৌশল নীতি প্রয়োগ করে একটি নতুন জলবায়ু সহিষ্ণু সড়ক ডিজাইন করা। ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সড়কগুলোতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও মেইনটেনেন্স খরচ হ্রাস করাও ছিল মুল উদ্দেশ্য গুলোর একটি। এছাড়াও প্রকল্পটি ভবিষ্যত গবেষণার কাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী প্রবল আশঙ্কা বৃদ্ধি করেছে এবং তা বাংলাদেশে তীব্রতর হয়েছে কারণ এটি শক্তিশালী গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা প্রণালীর ভাটিতে অবস্থিত। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূলতার জন্য সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাস এবং ভূগর্ভস্থ পানির উৎসে লবণ পানির অনুপ্রবেশের মতো বিপদ ডেকে আনছে। বাংলাদেশের উপকূলে ইতোমধ্যেই ঝুঁকিপূর্ণ জনসংখ্যার ঝুঁকি বহুলাংশে বৃদ্ধি করছে তাই, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনায় (বিসিসিএসএপি) এই উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলি বোঝার, প্রস্তুত করার এবং সাড়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর হয়েছে দেয় যাতে জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত হয় (এমওইএফ, ২০০৯)। ফলস্বরূপ, ডিওই সিইজিআইএসকে "সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থানের অভিক্ষেপ এবং এর ক্ষেত্রীয় প্রভাবগুলির মুল্যায়ন" নিয়ে গবেষণা চালানোর জন্য নিযুক্ত করেছে। গবেষণার ২০৩০, ২০৫০, ২০৭০ এবং ২১০০ সালের জন্য বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং এর সম্ভাব্য বিরূপ ক্ষেত্রীয় প্রভাবগুলো মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়।

এই গবেষণায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের তিনটি অংশ অর্থাৎ গঙ্গা জোয়ার অঞ্চল, মেঘনা বদ্বীপ অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলের মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন মডেলিং টুলস ও টেকনিক

ব্যবহার করে উপকূলীয় অঞ্চলের চারপাশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও জলোচ্ছ্বাসের বৃদ্ধির প্রবণতা যাচাই করা হয়েছে। এছাড়া সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের আবাদি জমি, কৃষি কার্যক্রম এবং অবকাঠামোর উপর ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে।

গবেষণাটি ভবিষ্যতে উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব নিরূপণে যথেষ্ট সহায়তা সহ সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সেক্টর পরিকল্পনা

পরিকল্পনা কমিশনের অধীনস্থ কৃষ্টি, পানি সম্পদ ও গ্রামীন অবকাঠামো বিভাগ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় সিইজিআইএস এর মাধ্যমে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সেক্টরের সেক্টোরাল লক্ষ্য, কর্মদক্ষতা, সুযোগ, বাধা এবং সর্বোপরি নীতিমালা ও কৌশলগুলো চিহ্নিত করে বিস্তৃত কর্ম এবং সাময়িক বাজেট নির্ধারণ করা হবে যা আসন্ন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রদর্শিত দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করবে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে "পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন খাতের উন্নয়নে সরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকার পাশাপাশি বেসরকারি খাত, উন্নয়ন অংশীদার, স্থানীয় সরকার সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব নিরূপণ করা হবে এবং সরকারি নীতি, উদ্যোগ ও বিদ্যমান সেক্টরগুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করার জন্য একটি কাঠামো সরবরাহ করা হবে। সর্বোপরি এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যে সমস্ত বিরূপ প্রভাবগুলো দৃশ্যমান হয় তা মোকাবেলার লক্ষ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোজন কৌশল প্রণয়ন করা হবে যার সুফল জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের অন্যান্য সেক্টরগুলো ভোগ করবে।

বাংলাদেশের ৯টি প্রধান শহরের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপদাপন্নতা মূল্যায়ন

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপদাপন্নতা ও ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশ অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণদেশ হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে ও দারিদ্রতা দূর করতে এ দেশকে প্রতিনিয়ত, বন্যা, শুষ্ক মৌসুমে পানি সম্পদের অভাব জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্নিঝড়ের মত আরো অনেক জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। বাংলাদেশের এই বিপদাপন্নতা বিবেচনায় আনতে দরকার সমন্বিত উদ্যোগ যা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিপদাপন্নতা বিস্তারিত ভাবে মূল্যায়ন করবে।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে UNDP এর অন্তর্ভুক্ত LIUPC প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ৯টি প্রধান শহরের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপদাপন্নতা মূল্যায়ন করা হবে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল শহুরে বিপদাপন্নতা প্রশমন করে টেকসই প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই লক্ষ্য অর্জন করা।

২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য NDC আপডেট এবং উন্নত করা

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সমূহ হ্রাসের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি প্রণীত হয় এবং এই চুক্তির আর্টিকেল ঃ ধারা ৯ অনুযায়ী সকল দেশি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর Nationally Determined Contribution (NDC) হালনাগাদ প্রতিবেদন তৈরী করবে বিগত ২০১৫ সালে বাংলাদেশ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রীন হাউস গ্যাস (GHG) নিঃসরণের মাত্রা ২০৩০ সাল নাগাদ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পরিকল্পনা Intended Nationally Determined Contribution (INDC) পেশ করেছে। (NDC) হালনাগাদ করার লক্ষ্যে UDP এর আর্থিক সহযোগিতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অধীনস্থ ট্রাস্টি প্রতিষ্ঠান Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) এর নেতৃত্বে ৬টি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ দলকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এই নিয়োগের উদ্দেশ্য হল বর্তমান NDC সংশোধন করা এবং বিদ্যুৎ, পরিবহন, শিল্প, কৃষি বনায়ন এবং ভূমি ব্যবহার ও পানি সম্পদ খাতে বাংলাদেশে NDC বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত রোডম্যাপ এবং কর্মপরিকল্পনাসহ একটি উচ্চভিলাষী NDC তৈরী করা। এই NDC সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এর ক্রমবর্ধমান নিঃসরণ মোকবেলায় জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট প্রশমন কার্যক্রমকে শক্তিশালী করবে।

নেত্রকোনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বেশ কিছু পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম একটি পরিকল্পনা হল দেশব্যাপী ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মাধ্যমে প্রায় ১০ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) সারাদেশে ৯৭ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইজেড) প্রতিষ্ঠার অনুমোদন পেয়েছে যার ৬৮ টি সরকারি এবং বাকি ২৯ টি বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হবে। উক্ত উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, বেজা নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত ৫০০ একর জমির উপর একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

প্রকল্পটি পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য বেজা কর্তৃপক্ষ পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পাবলিক ট্রাস্ট, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) কে দায়িত্ব প্রদান করে। উক্ত সমীক্ষা কার্যক্রমটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়। সমীক্ষা কার্যক্রমটি পরিচালনার সময় বিভিন্ন স্তরের অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে প্রকল্প সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা প্রদান ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয় যা পরবর্তীতে প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়।

সমীক্ষায় প্রকল্প এরিয়া ও পরিধি অনুসারে বেজলাইন মূল্যায়ন (ভৌত, জৈবিক এবং আর্থ-সামাজিক), প্রধান ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও প্রভাব, প্রশমন ব্যবস্থা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা করা হয়।

সার্বিকভাবে, সমীক্ষায় আলোকে বেশকিছু পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব করা হয়েছে যা প্রকল্পের প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ এবং প্রকল্প চলমান থাকার সময় বিবেচনা করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের তিনটি ধাপে (কমপ্লায়েন্স মনিটরিং, ইমপ্যাক্ট মনিটরিং এবং এক্সটারনাল বা স্বতন্ত্র মনিটরিং) পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়েছে।

ডিজিটাল রিস্ক ইনফরমেশন প্ল্যাটফর্ম (ডিআরআইপি) প্রণয়ন

পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় "ডিজিটাল রিস্ক ইনফরমেশন প্ল্যাটফর্ম (ডিআরআইপি)" প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত কাজের জন্য সিইজিআইএস কে নিযুক্ত করা হয়। প্রকল্পের কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে ইউএনডিপি। এ প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ ঝুঁকি জনিত উপাত্ত সমূহ সমন্বিত করা হয়েছে এবং তা ব্যবহার করে একটি ওয়েব বেজড সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারটি দুর্যোগ ঝুঁকিকে বিবেচনায় নিয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও মূল্যায়নের কাজকে সহজ ও সময় সংক্ষেপণের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাগণকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, দেশে বিগত বছর সমূহে প্রাকৃতিক ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্যোগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বন্যা ও নদী ভাঙ্গনে হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনা বিলীন হয়ে যাচ্ছে এবং দেশ উল্লেখযোগ্য হারে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। দুর্যোগ ঝুঁকি সমূহ বিবেচনা করে প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করা গেলে এসব ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমানো সম্ভব হবে বলে সরকার মনে করে।

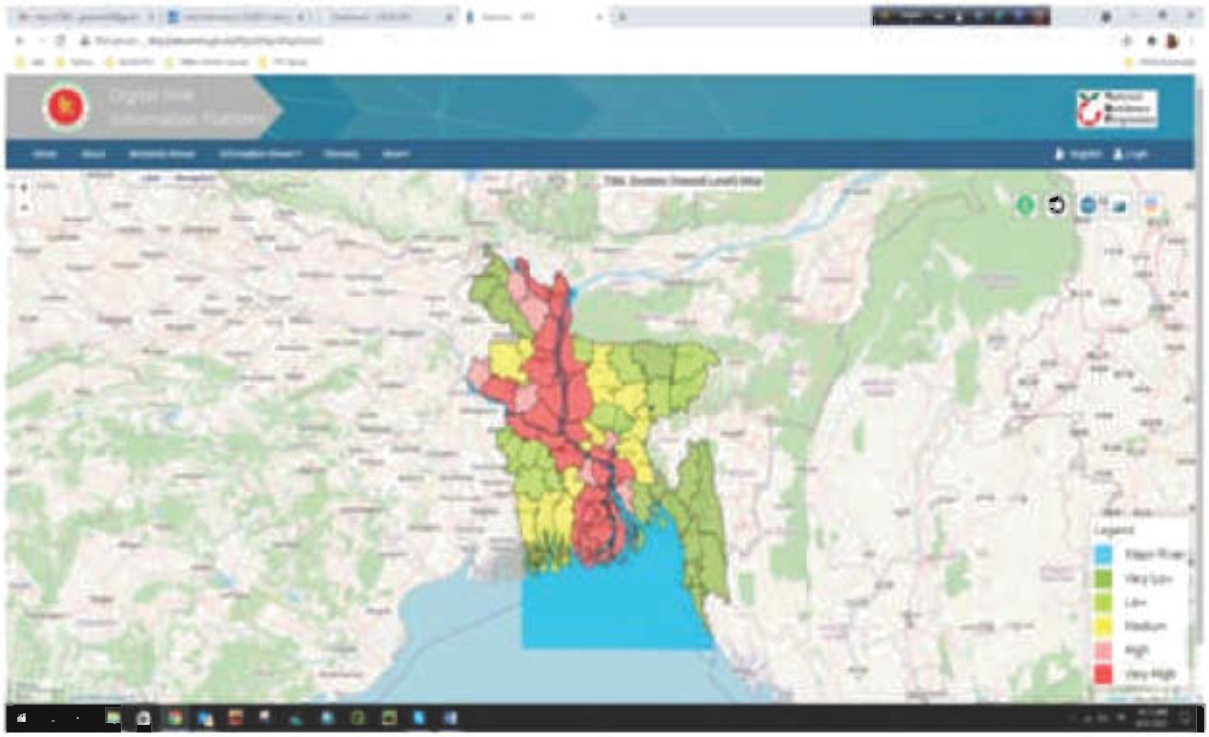

ডিজিটাল রিস্ক ইনফরমেশন প্ল্যাটফর্ম এর স্ক্রীনশট

ডি আর আই পি এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ হল এটি ডিজাস্টার ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ডিআইএ) স্টাডিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। উক্ত প্ল্যাটফর্মে বন্যা, সাইক্লোন, খরাসহ মোট ১১ টি দুর্যোগ- এর উপাত্ত সমন্বয় করা হয়েছে এবং তা ব্যবহার করে দুর্যোগ ঝুঁকি জনিত জি আই এস ম্যাপ তৈরির সিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের প্রজেকশন ম্যাপ দেখানোর জন্য একটি আলাদা মডিউল এতে রাখা হয়েছে যা প্রকল্প পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উক্ত সফটওয়্যারটিতে একটি রিপোর্ট তৈরির সিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে প্রতিটি দুর্যোগের জন্য কিছু মিটিগেশন মেজার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রকল্পটির আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে উক্ত সফটওয়্যার এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ডিআরআইপি সফটওয়্যারটি ইতোমধ্যে পরিকল্পনা বিভাগের সার্ভারে হোস্ট করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর এই সফটওয়্যার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক (বাংলাদেশে) আয়োজিত প্রশিক্ষণ সমূহ

সিইজিআইএস এর ভিশন ও মিশন-এর প্রারম্ভিক বৈশিষ্ট অনুযায়ী এবং নিয়মিত কাজসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা। এ লক্ষ্যে সিইজিআইএস তাদের সমীক্ষা কাজ সংক্রান্ত বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে দেশের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী এবং সিইজিআইএস-এর পেশাজীবিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। করোনা সংক্রমণ সত্ত্বেও সিইজিআইএস তাদের এ কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে on-line platform – এর মাধ্যমে সম্পন্ন করেছে। On-line platform – এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের এ পদ্ধতিটি অত্যন্ত কার্যকরী, ফলপ্রসু, সময় সাশ্রয়ী ও স্বল্পব্যয়ী বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিইজিআইএস ও অন্যান্য সংস্থার পেশাজীবিগণ, সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত এবং অন্যান্য যে সকল প্রশিক্ষণসমূহে অংশ গ্রহণ করেছেন তা নিম্ন বর্ণিত ছকে প্রদান করা হলো ঃ

নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণ আয়োজনকারী সংস্থা	সময়	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সংস্থা ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	Concept and Practices of Integrated Water Resources Management (IWRM)	CEGIS and BWP	নভেম্বর ২০২০	BIWTA, DoE, BWDB, WARPO, MOWR, MoEF, CHT- এর ২৬ জন ও CEGIS- এর ৭ জন
০২	Geomorphology for Capacity Building of CEGIS Professionals	CEGIS	২০২০-২০২১	CEGIS- এর ৩০ জন
০৩	Application of Power Engineering Software in Distribution System Management using ETAP	BPDB	মার্চ ২০২০	BPDB- এর ২৫ জন
০৪	Capacity Building Training on Climate Resilient Road Infrastructures in Bangladesh	CEGIS and RHD	জুন ২০২১	RHD - এর ৫০ জন
০৫	Fundamentals of GIS and BIESM Web Application	CEGIS	মার্চ ও জুন ২০২১	BADC- এর ৩৩ জন

SDG- Goal 6 অনুযায়ী পানির নিরাপত্তা ও নিরাপদ পানির নিশ্চয়তা অর্জন, বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা তথা আন্ত দেশীয় আন্তঃসীমান্ত নদী ব্যবস্থাপনা ও দেশের অভ্যন্তরীণ নদী সমূহ ব্যবস্থাপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাই, পানি সম্পদের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবিদের সুসংহত ও সমন্বিত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে; বহুবিধ পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিতে প্রভাব, পরিকল্পনা ও মনিটরিং ইত্যাদির সমন্বয়ে সমন্বিত Integrated Water Resources Management (IWRM) - এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক (বাংলাদেশের বাহিরে) আয়োজিত প্রশিক্ষণ সমূহ

সিইজিআইএস, আন্তর্জাতিক ভাবে বিভিন্ন দেশের সমীক্ষা সম্পাদন কাজেও নিয়োজিত আছে। আন্তর্জাতিক সমীক্ষা প্রদানকারী ও অংশিদারী সংস্থার স্থানীয় ভাবে নিয়োজিত পেশাজীবিদের সাথে সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত লব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিনিময় করা সমীক্ষা কার্যক্রমের একটি অংশ যা সিইজিআইএস-এর কার্যপ্রণালীর ও একটি অংশ। উপরন্তু, আন্তর্জাতিক প্রতিপক্ষের সাথে

জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিনিময়ের ফলে আমাদের পেশাজীবিদের দক্ষতা ও অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। করোনা সংক্রমণের কারণে, সিইজিআইএস তাদের এ সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিনিময়ের কার্যক্রমসমূহ on-line platform – এর মাধ্যমে সম্পাদন করেছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণসমূহ নিম্নে বর্ণিত ছকে প্রদান করা হলো ঃ

নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণ আয়োজনকারী সংস্থা	সময়	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সংস্থা ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	Linking Water to Food: SWAP-WOFOST Training (2nd Phase)	Deltares, the Netherlands	নভেম্বর ৩০, ডিসেম্বর ১-২ ও ৭-৮, ২০২০	DAE, IWM, BAU- এর ৭ জনও CEGIS- এর ৫ জন
০২	Old Brahmaputra (Knowledge sharing programme-Delft3d training)	Deltares, the Netherlands	নভেম্বর ২,৪; নভেম্বর ১০-১১; নভেম্বর ১৬; নভেম্বর ২৪-২৫, ২০২০;	CEGIS- এর ১০ জন
০৩	Knowledge transfer programme outline on integrated storm water management plan for Thimphu thromde	CEGIS	এপ্রিল ১৬-২৫, ২০২১	Thimphu thromde - এর ৩০ জন
০৪	Training on knowledge transfer regarding preparation of Paro Food Management Plan	FEMD Bhutan	মার্চ ৮-১০, ২০২১	১০ জন

নেদারল্যান্ডস-এর Deltares ও Wageingen University, এবং বাংলাদেশের CEGIS ও IWM- এ ৪টি সহযোগী অংশীদারি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত Joint Cooperation Programme (JCP)- এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ঃ Agriculture Crop Modelling using SWAP-WOFST model এবং Morphological Modelling using Delft-3D model। এ মডেল সমূহে ব্যবহৃত টুলস হতে লব্ধ জ্ঞান ও অর্জিত দক্ষতা বিভিন্ন প্রকল্পের সমীক্ষা কাজের পানি সম্পদ, কৃষি এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিশ্লেষণ কাজে যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করবে।

ভূটান প্রায় আকস্মিক বন্যার কবলে পতিত হয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাই ভূটানের কর্মকর্তাদিগকে বন্যা মোকাবেলায় কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণে সক্ষম করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সিইজিআইএস ভবন নির্মাণ প্রকল্প

পটভূমি

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ট্রাস্টি বোর্ড, সিইজিআইএস তাদের কার্যক্রম শুরুর সময় থেকেই নিজস্ব ভবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জমি/প্লট ক্রয়/বরাদ্দ প্রাপ্তির চেষ্টা করছিল। ফলশ্রুতিতে গণপূর্ত বিভাগ হতে প্রতিষ্ঠানটি ২০১৪ খ্রিঃ সালে আগারগাঁওস্থ শের-ই-বাংলা নগরে একটি ১০ কাঠার প্লটের বরাদ্দ পায়। ২০১৫ খ্রিঃ সালে সিইজিআইএস-এর অনুকূলে উক্ত প্লটটির দলিলপত্র সম্পাদিত হয়। অতঃপর প্রয়োজনীয় নিয়ম বিধি অনুসরণ পূর্বক সেখানে একটি ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা শেষে যৌথভাবে দুটো প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ করে Zero Energy, Green Building Concept সম্পন্ন ভবনটির আর্কিটেকচারাল প্ল্যান,

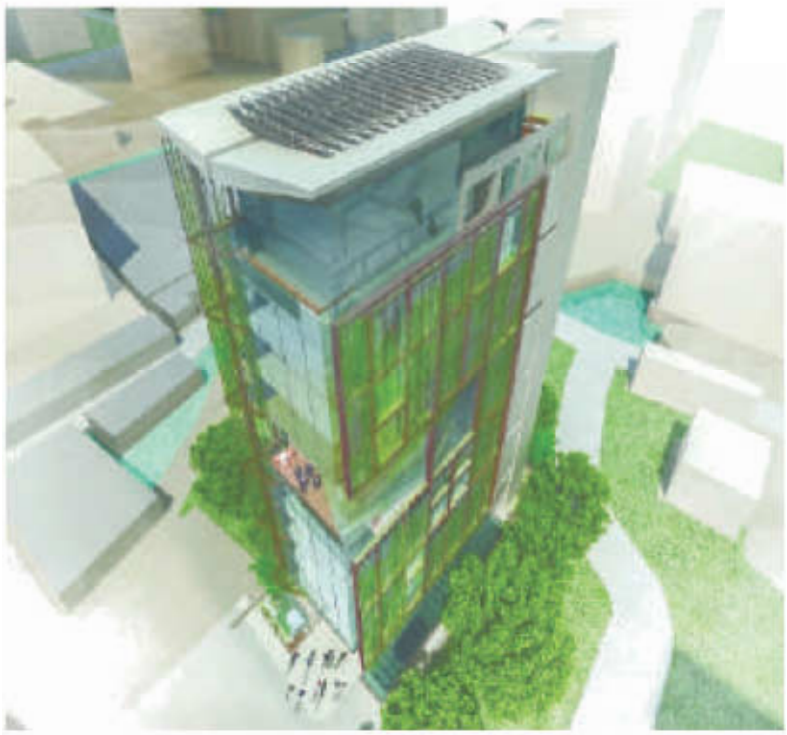

স্ট্রাকচারাল ডিজাইন সম্পাদন করে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত ৪টি বেজমেন্ট সহ ১৩ তলা বিশিষ্ট ভবনের প্লানটি ২০১৮ খ্রিঃ সালে স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি ভবনটি নির্মাণকালীন সময়ে-এর মনিটরিং ও সুপারভিশন কাজ ও তদারকী করবে।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম

সরকারী ক্রয়বিধি পিপিআর অনুসরণ পূর্বক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত নক্সা অনুযায়ী ভবনটির নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়। ১ম পর্যায়ে একটি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে ভবনটির Shore piles & King posts সমূহ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সম্পন্ন করা হয়।

২য় পর্যায়ে একই বিধি মালা অনুসরণ পূর্বক ভবনের পূর্ত নির্মাণ Civil Construction কাজের জন্য, নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান Spacerero Limited-কে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল (লিফ্ট, জেনারেটর, সাবস্টেশন, এয়ার কন্ডিশনার) ও ফায়ার সিকিউরিটি সিস্টেমের কাজসহ গ্লাস সরবরাহ ও ফিটিং কাজ এবং অভ্যন্তরীণ ডেকোরেশন কাজগুলো পূর্ত নির্মাণ কাজে অন্তর্ভুক্ত না করে নির্মিত কাঠামোর সাথে সমাঞ্জস্য রেখে তা পৃথকভাবে সরবরাহ, স্থাপন ও ফিটিং এবং সাজানোর কাজ সম্পন্ন করা হবে। ভবনের Civil Construction সংক্রান্ত কাজটি ২০২২ খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে।

উল্লেখ্য যে, ভবনটির ফায়ার সিকিউরিটি সিস্টেম ও ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল (লিফ্ট) কাজের দরপত্র ইতোমধ্যে আহ্বান করা হয়েছে। অন্যদিকে ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল (জেনারেটর, সাবস্টেশন, এয়ার কন্ডিশনার), গ্লাস সরবরাহ ও ফিটিং কাজ এবং অভ্যন্তরীণ ডেকোরেশন কাজগুলোর দরপত্র আহ্বানের কাজ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

অগ্রগতি

Civil Construction কাজের নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ভবনটির ভীত খননের কাজ সূচনায়, ৭ই আক্টোবর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে এর Ground Breaking অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। ভীত খনন শেষে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি মূলক কাজ সমাপান্তে ১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে ভবনের তলদেশে -১২.৪৩ মিঃ পিডব্লিউডি লেভেলে ম্যাট ঢালাই-এর কাজ সম্পন্ন করে। নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভবনটির নির্মাণকাজ ২৫শে মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ পর্যায়ে বেজমেন্ট -৪ (সর্বনিম্ন) এর- ১০.৩০ ও -৯.০০ মিঃ লেভেলে স্লাব ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়। এরপর ২৬শে মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ থেকে ৩০শে মে, ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত লকডাউনের কারণে কাজটি বন্ধ থাকে।

১লা জুন, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে লকডাউন শিথিল হলে ৪ঠা জুন, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে শ্রমিকগণ পুনরায় কাজে যোগ দেয়া শুরু করলে কাজটি পূর্ণগতিতে চলমান হয়। ১৫ই জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত চার (৪) টি বেজমেন্টসহ বেজমেন্ট-এর উপরে অষ্টম তলার ছাদ পর্যন্ত ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়। এর পর ১৭ই জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ তারিখ হতে ৭ই অগাস্ট, ২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত পুনরায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত লকডাউন ও ঈদ-উল-আযহার কারণে কাজটি বন্ধ থাকে। লকডাউন পুনরায় শিথিল হওয়ার আগেই ৭ই অগাস্ট, ২০২১ খ্রিঃ তারিখ থেকে শ্রমিকগণ পুনরায় কাজে যোগ দেয়া শুরু করলে কাজটি পুনরায় পূর্ণগতিতে চলমান হয়। বর্তমানে নবম তলার পরবর্তী সিকোয়েন্সের (রিটেইনিং ওয়াল, কলাম, শিয়ার ওয়াল, লিফ্ট ওয়াল ইত্যাদি) ঢালাই কাজ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান পর্যায়ে, ভবনের পূর্ত নির্মাণ (Civil Construction) কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৪৩.৬৪% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩৭.৬৩%।

ভবনটি সামগ্রিক ভাবে আগামী ২০২২ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর-এ অবস্থিত সিইজিআইএস-এর জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বর্তমানে দেশে-বিদেশে সিইজিআইএস-এর কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি এর জনবল বহুলাংশে বেড়ে যাওয়ায়, সিইজিআইএস ঢাকা শহরে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত একটি জমিতে তাদের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করছে। সিইজিআইএস-এর কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে সংস্থাটি কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রতিটি সমীক্ষা সম্পাদনে সমীক্ষা এলাকার পানি, মাটি, বায়ুসহ বিভিন্ন উপাদানের পরীক্ষা করার পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে যার সিংহভাগ দেশের বিভিন্ন

গবেষণাগার হতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এতে সমীক্ষা সম্পাদনে বেশী সময় সহ সিইজিআইএস-কে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে এবং যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিইজিআইএস তাদের এসকল কার্যাদি সহজ করা সহ বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নিজস্ব একটি অত্যাধুনিক গবেষণাগার সহ একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে আসছে। সে লক্ষ্যে সিইজিআইএস ২০১৫ সালে গাজীপুর জেলাস্থ কালিয়াকৈর উপজেলায় (২৯৮ ডেসিমাল) একটি জমি ক্রয় করে।

উক্ত স্থানে পরিবেশ বান্ধব অত্যাধুনিক এনভায়রনমেন্টাল গবেষণাগার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমন্বিত একটি Eco-Village প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি Conceptual Architectural Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় Office-cum-Dormitory Building সমন্বিত একটি দোতলা ভবন ও একটি Environmental Laboratory Training Center এর নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপরন্তু, ক্যাম্পাসটির সৌন্দর্য বর্ধণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ক্যাম্পাসটির ভবন সমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সোলার প্যানেলের সংস্থানও রাখা হবে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক দেশীয়/আন্তর্জাতিক পরিসরে চলমান/সম্পাদিত সমীক্ষাসমূহ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে চলমান দেশীয় সমীক্ষাসমূহ

নং	সমীক্ষার নাম
১	Survey of Minor Irrigation Equipment
২	Baseline Survey and Mid-term Evaluation under SCMFP
৩	Re-excavation, Renovation and Development of Khals for Mitigating Water Logging Problems in Chittagong City
৪	Climate Change Vulnerability Assessment for 9 LIUPC Cities
৫	Preparing Sector Action Plan on Environment and Climate Change
৬	Formulation and Advancement of National Adaptation Plan Process in Bangladesh
৭	Training on CCA Mainstreaming and Bakable Project Development Skill for NAP
৮	Update and enhancing NDCs by 2020 for Bangladesh
৯	Feasibility Study of Grounded Solar Power Plant Project
১০	Supplied Hardware, Software for Data Center at BCCT
১১	Online Integrated Census Management System Platform with GIS Integration for Population & Housing Census 2021
১২	Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral Impacts
১৩	Feasibility Study for Sustainable Restoration and Protection of Wetlands
১৪	SEA for SW Region Including Sundarbans
১৫	Development of Water Quality Database of the Trans-Houndary Rivers in Bangladesh.
১৬	Master Plan for MadhobkundoEcopark
১৭	GIS based Distribution Network System and Master Plan of BPDB
১৮	GIS based Web Application of School's Infrastructure Management System (GSIMS)
১৯	Preparation of GIS based Maps (Ward Level) at DNCC, DSCC & SCC
২০	Upgrading of GIS Portal of LGED

নং	সমীক্ষার নাম
২১	Morphological & ESIA Studies, Monitoring of Dredging for the Improvement of Navigability from Mongla to Pakshi River Route
২২	Morphological Studies, Mathematical Model, Monitoring and EIA/SIA study of the Eight Navigation Routes
২৩	Dredging at the Inner Bar Area in the Mongla Port Channel
২৪	Establishment of Dhaka-Lakshmipur Navigation Route of BIWTA
২৫	Morphological Study for Selection of Transmission at Meghna/Meghna Branch
২৬	Morphological Study for Selection of Transmission at Sugandha BuriswarPayira River
২৭	Master Plan Upper Meghna River for Surface Water Supply by DWASA
২৮	Monitoring of Environment Parameters and Implementation of EMP for 2x660 MW CBTPP, Rampal, Bagerhat
২৯	Environment Compliance Monitoring of 2X660 MW MSTPP
৩০	Review of EIA for Mymensingh 360 MW Dual Fuel CCPP Project
৩১	Waste-Energy Project
৩২	Feaibility Study and Conceptual Master Plan of BCMFP
৩৩	Land Use and Land Degradation Profile Using WOCAT Modelling
৩৪	Support to the Implementation of the BDP2100
৩৫	Environmental and Social Services on Underground Substation Constraction Project at Gulshan under DESCO
৩৬	Consulting Service for EFCPFP
৩৭	Delineation of Enumeration Area for Population Census 2021
৩৮	Monitoring od A-M-M 400kv TL project
৩৯	Monitoring of Implementation of EEGBPSP WGNPD
৪০	LAP, RAP and ESIA of Nawabganj EZ of BEZA
৪১	Strategic Delta Plan Implementation
৪২	Data Collection Survey for the Water Resources of Southern Chattagram region
৪৩	Flood Modeling and EIA for Township Project
৪৪	Identification and Revitalization of Water Sources for Sustainable Water Resources Management of CHT
৪৫	Preparation of Position Papers for the Ganges River
৪৬	Impact of GWT 1996 in Bangladesh
৪৭	ESIA study for the Development of Water Distribution and Supply Facilities at Purbachal New Town
৪৮	Feasibility Study for Crop Protection Embankment and Other Structures
৪৯	E & S Consulting Services for JRECDP, Phase-1, Stage-1
৫০	Hydrology and Morphological Study of Bridge Construction at 16th KM of Karnaphuli River

২০২০-২০২১ অর্থবছরে চলমান আন্তর্জাতিক সমীক্ষাসমূহ

নং	সমীক্ষার নাম
১	Management Support to MMC, Bihar for Water Resources Research & Development

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত দেশীয় সমীক্ষাসমূহ

নং	সমীক্ষার নাম
১	Rainstorm Flow Assessment Investigation
২	Study on the Effect of Climate Change on National and Regional Hiways of Bangladesh and Climate Resilient Design for Highways of the Coastal Region

নং	সমীক্ষার নাম
৩	Improved coordination of international climate finance in Bangladesh
৪	System Support and Maintenance of MFI-DBMS
৫	Online Processing and Tracking of Project Clearance and No Objection Certificates
৬	Establishment of Digital Risk Information Platform (DRIP)
৭	Need Assesment of PLIS
৮	Natural Resources Survey for Saint Martin Island
৯	ESIA, ESMP and RAP of 3 SS in DESCO Area
১০	Biodiversity Conservation and Ecosystem Development of MahamayaEco-park
১১	Ecological Dynamics of Reforestation at Haor Landscape Level
১২	Delineate of ECA Boundary of Cox's Bazar
১৩	Geo-Spatial Support for LA Process of RTW under PMBP
১৪	EIA/SIA Study of the Twenty Four Navigation Routes
১৫	Hydrological & Morphological Impacts and Assessment of Effectiveness of Dredging at the Outer Bar Areain the Passur Channel of mongla Port
১৬	FS of River Management by enhancing the navigability, minimizing drainage congestion, wetland ecosystem, irrigation and facilities in Khulna Division
১৭	Feasibility Study of River management for the Enhancement of Navigability, Development of Ghats in Barisal Division
১৮	Feasibility Study of Paturia-Baghabari Navigation Route
১৯	Morphological Study of Meghna, Meghna (Branch), Gomti, Gomti (Branch), Karnaphuli, Kohelia and Halda Rivers fo TL
২০	Post and Interim Survey in Vogai-Kangsa and Atrai
২১	Optimize Dredging, Monitoring and Volume Calculation for the year of 2020-21
২২	Monitoring of Environment Parameters and Implementation of EMP for 2x660 MW CBTPP, Rampal, Bagerhat
২৩	Environmental, Physical and Social Data Collection for High Power Research Reactor
২৪	IEE and EIA study for 3 Power Plants at Saidpur, Shahjibazar and Raozan
২৫	Baseline Development of Two SDG Indicators
২৬	ESSCM on the Demolition of the Existing Structure
২৭	IFF for Power Evacuation Facilities of Rupur Nuclear Power Plant
২৮	Route Survey of 132 kvRangunia Solar Plant
২৯	IEE & EMP study for Strengthening Electrical Infrastructure in DESCO Project
৩০	Land Use Change in Meghna Basin
৩১	FS and MP for Ashuganj Palash Agro Irrigation Project
৩২	Developing Innovative Approaches for Coastal Resilience in India and Bangladesh
৩৩	Development Operational Shadow Price
৩৪	Dhaka Rivers Ecological Restoration Project
৩৫	Stakeholder Consultation Workshop on SDG 6.5.1
৩৬	CC Forecasting & Participatory Scenario Development
৩৭	EMR of twenty four substation in DESCO area
৩৮	EMR of five Grid sub-station in DESCO area
৩৯	EIA for Netrokona Economic Zones
৪০	Riverbank Erosion Prediction and Response project-2020

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক সমীক্ষাসমূহ

নং	সমীক্ষার নাম
১	Preparation of Strom Water Management Plan for Thimpu Thromde
২	Preparation of Flood Management Plan for Paro Dzongkhag

পরিশিষ্ট - ১

পরিশিষ্ট-১

২০২০-২১ অর্থ-বছরের ৩০-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
				কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা					
১	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীর ড্রেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*	মোট	১৪৮৩২৫.৫৩	২৫২৮৬.০০	১৫৫০০.০০		৯২৮৬.০০	৯২৮৬.০০	৩৪৫৭২.০০
৫৫		স্থানীয়	১৪৮৩২৫.৫৩	২৫২৮৬.০০	১৫৫০০.০০	৯২৮৬.০০	৯২৮৬.০০	৯২৮৬.০০	৩৪৫৭২.০০
একনেক ৩০-০৮-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২১.৪৩	১০.১১	জিওবি বরাদ্দের		৭.৯৮	২৯.৪১
		আর্থিক %		১৭.০৫	১০.৪৫	৫৯.৯১%		৬.২৬	২৩.৩১
২	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩) *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*	মোট	১২৯৯৯১.১৭	৪৮০১২.১৭	৭৯০০.০০		৬৯০০.০০	৬৯০০.০০	৫৪৯১২.১৭
১০		স্থানীয়	১২৯৯৯১.১৭	৪৮০১২.১৭	৭৯০০.০০	৬৯০০.০০	৬৯০০.০০	৬৯০০.০০	৫৪৯১২.১৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৭.৫০	২০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৭.২২	৫৪.৭২
		আর্থিক %		৩৬.৯৩	৬.০৮	৮৭.৩৪%		৫.৩১	৪২.২৪
৩	নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*	মোট	৯০৩৪১.৭৬	৩০৫০০.০০	১২০০০.০০		৮৪০০.০০	৮৪০০.০০	৩৮৯০০.০০
২৮		স্থানীয়	৯০৩৪১.৭৬	৩০৫০০.০০	১২০০০.০০	৮৪০০.০০	৮৪০০.০০	৮৪০০.০০	৩৮৯০০.০০
একনেক ১১-০৭-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৯.০০	১০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৩.০০	৭২.০০
		আর্থিক %		৩৩.৭৬	১৩.২৮	৭০.০০%		৯.৩০	৪৩.০৬
৪	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০২১) প্রকল্প এলাকাঃ টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ঢাকা	মোট	১১২৫৫৯.৩৩	৫৫৫২৭.৩০	১৯০০০.০০		১৮৯৮৮.৮৫	১৮৯৭৭.৩১	৭৪৫০৪.৬১
২৪		স্থানীয়	১১২৫৫৯.৩৩	৫৫৫২৭.৩০	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	১৮৯৮৮.৮৫	১৮৯৭৭.৩১	৭৪৫০৪.৬১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫১.৪০	১৬.৮৮	জিওবি বরাদ্দের		২৮.৮৫	৮০.২৫
		আর্থিক %		৪৯.৩৩	১৬.৮৮	১০০.০০%		১৬.৮৬	৬৬.১৯
৫	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চরআলগী ইউনিয়ন রক্ষার্থে ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে বেড়ী বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩১-০৩-২০১১*	মোট	৪৩৭৭.৯১	১২১.৫০	২৫০০.০০		১৯৯১.০০	১৯৪২.৫৪	২০৬৪.০৪
৬৯		স্থানীয়	৪৩৭৭.৯১	১২১.৫০	২৫০০.০০	২০০০.০০	১৯৯১.০০	১৯৪২.৫৪	২০৬৪.০৪
পরিঃ মন্ত্রী ১১-০৪-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৭.০০	৩৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩৪.০০	৬১.০০
		আর্থিক %		২.৭৮	৫৭.১০	৮০.০০%		৪৪.৩৭	৪৭.১৫
৬	কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলাধীন সাহেবের চর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৪৮৬০.৭৫	১২৫.০০	৪৬১৬.০০		৪৬০০.৬৪	৪৫৯৫.০০	৪৭২০.০০
৭১		স্থানীয়	৪৮৬০.৭৫	১২৫.০০	৪৬১৬.০০	৪৬১৬.০০	৪৬০০.৬৪	৪৫৯৫.০০	৪৭২০.০০
পরিঃ মন্ত্রী ০৯-০৪-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪.২৫	৯৫.৭৫	জিওবি বরাদ্দের		৯৩.২৯	৯৭.৫৪
		আর্থিক %		২.৫৭	৯৪.৯৬	১০০.০০%		৯৪.৫৩	৯৭.১০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৭	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উঁচুকরণ, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*	মোট	৩০৪৯৫.০০	২৩৫০.০০	১১৫৫৫.০০		১১৫৫৫.০০	১১৫৫০.০০	১৩৯০০.০০
৬২		স্থানীয়	৩০৪৯৫.০০	২৩৫০.০০	১১৫৫৫.০০	১১৫৫৫.০০	১১৫৫৫.০০	১১৫৫০.০০	১৩৯০০.০০
একনেক ০৯-১০-২০১৮		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭.৭১	৭২.২৯	জিওবি বরাদ্দের		৭১.১২	৭৮.৮৩
		আর্থিক %		৭.৭১	৩৭.৮৯	১০০.০০%		৩৭.৮৮	৪৫.৫৮
৮	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প, প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩০-০৬-২০১২। জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	২১৫৩৪.৫৩	৯০১১.৩০	৯৪০৮.০০		৯৪০৮.০০	৬৯৭৪.৮৮	১৫৯৮৬.১৮
৩১		স্থানীয়	২১৫৩৪.৫৩	৯০১১.৩০	৯৪০৮.০০	৯৪০৮.০০	৯৪০৮.০০	৬৯৭৪.৮৮	১৫৯৮৬.১৮
একনেক ০১-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৬.৭৪	৪৩.২৬	জিওবি বরাদ্দের		৩৮.১৬	৯৪.৯০
		আর্থিক %		৪১.৮৫	৪৩.৬৯	১০০.০০%		৩২.৩৯	৭৪.২৪
৯	টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরবর্তী গাছ-কুমুল্লী বারপানিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়াসহ বাবুপুর-লাউহাটি প্রকল্প এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	১২৪৮৯.০৫	৮১০১.৫৯	২৬৪৫.০০		২৬৩৯.০০	২২৬১.৯২	১০৩৬৩.৫১
২৭		স্থানীয়	১২৪৮৯.০৫	৮১০১.৫৯	২৬৪৫.০০	২৬৪৫.০০	২৬৩৯.০০	২২৬১.৯২	১০৩৬৩.৫১
একনেক ২৯-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭০.৫৬	২৯.৪৪	জিওবি বরাদ্দের		২৬.৩০	৯৬.৮৬
		আর্থিক %		৬৪.৮৭	২১.১৮	১০০.০০%		১৮.১১	৮২.৯৮
১০	টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৩২০৮৫.৯১	৮৮৩৫.০২	২০০০০.০০		১০৫০০.০০	১০৪৯১.৭৭	১৯৩২৬.৭৯
৩৮		স্থানীয়	৩২০৮৫.৯১	৮৮৩৫.০২	২০০০০.০০	১০৫০০.০০	১০৫০০.০০	১০৪৯১.৭৭	১৯৩২৬.৭৯
একনেক ০৭-১১-২০১৭		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৫.৬৮	৫৪.৩২	জিওবি বরাদ্দের		৫৪.৪৩	৯০.১১
		আর্থিক %		২৭.৫৪	৬২.৩৩	৫২.৫০%		৩২.৭০	৬০.২৩
১১	জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়ক রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) (১ম সংশোধিত) *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	২০০৭৬.৭৪	১৯২৮১.৪১	৮০০.০০		৭৯৮.৫২	৭৯৮.৫২	২০০৭৯.৯৩
৩৩		স্থানীয়	২০০৭৬.৭৪	১৯২৮১.৪১	৮০০.০০	৮০০.০০	৭৯৮.৫২	৭৯৮.৫২	২০০৭৯.৯৩
একনেক ০৯-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১০০.০০	০.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৯৬.০৪	৩.৯৮	১০০.০০%		৩.৯৮	১০০.০২
১২	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী বেলগাছা এলাকাটি যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) (১ম সংশোধিত) *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	২৫৩৬৬.০৩	২২৯৪২.৪৬	৭০৭.০০		৭০৪.৫৮	৭০৪.৫৮	২৩৬৪৭.০৪
৩৪		স্থানীয়	২৫৩৬৬.০৩	২২৯৪২.৪৬	৭০৭.০০	৭০৭.০০	৭০৪.৫৮	৭০৪.৫৮	২৩৬৪৭.০৪
একনেক ০৯-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১০০.০০	০.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৯০.৪৫	২.৭৯	১০০.০০%		২.৭৮	৯৩.২২
১৩	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন পাকেরদহ ও বালিজুরি ইউনিয়ন এবং বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন জামথল এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৫৮৪৭২.২৪	০.০০	১৮০০.০০		১৮০০.০০	১৭০৪.০৪	১৭০৪.০৪
৮৯		স্থানীয়	৫৮৪৭২.২৪	০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৭০৪.০৪	১৭০৪.০৪
একনেক ১০-০৩-২০২০		প্রকল্প সাহা	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৫.৮৭	১৫.৮৭
		আর্থিক %		০.০০	৩.০৮	১০০.০০%		২.৯১	২.৯১

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৪	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন হাইজদা বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৪৬৯৯.৪১	২২৫৪.৫৬	২১১৯.০০		২১১৮.৭৫	১৭১০.৪০	৩৯৬৪.৯৬
৩৬		স্থানীয়	৪৬৯৯.৪১	২২৫৪.৫৬	২১১৯.০০	২১১৯.০০	২১১৮.৭৫	১৭১০.৪০	৩৯৬৪.৯৬
পরিঃ মন্ত্রী ২২-১০-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭২.০০	২৮.০০	জিওবি বরাদ্দের		২৬.৫০	৯৮.৫০
		আর্থিক %		৪৭.৯৮	৪৫.০৯	১০০.০০%		৩৬.৪০	৮৪.৩৭
১৫	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় ডিংগাপোতা হাওরের অভ্যন্তরে খাল পুনঃখনন ও ফসল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২) ২০২০-২১ *অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৪৯৫৪.৫৩	০.০০	১৯৩৫.০০		১৪৩৫.০০	১৪৩৫.০০	১৪৩৫.০০
১৮৩		স্থানীয়	৪৯৫৪.৫৩	০.০০	১৯৩৫.০০	১৪৩৫.০০	১৪৩৫.০০	১৪৩৫.০০	১৪৩৫.০০
পরিঃ মন্ত্রী ১৬-০৭-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৪৫.০০	৪৫.০০
		আর্থিক %		০.০০	৩৯.০৬	৭৪.১৬%		২৮.৯৬	২৮.৯৬
উপ-মোট ঃ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মোট	৭০০৬২৯.৮৯	২৩২৩৪৮.৩১	১১২৪৮৫.০০		৯১১২৫.৩৪	৮৭৭৩১.৯৬	৩২০০৮০.২৭
		স্থানীয়	৭০০৬২৯.৮৯	২৩২৩৪৮.৩১	১১২৪৮৫.০০	৯১১৭১.০০	৯১১২৫.৩৪	৮৭৭৩১.৯৬	৩২০০৮০.২৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৮১.০১	৭৭.৯৯	
						৮১.০৫%			
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা									
১৬	কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া-নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৪৯৮৯.৪৬	২২৯৩.৫১	২২০০.০০		১৬০০.০০	১৫১৭.০৪	৩৮১০.৫৫
১৭৯		স্থানীয়	৪৯৮৯.৪৬	২২৯৩.৫১	২২০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৫১৭.০৪	৩৮১০.৫৫
পরিঃ মন্ত্রী ২৬-১২-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৫.০০	১৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৫.০০	৮০.০০
		আর্থিক %		৪৫.৯৭	৪৪.০৯	৭২.৭৩%		৩০.৪০	৭৬.৩৭
১৭	কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী (লোয়ার তিতাস) পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৭-১১-২০১০। ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৭৬২৫.১৪	০.০০	৬৫০.০০		৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০
৯৩		স্থানীয়	৭৬২৫.১৪	০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০
একনেক ২১-০৭-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৩.৮০	১৩.৮০
		আর্থিক %		০.০০	৮.৫২	১০০.০০%		৮.৫২	৮.৫২
১৮	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫-২০১০। ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ*	মোট	১৫৫৮৮.১৬	৭২৬২.৪১	২৫০০.০০		১৮৭০.০০	১৮৬৩.৬৯	৯১২৬.১০
২৩		স্থানীয়	১৫৫৮৮.১৬	৭২৬২.৪১	২৫০০.০০	১৮৭০.০০	১৮৭০.০০	১৮৬৩.৬৯	৯১২৬.১০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৩.০০	১২.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৫.৪৫	৭৮.৪৫
		আর্থিক %		৪৬.৫৯	১৬.০৪	৭৪.৮০%		১১.৯৬	৫৮.৫৫
১৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪১২৫.৮৪	৫২৭.২১	১৫০০.০০		৩৭৪.২৫	৩৭৩.৯৭	৯০১.১৮
৫৩		স্থানীয়	৪১২৫.৮৪	৫২৭.২১	১৫০০.০০	৩৭৭.৪৭	৩৭৪.২৫	৩৭৩.৯৭	৯০১.১৮
পরিঃ মন্ত্রী ০১-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৪.৩০	৯.১৫	জিওবি বরাদ্দের		১০.৭০	২৫.০০
		আর্থিক %		১২.৭৮	৩৬.৩৬	২৫.১৬%		৯.০৬	২১.৮৪
২০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫-২০১০। জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	২৯৮৫.৭০	৯১৮.১০	২০৬৭.০০		২০৩৮.৬০	২০৩৮.১২	২৯৫৬.২২
৫৭		স্থানীয়	২৯৮৫.৭০	৯১৮.১০	২০৬৭.০০	২০৬৭.০০	২০৩৮.৬০	২০৩৮.১২	২৯৫৬.২২
পরিঃ মন্ত্রী ০১-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৫.০০	৬৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৬৩.৭৫	৯৮.৭৫
		আর্থিক %		৩০.৭৫	৬৯.২৩	১০০.০০%		৬৮.২৬	৯৯.০১

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২১	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৭১০৯.০৫	৭৭৬.৮৫	২৫০০.০০		৭৯৬.৭৫	৭৭৬.৮৫	১৫৫৩.৭০
৭৮		স্থানীয়	৭১০৯.০৫	৭৭৬.৮৫	২৫০০.০০	৮০০.০০	৭৯৬.৭৫	৭৭৬.৮৫	১৫৫৩.৭০
একনেক ২০-০৮-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৯.০০	২০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৮.০০	৩৭.০০
		আর্থিক %		১০.৯৩	৩৫.১৭	৩২.০০%		১০.৯৩	২১.৮৬
২২	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১) *ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	২৪৫১৮.৯০	১৯৪২৮.২০	৪৫০০.০০		৪৩১১.৯৮	৪৩০৩.২৪	২৩৭৩১.৪৪
২৬		স্থানীয়	২৪৫১৮.৯০	১৯৪২৮.২০	৪৫০০.০০	৪৩১২.০০	৪৩১১.৯৮	৪৩০৩.২৪	২৩৭৩১.৪৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮১.০০	১৯.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৯.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৭৯.২৪	১৮.৩৫	৯৫.৮২%		১৭.৫৫	৯৬.৭৯
২৩	লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল এবং রায়পুর উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙ্গন রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৩৮৩৬.৮১	৩৫৩.২৪	১৫০০.০০		৯৫৪.৩১	৯৫৩.০১	১৩০৬.২৫
৫২		স্থানীয়	৩৮৩৬.৮১	৩৫৩.২৪	১৫০০.০০	৯৫৪.৩১	৯৫৪.৩১	৯৫৩.০১	১৩০৬.২৫
পরিঃ মন্ত্রী ২৬-০৯-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৩.৮৯	২৪.৮৭	জিওবি বরাদ্দের		২৬.৩৭	৪০.২৬
		আর্থিক %		৯.২১	৩৯.০৯	৬৩.৬২%		২৪.৮৪	৩৪.০৫
২৪	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২) *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*	মোট	৩২৪৯৮.৮৫	২৪১৬৮.৯২	৮৩০০.০০		৫৩৪৪.০০	৫৩৪৪.০০	২৯৫১২.৯২
১৭৩		স্থানীয়	৩২৪৯৮.৮৫	২৪১৬৮.৯২	৮৩০০.০০	৫৩৪৪.০০	৫৩৪৪.০০	৫৩৪৪.০০	২৯৫১২.৯২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৩.২২	৩৩.৬৯	জিওবি বরাদ্দের		২২.৩৩	৭৫.৫৫
		আর্থিক %		৭৪.৩৭	২৫.৫৪	৬৪.৩৯%		১৬.৪৪	৯০.৮১
২৫	নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৭১৮৬.৫৭	০.০০	১৫০০.০০		৮৪.৫০	৬৪.০০	৬৪.০০
১৮৫		স্থানীয়	৭১৮৬.৫৭	০.০০	১৫০০.০০	১১৫.০০	৮৪.৫০	৬৪.০০	৬৪.০০
একনেক ২৯-০৯-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.০০	জিওবি বরাদ্দের		১.১৬	১.১৬
		আর্থিক %		০.০০	২০.৮৭	৭.৬৭%		০.৮৯	০.৮৯
২৬	ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর উপজেলাধীন ফেনী নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে নাঙ্গল মোড়া ও জগৎ জীবনপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) জুন, ২০২১ *নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৪৬৮১.৪০	০.০০	৪৬৮১.০০		৪৬৬০.৫০	৪৫০৯.৭৭	৪৫০৯.৭৭
৭৭		স্থানীয়	৪৬৮১.৪০	০.০০	৪৬৮১.০০	৪৬৬১.০০	৪৬৬০.৫০	৪৫০৯.৭৭	৪৫০৯.৭৭
পরিঃ মন্ত্রী ২৪-০৯-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩.০০	৯৭.০০	জিওবি বরাদ্দের		৯৬.০০	৯৯.০০
		আর্থিক %		০.০০	৯৯.৯৯	৯৯.৫৭%		৯৬.৩৩	৯৬.৩৩
২৭	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	মোট	১৯০৪৮.১৭	৪৩২৯.০১	৪০১৯.০০		৩৫১৯.০০	৩৫১৫.০০	৭৮৪৪.০১
৩০		স্থানীয়	১৯০৪৮.১৭	৪৩২৯.০১	৪০১৯.০০	৩৫১৯.০০	৩৫১৯.০০	৩৫১৫.০০	৭৮৪৪.০১
একনেক ০১-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৭.২৫	৩৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		২৭.০০	৫৪.২৫
		আর্থিক %		২২.৭৩	২১.১০	৮৭.৫৬%		১৮.৪৫	৪১.১৮
২৮	চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগাদী পাম্প হাউস ও হাজিমারা রেগুলেটর পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	মোট	১১৭৪৬.০১	০.০০	৬৯.০০		৬৮.১০	০.০০	০.০০
১৮২		স্থানীয়	১১৭৪৬.০১	০.০০	৬৯.০০	৬৯.০০	৬৮.১০	০.০০	০.০০
একনেক ২৩-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০০	০.০০
		আর্থিক %		০.০০	০.৫৯	১০০.০০%		০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
উপ-মোট ঃ পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		মোট	১৪৫৯৪০.০৬	৬০০৫৭.৪৫	৩৫৯৮৬.০০		২৬২৭১.৯৯	২৫৯০৮.৬৯	৮৫৯৬৬.১৪
		স্থানীয়	১৪৫৯৪০.০৬	৬০০৫৭.৪৫	৩৫৯৮৬.০০	২৬৩৩৮.৭৮	২৬২৭১.৯৯	২৫৯০৮.৬৯	৮৫৯৬৬.১৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৭৩.১৯%	৭৩.০১	৭২.০০	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট									
২৯ ৮১ একনেক ০৫-১১-২০১৯	সিলেট জেলায় সিলেট সদর ও বিশ্বনাথ উপজেলায় দশগ্রাম, মাহতাবপুর ও রাজাপুর পরগণা বাজার এলাকা সুরমা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	মোট	১২০৮১.৬৫	০.০০	৫০০০.০০		২৪৯৮.৫০	২৪৯২.৮৬	২৪৯২.৮৬
		স্থানীয়	১২০৮১.৬৫	০.০০	৫০০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৮.৫০	২৪৯২.৮৬	২৪৯২.৮৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৪১.৩০	জিওবি বরাদ্দের ৫০.০০%		২৭.৬৯	২৭.৬৯
		আর্থিক %		০.০০	৪১.৩৯			২০.৬৩	২০.৬৩
৩০ ৮৬ একনেক ২৮-০১-২০২০	সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর ডানতীরে অবস্থিত দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, লক্ষীবাউর ও বেতুরা এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	১৯১৬৭.২৩	০.০০	২৭০০.০০		২০০০.০০	১৯৯৭.৬১	১৯৯৭.৬১
		স্থানীয়	১৯১৬৭.২৩	০.০০	২৭০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৭.৬১	১৯৯৭.৬১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১৪.০৯	জিওবি বরাদ্দের ৭৪.০৭%		২১.০৬	২১.০৬
		আর্থিক %		০.০০	১৪.০৯			১০.৪২	১০.৪২
৩১ ৮২ একনেক ১১-০২-২০২০	হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সম্মুখে কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৫৭৩৪৭.৮০	০.০০	৩০৫৩.০০		২৪৯০.৫০	২৪৮৬.৬০	২৪৮৬.৬০
		স্থানীয়	৫৭৩৪৭.৮০	০.০০	৩০৫৩.০০	২৫০০.০০	২৪৯০.৫০	২৪৮৬.৬০	২৪৮৬.৬০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫.৩০	জিওবি বরাদ্দের ৮১.৮৯%		১০.৫০	১০.৫০
		আর্থিক %		০.০০	৫.৩২			৪.৩৪	৪.৩৪
৩২ ৯০ একনেক ২১-০৬-২০২০	মনু নদীর ভাঙ্গন হতে মৌলভীবাজার জেলা সদর, রাজনগর ও কুলাউড়া উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (জুন, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) *২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৯৯৬২৮.০০	০.০০	৭০০.০০		৩০০.০০	২৯৯.২৫	২৯৯.২৫
		স্থানীয়	৯৯৬২৮.০০	০.০০	৭০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	২৯৯.২৫	২৯৯.২৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.০০	জিওবি বরাদ্দের ৪২.৮৬%		০.৩৫	০.৩৫
		আর্থিক %		০.০০	০.৭০			০.৩০	০.৩০
উপ-মোট ঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট		মোট	১৮৮২২৪.৬৮	০.০০	১১৪৫৩.০০		৭২৮৯.০০	৭২৭৬.৩২	৭২৭৬.৩২
		স্থানীয়	১৮৮২২৪.৬৮	০.০০	১১৪৫৩.০০	৭৩০০.০০	৭২৮৯.০০	৭২৭৬.৩২	৭২৭৬.৩২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৬৩.৭৪%	৬৩.৬৪	৬৩.৫৩	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম									
৩৩ ২২	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই,২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	মোট	২৯৩৬০.৬৯	২৩০০৪.৪৩	৮০০.০০		৮০০.০০	৮০০.০০	২৩৮০৪.৪৩
		স্থানীয়	২৯৩৬০.৬৯	২৩০০৪.৪৩	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	২৩৮০৪.৪৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮৮.০০	২.৭২	জিওবি বরাদ্দের ১০০.০০%		১.২৫	৮৯.২৫
		আর্থিক %		৭৮.৩৫	২.৭২			২.৭২	৮১.০৮

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩৪	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২) *ডিপিএম- নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ*	মোট	১৬৫৭৪২.৫৩	১০৩৮৬৪.৩৮	১১৭০০.০০		১১০০০.০০	১০৯৯৯.০০	১১৪৮৬৩.৩৮
১২		স্থানীয়	১৬৫৭৪২.৫৩	১০৩৮৬৪.৩৮	১১৭০০.০০	১১০০০.০০	১১০০০.০০	১০৯৯৯.০০	১১৪৮৬৩.৩৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭২.৫০	৮.৪৫	জিওবি বরাদ্দের		৭.৫০	৮০.০০
		আর্থিক %		৬২.৬৭	৭.০৬	৯৪.০২%		৬.৬৪	৬৯.৩০
৩৫	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	মোট	২১৯৩০.৮৩	৭৬৩৮.১১	৫০০০.০০		৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	১১৩৮৮.১১
৩৫		স্থানীয়	২১৯৩০.৮৩	৭৬৩৮.১১	৫০০০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	১১৩৮৮.১১
একনেক ১৩-০৯-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৩.০০	২২.৮০	জিওবি বরাদ্দের		১২.১০	৬৫.১০
		আর্থিক %		৩৪.৮৩	২২.৮০	৭৫.০০%		১৭.১০	৫১.৯৩
৩৬	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন পুইছড়ি ইউনিয়নের পোল্ডার নং-৬৪/২এ (পুইছড়ি পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	১১২৮.৯৬	৪৬০.১৪	৬৭৬.০০		৫০৪.৬০	৪৫০.০০	৯১০.১৪
১৮১		স্থানীয়	১১২৮.৯৬	৪৬০.১৪	৬৭৬.০০	৫৫০.০০	৫০৪.৬০	৪৫০.০০	৯১০.১৪
পরিঃ মন্ত্রী ০২-০৫-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬০.০০	৪০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩৪.০০	৯৪.০০
		আর্থিক %		৪০.৭৬	৫৯.৮৮	৮১.৩৬%		৩৯.৮৬	৮০.৬২
৩৭	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৫৭৭২৩.৯২	২৪০১৭.৬৩	৯৫০০.০০		৮৫০০.০০	৮৪৫২.০২	৩২৪৬৯.৬৫
১১		স্থানীয়	৫৭৭২৩.৯২	২৪০১৭.৬৩	৯৫০০.০০	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০	৮৪৫২.০২	৩২৪৬৯.৬৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৪.৮৭	১৬.৪৬	জিওবি বরাদ্দের		১৪.৬৪	৫৯.৫১
		আর্থিক %		৪১.৬১	১৬.৪৬	৮৯.৪৭%		১৪.৬৪	৫৬.২৫
৩৮	চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৩৫৪৮৬.৪৯	৭১৮১.০৬	৫০০০.০০		৪০০০.০০	৩৯৯৯.০০	১১১৮০.০৬
৪২		স্থানীয়	৩৫৪৮৬.৪৯	৭১৮১.০৬	৫০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৩৯৯৯.০০	১১১৮০.০৬
একনেক ০৯-০১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২১.৯৯	১৪.০৯	জিওবি বরাদ্দের		১১.২৭	৩৩.২৬
		আর্থিক %		২০.২৪	১৪.০৯	৮০.০০%		১১.২৭	৩১.৫১
৩৯	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	মোট	১৫৬৭৬.৯০	২৯৩৬.৯০	১০০৪০.০০		৯৯০৬.৬৬	৯৮৬৮.২৯	১২৮০৫.১৯
৫১		স্থানীয়	১৫৬৭৬.৯০	২৯৩৬.৯০	১০০৪০.০০	১০০৪০.০০	৯৯০৬.৬৬	৯৮৬৮.২৯	১২৮০৫.১৯
একনেক ০২-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৯.২৫	৪৫.৭৫	জিওবি বরাদ্দের		৪৬.৭৫	৮৬.০০
		আর্থিক %		১৮.৭৩	৬৪.০৪	১০০.০০%		৬২.৯৫	৮১.৬৮
৪০	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলামগ্নতা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*	মোট	১৬২০৭৩.৫০	০.০০	৯০০০.০০		৭৫০০.০০	৭৩৩৬.৩৪	৭৩৩৬.৩৪
৭৫		স্থানীয়	১৬২০৭৩.৫০	০.০০	৯০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৩৩৬.৩৪	৭৩৩৬.৩৪
একনেক ২৭-০২-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২.৮০	৫.৫৫	জিওবি বরাদ্দের		৪.৫৩	৭.৩৩
		আর্থিক %		০.০০	৫.৫৫	৮৩.৩৩%		৪.৫৩	৪.৫৩
৪১	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*	মোট	৩৪৯৭৪.৯৮	১৬৩৫৬.১৫	৬৮০০.০০		৫০০০.০০	৪৯২৩.০৭	২১২৭৯.২২
১৬		স্থানীয়	৩৪৯৭৪.৯৮	১৬৩৫৬.১৫	৬৮০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৪৯২৩.০৭	২১২৭৯.২২
একনেক ০৫-০৪-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৩.০০	১.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০০	৭৩.০০
		আর্থিক %		৪৬.৭৭	১৯.৪৪	৭৩.৫৩%		১৪.০৮	৬০.৮৪

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪২	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৩৯৮৯০.৫৭	৫৬৩৩.৩৫	১০০০০.০০		৯০০০.০০	৮৯৬১.৮৪	১৪৫৯৫.১৯
৫৪		স্থানীয়	৩৯৮৯০.৫৭	৫৬৩৩.৩৫	১০০০০.০০	৯০০০.০০	৯০০০.০০	৮৯৬১.৮৪	১৪৫৯৫.১৯
একনেক ০৯-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৫.০০	১৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৫.০০	৪০.০০
		আর্থিক %		১৪.১২	২৫.০৭	৯০.০০%		২২.৪৭	৩৬.৫৯
৪৩	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১) *ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৩৬৩১১.৮১	২২৪২৫.৮৮	১৩০০০.০০		৯৮০০.০০	৯৫৯৭.০০	৩২০২২.৮৮
২১		স্থানীয়	৩৬৩১১.৮১	২২৪২৫.৮৮	১৩০০০.০০	৯৮০০.০০	৯৮০০.০০	৯৫৯৭.০০	৩২০২২.৮৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭০.৫০	২৯.৫০	জিওবি বরাদ্দের		২৫.৫০	৯৬.০০
		আর্থিক %		৬১.৭৬	৩৫.৮০	৭৫.৩৮%		২৬.৪৩	৮৮.১৯
৪৪	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপরীর দ্বীপের পোল্ডার-৬৮ এর বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) *ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	১২১৮৪.০০	১০৮৭৭.২৬	১১০৯.০০		১১০৯.০০	৯৪২.৪৮	১১৮১৯.৭৪
১৩		স্থানীয়	১২১৮৪.০০	১০৮৭৭.২৬	১১০৯.০০	১১০৯.০০	১১০৯.০০	৯৪২.৪৮	১১৮১৯.৭৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৯১.০০	৯.০০	জিওবি বরাদ্দের		৬.৫০	৯৭.৫০
		আর্থিক %		৮৯.২৭	৯.১০	১০০.০০%		৭.৭৪	৯৭.০১
৪৫	কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	মোট	১৪১৬৫.০০	২৪১৭.১৩	৫০০০.০০		৩৭৫৫.০০	৩৭৪২.৪৬	৬১৫৯.৫৯
৪৮		স্থানীয়	১৪১৬৫.০০	২৪১৭.১৩	৫০০০.০০	৩৭৫৫.০০	৩৭৫৫.০০	৩৭৪২.৪৬	৬১৫৯.৫৯
একনেক ২৩-০১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৯.০০	৩০.০০	জিওবি বরাদ্দের		২৬.০০	৪৫.০০
		আর্থিক %		১৭.০৬	৩৫.৩০	৭৫.১০%		২৬.৪২	৪৩.৪৮
৪৬	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৩-০৪-২০১১ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃজুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	১৯৫৪৩.৯৫	৮০০০.৭৭	৬৭০০.০০		৬৭০০.০০	৬৫০০.০০	১৪৫০০.৭৭
১৭৪		স্থানীয়	১৯৫৪৩.৯৫	৮০০০.৭৭	৬৭০০.০০	৬৭০০.০০	৬৭০০.০০	৬৫০০.০০	১৪৫০০.৭৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫১.০০	৪৯.০০	জিওবি বরাদ্দের		৪১.০০	৯২.০০
		আর্থিক %		৪০.৯৪	৩৪.২৮	১০০.০০%		৩৩.২৬	৭৪.২০
উপ-মোট ঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		মোট	৬৪৬১৯৪.১৩	২৩৪৮১৩.১৯	৯৪৩২৫.০০		৮১৩২৫.২৬	৮০৩২১.৫০	৩১৫১৩৪.৬৯
		স্থানীয়	৬৪৬১৯৪.১৩	২৩৪৮১৩.১৯	৯৪৩২৫.০০	৮১৫০৪.০০	৮১৩২৫.২৬	৮০৩২১.৫০	৩১৫১৩৪.৬৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৮৬.৪১%	৮৬.২২	৮৫.১৫	
উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)		মোট	১৬৮০৯৮৮.৭৬	৫২৭২১৮.৯৫	২৫৪২৪৯.০০		২০৬০১১.৫৯	২০১২৩৮.৪৭	৭২৮৪৫৭.৪২
		স্থানীয়	১৬৮০৯৮৮.৭৬	৫২৭২১৮.৯৫	২৫৪২৪৯.০০	২০৬৩১৩.৭৮	২০৬০১১.৫৯	২০১২৩৮.৪৭	৭২৮৪৫৭.৪২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৮১.১৫%	৮১.০৩	৭৯.১৫	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
উত্তরাঞ্চল, রংপুর									
৪৭	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, পীরগাছা ও রংপুর সদর উপজেলায় যমুনেশ্বরী, ঘাঘট ও করতোয়া নদীর তীর সংরক্ষণ ও নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	১৫০০৮.৩০	৪৭২৭.৪৭	৮৯৫৯.০০		৮৯৫৮.১৭	৭৯৪৭.৭৭	১২৬৭৫.২৪
৬০		স্থানীয়	১৫০০৮.৩০	৪৭২৭.৪৭	৮৯৫৯.০০	৮৯৫৯.০০	৮৯৫৮.১৭	৭৯৪৭.৭৭	১২৬৭৫.২৪
একনেক ১১-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৮.০০	৫২.০০	জিওবি বরাদ্দের		৪২.২৬	৯০.২৬
		আর্থিক %		৩১.৫০	৫৯.৬৯	১০০.০০%		৫২.৯৬	৮৪.৪৫
৪৮	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৩০২৬০.০০	৩৭৫৪.১৮	১৫০০০.০০		১০৯২০.০০	১০৯১৩.৬১	১৪৬৬৭.৭৯
৭২		স্থানীয়	৩০২৬০.০০	৩৭৫৪.১৮	১৫০০০.০০	১১০০০.০০	১০৯২০.০০	১০৯১৩.৬১	১৪৬৬৭.৭৯
একনেক ২৭-০২-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৪.২৩	৪৯.৫৭	জিওবি বরাদ্দের		৫০.৭৬	৮৪.৯৯
		আর্থিক %		১২.৪১	৪৯.৫৭	৭৩.৩৩%		৩৬.০৭	৪৮.৪৭
৪৯	কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ারচর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেম্বারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪৮০৪২.০০	৬৫৩.৫০	৯০০০.০০		৫৬২১.০০	৫৬১৬.০০	৬২৬৯.৫০
৭৬		স্থানীয়	৪৮০৪২.০০	৬৫৩.৫০	৯০০০.০০	৫৭০০.০০	৫৬২১.০০	৫৬১৬.০০	৬২৬৯.৫০
একনেক ০৯-০৪-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২.৭৩	১৮.৭৩	জিওবি বরাদ্দের		১৯.৯৯	২২.৭২
		আর্থিক %		১.৩৬	১৮.৭৩	৬৩.৩৩%		১১.৬৯	১৩.০৫
৫০	কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট ও ফুলবাড়ী উপজেলাধীন ধরলা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ বাম ও ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (মার্চ, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৫৯৫০০.০০	০.০০	৩৭০০.০০		১৯৬২.০০	১৯৩৬.৮৫	১৯৩৬.৮৫
৮৮		স্থানীয়	৫৯৫০০.০০	০.০০	৩৭০০.০০	২০০০.০০	১৯৬২.০০	১৯৩৬.৮৫	১৯৩৬.৮৫
একনেক ০৩-০৩-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৬.২২	জিওবি বরাদ্দের		৮.৫৪	৮.৫৪
		আর্থিক %		০.০০	৬.২২	৫৪.০৫%		৩.২৬	৩.২৬
৫১	যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) *ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ*	মোট	২৯৯৩৬.৬৭	৬৪১৭.৩০	৬৯৫০.০০		৬৯৫০.০০	৬৯২৩.৩৩	১৩৩৪০.৬৩
৩৯		স্থানীয়	২৯৯৩৬.৬৭	৬৪১৭.৩০	৬৯৫০.০০	৬৯৫০.০০	৬৯৫০.০০	৬৯২৩.৩৩	১৩৩৪০.৬৩
একনেক ০৭-০২-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪২.৭৮	২০.০৪	জিওবি বরাদ্দের		১৪.১৩	৫৬.৯১
		আর্থিক %		২১.৪৪	২৩.২২	১০০.০০%		২৩.১৩	৪৪.৫৬
৫২	গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২) *২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৪০১৭৯.৪৩	০.০০	১৫০.০০		১৫০.০০	১৩৩.৮০	১৩৩.৮০
৫		স্থানীয়	৪০১৭৯.৪৩	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৩৩.৮০	১৩৩.৮০
একনেক ২১-০৭-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৯.৫০	৯.৫০
		আর্থিক %		০.০০	০.৩৭	১০০.০০%		০.৩৩	০.৩৩
৫৩	নীলফামারী জেলার চাড়ালকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িতিস্তা নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	১৬৯১৮.৪১	২১০.৭৯	৫৪০০.০০		৩৮৭২.০০	৩৮৭১.৪১	৪০৮২.২০
৭৩		স্থানীয়	১৬৯১৮.৪১	২১০.৭৯	৫৪০০.০০	৩৯০০.০০	৩৮৭২.০০	৩৮৭১.৪১	৪০৮২.২০
একনেক ৩০-০৪-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১.৭১	৩১.৪৫	জিওবি বরাদ্দের		৩০.০৪	৩১.৭৫
		আর্থিক %		১.২৫	৩১.৯২	৭২.২২%		২২.৮৮	২৪.১৩

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৫৪	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) *ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ। জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৬২৯৬.৮০	৩৫৬৫.০২	২৭৩২.০০		২৭২১.৭৪	২৬৮২.২৫	৬২৪৭.২৭
১৭৬		স্থানীয়	৬২৯৬.৮০	৩৫৬৫.০২	২৭৩২.০০	২৭৩২.০০	২৭২১.৭৪	২৬৮২.২৫	৬২৪৭.২৭
পরিঃ মন্ত্রী ০৯-০১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৯.০০	৪১.০০	জিওবি বরাদ্দের		৪১.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৫৬.৬২	৪৩.৩৯	১০০.০০%		৪২.৬০	৯৯.২১
৫৫	দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে আত্রাই নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৫৫৬৮.৮৪	২৬৭২.৯৭	২৬৫৭.০০		২৬০৬.২৭	২৬০৩.৪২	৫২৭৬.৩৯
৫৯		স্থানীয়	৫৫৬৮.৮৪	২৬৭২.৯৭	২৬৫৭.০০	২৬০৬.২৭	২৬০৬.২৭	২৬০৩.৪২	৫২৭৬.৩৯
পরিঃ মন্ত্রী ০৮-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬২.০০	৩৮.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩৮.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৪৮.০০	৪৭.৭১	৯৮.০৯%		৪৬.৭৫	৯৪.৭৫
৫৬	দিনাজপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং দিনাজপুর শহর সংলগ্ন ঢেপা ও গর্ভেশ্বরী নদী সিস্টেম ড্রেজিং/খনন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) *২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৩২৭২৭.০০	০.০০	৭০০.০০		৭০০.০০	৬৯৮.২৩	৬৯৮.২৩
৯১		স্থানীয়	৩২৭২৭.০০	০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৬৯৮.২৩	৬৯৮.২৩
একনেক ০৬-০৭-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.০০	জিওবি বরাদ্দের		২.৫০	২.৫০
		আর্থিক %		০.০০	২.১৪	১০০.০০%		২.১৩	২.১৩
উপ-মোট ঃ উত্তরাঞ্চল, রংপুর		মোট	২৮৪৪৩৭.৪৫	২২০০১.২৩	৫৫২৪৮.০০		৪৪৪৬১.১৮	৪৩৩২৬.৬৭	৬৫৩২৭.৯০
		স্থানীয়	২৮৪৪৩৭.৪৫	২২০০১.২৩	৫৫২৪৮.০০	৪৪৬৯৭.২৭	৪৪৪৬১.১৮	৪৩৩২৬.৬৭	৬৫৩২৭.৯০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৮০.৪৮	৭৮.৪২	
						৮০.৯০%			
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী									
৫৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৩/০৪/২০১১ ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ*	মোট	১৮২৫৮.২৭	১২৭০.৪৯	১০০০.০০		৩৭৫.০০	৩৬২.৭১	১৬৩৩.২০
৪৪		স্থানীয়	১৮২৫৮.২৭	১২৭০.৪৯	১০০০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৬২.৭১	১৬৩৩.২০
একনেক ১৬-০১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭.৪১	৫.৪৮	জিওবি বরাদ্দের		১.৫৫	৮.৯৬
		আর্থিক %		৬.৯৬	৫.৪৮	৩৭.৫০%		১.৯৯	৮.৯৪
৫৮	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ও শাজাহানপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৫৬৬১২.২১	০.০০	১৮০০.০০		১৮০০.০০	১৭৯৬.০০	১৭৯৬.০০
৮৪		স্থানীয়	৫৬৬১২.২১	০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৭৯৬.০০	১৭৯৬.০০
একনেক ০৩-০৩-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.৭৭	জিওবি বরাদ্দের		৬.৫০	৬.৫০
		আর্থিক %		০.০০	৩.১৮	১০০.০০%		৩.১৭	৩.১৭
৫৯	রাজশাহী জেলার চারঘাট ও বাঘা উপজেলায় পদ্মা নদীর বাম তীরে স্থানপনা সমূহ নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৭২২০০.০০	০.০০	১৫০০.০০		১২০০.০০	১১৮০.৩৩	১১৮২.৬৭
৮৫		স্থানীয়	৭২২০০.০০	০.০০	১৫০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	১১৮০.৩৩	১১৮২.৬৭
একনেক ১৮-০২-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.০৮	জিওবি বরাদ্দের		২.২২	২.২২
		আর্থিক %		০.০০	২.০৮	৮০.০০%		১.৬৩	১.৬৩

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬০	নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এলাকা আত্রাই ও নাগর নদীর ভাংগন হইতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর,২০১৭ হতে জুন, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৪৮০৬.৫১	২২৫২.৩৬	২০৯৩.০০		২০৯৩.০০	১৮৮৪.৬৬	৪১৩৭.০২
৪০		স্থানীয়	৪৮০৬.৫১	২২৫২.৩৬	২০৯৩.০০	২০৯৩.০০	২০৯৩.০০	১৮৮৪.৬৬	৪১৩৭.০২
পরিঃ মন্ত্রী ২৭-১২-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৫.৬৮	৩৪.৩২	জিওবি বরাদ্দের		৩৪.৩২	১০০.০০
		আর্থিক %		৪৬.৮৬	৪৩.৫৫	১০০.০০%		৩৯.২১	৮৬.০৭
৬১	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পূনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২)। *২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	১৭৯৪৭.০০	০.০০	১৫০.০০		১৪৭.০০	১৪৫.০০	১৪৫.০০
৯২		স্থানীয়	১৭৯৪৭.০০	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৪৭.০০	১৪৫.০০	১৪৫.০০
একনেক ০৬-০৭-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৮৪	জিওবি বরাদ্দের		০.৮৪	০.৮৪
		আর্থিক %		০.০০	০.৮৪	১০০.০০%		০.৮১	০.৮১
৬২	পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার মুলিগঞ্জ হতে খানপুরা এবং কাজিরহাট হতে রাজধরদিয়া পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪৩৩১০.৩৫	০.০০	১০০০.০০		৯৯৫.০০	৯৭৩.২৮	৯৭৩.২৮
৮৭		স্থানীয়	৪৩৩১০.৩৫	০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৫.০০	৯৭৩.২৮	৯৭৩.২৮
একনেক ০৩-০৩-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.৩১	জিওবি বরাদ্দের		২.৫০	২.৫০
		আর্থিক %		০.০০	২.৩১	১০০.০০%		২.২৫	২.২৫
৬৩	সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)। *অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*	মোট	৫০৯৯৪.০০	২০৯৬৪.৬৮	২০০০০.০০		১৮৫৩১.৮৪	১৮৫০৫.৪০	৩৯৪৭০.০৮
৪১		স্থানীয়	৫০৯৯৪.০০	২০৯৬৪.৬৮	২০০০০.০০	১৯০০০.০০	১৮৫৩১.৮৪	১৮৫০৫.৪০	৩৯৪৭০.০৮
একনেক ০৯-০১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬২.১৯	২০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৬.২২	৭৮.৪১
		আর্থিক %		৪১.১১	৩৯.২২	৯৫.০০%		৩৬.২৯	৭৭.৪০
৬৪	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন সিংড়াবাড়ী, পাটগ্রাম ও বাঐখোলা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) *২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৫৬০০৭.৫৮	০.০০	৩৮০.০০		৩৮০.০০	৩৪০.২৪	৩৪০.২৪
৯৭		স্থানীয়	৫৬০০৭.৫৮	০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৪০.২৪	৩৪০.২৪
একনেক ০৩-১১-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		২.৫৮	২.৫৮
		আর্থিক %		০.০০	০.৬৮	১০০.০০%		০.৬১	০.৬১
৬৫	বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৬/০৮/২০১৭। অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*	মোট	২৩৩৫৬০.০০	২২৮৬.৮৪	১২০০০.০০		১১৭০০.০০	১১৬৯৫.০০	১৩৯৮১.৮৪
৬৭		স্থানীয়	২৩৩৫৬০.০০	২২৮৬.৮৪	১২০০০.০০	১১৭০০.০০	১১৭০০.০০	১১৬৯৫.০০	১৩৯৮১.৮৪
একনেক ০৭-১১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৯৮	৭.১৪	জিওবি বরাদ্দের		১১.৬০	১২.৫৮
		আর্থিক %		০.৯৮	৫.১৪	৯৭.৫০%		৫.০১	৫.৯৯
৬৬	জয়পুরহাট জেলার তুলশীগঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও হারাবতি নদী পুনঃখনন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। প্রতিশ্রুতিকালঃ ২২/১১/২০১২*	মোট	১২৩৪৭.৪১	২৩৩.৫৭	৫০০০.০০		৪২০০.০০	৪১৮৫.৮৮	৪৪১৯.৪৫
৭৪		স্থানীয়	১২৩৪৭.৪১	২৩৩.৫৭	৫০০০.০০	৪২০০.০০	৪২০০.০০	৪১৮৫.৮৮	৪৪১৯.৪৫
একনেক ০৪-০৩-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১.৯০	৭০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৭৮.১০	৮০.০০
		আর্থিক %		১.৮৯	৪০.৪৯	৮৪.০০%		৩৩.৯০	৩৫.৭৯
উপ-মোট ঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		মোট	৫৬৬০৪৩.৩৩	২৭০০৭.৯৪	৪৪৯২৩.০০		৪১৪২১.৮৪	৪১০৬৮.৫০	৬৮০৭৮.৭৮
		স্থানীয়	৫৬৬০৪৩.৩৩	২৭০০৭.৯৪	৪৪৯২৩.০০	৪১৮৯৮.০০	৪১৪২১.৮৪	৪১০৬৮.৫০	৬৮০৭৮.৭৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৯২.২১	৯১.৪২	
						৯৩.২৭%			

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট	৮৫০৪৮০.৭৮	৪৯০০৯.১৭	১০০১৭১.০০		৮৫৮৮৩.০২	৮৪৩৯৫.১৭	১৩৩৪০৬.৬৮
		স্থানীয়	৮৫০৪৮০.৭৮	৪৯০০৯.১৭	১০০১৭১.০০	৮৬৫৯৫.২৭	৮৫৮৮৩.০২	৮৪৩৯৫.১৭	১৩৩৪০৬.৬৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৮৬.৪৫%	৮৫.৭৪	৮৪.২৫	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর									
৬৭ ১৭৫ একনেক ০২-০১-২০১৮	সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৫১৯৪.৪৩	৩৫৮৮.২৪	১০০০.০০		৭০০.৪৩	৭০০.৬৬	৪২৮৮.৯০
		স্থানীয়	৫১৯৪.৪৩	৩৫৮৮.২৪	১০০০.০০	৭০০.৪৩	৭০০.৪৩	৭০০.৬৬	৪২৮৮.৯০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭১.৩৪	২৮.৬৬	জিওবি বরাদ্দের		১৬.৬৯	৮৮.০৩
		আর্থিক %		৬৯.০৮	১৯.২৫	৭০.০৪%		১৩.৪৯	৮২.৫৭
৬৮ ৪৩ একনেক ০২-০১-২০১৮	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) *ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ*	মোট	১৪১৭১৯.০৬	৪০৪৭০.১৬	৩১৮০০.০০		৩১৭২৪.৬৯	৩১৫৫০.৫৩	৭২০২০.৬৯
		স্থানীয়	১৪১৭১৯.০৬	৪০৪৭০.১৬	৩১৮০০.০০	৩১৮০০.০০	৩১৭২৪.৬৯	৩১৫৫০.৫৩	৭২০২০.৬৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪১.৬০	৩০.০০	জিওবি বরাদ্দের		২৬.৯০	৬৮.৫০
		আর্থিক %		২৮.৫৬	২২.৪৪	১০০.০০%		২২.২৬	৫০.৮২
৬৯ ৭৯ একনেক ২৯-১০-২০১৯	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে চরআত্রা এলাকা রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৫৫৭২৩.৯৯	০.০০	১২০০০.০০		১২০০০.০০	১১৯৯৬.১৫	১১৯৯৬.১৫
		স্থানীয়	৫৫৭২৩.৯৯	০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	১১৯৯৬.১৫	১১৯৯৬.১৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩.৫০	৫০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৫৮.৫৫	৬২.০৫
		আর্থিক %		০.০০	২১.৫৩	১০০.০০%		২১.৫৩	২১.৫৩
৭০ ১৭২	রাজৈর কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (আগষ্ট, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৯৯৯৪.৪৩	৮২১৬.১৬	১০৭৫.০০		১০৭৩.৪৫	৮৯২.৬৩	৯১০৮.৭৯
		স্থানীয়	৯৯৯৪.৪৩	৮২১৬.১৬	১০৭৫.০০	১০৭৫.০০	১০৭৩.৪৫	৮৯২.৬৩	৯১০৮.৭৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮৫.৫০	১৪.৫০	জিওবি বরাদ্দের		১২.৫০	৯৮.০০
		আর্থিক %		৮২.২১	১০.৭৬	১০০.০০%		৮.৯৩	৯১.১৪
৭১ ৮৩ একনেক ২৮-০১-২০২০	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) *ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ*	মোট	৩৯৪৪৭.৭৫	০.০০	২১৪.০০		২১৪.০০	২০৫.৩৫	২০৫.৩৫
		স্থানীয়	৩৯৪৪৭.৭৫	০.০০	২১৪.০০	২১৪.০০	২১৪.০০	২০৫.৩৫	২০৫.৩৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.৫৪	০.৫৪
		আর্থিক %		০.০০	০.৫৪	১০০.০০%		০.৫২	০.৫২
৭২ ১৪	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২) *ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ*	মোট	২১৩২৪.৯১	৬৮৪৪.৭৩	৬০০০.০০		৫০০০.০০	৪১৮৪.৩৫	১১০২৯.০৮
		স্থানীয়	২১৩২৪.৯১	৬৮৪৪.৭৩	৬০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৪১৮৪.৩৫	১১০২৯.০৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৪.৫০	২৩.৯২	জিওবি বরাদ্দের		১৯.০০	৬৩.৫০
		আর্থিক %		৩২.১০	২৮.১৪	৮৩.৩৩%		১৯.৬২	৫১.৭২
৭৩ ৫০ একনেক ০৭-০৮-২০১৮	ফরিদপুর জেলায় চর ভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	২৯২২২.৭৭	৬২৮৮.০২	৯৭৩৪.০০		৯৭৩৪.০০	৯৬৪৯.৮০	১৫৯৩৭.৮২
		স্থানীয়	২৯২২২.৭৭	৬২৮৮.০২	৯৭৩৪.০০	৯৭৩৪.০০	৯৭৩৪.০০	৯৬৪৯.৮০	১৫৯৩৭.৮২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪২.০০	৪০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৪০.০০	৮২.০০
		আর্থিক %		২১.৫২	৩৩.৩১	১০০.০০%		৩৩.০২	৫৪.৫৪

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৭৪	ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৩৩০৪৭.৫৭	৪৯৬৭.৪৪	৭০০০.০০		৫৫০০.০০	৫৪৭৫.২৭	১০৪৪২.৭১
৬৫		স্থানীয়	৩৩০৪৭.৫৭	৪৯৬৭.৪৪	৭০০০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৪৭৫.২৭	১০৪৪২.৭১
একনেক ১১-০৯-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৮.৫০	২৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		২৬.০০	৫৪.৫০
		আর্থিক %		১৭.০৪	২১.১৮	৭৮.৫৭%		১৬.৫৭	৩৩.৬১
৭৫	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) *ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ*	মোট	৩৭৬২৮.১২	১৫১২৫.০০	৮৮০০.০০		৮৮০০.০০	৮৭৯৯.৪১	২৩৯২৪.৪১
২৯		স্থানীয়	৩৭৬২৮.১২	১৫১২৫.০০	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০	৮৭৯৯.৪১	২৩৯২৪.৪১
একনেক ০১-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৬.০০	২৪.০০	জিওবি বরাদ্দের		২৭.০০	৯৩.০০
		আর্থিক %		৪০.২০	২৩.৩৯	১০০.০০%		২৩.৩৯	৬৩.৫৮
৭৬	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (আগষ্ট, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) *২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	২৩৭৫৬.২২	০.০০	১৫০.০০		৩৬.৩০	৭.০৩	৭.০৩
৯৬		স্থানীয়	২৩৭৫৬.২২	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	৩৬.৩০	৭.০৩	৭.০৩
একনেক ২৯-০৯-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০৩	০.০৩
		আর্থিক %		০.০০	০.৬৩	১০০.০০%		০.০৩	০.০৩
৭৭	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৬২৯৪৩.৩১	৪৫৯৫.৫০	৯৮৭২.০০		৯৬৮৩.০০	৯৫১৩.৪০	১৪১০৮.৯০
৬৪		স্থানীয়	৬২৯৪৩.৩১	৪৫৯৫.৫০	৯৮৭২.০০	৯৮৭২.০০	৯৬৮৩.০০	৯৫১৩.৪০	১৪১০৮.৯০
একনেক ২৩-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮.৯৫	১১.০০	জিওবি বরাদ্দের		২০.০০	২৮.৯৫
		আর্থিক %		৭.৩০	১৫.৬৮	১০০.০০%		১৫.১১	২২.৪২
উপ-মোট ঃ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		মোট	৪৬০০০২.৫৬	৯০০৯৫.২৫	৮৭৬৪৫.০০		৮৪৪৬৫.৮৭	৮২৯৭৪.৫৮	১৭৩০৬৯.৮৩
		স্থানীয়	৪৬০০০২.৫৬	৯০০৯৫.২৫	৮৭৬৪৫.০০	৮৪৮৪৫.৪৩	৮৪৪৬৫.৮৭	৮২৯৭৪.৫৮	১৭৩০৬৯.৮৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৯৬.৮১%	৯৬.৩৭	৯৪.৬৭	
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল									
৭৮	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪৫৪৪.৩৪	৫১৪.৫৪	১৭০০.০০		১৪৫৬.২৭	১৪০৬.৮৩	১৯২১.৩৭
১৭৮		স্থানীয়	৪৫৪৪.৩৪	৫১৪.৫৪	১৭০০.০০	১৪৭৫.০০	১৪৫৬.২৭	১৪০৬.৮৩	১৯২১.৩৭
পরিঃ মন্ত্রী ১৮-১২-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৫.৩৯	৩৭.৪১	জিওবি বরাদ্দের		৪১.৬৯	৫৭.০৮
		আর্থিক %		১১.৩২	৩৭.৪১	৮৬.৭৬%		৩০.৯৬	৪২.২৮
৭৯	কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) *ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ*	মোট	৩৭০৯৮.৬২	৪৯৩৮.৩৬	১৩৯৫০.০০		১৩৯৫০.০০	১৩৯৪৮.০২	১৮৮৮৬.৩৮
৩৭		স্থানীয়	৩৭০৯৮.৬২	৪৯৩৮.৩৬	১৩৯৫০.০০	১৩৯৫০.০০	১৩৯৫০.০০	১৩৯৪৮.০২	১৮৮৮৬.৩৮
একনেক ১৭-১০-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৮.০০	৩০.০০	জিওবি বরাদ্দের		২৭.০০	৬৫.০০
		আর্থিক %		১৩.৩১	৩৭.৬০	১০০.০০%		৩৭.৬০	৫০.৯১
৮০	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৩৮৪১৯.২৭	৯১৭৪.৭৫	১১৯৫০.০০		৯৪৫০.০০	৯৪৪২.৪৬	১৮৬১৭.২১
৪৯		স্থানীয়	৩৮৪১৯.২৭	৯১৭৪.৭৫	১১৯৫০.০০	৯৪৫০.০০	৯৪৫০.০০	৯৪৪২.৪৬	১৮৬১৭.২১
একনেক ১০-০৪-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩২.০০	২৯.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩৩.০০	৬৫.০০
		আর্থিক %		২৩.৮৮	৩১.১০	৭৯.০৮%		২৪.৫৮	৪৮.৪৬

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮১	তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার ধুলিয়া লঞ্চঘাট থেকে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার ধর্মপাশা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)। ২০২০-২১ অর্থ-বছরে *নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৭১২২১.০০	০.০০	১.০০		১.০০	০.৭৫	০.৭৫
৯৪		স্থানীয়	৭১২২১.০০	০.০০	১.০০	১.০০	১.০০	০.৭৫	০.৭৫
একনেক ১৮-০৮-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০০	০.০০
		আর্থিক %		০.০০	০.০০	১০০.০০%		০.০০	০.০০
৮২	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদী পুনঃখনন এবং পোনা নদী ও ভুবনেশ্বর নদীর ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৩৩৯৮.৫৬	১১১৯.০৫	২২৮০.০০		১৭১০.০০	১২৮৯.৬৮	২৪০৮.৭৩
৫৮		স্থানীয়	৩৩৯৮.৫৬	১১১৯.০৫	২২৮০.০০	১৭১৬.৩৮	১৭১০.০০	১২৮৯.৬৮	২৪০৮.৭৩
পরিঃ মন্ত্রী ০৬-০৮-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪২.৪৯	৩৭.৫১	জিওবি বরাদ্দের		৩৩.২০	৭৫.৬৯
		আর্থিক %		৩২.৯৩	৬৭.০৯	৭৫.২৮%		৩৭.৯৫	৭০.৮৮
৮৩	বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৬/০৫/২০১০ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৬১১৭.৯২	৩৬৯৩.৯৭	২২৭৮.০০		২২৭৮.০০	২২৭৬.৬৭	৫৯৭০.৬৪
১৮০		স্থানীয়	৬১১৭.৯২	৩৬৯৩.৯৭	২২৭৮.০০	২২৭৮.০০	২২৭৮.০০	২২৭৬.৬৭	৫৯৭০.৬৪
একনেক ০৩-০৪-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭০.০০	৩০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩০.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৬০.৩৮	৩৭.২৩	১০০.০০%		৩৭.২১	৯৭.৫৯
৮৪	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৫৫০৬৩.৯০	৫২৩৪০.৫৬	১২০০.০০		৯৪৫.১১	৯৩০.০৫	৫৩২৭০.৬১
১৮		স্থানীয়	৫৫০৬৩.৯০	৫২৩৪০.৫৬	১২০০.০০	৯৪৫.১১	৯৪৫.১১	৯৩০.০৫	৫৩২৭০.৬১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৯৮.৮০	১.২০	জিওবি বরাদ্দের		১.২০	১০০.০০
		আর্থিক %		৯৫.০৫	২.১৮	৭৮.৭৬%		১.৬৯	৯৬.৭৪
৮৫	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৩৪৩৯০.৬২	৩০৪৩৮.৪৭	৩৩১৪.০০		২৯৮৯.২১	২৭২৩.৫৩	৩৩১৬২.০০
১৯		স্থানীয়	৩৪৩৯০.৬২	৩০৪৩৮.৪৭	৩৩১৪.০০	২৯৮৯.২১	২৯৮৯.২১	২৭২৩.৫৩	৩৩১৬২.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮৯.৯২	১০.০৮	জিওবি বরাদ্দের		১০.০৮	১০০.০০
		আর্থিক %		৮৮.৫১	৯.৬৪	৯০.২০%		৭.৯২	৯৬.৪৩
৮৬	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)। *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৬০৯৩৮.০৯	৫১০০০.০০	৯৯০০.০০		৯২৮৮.০৯	৯২০১.০০	৬০২০১.০০
২০		স্থানীয়	৬০৯৩৮.০৯	৫১০০০.০০	৯৯০০.০০	৯৩০০.০০	৯২৮৮.০৯	৯২০১.০০	৬০২০১.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৯০.০০	১০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১০.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৮৩.৬৯	১৬.২৫	৯৩.৯৪%		১৫.১০	৯৮.৭৯
৮৭	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ধলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪৩২৫৫.৪২	১২০০০.০০	১৫০০০.০০		৯৬০০.০০	৯৬০০.০০	২১৬০০.০০
৪৬		স্থানীয়	৪৩২৫৫.৪২	১২০০০.০০	১৫০০০.০০	৯৬০০.০০	৯৬০০.০০	৯৬০০.০০	২১৬০০.০০
একনেক ১৭-১০-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৩.০০	১০.০০	জিওবি বরাদ্দের		১০.০০	৫৩.০০
		আর্থিক %		২৭.৭৪	৩৪.৬৮	৬৪.০০%		২২.১৯	৪৯.৯৪
৮৮	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৫২৩৩৬.১৫	১৪৩৯২.০০	১৫০০০.০০		১১০০০.০০	১১০০০.০০	২৫৩৯২.০০
৪৫		স্থানীয়	৫২৩৩৬.১৫	১৪৩৯২.০০	১৫০০০.০০	১১০০০.০০	১১০০০.০০	১১০০০.০০	২৫৩৯২.০০
একনেক ১৭-১০-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪২.০০	১৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৯.০০	৬১.০০
		আর্থিক %		২৭.৫০	২৮.৬৬	৭৩.৩৩%		২১.০২	৪৮.৫২

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
উপ-মোট ঃ দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		মোট	৪০৬৭৮৩.৮৯	১৭৯৬১১.৭০	৭৬৫৭৩.০০		৬২৬৬৭.৬৮	৬১৮১৮.৯৯	২৪১৪৩০.৬৯
		স্থানীয়	৪০৬৭৮৩.৮৯	১৭৯৬১১.৭০	৭৬৫৭৩.০০	৬২৭০৪.৭০	৬২৬৬৭.৬৮	৬১৮১৮.৯৯	২৪১৪৩০.৬৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৮১.৮৯%	৮১.৮৪	৮০.৭৩	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা									
৮৯ ১৭	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প* *প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০০৮*	মোট	২৫৬৯৭.৭৩	৪৮৩৪.৮৫	৯৬৫০.০০		৯৬৫০.০০	৯৬৪৬.৬২	১৪৪৮১.৪৭
		স্থানীয়	২৫৬৯৭.৭৩	৪৮৩৪.৮৫	৯৬৫০.০০	৯৬৫০.০০	৯৬৫০.০০	৯৬৪৬.৬২	১৪৪৮১.৪৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৮.০০	৩৭.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩৪.০০	৯২.০০
		আর্থিক %		১৮.৮১	৩৭.৫৫	১০০.০০%		৩৭.৫৪	৫৬.৩৫
৯০ ১৫	বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) *ডিপিএম- নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ*	মোট	৭০৬৪০.৪২	৫৬৮৩.১২	৮৫০০.০০		৭৯০০.০০	৭৮৩১.৮৭	১৩৫১৪.৯৯
		স্থানীয়	৭০৬৪০.৪২	৫৬৮৩.১২	৮৫০০.০০	৭৯০০.০০	৭৯০০.০০	৭৮৩১.৮৭	১৩৫১৪.৯৯
একনেক ১০-০১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৭.০০	৩৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩৩.০০	৯০.০০
		আর্থিক %		৮.০৫	১২.০৩	৯২.৯৪%		১১.০৯	১৯.১৩
৯১ ৭০	বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলায় বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এলিফ্যান্ট ব্রান্ড সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ও তৎসংলগ্ন এলাকা পশুর নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন থেকে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৯০৭.১৮	৩০১.৭৫	১৬১.০০		১৪৬.৫৩	১৪২.৮০	৪৪৪.৫৫
		স্থানীয়	৯০৭.১৮	৩০১.৭৫	১৬১.০০	১৪৭.০০	১৪৬.৫৩	১৪২.৮০	৪৪৪.৫৫
পরিঃ মন্ত্রী ০১-০৫-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৫.০০	৪৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৪৫.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৩৩.২৬	১৭.৭৫	৯১.৩০%		১৫.৭৪	৪৯.০০
৯২ ৬৬	ভৈরব ও রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	২৯৯৫.৫১	২৫৮৬.৪৬	৪০৮.০০		৩৬০.০০	৩৪০.৩৮	২৯২৬.৮৪
		স্থানীয়	২৯৯৫.৫১	২৫৮৬.৪৬	৪০৮.০০	৩৬০.০০	৩৬০.০০	৩৪০.৩৮	২৯২৬.৮৪
পরিঃ মন্ত্রী ২৪-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৯২.০০	৮.০০	জিওবি বরাদ্দের		৮.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৮৬.৩৪	১৩.৬২	৮৮.২৪%		১১.৩৬	৯৭.৭১
৯৩ ৬৮	সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-৩ এর নাংলা নামক স্থানে ইছামতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	১৭০০.৭৯	১০৪৪.৫৪	৫৮৯.০০		৫৮৮.৩১	৫৪২.৭৬	১৫৮৭.৩০
		স্থানীয়	১৭০০.৭৯	১০৪৪.৫৪	৫৮৯.০০	৫৮৯.০০	৫৮৮.৩১	৫৪২.৭৬	১৫৮৭.৩০
পরিঃ মন্ত্রী ২৯-০১-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৫.০০	৩৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩৫.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৬১.৪১	৩৪.৬৩	১০০.০০%		৩১.৯১	৯৩.৩৩
৯৪ ১৮৪	সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-১, ২, ৬-৮ এবং ৬-৮ (এক্সটেনশন) এর নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুন, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) *২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৪৭৫০০.০০	০.০০	৩৯১০.০০		৩৬৫.০০	৩৬৫.০০	৩৬৫.০০
		স্থানীয়	৪৭৫০০.০০	০.০০	৩৯১০.০০	৩৯১.০০	৩৬৫.০০	৩৬৫.০০	৩৬৫.০০
একনেক ০২-০৬-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.০০	জিওবি বরাদ্দের		২.০০	২.০০
		আর্থিক %		০.০০	৮.২৩	১০.০০%		০.৭৭	০.৭৭

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৯৫	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২১) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প* *প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৫-০৩-২০১১ জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৩০০১৩.২৯	২৬৯১৩.৪৫	৩১০০.০০		২২৬৫.২০	১৯৮১.৩৬	২৮৮৯৪.৮১
১৭৭	স্থানীয়	৩০০১৩.২৯	২৬৯১৩.৪৫	৩১০০.০০	২২৯৬.০০	২২৬৫.২০	১৯৮১.৩৬	২৮৮৯৪.৮১
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	বাস্তব %		৯৫.৫০	৪.৫০	জিওবি বরাদ্দের		৪.৫০	১০০.০০
	আর্থিক %		৮৯.৬৭	১০.৩৩	৭৪.০৬%		৬.৬০	৯৬.২৭
৯৬	মধুমতি-নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প পুনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)	মোট	৩০৩৬০.৯৪	০.০০	৫০০০.০০		৩৫৬১.৩২	৩৫৬১.৩২	৩৫৬১.৩২
৮০	স্থানীয়	৩০৩৬০.৯৪	০.০০	৫০০০.০০	৩৫৬৪.৮২	৩৫৬১.৩২	৩৫৬১.৩২	৩৫৬১.৩২
একনেক ২০-০৮-২০১৯	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	বাস্তব %		০.৫০	১৬.৪৭	জিওবি বরাদ্দের		১৬.৫০	১৭.০০
	আর্থিক %		০.০০	১৬.৪৭	৭১.৩০%		১১.৭৩	১১.৭৩
৯৭	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২) *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৭-১২-২০১০*	মোট	২৮০১২.৭৫	১০১৩০.১২	৬৫০০.০০		৩৯৯৯.৮২	৩৯৯৭.৫০	১৪১২৭.৬২
১৭১	স্থানীয়	২৮০১২.৭৫	১০১৩০.১২	৬৫০০.০০	৪৫০০.০০	৩৯৯৯.৮২	৩৯৯৭.৫০	১৪১২৭.৬২
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	বাস্তব %		৫৮.৫০	১০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৬.৫০	৬৫.০০
	আর্থিক %		৩৬.১৬	২৩.২০	৬৯.২৩%		১৪.২৭	৫০.৪৩
৯৮	যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আপার ভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পার্শ্ববর্তী খালগুলির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৫৩৮০.৮৮	৩৩৭২.৬২	২০০৮.০০		১০৯৪.০০	৯৭৬.০৯	৪৩৪৮.৭১
৪৭	স্থানীয়	৫৩৮০.৮৮	৩৩৭২.৬২	২০০৮.০০	১০৯৫.০০	১০৯৪.০০	৯৭৬.০৯	৪৩৪৮.৭১
পরিঃ মন্ত্রী ০৪-০৩-২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	বাস্তব %		৭৮.০০	২২.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৯.০০	৯৭.০০
	আর্থিক %		৬২.৬৮	৩৭.৩২	৫৪.৫৩%		১৮.১৪	৮০.৮২
৯৯	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪) *২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প*	মোট	৫৩১০৭.০০	০.০০	১০০.০০		১০০.০০	৯৯.৯৫	৯৯.৯৫
৯৫	স্থানীয়	৫৩১০৭.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৯.৯৫	৯৯.৯৫
একনেক ১৮-০৮-২০২০	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	বাস্তব %		০.০০	০.২৫	জিওবি বরাদ্দের		০.২৫	০.২৫
	আর্থিক %		০.০০	০.১৯	১০০.০০%		০.১৯	০.১৯
উপ-মোট ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	মোট	২৯৬৩১৬.৪৯	৫৪৮৬৬.৯১	৩৯৯২৬.০০		৩০০৩০.১৮	২৯৪৮৫.৬৫	৮৪৩৫২.৫৬
	স্থানীয়	২৯৬৩১৬.৪৯	৫৪৮৬৬.৯১	৩৯৯২৬.০০	৩০৫৯২.৮২	৩০০৩০.১৮	২৯৪৮৫.৬৫	৮৪৩৫২.৫৬
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৭৫.২১	৭৩.৮৫	
					৭৬.৬২%			
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	মোট	১১৬৩১০২.৯৪	৩২৪৫৭৩.৮৬	২০৪১৪৪.০০		১৭৭১৬৩.৭৩	১৭৪২৭৯.২২	৪৯৮৮৫৩.০৮
	স্থানীয়	১১৬৩১০২.৯৪	৩২৪৫৭৩.৮৬	২০৪১৪৪.০০	১৭৮১৪২.৯৫	১৭৭১৬৩.৭৩	১৭৪২৭৯.২২	৪৯৮৮৫৩.০৮
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৮৬.৭৮	৮৫.৩৭	
					৮৭.২৬%			

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ									
১০০	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (১ম সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২২)	মোট	৩২৮০০০.০০	১৭৫১০৯.৮৩	৪০০০০.০০		২৪৬০০.০০	২০৩০০.০০	১৯৫৪০৯.৮৩
৯৯		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	৩২৮০০০.০০	১৭৫১০৯.৮৩	৪০০০০.০০		২৪৬০০.০০	২০৩০০.০০	১৯৫৪০৯.৮৩
		আরপিএ	৩২৮০০০.০০	১৭৫১০৯.৮৩	৪০০০০.০০		২৪৬০০.০০	২০৩০০.০০	১৯৫৪০৯.৮৩
		বাস্তব %		৫৪.১০	১২.০০	জিওবি বরাদ্দ		৮.৪০	৬২.৫০
		আর্থিক %		৫৩.৩৯	১২.২০	নাই		৬.১৯	৫৯.৫৮
১০১	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSRP) Component-B : Strengthening Hydrological Information Serviecs and Early Warning Systems (SHISEWS) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank	মোট	৩৪০৬৫.০০	৫৬৫৩.৩২	৬৬৫৮.০০		৫৭৪৪.৫০	৪৩১৯.৯১	৯৯৭৩.২৩
৯		স্থানীয়	২২০৪.০০	২৩৮.২৯	১৬৫৮.০০	৮০৮.০০	৭৪৪.৫০	৬৩৬.৯১	৮৭৫.২০
যোগাযোগ সেক্টর		প্রকল্প সাঃ	৩১৮৬১.০০	৫৪১৫.০৩	৫০০০.০০		৫০০০.০০	৩৬৮৩.০০	৯০৯৮.০৩
একনেক ১৪-০২-২০১৭		আরপিএ	৩১৮৬১.০০	৫৪১৫.০৩	৫০০০.০০		৫০০০.০০	৩৬৮৩.০০	৯০৯৮.০৩
		বাস্তব %		৩০.০০	২৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		২২.০০	৫২.০০
		আর্থিক %		১৬.৬০	১৯.৫৪	৪৮.৭৩%		১২.৬৮	২৯.২৮
১০২	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program দাতা সংস্থাঃ ADB (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১) (২য় সংশোধিত) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৮৬৭৪৪.৪৪	৭৯৬৪৭.৭৮	৮৬৫.০০		৪৬৯.৬৩	৪৫০.৭৭	৮০০৯৮.৫৫
১০০		স্থানীয়	২৭৬৬৯.৫৯	২২৬৭৯.৫২	৭৯.০০	৭৯.০০	৭৯.০০	৬০.১৪	২২৭৩৯.৬৬
		প্রকল্প সাঃ	৫৯০৭৪.৮৫	৫৬৯৬৮.২৬	৭৮৬.০০		৩৯০.৬৩	৩৯০.৬৩	৫৭৩৫৮.৮৯
		আরপিএ	৫৭০৮২.৮৫	৫৫২৬৮.২৬	৪৯৪.০০		৩৯০.৬৩	৩৯০.৬৩	৫৫৬৫৮.৮৯
		বাস্তব %		৯৮.৪২	১.৫৮	জিওবি বরাদ্দের		১.৪৮	৯৯.৯০
		আর্থিক %		৯১.৮২	১.০০	১০০.০০%		০.৫২	৯২.৩৪
১০৩	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (২য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৫৮০১৪.০০	১৮৭৯১.৪০	১০৪৮৪.০০		১০৪১৯.০০	৯৯৫৫.১৬	২৮৭৪৬.৫৬
১৮৬		স্থানীয়	১০৪১৪.০০	৩১২৫.৩৯	১৭৪৪.০০	১৭৪৪.০০	১৭৪৪.০০	১৫৯৮.১৬	৪৭২৩.৫৫
		প্রকল্প সাঃ	৪৭৬০০.০০	১৫৬৬৬.০১	৮৭৪০.০০		৮৬৭৫.০০	৮৩৫৭.০০	২৪০২৩.০১
		আরপিএ	৪১২৫৬.৪০	১৩৪৩৬.৩২	৮৩৫৯.০০		৮৩৫৯.০০	৮০৪০.৯০	২১৪৭৭.২২
		বাস্তব %		৪৩.০৯	১৯.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৯.০০	৬২.০৯
		আর্থিক %		৩২.৩৯	১৮.০৭	১০০.০০%		১৭.১৬	৪৯.৫৫
১০৪	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪৮২১০.০০	২০৪৭৯.৯২	৭৫৫০.০০		৭৫১৪.০০	৭৩২৮.৮৯	২৭৮০৮.৮১
১৮৭		স্থানীয়	৭৮৫৮.০০	৪২১২.৯২	১১৭৬.০০	১১৭৬.০০	১১৭৬.০০	১১২০.৮৫	৫৩৩৩.৭৭
		প্রকল্প সাঃ	৪০৩৫২.০০	১৬২৬৭.০০	৬৩৭৪.০০		৬৩৩৮.০০	৬২০৮.০৪	২২৪৭৫.০৪
		আরপিএ	৩৫৫২০.০০	১৪৭৫৮.৮২	৬১৭৪.০০		৬১৭৪.০০	৬০৪৩.২৯	২০৮০২.১১
		বাস্তব %		৬৫.১৭	১৫.৬৬	জিওবি বরাদ্দের		৯.৪৩	৭৪.৬০
		আর্থিক %		৪২.৪৮	১৫.৬৬	১০০.০০%		১৫.২০	৫৭.৬৮
১০৫	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধিত)দাতা সংস্থাঃ GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০২১)	মোট	৬৬৩০৭.৯৫	৫৩২২৮.২০	৯৫৫৪.০০		৭৫৫৮.১১	৬০২৬.৩৩	৫৯২৫৪.৫৩
৯৮		স্থানীয়	১৩১৫২.৮৪	৭৪৪৯.৪৮	২১৭৯.০০	২১৭৯.০০	২১০৬.৯৫	১৩৭৭.১৯	৮৮২৬.৬৭
		প্রকল্প সাঃ	৫৩১৫৫.১১	৪৫৭৭৮.৭২	৭৩৭৫.০০		৫৪৫১.১৬	৪৬৪৯.১৪	৫০৪২৭.৮৬
		আরপিএ	২৩৪২৩.৩৩	১৭৬৩১.৮৭	৫৭৯০.০০		৩৯৮৬.১৬	৩১৮৪.১৪	২০৮১৬.০১
		বাস্তব %		৮৩.৯০	১৫.০০	জিওবি বরাদ্দের		৯.১০	৯৩.০০
		আর্থিক %		৮০.২৭	১৪.৪১	১০০.০০%		৯.০৯	৮৯.৩৬
১০৬	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (২য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৯৯৭৫৫.০০	৫৯২৭১.২৭	১৯১০০.০০		১৭৩৯৭.০০	১৭৩২০.১০	৭৬৫৯১.৩৭
১০১		স্থানীয়	৪০৩০৮.৯০	২৪২৩৫.২০	৬১০০.০০	৫৩৫০.০০	৫৩৫০.০০	৫২৭৩.১০	২৯৫০৮.৩০
		প্রকল্প সাঃ	৫৯৪৪৬.১০	৩৫০৩৬.০৭	১৩০০০.০০		১২০৪৭.০০	১২০৪৭.০০	৪৭০৮৩.০৭
		আরপিএ	৫১৫৪৪.৭০	২৯৪১৮.০৬	১১৯০০.০০		১০৯৫০.০০	১০৯৫০.০০	৪০৩৬৮.০৬
		বাস্তব %		৭১.০০	১১.০০	জিওবি বরাদ্দের		১০.০০	৮১.০০
		আর্থিক %		৫৯.৪২	১৯.১৫	৮৭.৭০%		১৭.৩৬	৭৬.৭৮

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১০৭	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	মোট	২৬৩৬৭.৪৯	০.০০	৯২৩১.০০		৮৬১৪.৪০	৫৬৩৯.৪০	৫৬৩৯.৪০
১০২		স্থানীয়	১৫৫৩৭.২৪	০.০০	৪৬৩১.০০	৪৬৩১.০০	৪৬৩০.০০	২৪৩৪.০৪	২৪৩৪.০৪
একনেক ২১-০৭-২০২০		প্রকল্প সাঃ	১০৮৩০.২৫	০.০০	৪৬০০.০০		৩৯৮৪.৪০	৩২০৫.৩৬	৩২০৫.৩৬
	দাতা সংস্থাঃ IFAD, GoN	আরপিএ	৬০৮০.২৫	০.০০	১৬৩১.০০		১০১৫.৪০	৭১৬.৩৬	৭১৬.৩৬
	২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	বাস্তব %		০.০০	৩৬.০০	জিওবি বরাদ্দের		২২.০০	২২.০০
		আর্থিক %		০.০০	৩৫.০১	১০০.০০%		২১.৩৯	২১.৩৯
উপ-মোট ঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প		মোট	৭৪৭৪৬৩.৮৮	৪১২১৮১.৭২	১০৩৪৪২.০০		৮২৩১৬.৬৪	৭১৩৪০.৫৬	৪৮৩৫২২.২৮
		স্থানীয়	১১৭১৪৪.৫৭	৬১৯৪০.৮০	১৭৫৬৭.০০	১৫৯৬৭.০০	১৫৮৩০.৪৫	১২৫০০.৩৯	৭৪৪৪১.১৯
		প্রকল্প সাঃ	৬৩০৩১৯.৩১	৩৫০২৪০.৯২	৮৫৮৭৫.০০		৬৬৪৮৬.১৯	৫৮৮৪০.১৭	৪০৯০৮১.০৯
		আরপিএ	৫৭৪৭৬৮.৫৩	৩১১০৩৮.১৯	৭৯৩৪৮.০০		৬০৪৭৫.১৯	৫৩৩০৮.৩২	৩৬৪৩৪৬.৫১
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৯০.৮৯%	৭৯.৫৮	৬৮.৯৭	
বিশেষ প্রকল্পসমূহ									
১০৮	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/২১)	মোট	১২৯২২৪.৩১	৬৯৮৭৬.২৬	১০৭৭.০০		০.০০	০.০০	৬৯৮৭৬.২৬
২৫		স্থানীয়	১২৯২২৪.৩১	৬৯৮৭৬.২৬	১০৭৭.০০	১.০০	০.০০	০.০০	৬৯৮৭৬.২৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৪.০৮	১.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০০	৫৪.০৮
		আর্থিক %		৫৪.০৭	০.৮৩	০.০৯%		০.০০	৫৪.০৭
১০৯	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) *ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ* জুন, ২০২১ *নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৪৬৬৫৯.৪৪	৫৪৩০.৮২	১৮৭০০.০০		১৬৯৮৫.৮২	১৬৪৭৮.৪০	২১৯০৯.২২
৩২		স্থানীয়	৪৬৬৫৯.৪৪	৫৪৩০.৮২	১৮৭০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৯৮৫.৮২	১৬৪৭৮.৪০	২১৯০৯.২২
একনেক ১১-০৭-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৭.৭০	৩০.০০	জিওবি বরাদ্দের		২৬.৫৪	৫৪.২৪
		আর্থিক %		১১.৬৪	৪০.০৮	৯০.৯১%		৩৫.৩২	৪৬.৯৬
১১০	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	মোট	২২৭১১৩.৬৭	৬৮৮০০.১৫	৪৩৬৯৩.০০		৩৭৮০৪.৮০	৩৭৬৯১.৫০	১০৬৪৯১.৬৫
৬৩		স্থানীয়	২২৭১১৩.৬৭	৬৮৮০০.১৫	৪৩৬৯৩.০০	৩৮০০০.০০	৩৭৮০৪.৮০	৩৭৬৯১.৫০	১০৬৪৯১.৬৫
একনেক ০৭-১১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৭.০০	১৪.০০	জিওবি বরাদ্দের		১৩.০০	৭০.০০
		আর্থিক %		৩০.২৯	১৯.২৪	৮৬.৯৭%		১৬.৬০	৪৬.৮৯
১১১	Feasibility for re-excavation of small & medium khals-beels in the country (সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) *জুন, ২০২০ তে সমাপ্ত*	মোট	৪৯৮.০০	২৮৪.৭০	১.০০		০.০০	০.০০	২৮৪.৭০
৬১		স্থানীয়	৪৯৮.০০	২৮৪.৭০	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	২৮৪.৭০
পাসম মন্ত্রী ১৭-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭০.০০	০.০০	জিওবি বরাদ্দের		০.০০	৭০.০০
		আর্থিক %		৫৭.১৭	০.০০	১০০.০০%		০.০০	৫৭.১৭
১১২	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ছোট আকারের জলযান ক্রয় প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) *অর্পিত ক্রয়কাজ- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ*	মোট	৫৪৫২.১৫	০.০০	৩৫৩০.০০		৩৫৩০.০০	২৯১০.০০	২৯১০.০০
৫৬		স্থানীয়	৫৪৫২.১৫	০.০০	৩৫৩০.০০	৩৫৩০.০০	৩৫৩০.০০	২৯১০.০০	২৯১০.০০
পরিঃ মন্ত্রী ০৮-০৮-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৩৫.০০	৩৫.০০
		আর্থিক %		০.০০	৬৪.৭৫	১০০.০০%		৫৩.৩৭	৫৩.৩৭
১১৩	সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীর বেসিন রেস্টোরেশনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে মে, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৪৯৫.০০	০.০০	৪৯৫.০০		৪৮৮.৩৩	৪৮৪.১১	৪৮৪.১১
৮		স্থানীয়	৪৯৫.০০	০.০০	৪৯৫.০০	৪৯৫.০০	৪৮৮.৩৩	৪৮৪.১১	৪৮৪.১১
পাসম মন্ত্রী ০৪-০৮-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৪.২০	৫৫.৮০	জিওবি বরাদ্দের		৫৪.৮১	৯৯.০১
		আর্থিক %		০.০০	১০০.০০	১০০.০০%		৯৭.৮০	৯৭.৮০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২০-২১ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১৪	কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (হালদা নদী সহ) প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) *জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৪৯৭.০০	০.০০	৪৯৭.০০		৪৯৭.০০	৪৮১.৫৮	৪৮১.৫৮
৯		স্থানীয়	৪৯৭.০০	০.০০	৪৯৭.০০	৪৯৭.০০	৪৯৭.০০	৪৮১.৫৮	৪৮১.৫৮
পাসম মন্ত্রী ০৪-০৮-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪০.০৫	৫৯.৯৫	জিওবি বরাদ্দের		৫৯.০৭	৯৯.১২
		আর্থিক %		০.০০	১০০.০০	১০০.০০%		৯৬.৯০	৯৬.৯০
১১৫	Feasibility study for collection of detail information of land acquisitionand land availability on "Dhaka Circular Route: Eastern Bypass" Project (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১) *২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৪৮৯.০০	০.০০	৪৮৯.০০		৪৭৩.৩৪	৪৪৮.৫৯	৪৪৮.৫৯
৪		স্থানীয়	৪৮৯.০০	০.০০	৪৮৯.০০	৪৮৯.০০	৪৭৩.৩৪	৪৪৮.৫৯	৪৪৮.৫৯
পাসম মন্ত্রী ১৬-০৭-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৯৯.৩৬	৯৯.৩৬
		আর্থিক %		০.০০	১০০.০০	১০০.০০%		৯১.৭৪	৯১.৭৪
১১৬	Feasibility study for Re-excavation of Shuvadya Khal along with Development & Protection of it's both Banks at Keraniganj Upazila in Dhaka District (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১) *২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৩২২.৫০	০.০০	৩২৩.০০		৩২০.০০	২৯৭.৭৩	২৯৭.৭৩
৬		স্থানীয়	৩২২.৫০	০.০০	৩২৩.০০	৩২৩.০০	৩২০.০০	২৯৭.৭৩	২৯৭.৭৩
পাসম মন্ত্রী ২২-০৭-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৯৯.০৭	৯৯.০৭
		আর্থিক %		০.০০	১০০.১৬	১০০.০০%		৯২.৩২	৯২.৩২
১১৭	Feasibility study for Re-excavation of New Dakatia River in Cumilla and Chandpur District (আগষ্ট, ২০২০ হতে জুন, ২০২১) *২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পজুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত*	মোট	৩২১.০০	০.০০	৩২১.০০		৩০২.২৯	২৯৭.৪২	২৯৭.৪২
৭		স্থানীয়	৩২১.০০	০.০০	৩২১.০০	৩২১.০০	৩০২.২৯	২৯৭.৪২	২৯৭.৪২
পাসম মন্ত্রী ১৮-০৮-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০০.০০	জিওবি বরাদ্দের		৯৮.৫০	৯৮.৫০
		আর্থিক %		০.০০	১০০.০০	১০০.০০%		৯২.৬৫	৯২.৬৫
উপ-মোট ঃ বিশেষ প্রকল্পসমূহ (৬টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ)		মোট	৪১১০৭২.০৭	১৪৪৩৯১.৯২	৬৯১২৬.০০		৬০৪০১.৫৮	৫৯০৮৯.৩৩	২০৩৪৮১.২৫
		স্থানীয়	৪১১০৭২.০৭	১৪৪৩৯১.৯২	৬৯১২৬.০০	৬০৬৫৭.০০	৬০৪০১.৫৮	৫৯০৮৯.৩৩	২০৩৪৮১.২৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৮৭.৭৫%	৮৭.৩৮	৮৫.৪৮	
উপ-মোটঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মোট	১১৫৮৫৩৫.৯৫	৫৫৬৫৭৩.৬৪	১৭২৫৬৮.০০		১৪২৭১৮.২২	১৩০৪২৯.৮৯	৬৮৭০০৩.৫৩
		স্থানীয়	৫২৮২১৬.৬৪	২০৬৩৩২.৭২	৮৬৬৯৩.০০	৭৬৬২৪.০০	৭৬২৩২.০৩	৭১৫৮৯.৭২	২৭৭৯২২.৪৪
		প্রকল্প সাঃ	৬৩০৩১৯.৩১	৩৫০২৪০.৯২	৮৫৮৭৫.০০		৬৬৪৮৬.১৯	৫৮৮৪০.১৭	৪০৯০৮১.০৯
		আরপিএ	৫৭৪৭৬৮.৫৩	৩১১০৩৮.১৯	৭৯৩৪৮.০০		৬০৪৭৫.১৯	৫৩৩০৮.৩২	৩৬৪৩৪৬.৫১
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৮৮.৩৯%	৮২.৭০	৭৫.৫৮	
পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আরএডিপিভুক্ত ১১৭টি প্রকল্প সর্বমোট		মোট	৪৮৫৩১০৮.৪৩	১৪৫৭৩৭৫.৬২	৭৩১১৩২.০০		৬১১৭৭৬.৫৬	৫৯০৩৪২.৭৫	২০৪৭৭২০.৭১
		স্থানীয়	৪২২২৭৮৯.১২	১১০৭১৩৪.৭০	৬৪৫২৫৭.০০	৫৪৭৬৭৬.০০	৫৪৫২৯০.৩৭	৫৩১৫০২.৫৮	১৬৩৮৬৩৯.৬২
		প্রকল্প সাঃ	৬৩০৩১৯.৩১	৩৫০২৪০.৯২	৮৫৮৭৫.০০		৬৬৪৮৬.১৯	৫৮৮৪০.১৭	৪০৯০৮১.০৯
		আরপিএ	৫৭৪৭৬৮.৫৩	৩১১০৩৮.১৯	৭৯৩৪৮.০০		৬০৪৭৫.১৯	৫৩৩০৮.৩২	৩৬৪৩৪৬.৫১
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৮৪.৮৮%	৮৩.৬৮	৮০.৭৪	

পরিশিষ্ট - ২

পরিশিষ্ট-২

২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়/ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	
১	বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপলগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৩০/০৫/২০০৯	নদী সংরক্ষণ উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৪০৮.০০	৪০৮.০০	১০০%	সমাপ্ত
২	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ।	২০/০৯/২০১২	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্তিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৫,০৬১.৪৫	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৩	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ।	২০/০৯/২০১২	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্তিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ	১৫,০৬১.৪৫	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৪	জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।	৩০/০৬/২০১২	জামালপুর জেলার বাহাদুরবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ	৪৮,৯৪৯.৪০	৩৮,৪৩৭.৩৫	১০০.০০	সমাপ্ত
৫	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন।	১৪/০২/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	৩৫৯.০০	৩৫৯.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৬	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ।	১৮/০২/২০১২	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত ও সিসিটিএফ	১৯৮.০০	১৯৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৭	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ।	১৯/১০/২০১১	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	২০০.০০	২০০.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৮	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা।	১৯/১০/২০১১	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্তিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৫,০৬১.৫৪	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৯	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা।	১৯/১০/২০১১	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্তিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	২,৩৭৮.০০	১,৬১৪.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১০	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা।	০৯/০৪/২০১১	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ	১০২৮১২.০০	১০২৮১২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১১	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ।	১২/০৩/২০১১	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	২,৩৯২.০০	২,৩৯২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১২	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ।	০৫/০৩/২০১১	South West Area Integrated Water Resource Management Project	২,৩৯২.০০	২,৩৯২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৩	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	০৫/০৩/২০১১	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	২১৩৪.০০	২১৩৪.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৪	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	২২/০২/২০১১	চর আত্তার চারিদিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ	১,০০০.০০	৯৫৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৫	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি,বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা।	২৯/১২/২০১০	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ	১,৭৫৬.০০	১,৭৫৬.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৬	সুনামগঞ্জের হাওর সমূহে স্লুইস গেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	১০/১১/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	৪,৭৬২.০০	৪,৭৬২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৭	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে।	২৩/০৭/২০১০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ)	১,৯৭৭.০০	১,৯৭৭.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৮	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।	০৬/০৫/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	৩২.০০	৩২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৯	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা।	০৬/০৫/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	৮,৩৫৮.০০	৮,৩৫৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২০	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ।	০৬/০৫/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	১৬৫.০০	১৬২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়/ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	
২১	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা।	০৭/১১/২০১০	সিসিটিএফ	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	১০০.০০	সমাপ্ত
২২	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	০৭/১১/২০১০	কুমিল্লা জেলার অর্ন্তগত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন	১,২০০.০০	৭৭৫.০০	৯৫.০০	সমাপ্ত
২৩	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ।	১১/১২/২০১১	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ	১,৯৬০.৭৮	১৫৬৯.২৩	৯৯.৫০	সমাপ্ত
২৪	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ।	১১/১২/২০১১	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গণ হতে কমরপুর হতে সাড়া-ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ	২২,৬০৪.৯১	১৯৭৬৫.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৫	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।	১৭/০৪/২০১১	ভৈরব নদী পুনঃখনন	৭,৩৮২.৮৪	৬৪৬০.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৬	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন।	২৭/০৭/২০১০	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)	২৮,৬১১.০০	২৭৩৮৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৭	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পযর্ন্ত কংস নদী খনন।	১০/১১/২০১০	BIWTA কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন	-	-	-	-
২৮	যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন।	১০/১১/২০১০	হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত	৫৮৭২৯.৫৩	৪৪৯৩২.৮৬	৭৬.৫১	সমাপ্ত
২৯	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন।	১০/১১/২০১০	হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত	৫৮৭২৯.৫৩	৪৪৯৩২.৮৬	৭৬.৫১	সমাপ্ত
৩০	সুরমা, কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং।	১০/১১/২০১০	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৪২৪৭৩.০০	৩৫৯৪৮.৭৪	৯০.৮০	সমাপ্ত
৩১	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধ করণের ব্যবস্থা গ্রহণ	১১/১১/২০১০	চর কুকরি-মুকরি বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	১৪৯৯.৮৪	৭৮২.৫১	১০০.০০	সমাপ্ত
			ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা	৩১৩১৮.৫৯	২৯৪৩৬.৮১	১০০.০০	সমাপ্ত
৩২	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা।	০৩/০৪/২০১১	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং	২০৩৯৩.০০	১৪৫০০.৭৭	৯২.০০	সমাপ্ত
৩৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরুর পযর্ন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা।	৩০/০৬/২০১২	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণ	২১৫৩৪.৫৩	১৫৯৮৬.১৬	৯৪.৯০	সমাপ্ত
৩৪	যমুনা নদীর ভাঙ্গন রোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা।	১২/১১/২০১৫	(ক) ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ।	১০২২১১.৪৪	৯৯৩৩৭.৫৮	১০০	সমাপ্ত
			(খ) বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কুর্ণিবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ।	৩৩৩৩৭.৯৩	৩১৭২৮.৪৬	১০০.০০	সমাপ্ত
			(গ) যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্দি, শিংরাবাড়ী ও শুবগাচা এলাকা সংরক্ষণ।	৪৬৪৬০.০০	৪২৫৬৪.১১	১০০.০০	সমাপ্ত
			(ঘ) যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবরসহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা।	২৯৯৩৬.৬৭	১৩৩৪০.৬৩	৫৬.৯১	সমাপ্ত
৩৫	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা।	০৬/০৫/২০১০	বরগুনা জেলায় উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন	৬১১৭.৯২	৫৯৭০.৬১	১০০.০০	সমাপ্ত
৩৬	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা।	১২/০৫/২০১০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প	২৯৮৫.৭০	২৯৫৬.২২	৯৮.৭৫	সমাপ্ত
৩৭	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ।	২৩/০৪/২০১১	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা	২৭,৪১৮.০০	২৬৬৩১.৬৫	৯৬.২৬	সমাপ্ত
			চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা নদী ড্রেজিং এবং রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	১৮২৫৮.২৭	১৬৩৩.২০	৮.৯৬	চলমান

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়/ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	
৩৮	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা।	১২/০৫/২০১০	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অর্ন্তগত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন	১৫৫৮৮.০০	৯১২৬.১০	৭৮.৪৫	চলমান
৩৯	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প।	০৭/০৭/২০১০	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পূনর্বাসন	২৫৬৯৭.৭৩	১৪৪৮১.৪৭	৯২.০০	চলমান
৪০	ভৈরব নদী পুনঃখনন।	২৭/১২/২০১০	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	২৮০১২.৭৫	১৪১২৭.৬২	৬৫.০০	চলমান
৪১	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং	২৭/০৪/২০১০	"মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরিঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্প গৃহিত হলেও বাস্তবতার নিরীখে ড্রেজিং ফলপ্রসু প্রতীয়মান না হওয়ায় প্রকল্পের ১ম সংশোধনীতে প্রতিশ্রুত ডেজিং কাজের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।				চলমান
৪২	জয়পুরহাট জেলার ছোট যমুনা, তুলশী গঙ্গা ও শ্রী নদী পুনঃখনন এবং রাবার ড্যাম নির্মাণ।	২২/০১/২০১২	জয়পুরহাট জেলার তুলশী গঙ্গা, ছোট যমুনা, চিংড়ী ও হারাবতী নদী পুনঃখনন	১২৩৪৭.৪১	৪৪১৯.৪৫	৮০.০০	চলমান
৪৩	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	৩১/০৩/২০১১	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চরআলগী ইউনিয়নের চতুর্দিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	৪৩৭৭.৯১	২০৬৪.০৪	৬১.০০	চলমান
৪৪	তিতাস নদী খনন করা।	০৭/১১/২০১০	কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী পুনঃখনন প্রকল্প	৭৬২৫.১৪	৬৫০.০০	১৩.৮০	চলমান
৪৫	যমুনা ও বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে। (করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প)।	২৬/০৮/২০১৭	(ক) বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-ওরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	২৩৩৫৬০.০০	১৩৯৮১.৮৪	১২.৫৮	চলমান
			(খ) করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প	প্রনীত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন			
			(গ) বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ ও পুর্নবাসন	প্রনীত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন			
৪৬	সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা।	১৮/০২/২০১২		প্রনীত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন			
৪৭	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ।	০৬/০৩/২০১০		সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য দাতা সংস্থা খোজা হচ্ছে।			
৪৮	কুড়িগ্রাম জেলার ১৬টি নদ-নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা হবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের নতুন পায়রা সমুদ্রবন্দরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করা হবে।	০৭/০৯/২০১৬		প্রকল্প প্রনয়ন করা হয়েছে। শীঘ্রই অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।			
৪৯	সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্মাণ।	১৮/০২/২০১২		সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম বাস্তবায়নের পর এর প্রভাব বিবেচনায় পরবর্তী কার্যক্রম নেয়া হবে।			
৫০	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ।	০৩/০৪/২০১১		প্রণীত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন।			

পরিশিষ্ট - ৩

পরিশিষ্ট-৩

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা							
১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার অন্তর্গত নান্দাইল পৌর এলাকার নরসুন্দা নদীর বামতীরে চারানীপাড়া দরগা হতে আচারগাঁও ব্রীজ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা।	২০০.০০	ডিসেম্বর/১৭ হতে জুন/১৮পর্যন্ত।, সংশোধিত মেযাদঃ জুন/২২ পর্যন্ত।	৫০.০০	৪৯.৫০	৭৬%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা							
২	কচুয়া উপজেলার সাচার-ঘুগরার বিল হতে পিতাম্বরদী, নারিন্দা, কাওয়াদী বাজার ও নায়েরগাঁও হয়ে মেঘনা নদী পর্যন্ত সাচার খাল (বোয়ালজুরী খাল) পুনঃখনন প্রকল্প।	১৪৯৯.৭২	জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত।	১১৯৭.০৬	১১৯৭.০৬	৮৫%	মামলা থাকার কারণে কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করার প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রেরণ করা হয়েছে।
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট							
৩	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার দক্ষিন সুরমা উপজেলরার পশ্চিমভাগ (নোয়াগাও) এলাকা সুরমা নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ এবং গোপালগঞ্জ উপজেলরার মীরগঞ্জ বাজার এলাকা কুশিয়ারা নদীর ভাঙ্গন হতে সংরেক্ষণ প্রকল্প।	৫০০.০০	অক্টোবর/১৫ হতে সেপ্টেম্বর/১৭, সংশোধিত মেযাদঃ জুন/২২ পর্যন্ত।	৩৭৫.০০	৩৩৬.৪৮	৮২%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
৪	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলরার সিলেট শহরের কানিশাইল ছড়ার মুখে সুরমা নদীর চর খনন ও কানিশাইল ছড়ার স্লোপ সংরেক্ষণ।	৮৬২.২৫	জানু/১৬ হতে জুন/১৭, সংশোধিত মেযাদঃ জুন/২২ পর্যন্ত।	৪৩০.৬২	৪৩০.৩৯	৪৫%	প্রকল্পের প্রকৃত অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক প্রকল্প সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৫	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় অবস্থিত বাসিয়া নদী পুনঃখনন প্রকল্প।	২০০.০০	জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭ ।সংশোধিত মেযাদঃ জুন/২২ পর্যন্ত।	১৫০.০০	৯৯.৯৫	৫৩%	প্রকল্পের প্রকৃত অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক প্রকল্প সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর							
৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে ভূমি পুনরুদ্ধার ও মাদারীপুর শহরের রিভার ভিউ পার্ক সংরক্ষন।	৬০০.০০	জানুয়ারী,২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত।	৩০০.০০	৩০০.০০	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে।
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল							
৭	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমুল্লা শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের চরখালী এলাকা সংরেক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)।	১০০০.০০	অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/২০ পর্যন্ত।	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৯৭%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। ২৪/০৩/২০২১ তারিখ প্রকল্পের পিআইসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর,২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।
৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমুল্লা শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের চরখালী নদমুল্লা এলাকা সংরেক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	১০০০.০০	অক্টো/১৪ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত।	২৪৭.০০	২৪৭.০০	৬৪%	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের তৎকালিন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশ এ ১৭/০৭/২০১৭ তারিখ হতে বাস্তবায়িন স্থগিত রয়েছে। বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্তকরণের জন্য ২১/১০/২০১৯ তারিখ পাসমতে পর্যালোচনা সভায় সুপারিশ করা হয়েছে। পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। বাপাউবো, পাসম ও সিসিটিএফ এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে যৌথভাবে পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন ২৪/০২/২০২১ তারিখ পাসমতে

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
							দাখিল করা হয়েছে।
৯	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কটা নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন তেলিখালী ইউনিয়নের হরিণপালা হামিদ চৌকিদারের বাড়ি-পোনা নদীর মোহনা থেকে হরিণপালা রিভারভিউ ইকোপার্ক হয়ে আবাসন সংলগ্ন পদ্মার খালের মোহনা পর্যন্ত সংরক্ষণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প।	১০০০.০০	অক্টো/১৪ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর /২০ পর্যন্ত।	৫০০.০০	৫০০.০০	৫৫%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। ২৪/০৩/২০২১ তারিখ প্রকল্পের পিআইসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর,২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।
১০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পিরোজপুর সদর উপজেলাধীন উমেদপুর নদীর ভাঙ্গন হতে আলহাজ্ব এ.কে.এম.এ আউয়াল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এবং তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	১০০.০০	অক্টো/১৪ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদ ঃ জুন/২২ পর্যন্ত।	৭৫.০০	৪৭.৬০	৯২%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
১১	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পটুয়াখালী জেলার বাউফল ও দশমিনা উপজেলাধীন পোল্ডার নং-৫৫/২ এফ অন্তর্ভুক্ত এলাকার সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	১১৩৬.৯৩	জানু/১৭ হতে জুন/১৮ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/২০২০ পর্যন্ত।	২৮৪.২৩	২৫৫.৯৩	৬২%	স্থানীয় জমির মালিকগনের বাঁধার কারনে কিছু অংশে বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। ডিসেম্বর,২০২১ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রক্রিয়াধীন।
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা							
১২	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলাধীন মাকড়ঢোন এলাকায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরশন প্রকল্প।	৪০০.০০	মার্চ/১৫ হতে-জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/২২ পর্যন্ত।	২০০.০০	২০০.০০	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। সিসিটিএফ কর্তৃক ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় প্রক্রিয়াধীন।
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার পাটনা খালের উপর স্লুইস নির্মাণ ও খাল পুনঃখনন।	৩০০.০০	জুলাই/১৮ হতে জুন/২০ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/২১ পর্যন্ত।	৫৭.৫০	৪৭.৫০	৫৫%	প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

পরিশিষ্ট - ৪

পরিশিষ্ট-৪

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
A	**River Management Project (Dredging, Bank Protection, Connectivity with Floodplain)**					
1	Preparation of Master Plan for River Dredging.	√				1, 2, 3, 4, 6
2	Small River/Channel/Khal/Char Dredging Projects in 64 districts (Phase-II).	√			√	1, 2, 3, 4
3	Dredging of Madaripur Beel Route System		√			1, 2, 3, 4
4	Dredging of Kangsha River System			√		1, 2, 3, 4
5	Dredging of Bhogai River System			√		1, 2, 3, 4
6	Dredging of Modhumati River System		√			1, 2, 3, 4
7	Dredging of Karatoya River System	√				1, 2, 3, 4
8	Dredging of Arial Khan River System	√				1, 2, 3, 4
9	Dredging of Mukteswari-Teka River System		√			1, 2, 3, 4
10	Dredging of Betna River System		√			1, 2, 3, 4
11	Dredging of Kirtonkhola River System		√			1, 2, 3, 4
12	Dredging of Sondhya Khan River System		√			1, 2, 3, 4
13	Dredging of Khairabad River System		√			1, 2, 3, 4
14	Dredging of Old Brahmaputra River System	√				1, 2, 3, 4
15	Dredging of Old Dhaleswari River System	√				1, 2, 3, 4
16	Dredging of Surma River System	√				1, 2, 3, 4
17	Dredging of Kushiyara River System	√				1, 2, 3, 4
18	Dredgingof Muhuri River System		√			1, 2, 3, 4
19	Dredgingof Kakri River System		√			1, 2, 3, 4
20	Dredgingof Dakatia River System	√				1, 2, 3, 4
21	Dredgingof Dhonagoda River System		√			1, 2, 3, 4
22	Dredging of Dharla River System	√				1, 2, 3, 4
23	Dredging of Jamuneswari River System	√				1, 2, 3, 4
24	Dredging of Major River System		√			1, 2, 3, 4, 6
25	Re-excavation of Bhairab River Project (Phase -II).	√				1, 2, 3, 4, 6
26	Jamuna River Economic Corridor Development Program (Phase-1)	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
27	Jamuna River Economic Corridor Development Program (Phase-2)		√	√		1, 2, 3, 4, 6
28	Development of Chandona-Barasia River Basin System	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
29	River Bank Protection and flood management of entire Karnafuli basin.	√	√			1, 2, 3
30	River Bank Protection from erosion of Sangu and Matamuhuri river	√	√			1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP II	BDP Goals
31	River Bank Protection from erosion of rivers in Meghna Basin.	√	√			1, 2, 3
32	Protection and Development of Coxsbazar Sea Beach.	√				1, 2, 3
33	Protection and development of Kuakata Sea Beach.	√				1, 2, 3
34	Construction of Super-Dyke along the Coastline / Bank line of Greater Noakhali (Laxmipur-Noakhali-Feni);	√	√			1, 2, 3, 6
35	Construction of Super Dyke along the Coast of Mirsarai, Chattogram to Cox's Bazar;	√	√			1, 2, 3, 6
36	Detail study for char removal and increasing navigability of estuaries of Feni river, Sandwip channel, Moheshkhali channel & Kutubdia channel;	√				1, 2, 3, 4
37	Stabilization of both Bank of Lower Meghna River by dredging and infrastructures.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
38	Study on Tidal River Management	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
39	Implementation of Tidal River Management (Jessore, Khulna, Satkhira, Bagerhat).	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
40	Study on Integrated River System Management (4 major rivers) and Protection of Accreted Land.	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
41	Protection and development of trans-boundary river (phase-III……).	√	√	√		1, 2, 3
42	Protection of Kobutorkhola and Josodiya area from left bank erosion of Padma River in Shreenagar and Louhojong Upazila under Munsiganj district.	√				1, 2, 3
43	Left bank protection of the shore's area from Dashani to Shatla in Matlab Upazila from wave action of Meghna River of Chadpur district.	√				1, 2, 3
44	Protection of Rustompur and Noluya adjacent to proposed cantonment area from erosion of Surma River in Sadar & Golapgonj upazila under Sylhet district.	√				1, 2, 3
45	Flood control Project in Kazirhat & Satbaria area including Padma left river bank protection of different area in Sujanagar upazila under Pabna district.	√				1, 2, 3
46	Jamuna left bank protection of upstream & down stream of Paturia Ghat as well adjacent areas.	√				1, 2, 3
47	Revetment work for protection of Bir Shrestha Munshi Abdur Rouf Memorial Museum's connecting road from erosion of Madhumoti River and dredging Project.	√				1, 2, 3
48	Renovation and rehabilitation of damaged river bank protective work along left bank of Meghna River in Sadar and Haimchar upazila under Chadpur district.	√				1, 2, 3
49	Jamuna right bank protection with rehabilitation of Crossbar, Spur & Revetment work located at Jamuna right bank in Sonatola, Sariakandi & Dhanutupazila under Bogra district.	√				1, 2, 3
50	Protection of Rajshahi City from erosion of Padma River with improvement of flood control & drainage system.	√				1, 2, 3
51	Protection of Singrabari, Patgram and Baikhola area of Kaziparau pazilain Sirajganj district from erosion of Jamuna river.	√				1, 2, 3
52	Left bank protection from Brahmaputra river at Moricachor and Bottola area of Iswargonj upazila in Mymensingh district.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
53	Bank protection and rehabilitation project of Jamuna river in Bagura district.	√				1, 2, 3
54	Removal of water logging of Kobatak River.	√				1, 2, 3
55	Protection from erosion of Shitalakkha river at Taragonj bazar and adjacent area in Durgapur union in Kapashia upazila under Gazipur district.	√				1, 2, 3
56	Dredging and bank protection of Matamuhuri River.	√				1, 2, 3
57	Removal of water logging of Bhabodaho River and adjacent area (phase-II).	√				1, 2, 3
58	Dredging of Gumti River for improvement of irrigation and drainage system in Cumilla district.	√				1, 2, 3
59	Bank protection and dredging of Arial Khan, Kumar and Torki river in Rajoir, Kalkini and Sadar Upazila of Madaripur district.	√				1, 2, 3
60	Right bank protection from erosion of Padma River in sadar upazila, proposed cantonment at Kalukhali upazila, Pangsha upazila of Rajbari district.	√				1, 2, 3
61	Dredging and bank protection work of Kirtinasha river in Sariatpur district.	√				1, 2, 3
62	Protection from erosion of right bank of Padma river in Sokhipur thana, right bank of Meghna river in Gosairhat upazila, and Damudya river in Sureshwor in Sariatpur District.	√				1, 2, 3
63	Protection of Barisal airport and adjacent valuable area, Abul Kalam degree college area from erosion of Sugongha river, and Mirgonj ferighat, Mirgonj bazar from erosion of Arial Khan river in Babugonj upazila in Barisal district.	√				1, 2, 3
64	Rehabilitation of Coastal Embankment with Drainage Improvement & Bank Protection at Mujib Nagar & Monpura of Bhola District (1st Phase).	√				1, 2, 3
65	Protection and development of reclaimed land from Jamuna river between crossbar-1 and crossbar-2 in sadar upazila of Sirajganj district.	√				1, 2, 3
66	Protection of river bank and dredging/ re-excavation to protect different erosion prone area in Karimgonj and Ina, Mithamoin, Astogram, Nikli, Bajitpur, Bhoirab, Pakundia upazila in Kishorgonj district.	√				1, 2, 3
67	Protection of left bank project of Payra river in Baherchor under Dumki-Laukati sub-project in Potuakhali district.	√				1, 2, 3
68	Protection of Sheikh Hasina cantonment area located at right bank of Payra river from the confluence point of Karkhana and Bighai river to the estuary of Shreemonto river in Barisal district.	√				1, 2, 3
69	Left bank protection of diversion channel of Musapur regulator and Sandwip channel to protect Musapur closure, regulator and adjacent area from erosion of Sandip channel in Kompanigonj upazila of Noakhali district.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
70	Re-excavation of Shuvaddhya khal, and protection & development of both banks in Keranigonj upazila of Dhaka district.	√				1, 2, 3
71	Rehabilitation of Chandpur irrigation project withre-excavation of Dakatia river, construction of embankment on bank, plantation and beautification.	√				1, 2, 3
72	Replacement work of 2nos pumps in Gohribakhali pump house and 2nos pumps in Kamlapur pump house in total of 4nos.	√				1, 2, 3
73	Bank protection work of Bhairab and Atai river to protect Chondani Mohol Ashrayan Project under Barakpur-Dighaliya project in Khulna district.	√				1, 2, 3
74	Protection of Boishakhi closure in Chaptirhaor, Tufankhali closure, Boaliya closure, Goruchora closure in Boramhaor on both bank of Kalni river and river bank protection of Dholbazar area in Dirai upazila in Sunamganj district.	√				1, 2, 3
75	Protection of Digholbak in Nobinonj upazila & Markuli bazar in Baniyachong upazila of Hobigonj district from left bank erosion of Kushiyara river and re-excavation of Sutang river.	√				1, 2, 3
76	Protection of Talbari area in Mirpur upazila under Kustia district from the erosion of the river Padma.	√				1, 2, 3
77	River bank protection of different area from erosion of Old Brahmaputra River in Mymensigh district.	√				1, 2, 3
78	Re-excavation of Gangnai, Nagor, Bhadraboti, Iramati river.	√				1, 2, 3, 4
79	Re-excavation of Khals in Tungipara & Kotalipara upazila and river bank protection of Rakhiyakul Shoila & Ghaghor River, left bank protection of Madhumati river in Kashiyaniupazila of Gopalgonj.	√				1, 2, 3, 4
80	Protection from erosion of Tentulia river from dhuliya launch ghat in baufal upazila of Patuakhali to Durga pasha in Bakergonj upazila of Barisal district.	√				1, 2, 3
81	River bank protection of important areas of Nwabgonj in Dhaka district, Saturiya, Ghiour, Sadar, Singrai upazila of Manikgonj district from erosion of Kaligonga river.	√				1, 2, 3
82	Right bank protection of Jamuna and Hurasagor river at Bera upazila of Pabna district and Shahjadpur upazila of Sirajgonj district and Hurasagor-Karatoya river left bank flood control project.	√				1, 2, 3
83	Protection of postokola Cantonment from erosion of Burigonga River.	√				1, 2, 3
84	Permanent protective work for protection of Hosnabad bazar, lunchghat and adjacent area from erosion of Arial Khan river in Gemornodi upazila of Barisal district.	√				1, 2, 3
85	Chandpur town protection and rehabilitation project.	√				1, 2, 3
86	Re-excavation of Louhojong river in Sadar, Delduyar and Mirjapur upazila of Tangail district and beautification project.	√				1, 2, 3, 4

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
87	Both bank protection of small Jamuna river in Badalgachi upazila of Naogaon district.	√				1, 2, 3
88	Protection infrastructure built in Nolerchar and Keringchar from erosion of Meghna River in Hatiya Upazila of Noakhali district.	√				1, 2, 3
89	Rehabilitation and right bank protection of Jamuna River in Bagura District.	√				1, 2, 3
90	Protection of Charkauya, Chadmariand Jaguaarea from erosion of Kritonkhola river in sadar upazila of Barisal district and dredging at Charmonai and Lamchori.	√				1, 2, 3
91	Left bank protection of Chatolpar area from erosion of Meghna river in Nasirnagar upazila of Brahmanbaria.	√				1, 2, 3
92	Left bank protection of Chatolpar area in Nasirnagar upazila and panishwar in sorial upazila from erosion of Meghna river of Brahmanbaria	√				1, 2, 3
93	River bank protection from erosion of Kushiyara river in Habigonj, Sunamganj & Moulvibazar district.	√				1, 2, 3
94	Protective work, wave protection and river dredging/khal excavation to protect river erosion prone area of 10 nosupazila in Kishoreganj district and 1 nosupazila in Habiganj district.	√				1, 2, 3, 4
95	Strengthening the built revetment work to protect Surershwar darbar sharif and adjacent area located at right bank of Padma river in Naria Upazila of Shariatpur district.	√				1, 2, 3
96	Rehabilitation of Coastal Embankment with Drainage Improvement & Bank Protection at Tazumuddin & Lalmohan Upazila of Bhola district (1st Phase).	√				1, 2, 3
97	Protection of public important infrastructure in Khagrachori town and adjacent area from river erosion	√				1, 2, 3
98	Removal of water logging at Amtoli-Subondi-Choura area located of polder no 43/1 in Amtoli upazila in Barguna district.	√				1, 2, 3, 4
99	Left bank Protection of Ichhamoti and Kalikandi river to protect main land in Satkhira district in Bangladesh.	√				1, 2, 3
100	Protection of Majhirghat zero point from erosion of Padma river in Jajira upazila in Shariatpur district.	√				1, 2, 3
101	River bank protection and management development project in Sadar, Jamalgonj, Dhormopasha, Tahirpur, South Sunamganj, Doyara bazar and Chatok upazila of Sunamganj district.	√				1, 2, 3, 6
102	River bank protection of 6.00km from erosion of Meghna River at Aslampur and Hajarigonj union in Charfashon upazila of Bhola district.	√				1, 2, 3
103	Protection of Hanarchar-katakhal area from erosion of Meghna River in Sadar and Haimchar upazila of Chandpur district.	√				1, 2, 3
104	Excavation of Loop cut of Ghorauttra river located at Gopalpur and Nagiyar Dhair in Mithamain upazila under Kishoreganj district.	√				1, 2, 3, 6
105	Bank protection work for prevention of erosion in various rivers including Meghna river in Vederganj and Gosairhat under Shariatpur district.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
106	Right bank protection of Padma river in Shakhipur thana, right bank protection of Meghna river and bank protection of Damudda river in Gosairhat upazila under Shariatpur district.	√				1, 2, 3
107	Protection work of Betagi town, Fuljhuri launch terminal and Jangalia bazar from erosion of Bishkhali & Payra river and sustainable water management project inside polder no-41/6a, 41/6b & 41/7a in Barguna district	√				1, 2, 3
108	Protection work of Amtoli town & Arpangasi Ghotkali bazar from erosion of Payra river with river dredging and sustainable water management project inside polder no-43/1, 44b in Barguna district.	√				1, 2, 3, 6
109	Riverbank protection andremoval of water logging throughre-excavation of small river, khal-beel in Pirganj upzilla under Rangpur district.	√				1, 2, 3, 6
110	Left and right bank protection work of Kirtinasha river in Shariatpur district.	√				1, 2, 3
111	Bank protection work of Jhinai river in Gopalpur Upazilla under Tangail district.	√				1, 2, 3
112	Conservation and use of rain water through construction of environment friendly water reservoir at Khoia Chhara and Govaniya Chhara of Mirsharai Upazila and Kumira Chhara of Sitakunda Upazila under Chattogram.	√				1, 2, 3
113	Left bank protection of Jamuna river in Tangail Sadar and Nagorpur Upazilla under Tangail district and Chouhali upzilla under Sirajganj district	√				1, 2, 3
114	Bank protection of Pungli river in Sadar upazila under Tangail district.	√				1, 2, 3
115	Left bank protection of Jamuna river in Sadar and Kalihati upazila under Tangail district.	√				1, 2, 3
116	Achievement of Sustainable Development Goals (SDG) by dredging of Chotrabeel in laxmipur union of Atghoria upazilla under Pabna district.	√				1, 2, 3, 6
117	Protection of Chorbagdanga and Shahjahanpur area from erosion of Padma River in Chapainwabganj district.	√				1, 2, 3
118	Flood control, drainage and riverbank protection in Sadar upazilla of Naogaon district.	√				1, 2, 3, 6
119	Rehabilitation of Roktodoho- Lohachurabeel drainage scheme.	√				1, 2, 3, 6
120	Rehabilitation of four projects of Manda, Raninagar and Atrai upazilla in Naogaon district and bank protection work along with dredging of Atrai river.	√				1, 2, 3, 6
121	Right bank protection works of Karatoya river at adjacent areas of the office of the deputy commissioner in Sadar upazilla of Bogra district.	√				1, 2, 3
122	Riverbank protection at left bank of Jamuna river from Khaspukuria to Chor-solimabad in Chouhali upazilla under Sirajganj district.	√				1, 2, 3
123	Permanent protection to prevent left bank erosion from Padma River at "Ruppur Nuclear Power Plant Project" and adjacent areas.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
124	Protection of different areas from erosion of Sugondha river at Sadar and Nolchiti upazilla under Jhalkathi district.	√				1, 2, 3
125	Removal of waterlogging at Amtoli-Subondi-Chawra areas under polder no 43/1 of Amtoli upazilla in Barguna district.	√				1, 2, 3
126	Bank protection of Boro Machuwa Rocketghat and coastal embankment of polder no-39/1b and 39/1c from the erosion of Boleshwar river in Mothbaria upazilla of Bagerhat district.	√				1, 2, 3
127	Protection of Bamna town, Ramna, and Kalikabari launch terminal from erosion of Bishkhali river with dredging and sustainable water management project inside polder no-39/2a and 39/1d in Barguna district.	√				1, 2, 3, 6
128	Protection of Kakchira launch terminal, Jintola, Kalomegh, Padma and bazar from erosion of Boleshwar and Bishkhali river alongwith dredging and sustainable water management project inside polder no-39/1c and 40/1 in Barguna district.	√				1, 2, 3, 6
129	Protection of Old Hijla, Baushia and Harinathpur area from erosion of Meghna river in Hijla upazilla under Barishal district.	√				1, 2, 3
130	Protection of Boraiya Degree College and adjacent areas from erosion of Bishkhali river of Rajapur upazilla in Jhalkathi district.	√				1, 2, 3
131	Protection of different important areas from erosion of Bishkhali river at Nazirpur, Necharabad, Sadar and Indurkani upazilla under Pirojpur district.	√				1, 2, 3
132	Protection from erosion of Dhorla river at Sadar and Patgram upazilla of Lalmonirhat district.	√				1, 2, 3
133	Left bank protection and dredging of Teesta River at Hatibandha upazilla under Lalmonirhat district.	√				1, 2, 3, 6
134	Riverbank protection work at different places of Talma, Chawai, Korotoa, Pathraj, and Ghoramara river in Panchagar district.	√				1, 2, 3
135	Riverbank protection of Dhepa, Punorvoba, Tangon river in Dinajpur	√				1, 2, 3
136	Left bank protection of Teesta River at Mohichkhocha in Aditmari upazilla under Lalmonirhaat district.	√				1, 2, 3
137	Riverbank protection of Tangon, Shok, Senuwa, Pathraj, Tirnoi, Kulik and Lacchi river in Thakurgaon.	√				1, 2, 3
138	Protection of very erosion prone areas of Gorai-Modhumoti river in Magura and Jhinaidah district.	√				1, 2, 3
139	Strengthening of previous riverbank protection work to protect Sureshwar dorbar shorif and adjacent areas from erosion of Padma River in Naria upzilla under Shariatpur district	√				1, 2, 3
140	Recovery of naval route and beautification project from Gopalganj to Tungipara.	√				1, 2, 3
141	Bank protection work to prevent erosion of tributary river of Padma and Sureshwar-Damuda river in Vederganj upazilla of Shariatpur district.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
142	Protection and rehabilitation project of Madaripur town and adjacent areas.	√				1, 2, 3
143	River governance of Gorai under Shreepur upazilla in Magura.	√				1, 2, 3
144	River bank protection work from Kazirhat to Dubuldia and Matarbari and Burirhat-Vedorganj Khal rehabilitation project in Shariatpur district.	√				1, 2, 3
145	Riverbank protection to protect Sholpur-Jugihati and Par Hajigram from leftbank erosion of Atai and Rupsha river and development of drainage system of Putimari beel.	√				1, 2, 3, 6
146	Riverbank protection at different erosion prone areas with dredging of Bhoirab, Atai, Rupsha, Hamkura, Bhodra and Gangrail river system to remove water logging problem of Khulna district and adjacent areas.	√				1, 2, 3, 6
147	Protection of Morelganj upazilla Sadar and adjacent areas from erosion of Panguchi river and dredging of Bishkhali river.	√				1, 2, 3, 6
148	Permanent river bank protection to prevent vulnerable places of Norail district.	√				1, 2, 3
149	Riverbank protection at vulnerable places of polder no 35/1, 35/3 and Mongla-Ghosiakhali channel in Bagerhat district.	√				1, 2, 3
150	Rehabilitation of embankment and protection of both bank of Surma and Kushiyara River in Sylhet district.	√				1, 2, 3
151	Development of drainage system by dredging and bank protection work in haor region and advanced flood prevention project in Sunamganj district.	√				1, 2, 3, 6
152	Left bank protection of Surma river at Dharargaon and Brahmangaon in Sadar upzilla of Sunamganj district.	√				1, 2, 3
153	Permanent bank protection at coast of Chor Nangulia to protect from continuous erosion at left bank of Meghna river in Subornochor in Noakhali district.	√				1, 2, 3
154	Protection at Boyanchor to protect from continuous erosion of left bank of Meghna river in Hatia and Ramgoti upazilla in Noakhali and laxmipur district.	√				1, 2, 3
155	Construction of embankment with slope protection at Choiyarkuri bazar to Horipur village and Mohakalpara to Rampur village in Nasirnagar upazilla under Brahmanbaria district	√				1, 2, 3
156	Bank protection work of Sangu and tributary rivers (Chandkhali and Dolu) of Chondonaish and satkania upazilla of Chattogram district.	√				1, 2, 3
157	Protection and development of Cox's Bazar Sea beach.	√				1, 2, 3
158	Construction of tidal barrier to prevent erosion in the beach of Saint Martins's island and development of internal drainage system and beautification.	√				1, 2, 3
159	Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (Project-2)	√				1, 2, 3
160	Protection of Newly Formed Economic Zone from Flood and River Erosion of Jamuna River at Bhuapur Upazila in Tangail district.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
B	**Land Reclamation and Development Projects**					
161	Urirchar - Noakhali Cross Dam Project	√			√	2, 3, 4, 6
162	Hatiya– Dhamarchar- Nijhumdwip Integrated Development Project	√			√	2, 3, 4, 6
163	Bhola - Kukrimukri - Char Montaz Integrated Development Project	√				2, 3, 4, 6
164	Sandwip-Jahazer char cross dam Project	√				2, 3, 4, 6
165	Estuary Development Study and Pilot Program for land reclamation	√				2, 3, 4, 6
166	Sandwip-Urirchar Cross Dam Project		√			2, 3, 4, 6
167	Jahazer char-Noakhali Cross Dam Project		√			2, 3, 4, 6
168	Monitoring, clustering and development of chars		√	√		2, 3, 4, 6
169	Clustering of some emerging chars/bars and stabilizing of channels by dragging.		√			2, 3, 4, 6
170	Study for Estuary Management Program (Karnafuli to Sundarban).	√				2, 3, 4, 6
171	Char Development and Settlement Project-V (CDSP-V)	√			√	2, 3, 4, 6
172	Land beyond Land, Efforts to Reclaim lands at near Coast; Preparatory Surveys and Studies.	√	√		√	2, 3, 4, 6
173	Development of Climate Smart Integrated Coastal Resources Database (CSICRD)	√	√		√	2, 3, 4, 6
174	Development Catchment and Sub-catchment Management Plans	√	√		√	2, 3, 4, 6
175	Kaptai Lake Rehabilitation Study and Pilot Project.	√	√		√	2, 3, 4, 6
176	Flow control and water storage structures for water availability in the dry season	√	√		√	2, 3, 4, 6
177	Integrated Jamuna-Padma Rivers Stabilization, Land Reclamation and development Project.	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
178	Integrated Coastal Zone Landuse Planning in Bangladesh using GIS and RS Technology.	√	√		√	2, 3, 4, 6
179	Land reclamation by dredging and construction of crossbar in Jamuna river inBagura district.	√				2, 3, 4, 6
180	Freshwater Harvesting and Land Reclamation Char Kukri Mukri, Bhola, Bangladesh.	√				2, 3, 4, 6
C	**Integrated Development Project**					
181	Integrated Water Resources Management in Chalan Bill area including Beel Halti Development Project	√				1, 2, 3, 4, 6
182	Utilization of Ganges water for Ganges depended area.		√			1, 2, 3, 4, 6
183	Integrated Water Resources Development & Management in Boral Basin	√				1, 2, 3, 4, 6
184	Utilization of Water of Brahmaputra River		√			1, 2, 3, 4, 6
185	Utilization of Water of Meghna River		√			1, 2, 3, 4, 6
186	Utilization of Water of Dharla River		√			1, 2, 3, 4, 6
187	Utilization of Water of Mahananda River		√			1, 2, 3, 4, 6
188	Utilization of Water of Kangsa River		√			1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
189	Utilization of Water of Kushiyara River		√			1, 2, 3, 4, 6
190	Utilization of Water of Khowai River		√			1, 2, 3, 4, 6
191	Dhaka Integrated Flood Control Embankment cum Eastern Bypass Road Multipurpose Project	√			√	1, 2, 3, 4, 6
192	Sectoral development plan in Moheshkhali Matarbari Area.	√				1, 2, 3, 4, 6
193	Old Brahmaputra Integrated River Management Project	√	√			1, 2, 3, 4, 6
194	Basin wise Integrated Water Resource Assessment including environmental flow in Major Rivers.	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
195	Comprehensive Flood and Drainage Management for Meghna Basin;	√	√			1, 2, 3, 4, 6
196	Development Study on formulating Master Plan for Promoting Integrated Water and Natural Resource Management and improving Disaster Resilience in Greater Chittagong area	√				1, 2, 3, 4, 6
197	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District	√			√	1, 2, 3, 4, 6
198	Managed Aquifer Recharge for Artificial Storage (MARAS) of Water to Improve Groundwater Table	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
199	Structural interventions for managing sea level rise: preparatory surveys & studies.		√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
200	Rehabilitation of Marashi River sub-Project in Jhinaigati upazila under Sherpur District.	√				1, 2, 3, 4, 6
201	Gonggaijuri Haor Integrated Water Management Project.	√				1, 2, 3, 4, 6
202	Improvement of Drainage System and Water Logging Mitigation of Chittagong Cantonment & Adjacent Area	√				1, 2, 3, 4, 6
203	Meghna-Titas FCD in Sadar upazila, Bijoynagar and Sorail upazila under Brahmmanbaria district.	√				1, 2, 3, 4, 6
204	Improvement of integrated water management of Arial Beel and drainage system of Ishamati river.	√				1, 2, 3, 4, 6
205	Karatoya River Improvement Project.	√				1, 2, 3, 4, 6
206	Improvement of flood control and drainage system from Hazimara to Char Mohon polder 59/2 in Sadar& Raipur upazila under Lakshmipur district.	√				1, 2, 3, 4, 6
207	Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Gumti - Muhuri Basin.	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
208	Implementation of Rationalized WaterRelated Interventions in Gorai-Passur Basin	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
209	Improvement of Drainage Congestion, Canal Dredging and Flood Control for Barisal CC area.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
210	Improvement of drainage network, flood control and solid waste management for Khulna City		√		√	1, 2, 3, 4, 6
211	Rationalized Water Related Interventions in Hurasagar basin.	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
212	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Chittagong Coastal Plain Basin	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
213	Prevention of flood, river bank erosion, increase navigation depth and land reclamation by dredging rivers flowing through Kurigram district.	√				1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
214	Bank protection and development of Surma and Kushiyara River in Jakigonj upazila of Sylhet district.	√				1, 2, 3, 4, 6
215	Flood control and drainage at downstream of Chalnbeel and connectivity road with Rabindra University, Bangladesh.	√				1, 2, 3, 4
216	Improvement of irrigation and drainage system in Purbodhola upazila of Netrokona district.	√				1, 2, 3, 4, 6
217	Bank protection of Dhalchar from erosion of Meghna River in Charfason of Bhola district and Carjahir Uddin FCD project in Tajumuddin upazila.	√				1, 2, 3, 4
218	Development of Khowai river system in Habiganj district	√				1, 2, 3, 4, 6
219	Integrated water management of Arial Beel and improvement of drainage system of Ichhamoti river in Nawabgonj and Dohar Upazila of Dhaka district.	√				1, 2, 3, 4, 6
220	Integrated development project of ponding area of Goranchotbari.	√				1, 2, 3, 4, 6
221	Implementation of Integrated Water Resources Management for improvement of Drainage Congestion in Tungipara & Kotalipara upazila under Gopalgonj district.	√				1, 2, 3, 4, 6
222	Flood control, drainage and irrigation project in Goyainghat upazilla of Sylhet.	√				1, 2, 3, 4, 6
223	Rehabilitation project of Muhuri- Kohuwa flood control, drainage and irrigation project in Feni	√				1, 2, 3, 4, 6
224	Surma and Boulai River Basin Management Project.	√				1, 2, 3, 4, 6
225	Integrated Water Resource Management and Development of Naf River Estuary and Land Development of Shah Parir Dwip.	√				1, 2, 3, 4, 6
D	**Irrigation Project (New & Rehabilitation)**					
226	Kurigram Irrigation Project (North Unit).	√			√	1, 2, 4, 6
227	Kurigram Irrigation Project (South Unit).	√			√	1, 2, 4, 6
228	North Rajshahi Irrigation Project.	√			√	1, 2, 4, 6
229	Irrigation Projects in Eastern hill.		√			1, 2, 4, 6
230	Karnafuli Irrigation Project (Halda & Ishamati Unit).	√				1, 2, 4, 6
231	Fatikchari FCDI Project.	√				1, 2, 4, 6
232	Dhurang Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
233	Rehabilitation and modernization of Irrigation Project	√	√	√		1, 2, 4, 6
234	Integrated Development of Mahananda Irrigation Project.	√			√	1, 2, 4, 6
235	WMOs and Participatory Management Model, for O&M for Irrigation Schemes	√			√	1, 2, 4, 6
236	Study for rehabilitation of Flood Control & Drainage (FCD) Project and up gradation to combat the effect of climate change.	√				1, 2, 4, 6
237	Nishchintapur Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
238	Halda Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
239	Boalkhali Irrigation Project.		√			1, 2, 4, 6
240	Rehabilitation of Barishal Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
241	Renovation and Rehabilitation of mechanical & electrical infrastructure of Chandpur Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
242	Rehabilitation of Karnafuli Irrigation Project (Halda unit, part-1) in Fatikchari & Hathazari Upazila under Chittagong District.	√				1, 2, 4, 6
243	Rehabilitation of Manu Irrigation and Flood Control Embankment Project.	√				1, 2, 4, 6
244	South Comilla - North Noakhali Irrigation Project (including south Chadpur).	√				1, 2, 4, 6
245	Buri Titas Irrigation and Drainage Project in Nabinogor upazila under Brahmonbaria District and Muradnogor upazila under Comilla District.	√				1, 2, 4, 6
246	Chadpur-Comilla Integrated Flood Control, Drainage and Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
247	Irrigation through construction of Hydraulic Elevated Dam in Maynee River (80m) of Dighinala Upazila under Khagrachori district and Sreemai Khal in Patiya upazila under Chittagoan district.	√				1, 2, 4, 6
248	Kharkharia Flood Control, Drainage And Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
249	Rehabilitation of pump house along with substitution of old pumps existing in pump station of GK Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
250	Rehabilitation of Infrastructures of Meghna-Dhonagoda Irrigation Project and protection work with dredging for protection from erosion in Motlobuttar upazila in Chandpur district.	√				1, 2, 4, 6
251	Rehabilitation of Halda Extended Irrigation Project in Hathajari upazilla of Chattogram district.	√				1, 2, 4, 6
252	Technical Assistance for Modernization of Ganges-Kobadak Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
253	Rationalization of Pekua, Bagguzara and Palakata Rubber Dam under Coxsbazar district, Mahamaya Rubber Dam under Chattogram district and kohu river Rubber Dam under Feni district.	√				1, 2, 4, 6
E	**Climate Change Adaptation and Ecosystem Restoration Project**					
254	Ghaghot River Restoration Project.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
255	Restoration of four rivers around Dhaka city.	√				1, 2, 3, 4, 6
256	Arial Khan River Restoration Project.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
257	Impact of Climate Change on Ground Water Resources of Bangladesh.		√			1, 2, 3, 4, 6
258	Revitalization and Restoration of Hurasagar and Atrai rivers.	√			√	1, 2, 3, 4, 6
259	Disaster Risk Management Enhancement Project.	√				1, 2, 3, 4, 6
260	Revitalization of Karnafuli and establishment of connectivity with tributaries / distributaries to improve drainage system.	√				1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
261	Revitalization of Sangu and Matamuhuri river and establishment of connectivity with tributaries / distributaries;	√				1, 2, 3, 4, 6
262	Detail study for conservation of aquatic animals and bio diversity in the Maheshkhali Channel.	√				1, 2, 3, 4, 6
263	Restoration of Gojaria River		√			1, 2, 3, 4, 6
264	Restoration of Gorai river (phase-III).	√				1, 2, 3, 4, 6
265	Dredging of Bhola river and re-excavation of Bishkhali khal under Bagerhat district.	√				1, 2, 3, 4, 6
266	Re-excavation of Khapravanga-Chaplirdon River (Mahipur Channel) by dredger in Kolapara upazila under Patuakhali district.	√				1, 2, 3, 4, 6
267	Rationalization of Polders in Baleswar - Tentulia Basin.	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
268	Rationalization of Polders in Gorai-Passur Basin.	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
269	Rationalization of Polders in Gumti - Muhuri Basin.	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
270	Conservation /preservation of fresh water in Baleshwar, Bishkhali, Nurishwar and Tetulia river systems through salinity barrier.		√			1, 2, 3, 4, 6
271	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Baleswar-Tentulia Basin.	√	√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
272	Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project	√				1, 2, 3, 4, 6
273	Restoration of Icchamoti river passing through Pabna district.	√				1, 2, 3, 4, 6
274	Climate Smart Water Management Project.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
275	Climate Sensitive Agriculture and Water Management project.	√				1, 2, 3, 4, 6
276	Excavation of Dighi to preserve rainwater in coastal areas of Norail, Potuakhali, Bhola, Feni and Noakhali.	√				2
277	Excavation of Dighi to preserve rainwater in coastal areas of Khulna, Satkhira and Bagerhat district.	√				2
F	**Rehabilitation of Coastal Polders**					
278	Rehabilitation of Polder 59/3C in Noakhali district.	√				1, 2, 4, 6
279	Rehabilitation of Polder 64 in Bashkhali upazila.	√				1, 2, 4, 6
280	Improvement of Polder 65 in Cox's Bazar district.		√			1, 2, 4, 6
281	Rehabilitation and climate proofing Polders in coastal area.	√	√	√		1, 2, 4, 6
282	Rehabilitation of Polder 66 Cox's Bazar district.		√			1, 2, 4, 6
283	Integrated Study for the Long-term Solution of Coastal areas	√			√	1, 2, 3, 4, 6
284	Disaster Risk Reduction Enhancement Project.	√				1, 2, 4, 6
285	Sustainable improvement of coastal polders.		√			1, 2, 4, 6
286	Safety of coastal infrastructure against cyclones and cyclonic storm surge.		√			1, 2, 4, 6
287	Coastal Embankment Improvement Project (II)	√				1, 2, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
288	Construction of flood control embankment and infrastructure under polder 55/2G in Baufol upazila of Patuakhali district.	√				1, 2, 4, 6
289	Rehabilitation of Polder-3 of Satkhira district.	√				1, 2, 4, 6
290	Rehabilitation of polder 73/1 & 73/2 in Hatiya upazila under Noakhali district damaged by occurred cyclone/high tide due to climate change in different times.	√				1, 2, 4, 6
291	Sea Dyke protection of polder 48 near Kuyakata in Kolapara upazila under Patuakhali district.	√				1, 2, 4, 6
292	Super dyke Construction Project at Gohira of Anowara under Chittagong District in connection with Bangladesh Economic zone (EZ).	√				1, 2, 4, 6
293	Rehabilitation of Polder no-46, 47/1, 49, 54/A in Kolapara upazila of Potuakhali District.	√				1, 2, 4, 6
294	Rehabilitation of Polder 34/2 (part), 30, 31 (part), 31 in Khulna district.	√				1, 2, 4, 6
295	Bank protection at erosion prone area of polder no-56/57 located at left bank of Tentulia river in Lalmohon and Charfasion upazila of Bhola district.	√				1, 2, 4, 6
296	Rehabilitation of Polder no-5 in Satkhira district.	√				1, 2, 4, 6
297	Rehabilitation of Polder no-14/1 in Khulna district under Satkhira O&M Division.	√				1, 2, 4, 6
298	Rehabilitation of Polder no-15 in Satkhira district.	√				1, 2, 4, 6
299	Rehabilitation of Polder no 31 in Dakopu upazila of Khulna district.	√				1, 2, 4, 6
300	Riverbank protection at vulnerable places of polder no 35/1, 35/3 and Mongla-Ghosiakhali channel in Bagerhat district.	√				1, 2, 4, 6
301	Rehabilitation project of polder no 13-14/2 of Khulna and Satkhira district	√				1, 2, 4, 6
302	Protection with repair of damaged embankment at Kalapania, Musapur, Sarikait and Mogdhara area in polder no 72 of Sandwip upazilla in Chittagong district	√				1, 2, 4, 6
303	Construction of Super Dyke and Sustainable Development of Water Resources Management of Polder-70 in MIDI Area at Upazila-Moheskhali, District-Coxsbazar.	√				1, 2, 4, 6
304	Rehabilitation of Polder in Khulna, Satkhira and Bagerhat District.	√				1, 2, 4, 6
305	Sustainable Development of Water Resources Management of Polder-71 in Coxsbazar.	√				1, 2, 4, 6
G	**Haor Rehabilitation Projects**					
306	Flood Management in Haor Areas.	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
307	Village Protection against Wave Action in Haor Area and Improved Water Management in Haor Basins.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
308	River Dredging and Development of Settlement in Haor Areas.	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
309	Development of Early Warning System for Flash Flood Prone Areas in Haor and Dissemination to Community	√	√			1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
	Level.					
310	Monitoring of Rivers in Haor Area.	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
311	Expansion of irrigation through utilization of surface water by double lifting in haor area.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
312	Minor Irrigation by low lift pumps Project.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
313	Investigation and expansion of ground water irrigation.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
314	Development and Construction of Innovative Fishpass/Fish Friendly Structures.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
315	Elevated Village Platforms for the Haor Areas.	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
316	Sustainable Haor Wetland/Rivers and Fish Habitat Management.		√	√		1, 2, 3, 4, 6
317	Borni Baor Land Reclamation and Development Project (phase-II).	√				1, 2, 3, 4, 6
318	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Upper Meghna Basin.	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
319	Ecosystem habitat preservation program for plants, wildlife, fisheries, and migratory birds.	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
320	Sustainable Haor Wetland/Rivers and Fish Habitat Management.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
321	Management of Commercially Important Wetland Ecosystem.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
322	Construction of causeway for improvement of drainage and convenience of navigation at haor area.	√				1, 2, 3, 4, 6
323	Development of drainage and early flood prevention at haor area under Sunamganj district through river dredging and bank protection.	√				1, 2, 3, 4, 6
324	Comprehensive study for flood and drainage management of upper Meghna basin within Bangladesh.	√				1, 2, 3, 4, 6
325	Climate Sensitive Agriculture and Water Management Project.	√				1, 2, 6
H	**Others Projects**					
326	ICT Based Institutional Development and Capacity Building of Agencies under MoWR	√				5
327	Connecting all working field divisions including training Institute with central data network of BWDB for online monitoring and management	√				1, 2, 3, 4, 6
328	Development of consolidated MIS reporting and online monitoring of BWDB's programmes.	√				5
329	Impact study of the interventions of trans-boundary river system	√				1, 2, 3, 4, 6
330	Morphological Dynamics of Meghna Estuary for Sustainable Char Development	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
331	Development of WMOs and Participatory Scheme Management Model, with Cost Recovery for Operation and Maintenance.	√				5
332	Dynamic Climate Smart Knowledge Portal and Hydro-geological Database for MoWR and BWDB	√			√	5
333	Expansion and Modernization of Network & Tools for Groundwater Monitoring Including National Coordination Mechanism	√			√	5

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
334	Procurement of land based mechanical equipment and Barge construction for Directorate of Mechanical.	√				5
335	Construction of residential buildings with other structures of BWDB's own compound in Dhaka.	√				5
336	Construction of International Water Resource Management and Research Institute.	√				5
337	Southern Agricultural Improvement Project (SAIP).		√		√	1, 2, 3, 4, 6
338	Study for harnessing the waters of the Brahmaputra River.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
339	Construction project of 18nos Inspection Banglow for field offices of BWDB.	√				5
340	International water resource management and research institute.	√				5
341	Procurement of 35 dredgers and ancillary equipment for capital dredging and sustainable river management of Bangladesh.	√				5
342	Construction of necessary residential, administrative and other infrastructure as BWDB establishments.	√				5
343	Construction of 9 dredger bases to increase dredging capacity of BWDB.	√				5
344	Collection of 20 amphibian excavators with cutter suction dredging attachment for dredging of small river in Bangladesh.	√				5
345	Tree plantation on BWDB's constructed embankment, bank of rivers and khal.	√				1, 4
346	Sustainability of irrigation and drainage projects through participatory water management.	√				5
347	Technical assistance for preparation of flood management plan of Bangladesh.	√				5
348	Integrated development program to expand electric block and small irrigation project area in Dinajpur, Thakurgaon and Panchagarh district.	√				5
349	Automation of hydrology division of BWDB with modern equipment's.	√				5
350	Renovation/construction of offices and residential buildings of Sylhet, Sunamganj, Moulovibazar and Habiganj O&M Division under North-Eastern zone, Sylhet.	√				5

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
www.mowr.gov.bd
সচিবালয়, ঢাকা